হিন্দু-সর্ব্বস্ব

শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক—

শ্রীকরুণাকান্ত ভট্টাচার্য্য,

বেঙ্গল লাইব্রেরী,

৮, গুলুওস্তাগরের লেন, কলিকাতা।

মূল্য ১৷০ সিকা, বাঁধা সংস্করণ ১৷৷০ টাকা

Printed by C. L. Gupta,
AT THE
NARAYAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE,
67-9 Boloram Dey's Street, Calcutta.

ভূমিকা।

দিন দিনই হিন্দুধর্ম্ম-কর্ম্মের উপর জনসাধারণের অনাস্থা উপস্থিত হইতেছে। ইহার বহুবিধ কারণ থাকিলেও অভিজ্ঞ পুরোহিত এবং ক্রিয়া-কাণ্ডের উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব—একটী প্রধান কারণ। বাজারে অবশ্য অনেক প্রকার পদ্ধতিই মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি অনভিজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বলিয়া ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ ও কার্য্যের অনুপযোগী, আবার কতকগুলি সুপণ্ডিত কর্ম্মঠ ব্যক্তি দ্বারা সুসম্পাদিত হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ। এই কারণে সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী একখানি হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিবার ইচ্ছা আমার বহুদিন হইতে ছিল।

প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ আমি এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু কাগজের দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন মুদ্রিত করিতে সাহসী হই নাই। আপাততঃ কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে "হিন্দু সর্ব্বস্ব বা আর্য্যধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান" নাম দিয়া ইহা প্রকাশিত করিলাম। এই গ্রন্থে হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক কার্য্যই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মন্ত্রগুলির বিশুদ্ধি রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও বৎসরাধিক কাল মুদ্রাযন্ত্রে অতিবাহিত হওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যের জন্য দুই একস্থানে মুদ্রাকারের দোষে ভ্রম রহিয়া গেল। আশা করি, ২য় সংস্করণে সেইগুলি সংশোধিত হইবে।

এই পুস্তকখানা যাহাতে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারেন, তজ্জন্য ইহার অতি সামান্য মূল্যই ধার্য্য হইল; এখন দেশবাসিগণ ইহার উপকারিতা অনুভব করিলে প্রীত হইব। ইতি

কলিকাতা,
১০ই ফাল্গুন, ১৩২৯।

শ্রীকালীমোহন দেবশর্ম্মা।

পণ্ডিত শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন

সম্পাদিত—

অন্যান্য ধর্ম্ম-পুস্তক

শক্তিসাধন মহাতন্ত্র (২য় সংস্করণ)	১॥০
স্তবকবচমালা	১॥০
ধ্যানমালা (সানুবাদ)	।৵০
ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি	।৵০
কীর্ত্তন-পদাবলী	২৲
শ্রীগীতগোবিন্দ	॥০
সত্যনারায়ণের পাঁচালী	৵০
শনির পাঁচালী	৵০

প্রাপ্তিস্থান—
বেঙ্গল লাইব্রেরী,
৮, শুলুওস্তাগরের লেন,
দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত।

আর্য্যধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান

বা

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

প্রথম খণ্ড।

নিত্যকর্ম্ম।

প্রাতঃকৃত্য।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে দুর্গা দুর্গা বলিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি পাঠ করিবে।

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

কর্কোটস্য চ নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া শয্যার উপরে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশনানন্তর "ওঁ কুল বৃক্ষেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক শিরঃস্থ সহস্রদল-পদ্মস্থিত গুরুকে চিন্তা করিবে।

শিরঃস্থ সহস্রদল-পদ্মে বিরাজমান গুরুদেবকে শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ, শুভ্রমালা চন্দনচর্চ্চিত স্বয়ং প্রকাশমান, এবং স্বপ্রকাশমানা বামভাগাবস্থিতা রক্তশক্তি-সমাশ্লিষ্ট মনে করিয়া চিন্তা করিবে। ধ্যান প্রকরণে ধ্যান দেখুন।

শ্রীগুরুকে নিম্নলিখিত রূপে চিন্তা করিবে—তাঁহার লোচন যুগল প্রফুল্লসরোজদলের ন্যায় এবং তিনি ঘনপীনস্তনী, প্রসন্নবদনা, ক্ষীণমধ্যা এবং মঙ্গলময়ী। তাঁহার কান্তি প্রবাল সদৃশ, বস্ত্র রক্ত-বর্ণ, চরণতল কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, আর পাদ-পদ্ম রত্ননূপুরের দ্বারা সুশোভিত হওয়া স্থলপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার মুখশশী শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুমনোহরা, কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং তিনি কর পদ্ম দ্বারা সাধকের প্রতি বর ও অভয় দান করিয়া নিজ কান্তের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।

এইরূপে গুরুদেবকে সদাশিব মূর্ত্তি (স্ত্রী গুরু হইলে শক্তি মূর্ত্তি) চিন্তা করিয়া, মানস পঞ্চোপচারে অর্থাৎ মনে মনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। যথা —"ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথ * গুরবে লং ভূম্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি" এই বলিয়া নিজের দেহস্থ পার্থিবাংশ গন্ধরূপে কল্পনা করিয়া গন্ধমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকানন্দনাথ গুরবে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ আকাশ পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া পুষ্পমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকানন্দনাথ গুরবে যং বাষ্পাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ বায়ু ধূপরূপে কল্পনা করিয়া ধূপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরবে রং বহ্ন্যাত্মকংদীপং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ অগ্নি দীপরূপে কল্পনা করিয়া দীপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথ গুরবে বং জলাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ জলীয়

* প্রত্যেক "অমুকানন্দনাথ" স্থলে নিজ গুরুর নাম করিতে হইবে। যেমন "শ্যামানন্দনাথ" ইত্যাদি।

অংশ নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিয়া নৈবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। মুদ্রা প্রকরণ দেখুন।

করন্যাস—"গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" "গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" "গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" এইরূপে করন্যাসকরিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস "গাং হৃদয়ায় নমঃ" "গীং শিরসে স্বাহা" "গূং শিখায়ৈ বষট্" "গৈং কবচায় হুং" "গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" "গঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার করিবে।

গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার।

কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তকের বামভাগে "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যোনমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ এবং দক্ষিণ ভাগে "ঐঁ গণপতয়ে নমঃ" মধ্যে "ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ" * বলিয়া নমস্কার করিয়া গুরুর মূলমন্ত্র (ঐঁ) ১০৮ বার জপ করিয়া নিম্নমন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তং সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥

এই বলিয়া জপ বিসর্জ্জন করিয়া নিম্নোক্ত গুরুনমস্কার মন্ত্রে গুরুকে নমস্কার করিবে।

শক্তিমন্ত্রের জপবিসর্জ্জন কালে "গোপ্তা" স্থলে "গোপ্ত্রী"

* অন্যদেবতার পূজাকালে সেই দেবতার মূলমন্ত্রযুক্ত নাম বলিবে।

"মহেশ্বর" স্থলে "মহেশ্বরি" আর বিষ্ণুমন্ত্র জপে "মহেশ্বর" স্থলে "জনার্দ্দন" বলিবে। শিবসম্বন্ধে মূলের লেখা অনুসারে বলিবে জপবিসর্জ্জন কালে, জপফল তোমাকে সমর্পণ করিলাম, এই ভাবিয়া দেবতার দক্ষিণহস্তে এবং পূজার সময় দেবীর বামহস্তে জপফল সমর্পণ করিবে।

গুরুনমস্কার মন্ত্র।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমস্তে গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞকং॥

এই মন্ত্র পাঠান্তে গুরু নমস্কার করিয়া—"প্রহ্লাদানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, সনকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, কুমারানন্দনাথায় গুরবে নমঃ বশিষ্ঠানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, ক্রোধানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, সুখানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, বোধানন্দনাথায় গুরবে নমঃ" বলিয়া প্রত্যেক বার নমস্কার করিবে। অনন্তর গুরুর স্তব কবচ পাঠ করিবে। স্তবকবচ অন্যাত্র দেখুন।

মনা-পূজা।

মূলাধার পদ্মের * কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণচক্র আছে, তন্মধ্যে * মেরুদণ্ডের বামভাগে ঈড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে

অধোমুখ হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিরাজিত। প্রসুপ্ত সর্পাকৃতি অতি-সূক্ষ্মা, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিতা, শতকোটি-বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা-শালিনী, সেই ইষ্টদেবতারূপিণী কুলকুণ্ডলিনীশক্তি সেই স্বয়ম্ভু-লিঙ্গকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছেন॥



সংক্ষিপ্ত ষট্‌চক্রভেদ।

"হূঁ" বা "হংসঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলাধারের ত্রিকোণস্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া সহস্রদল পদ্মস্থিত পরমশিবে সংযুক্ত করিবে। পরে সেই সহস্রদলস্থ সুধায় আপ্লুত করিয়া সেই সুধা পান করাইয়া "সোঽহং" মন্ত্রে পুনর্ব্বার সুষুম্নাপথে মূলাধারে আনিয়া মনে মনে পূজা করিবে। বৈষ্ণবগণ "হংসঃ" স্থলে "সোঽহং" এবং "সোঽহং" স্থলে "হংসঃ" বলিবেন।

সুষুম্নানাড়ী আছে। এই সুষুম্নানাড়ীর গ্রন্থিবিশেষে যথাক্রমে ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্ম আছে—মূলাধারপদ্ম চতুর্দ্দল রক্তবর্ণ, ইহা মলদ্বারের চারি অঙ্গুলি উপরে অবস্থিত, স্বাধিষ্ঠানপদ্ম ষড়দল বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণ, ইহা লিঙ্গমূলে অবস্থিত, মণিপুরক পদ্ম দশ-দল নীলবর্ণ, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত, অনাহতপদ্ম দ্বাদশদল, প্রবালবর্ণ, ইহা হৃদয়দেশে সংস্থিত, বিশুদ্ধপদ্ম ষোড়শদল ধূম্রবর্ণ, ইহা কণ্ঠদেশে অবস্থিত, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাপদ্ম, ইহা দ্বিদল শ্বেতবর্ণ। এই ষট্‌ পদ্মের উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত আর একটি শুক্লবর্ণ সহস্রদল পদ্ম আছে।

কুলকুণ্ডলিনী ধ্যান।

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীং।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাং॥
কোটি-সৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গবেষ্টিতাং॥

এই ধ্যানোক্ত রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া "ঐঁ" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানার্থ জল অর্পণ করিয়া "ঐঁ" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করতঃ স্ব ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে ঐরূপ গন্ধাদিদ্বারা ইষ্টদেবতার মানস পূজা করিয়া ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর জপ বিসর্জন করিয়া নমস্কার মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর চৌরগণেশের মন্ত্র জপ করিবে।

চৌরগণেশ-মন্ত্র।

হৃদয়দেশে হস্ত রাখিয়া "ক্রোঁ" মন্ত্র দশবার জপ করিবে, ঐরূপ দক্ষিণচক্ষু, বামচক্ষু, দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণে "হ্রীঁ" হ্রীঁ" মন্ত্র দশ বার করিয়া, দক্ষিণনাসিকায় ও বামনাসিকায় "হূঁ হূঁ" মন্ত্র, মুখে "হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ" মন্ত্র, নাভিদেশে "ঐঁ হ্রীঁ" মন্ত্র, লিঙ্গদেশে "হ্‌সৌঃ" মন্ত্র, গুহ্যে "হ্রূঁ" মন্ত্র এবং ভ্রূ-মধ্য দেশে "হূঁ" মন্ত্র দশ বার করিয়া জপ করিবে।

গুরু-পাদুকা-পূজা।

"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল বর য়ূঁ হ স ক্ষ মল-বররীং হ্‌সৌঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ গুরো শ্রীঅমুকী দেব্যম্ব শ্রীগুরু-পাদুকাং পূজয়ামি" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া গুরুকে প্রণাম করিবে। পরে গুরুপাদুকাস্তোত্র পাঠ করিবে। স্তবকবচাধ্যায় দেখুন।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "অমুকানন্দনাথ গুরো আজ্ঞাপয়

নিত্যকর্ম্মার্থং" এই বলিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রার্থনা করতঃ নিম্ন মন্ত্রে পৃথিবীকে নমস্কার করিবে।

পৃথিবী-নমস্কার।

"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

এই মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া পুরুষ প্রথম দক্ষিণপাদ এবং স্ত্রীলোক প্রথম বাম পাদ ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন। অনন্তর যথাসম্ভব বেদবিৎ ব্রাহ্মণ সুভগা স্ত্রী, অগ্নি, গো প্রভৃতি দর্শন করিবেন। পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা স্ত্রী, মদ্য ও উলঙ্গ, এ সমস্ত দর্শন করিতে নাই।

এইরূপে গৃহ ত্যাগ করিয়া আচমন করিতে হইবে। কিন্তু কাঁসা, লৌহ, রাঙ্গ, সীসা এবং পিত্তলের পাত্রস্থ জলের দ্বারা আচমন করিতে নাই। তাম্রপাত্রস্থ জলের দ্বারা আচমন করিবে। ফেনবুদ্বুদাদিরহিত পরিষ্কার জলের দ্বারা আচমন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ—হৃদয় স্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে এই পরিমাণ জল আচমনার্থে পান করিবেন; ক্ষত্রিয়—কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে এই পরিমাণ, বৈশ্য—মুখ প্রবেশ পর্য্যন্ত হইতে পারে এই পরিমাণ এবং স্ত্রী ও শূদ্র, মুখস্পর্শ হইতে পারে এত টুকু জল মুখে দিবেন।

আচমন।

হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত জানুর মধ্যে রাখিয়া গোকর্ণের ন্যায় করতঃ একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ

পরিমাণ জল হস্তে লইবে। পরে ব্রাহ্মতীর্থে * অর্থাৎ অঙ্গুলির মূলদেশে জল রাখিয়া ঐ জল পান করিবে। এইরূপে তিনবার জল পান করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥" ইহা পাঠ করিয়া বিষ্ণু-স্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের দ্বারা দক্ষিণ দিক্ হইতে বামদিকে দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন করিয়া হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া উহার অগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠের উপরিভাগ ও অধরের অধোভাগ দুইবার স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর শিরোভাগ একত্র করিয়া যথাক্রমে নাসিকার দক্ষিণ ও বামরন্ধ্র এক এক বার স্পর্শ করিয়া, ঐরূপে কর্ণদ্বয় দুইবার স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া একবার নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিবে, তৎপরে হস্ততল দ্বারা একবার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বামবাহুর মূলভাগ স্পর্শ করিবে। এই-রূপ করিলে একবার আচমন করা হইল। এই প্রকার দুইবার আচমন করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র একবার মাত্র করিবে এবং তাহারা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জলপান করিয়া আচমন করিবে ও আচমন কালে মাত্র অপবিত্র মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে

---

* অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশের নাম "ব্রাহ্মতীর্থ"। অঙ্গুলির অগ্রভাগের নাম "দৈবতীর্থ," অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগের নাম "পিতৃতীর্থ" এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশের নাম "কায়তীর্থ" বা "প্রাজাপত্য তীর্থ।"

আচমনাদি করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। যতকাল মল মূত্র পরিত্যক্ত না হয়, তত কাল প্রাতঃকৃত্য ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়ার অধিকার হয় না। কদাচ বেগ ধারণ করিয়া থাকিবে না, বেগরোধ করিলে অত্যুৎকট ব্যাধিও হইতে পারে।

মলমূত্র পরিত্যাগের ব্যবস্থা।

বাসস্থানের দেড়শত হস্ত দূরে নৈঋ্ত কোণে (দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) মল মূত্র পরিত্যাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে। মল মূত্র পরিত্যাগের স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে নাই। দিনের বেলা উত্তরমুখ, রাত্রিতে দক্ষিণমুখ এবং দিবা রাত্রির সন্ধিকালে উত্তরমুখ হইয়া বামহস্ত দ্বারা অণ্ডদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। অতিশয় বেগ না হইলে সন্ধি সময়ে মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে নাই। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত হইলে, তাঁহারা যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিবেন, অথবা দক্ষিণকর্ণে ধারণ করিবেন। মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র শৌচ করিবেন। সেই বস্ত্র শৌচ না করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না। রাত্রিতে বৃক্ষাদির ছায়াযুক্ত স্থান, অন্ধকারময় স্থান এবং চোরব্যাঘ্রাদির ভীতিযুক্ত স্থানে, পূর্ব্বোক্ত দিঙ্‌নিরূপণের প্রতি লক্ষ্য করিবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গো এবং ব্রাহ্মণের অভিমুখ হইয়া এবং পন্থা, ভস্ম, গোশালা, চষাভূমি জল, চিতা, পর্ব্বত, জীর্ণাদি দেবমন্দির, উইভূমি, প্রাণিযুক্ত গর্ত্ত এবং নদীতীরে বসিয়া মলাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ, মলাদি ত্যাগকালে কথা বলা, হাই ও হাঁচি দেওয়া নিষেধ। গমন করিতে করিতে অথবা দাঁড়াইয়া মল মূত্র

পরিত্যাগ করিতে নাই। জুতা খড়ম ধারণ করিয়া এবং জল-শৌচ-পাত্র হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ।

এই নিয়মানুসারে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মলদেশে যদি কিছু মল থাকে, তবে তৃণাদি কাষ্ঠ দ্বারা তাহা দূরীভূত করিয়া কটিদেশ হইতে কিছু ঊর্দ্ধে বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া অণ্ডদ্বয়কে দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক মল ত্যাগের স্থান হইতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া করিবে। দক্ষিণ হস্তদ্বারা শৌচাদি ক্রিয়া নিষেধ।

শৌচ প্রণালী।

বাম হস্তে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক লিঙ্গে একবার, মলস্থানে তিন বার, বাম হস্তের মধ্যে দশ বার হস্তপৃষ্ঠে ছয় বার এবং তৎপরে উভয় হস্তেই সাত বার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে। ইহাতেও যদি দুর্গন্ধ নষ্ট না হয়, তবে যতবার মৃত্তিকা লেপন করিলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, তত বারই মৃত্তিকা লেপন করিতে হইবে। এই প্রকারে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলের দ্বারা উহা নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিবে। এই নিয়মে জল শৌচ করিয়া তৃণাদি-দ্বারা নখাভ্যন্তরপ্রবিষ্ট মৃত্তিকাদি আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিবে। অনন্তর দুই পদেই যথাক্রমে তিন তিনবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক ধৌত করিয়া ফেলিবে।

কেবল মূত্র পরিত্যাগ করিলে, লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার, তৎপরে হস্তদ্বয়ে দুইবার করিয়া এবং পদদ্বয়ে * এক-

* যজুর্ব্বেদীয় লোক পদ প্রক্ষালন কালে প্রথমে দক্ষিণ পাদ ধৌত করিবে।

নাক করিয়া মৃত্তিকা লেপন করতঃ জল দ্বারা উত্তমরূপে উহা বিধৌত করিয়া ফেলিবে।

রাত্রিতে কোন বাধাবশতঃ সম্পূর্ণ শৌচক্রিয়ানুষ্ঠানে অশক্ত হইবে এবং পীড়িত ও পথিক ব্যক্তি যথা নিয়মে শৌচক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইলে, যথাসম্ভব শৌচক্রিয়া করিবে। অনুপনীত দ্বিজাতি, স্ত্রী ও শূদ্র দুর্গন্ধি অপনয়ন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শৌচ করিবে ইহাদের পক্ষে শৌচের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই।

দন্তধাবন।

দন্তধাবন না করিয়া কোন ক্রিয়াতেই অধিকার হয় না, অতএব সকলেরই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শৌচ ক্রিয়ার পর দন্তধাবন অবশ্য কর্ত্তব্য।

দন্তকাষ্ঠ * কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা ও ত্বক্‌যুক্ত হওয়া চাই এবং দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ দলিত করিয়া লইবে। সামবেদীয় লোক আট অঙ্গুলি, অন্য বেদীয় লোক দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। শ্রাদ্ধ, জন্ম, বিবাহ, ব্রত ও উপবাস দিনে এবং প্রতিপদ, ষষ্ঠি, নবমী ও পর্ব্বদিনে † দন্তধাবন করিবে না।

---

* খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তেঁতুল বংশত্বক্, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, আকন্দ এবং উড়ুম্বর; এই সকল কাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই।

† চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তির নাম পর্ব্বদিন

এই প্রকার নিয়মে সংযতবাক্ হইয়া দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আস্তে আস্তে দন্ত মার্জ্জন করিয়া দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্রস্থানে নিক্ষেপ করিবে। দন্তকাষ্ঠের অভাব হইলে এবং নিষিদ্ধদিনে মাত্র দ্বাদশগণ্ডুষ জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। যদি ভক্ষিত কোন দ্রব্য অতিসুশ্লিষ্টরূপে দন্তে লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার কোন আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, এমত স্থলে উহা তুলিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত প্রয়াস করিবে না। জিহ্বা-মার্জ্জন সকল দিনেই করিতে হইবে। নিষিদ্ধ দিন ভিন্ন সকল দিনেই নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া দন্তধাবন করিবে।

আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো দেহি বনস্পতে॥

অবগাহন স্নানবিধি।

স্রোতজলে স্রোতাভিমুখে এবং স্রোতহীন জলে সূর্য্যাভি-মুখে নাভিজলে দাঁড়াইয়া মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ হস্তের দ্বারা আবৃত করিয়া একবার ডুব দিবে, পরে জলাশয় অন্তরে

শাস্ত্রে সাত রকম স্নানের বিধি আছে; যথা—মন্ত্র স্নান—"শন্ন আপঃ" প্রভৃতি আপমার্জ্জনের নাম মন্ত্র স্নান, এইরূপ পুণ্য মৃত্তিকার তিলক ধারণের নাম ভৌম স্নান। গাত্রে ভস্ম লেপনের নাম আগ্নেয় স্নান, গো-ধূলি স্পর্শের নাম বায়ব্য স্নান, রৌদ্রের সময় বৃষ্টি-জলস্পর্শের নাম দিব্য স্নান। বিষ্ণুস্মরণের নাম মানস স্নান এবং জলে নামিয়া স্নানের নাম অবগাহন স্নান।

কৃত হইলে, নিম্নলিখিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক জলাশয় হইতে তিন বার পাঁচ দলা মৃত্তিকা তীরে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিবে।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্থ চ।
পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম ॥"

প্রাতঃ স্নান। *

অরুণোদয় কালই প্রাতঃস্নানের মুখ্যকাল। প্রাতঃস্নান না করিলে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে অধিকার হয় না।

নাভি জলে নামিয়া আচমন করতঃ কর যোড়ে—

ওঁ † কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি প্রাতঃস্নানকালে ভবন্ত্বিহ ॥"

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তে একটু জল লইয়া "ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে ‡ মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বিষ্ণু প্রীতিকামঃ অস্মিন্‌জ্জলে প্রাতঃ স্নানমহং করিষ্যে"।

এইরূপ সংকল্প করিয়া সম্মুখে জলের উপর এক এক হস্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে চারি হস্ত মাপিয়া একটি চতুষ্কোণ স্থান করিবে।

---

* প্রাতঃস্নানে, কাম্যস্নানে এবং তীর্থস্নানে তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ।

† স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রের ওঁ উচ্চারণ করিতে নাই।

‡ অমুক স্থলে তত্তৎ মাস, পক্ষ ও স্বীয় নাম গোত্রের উল্লেখ করিবে।

পরে দক্ষিণ হস্ত উবুর করিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগদ্বারা অর্থাৎ

অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা ঐ চতুষ্কোণ স্থানস্থ জল আলোড়ন করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তীর্থ আবাহন করিবে।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
"ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তু জাহ্নবি॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃতা॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাধিনী।
ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে চ যঃ পঠেৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী।
ত্বয়ি স্নানং করোম্যত্ত পাপং মে হর জাহ্নবি॥"*

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" এই বলিয়া দুই হস্তের অগ্রভাগ সংযুক্ত করতঃ তদ্দ্বারা মস্তকে তিন বা সাত বার জল সিঞ্চন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সমস্ত অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিবে।

---

* স্ত্রী ও শূদ্র এই মন্ত্র ব্রাহ্মণদ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে নমঃ নমঃ বলিবে

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করতঃ দীক্ষিত ব্যক্তি স্বীয় "ইষ্ট-দেবতা প্রীতি-কামঃ" বলিয়া পুনর্ব্বার সংকল্প করিয়া স্নান করিবে।

কার্ত্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান-মন্ত্র।

স্নানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—

ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

মাঘমাসীয় প্রাতঃ-স্নান।

পূর্ব্বোক্ত প্রাতঃস্নানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পরে,—

"ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাস্যেঽহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥

ছুঃখদারিদ্র্য-নাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনং ॥
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদোভব ॥
ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘস্নানং মহাব্রতং ॥"

এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে।

মাকরী-সপ্তমী-স্নান।

সংকল্প যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরী-সপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফল সম-ফল-প্রাপ্তিকামঃঅস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া সাতটি আকন্দ পাতা ও সাতটি কুল-পাতা মস্তকে রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—

ওঁ যদ্যৎ জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥"

অনন্তর সাতটি আকনপাতা, সাতটি কুলপাতা, দূর্বা, চন্দন এবং

আতপ তণ্ডুল ইত্যাদি দ্রব্য মিশ্রিত শাস্ত্রবিহিত অষ্টাঙ্গ * অর্ঘ্য তাম্রপাত্রে করিয়া আদিত্যের তুষ্টির জন্য প্রদান করিবে।

মন্ত্র যথা,—

"ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যোদ্দেশে ঐ অর্ঘ প্রদান করিবে। অনন্তর নিম্নলিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিবে।

মন্ত্র যথা—

"ওঁ সপ্তসপ্তিবহপ্রীত সপ্তলোক-প্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

——

গ্রহণস্নান।

গ্রহণস্নান ও মুক্তিকালিন স্নান গঙ্গাতে করিবে, অভাবপক্ষে পুষ্করিণী প্রভৃতিতেও করিতে পারা যায়। নিজের রাশি অনুসারে গ্রহণ দেখিতে যদি নিষেধ থাকে, তবে গ্রহণ স্নান করিবে না, কিন্তু গ্রহণ মুক্তির নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুক্তিস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। নিম্নোক্ত সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তনিশাকরে (সূর্য্যগ্রহণ হইলে "রাহুগ্রস্তদিবাকরে") অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল প্রাপ্তিকামঃ

---

* অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য যথা—জল, ক্ষীর (দুগ্ধ), দধি, ঘৃত, তিল, তণ্ডুল, সর্ষপ, কুশাগ্র এবং পুষ্প। ভবিষ্যপুরাণে পুষ্প স্থলে মধুর যোগ করা হইয়াছে।

অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে।

গঙ্গায় হইলে চন্দ্রগ্রহণে "কোটীগুণ গঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ" এবং সূর্য্যগ্রহণে "দশকোটিগঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ" বলিবে। আর "অস্মিন জলে" স্থলে "অস্যাং গঙ্গায়াং" বলিবে।

পরে গ্রহণ মুক্ত হইলে, অমস্তক আর একবার স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্নের মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

"ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

সূর্য্যগ্রহণ হইলে উক্ত মন্ত্রের "চন্দ্র সঙ্গমঃ" স্থলে "সূর্য্যসঙ্গমঃ" বলিবে।

গঙ্গাস্নান।

গঙ্গাতীরে গমন পূর্ব্বক করযোড়ে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি॥
স্বর্গারোহণসোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গায় নামিতে হয়, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত প্রাতঃস্নান বিধি অনুসারে কুরুক্ষেত্রাদি সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত বিশেষ মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়।

"ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

[illegible] ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং

এই বলিয়া স্নান করতঃ—

"ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে। এইরূপে স্নান করিয়া স্তবাদি পাঠ করিবে। স্তবকবচাধ্যায় দেখুন।

ব্রহ্মপুত্র-স্নান।

সাধারণ স্নান বিধির ন্যায় কুরুক্ষেত্রাদি পাঠ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ সঙ্কল্প করিবে—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে।
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্ব
পাপক্ষয়পূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থস্নান জন্যফল সমফল-প্রাপ্তি
কামঃ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে।"

এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্নান-বিধি-কথিত ম[illegible] পূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্রটী পাঠ করিয়া স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

গঙ্গাসাগর-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে

অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামঃ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নান-বিধি অনুসারে স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্রটী পড়িবে।

মন্ত্র যথা,—

ওঁ ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥"

দশহরা-স্নান।

স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিয়া নিম্নলিখিত সঙ্কল্প করিবে।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

দশহরা দিনে যদি হস্তানক্ষত্র হয় তবে "হস্তানক্ষত্রযুক্ত-দশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপক্ষয়কামঃ" বলিবে। আর যদি ঐ দিন মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্র হয়, তবে "কুজ-বারাধি-করণক-হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধ-পাপক্ষয়পূর্ব্বক শতগুণ "বাজিমেধাযুতজন্য" পুণ্যসম-পুণ্য-প্রাপ্তি-কামঃ" বলিয়া সঙ্কল্প করতঃ নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিবে।

মন্ত্র যথা—

"ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ-প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং ॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং ॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাস্নানোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

বারুণী স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শতভিষানক্ষত্র-যুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশত-সূর্য্য-গ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নান জন্যফল সমফল প্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিবে। ঐ দিন শনিবার হইলে "শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহা-বারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুকোটি-সূর্য্য-গ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নানজন্য—ফল-সমফল—প্রাপ্তিকামঃ" বলিবে; আর যদি ঐ দিন শনিবার শতভিষানক্ষত্র ও শুভযোগ হয়, তবে "শনি-বারাধি-করণক-শুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহা-মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ত্রিকোটি-কুলোদ্ধারণ-কামঃ" এইরূপ বলিবে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গাস্নান বিধি অনুসারে স্নান করিবে।

নন্দীস্নান।*

"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সপ্ত জন্মাবচ্ছিন্ন-পতিতান্নভক্ষণপতিত-সংসর্গকৃতপাপ—পঞ্চমহাপাতকাদ্যনির্ব্বচনীয়-পাপক্ষয়রজস্বলা-স্পৃষ্টান্ন-ভোজন-সততাসত্যভাষণ-স্বর্ণমণিরত্নাপহরণ-সামান্যসকল--বস্তুপ-হরণ-সখিবধমিত্রহিংসাদি-জনিতমহারৌরবাদ্যনবরতযম-কিঙ্করতাড়ন-নিবা-রণাজন্মবাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যদশাপাপক্ষয়—ব্রহ্মলোকাধিকরণক--পরম-হংসদর্শনপূর্ব্বক—বাসাধীতচতুর্ব্বেদব্রাহ্মণ—সম্প্রদানক—কপিলা-ধেনু—লক্ষদানজন্য-ফল--শ্রীমন্নারায়ণ-দক্ষিণ—ভুজবাস-তদুত্তর মর্ত্ত্যলোকীয় জন্মগুণাশ্রয়ত্ব সর্ব্বসুখভোগ-যশঃপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং নন্দায়াং স্নান-মহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গাস্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে।

বস্ত্র পরিধান।

স্নানান্তে উত্তমরূপে মস্তক ও গাত্র মুছিয়া ফেলিয়া কেশের জল অপনয়নার্থ মস্তকে অতি পরিষ্কার উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক ধৌত ও পবিত্রকৃত বস্ত্র ইষ্ট মন্ত্র পড়িয়া ত্রিকচ্ছ করিয়া পরিধান করিবে। ছিন্ন, মলিন, দগ্ধ, কীট বা মূষিক দ্বারা ছিদ্রীকৃত, শীর্ণ, দশাহীন, সিলাই করা, নীলবর্ণ, কষায়, রজকগৃহাগত বস্ত্র পরিধান করিতে নাই। পরিহিতবস্ত্র জানুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পতিত হওয়া চাই। এই নিয়মে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীতের

* প্রত্যেক মাসের ষষ্ঠীর নাম "নন্দাতিথি"।

ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবেক, যাহাদের স্কন্ধদেশে যজ্ঞোপবীত থাকে, তাহারা পৃথক উত্তরীয় ধারণ না করিলেও চলিতে পারে।

এই নিয়মে বস্ত্র পরিধান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র তিনবার মৃত্তিকা দিয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করতঃ উত্তমরূপে [illegible] করিবে।

শিখাবন্ধন।

বস্ত্র পরিধানের পর, তিলকের পূর্ব্বে, দ্বিজাতি-গণ একবার গায়ত্রী পড়িয়া এবং শূদ্র ও স্ত্রী নিম্নস্থ মন্ত্রটী পড়িয়া আড়াই পাক দিয়া শিখা বন্ধন করিবে।

"ব্রহ্মবাণী-সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥"

শিখামোচন মন্ত্র,—

"ওঁ * গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং॥"

যখন শিখা বন্ধন কি মোচন করিতে হইবে এই নিয়মে করিবে।

তিলক।

তিলক ধারণ না করিয়া কোন বৈধকার্য্য করিতে নাই। [illegible] উত্তর মুখ হইয়া তিলক ধারণ করিবে। [illegible] নাসিকা মূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত [illegible] ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে [illegible], বৈষ্ণ [illegible] এবং শূদ্র [illegible] তিলক করিবে।

* স্ত্রী, শূদ্রের ওঁ উচ্চারণ করিতে নাই।

তিলক-দ্রব্য।

রক্তচন্দন, চন্দন, এবং যজ্ঞীয়কাষ্ঠ ঘসিয়া তিলক করিবে, অথবা মৃত্তিকা, গোপীচন্দন, রোচনা, কুঙ্কুম ও গোময়দ্বারা তিলক করিবে। এই সকল দ্রব্যের অভাবে জলদ্বারা তিলক করিবে।

তিলক ধারণমন্ত্র।

"কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম .
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু ॥"

চন্দনদ্বারা তিলক মন্ত্র—

"কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌম্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্ ॥"

শক্তিপূজায় বিশেষ তিলক।

ললাটে রক্তচন্দন, কুঙ্কুম বা চন্দনদ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটী রেখা করিয়া তন্মধ্যে সিন্দূর-বিন্দু দিবে। এই তিলক ইষ্টমন্ত্র পড়িয়া করিতে হয় এবং তিলকদ্রব্যগুলিকে ইষ্টদেবতার পদ-ধূলিরূপে চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে তিলক করিয়া তন্মধ্যে অতি গুপ্তভাবে ইষ্টমন্ত্রটী লিখিবে, যেন অন্যে পড়িতে না পারে। হৃদয়ে শ্বেতপদ্মাকার তিলক করিয়া তাহাতে "হূং" মন্ত্র লিখিবে। বাহুতে বেনার ন্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত তিলক ধারণের স্থানে বিন্দুর ন্যায় তিলক করিবে।

বৈষ্ণব-তিলক।

বৈষ্ণবগণ ললাটে নাসিকামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড, বাহুতে বংশপত্রের ন্যায়, হৃদয়ে অশ্বত্থপত্রের ন্যায়, অন্যত্র তুলসীপত্রের ন্যায় তিলক করিবেক। বৈষ্ণবগণ নিম্নস্থ মন্ত্রে তিলক ধারণ করিবে।

মন্ত্র যথা,—ললাটে "কেশবায় নমঃ", কণ্ঠে "পুরুষোত্তমায় নমঃ", বামবাহুতে "বাসুদেবায় নমঃ", দক্ষিণবাহুতে "দামোদরায় নমঃ", নাভিতে "নারায়ণায় নমঃ", হৃদয়ে "মাধবায় নমঃ", দক্ষিণপার্শ্বে "গোবিন্দায় নমঃ", বামপার্শ্বে "ত্রিবিক্রমায় নমঃ", বামকর্ণমূলে "বিষ্ণবে নমঃ", দক্ষিণকর্ণমূলে "মধুসূদনায় নমঃ", শিরোমধ্যে "হৃষীকেশায় নমঃ", পৃষ্ঠে "পদ্মনাভায় নমঃ", বলিয়া তিলক করিবে। এইরূপে তিলক করতঃ হাত ধুইয়া সেই জল "বাসুদেবায় নমঃ", বলিয়া মাথায় দিবে।

শিবপূজা-বিষয়ে-তিলক।

শিব পূজায় ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড করিতে হয়, ভস্মের অভাবে চন্দন, তদভাবে মৃত্তিকা বা জলদ্বারা তিলক করিবে।

প্রাতঃস্নানের পর তিলক করিয়া সকল বেদীরই সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রথমে পবিত্রভাবে উপবেশন করিয়া আচমন করতঃ সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবে।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রকরণ।

মার্জ্জন।

ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ, শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব, স্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ৩॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো-

হে মরুদেশোদ্ভব জল! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর, বহূদক-দেশসম্ভূত জল! তোমরা আমাদের কল্যাণদায়ক হও, হে সামুদ্রিক জল! তোমরা আমাদের মঙ্গল বিধান কর, হে কূপোদক! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর। ১।

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়, স্নাত ব্যক্তি যে প্রকার শরীর মল হইতে মুক্ত হয়, সংস্কারক মন্ত্রের দ্বারা ঘৃত যেমন পবিত্র হয়, হে জল! তোমরা আমাকে সেই প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত কর। ২।

হে জলসমূহ! তোমরা নিতান্ত আপ্যায়ক। অতএব ইহলোকে আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দেও, এবং পরলোকে পরম রমণীয়-দর্শন ব্রহ্মের সহিত আমাদিগকে ঐক্য করাইয়া দেও, অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হই।

রস, তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥৪॥
ওঁ তস্মা অরংগমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্য-
ঞ্চাভীদ্ধাৎতপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত,
ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরো
হজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৬ ॥

এই মন্ত্র কয়েকটী পড়িয়া মার্জ্জন অর্থাৎ কুশ বা কুশাভাবে অঙ্গুলিদ্বারা জল লইয়া মস্তকে ভূমিতে আকাশে বারংবার দিবে।

জননী যে প্রকার সর্ব্বদা পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করেন, হে জলসমূহ! সেইরূপ তোমরাও তোমাদের মঙ্গলময় রসের দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া আমাদের কল্যাণ কর। ৪।

হে জলসমূহ! তোমরা যে রসের দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগত আপ্যায়িত করিতেছ, সেই রসের দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর,। ৫।

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া পরমব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল, তখন রাত্রি, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছিল। তৎপর অদৃষ্টের বিকাশ হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথমে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই সমুদ্রায়মান জগতে জগৎ-সৃষ্টি-সমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল, তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের, নির্ম্মাণ করিলেন। তদ্দ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ

ঋষিচ্ছন্দ।

করযোড়ে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঋষ্যাদির স্মরণ করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মা-ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্ব-কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। ৭। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতি-ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী পঙক্তি-ত্রিষ্টুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ৮। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ৯। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজা-

হইল। দিন রাত্রির বিভাগ বশতঃ সম্বৎসরের সৃষ্টি হইল। অনন্তর ধাতা আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। ৬।

ওঁকার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভে উহার উচ্চারণ করিতে হয়। ৭॥

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সপ্ত ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি, যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই সাতটী ছন্দঃ; অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বেদেব—দেবতা, প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। ৮।

গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র (ব্রহ্মা) গায়ত্রী ছন্দ, সূর্য্য দে প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োগ হয়। ৯।

পতিঋর্ষিব্র্রহ্মাবায়্বগ্নিসূর্য্যাস্তত্ত্রোদেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগ। ১০।

প্রাণায়াম।

"নাভৌ,—রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ১১। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো-জ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্"। ১২।

ইত্যাদি বাক্যোক্ত ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে।

এই মন্ত্র পড়িয়া নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া পূরক-প্রাণায়াম করিবে। পরে—

গায়ত্রী শিরের (আপোজ্যোতিরিত্যাদির) প্রজাপতি ঋষি. (ইহার ছন্দ নাই) দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য, প্রাণায়ামে ইহার উচ্চারণ করিতে হয়। ১০।

রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ, দ্বিবাহু, একহস্তে রুদ্রাক্ষমালা ও অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী, হংসবাহন ব্রহ্মাকে নাভিদেশে অবস্থিতরূপে চিন্তা করিবে। ১১।

যিনি ভূ প্রভৃতি সপ্ত লোকের প্রকাশক, যিনি জল, তেজ, এবং রসরূপে বর্ত্তমান, যিনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মারূপে অবস্থিত আছেন, যিনি সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের আলম্বনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে প্রকাশমান, সেই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলোপাধিপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে আমরা উপাসনা করি

"হৃদি,—নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-হস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্॥ ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্ব রোম্"। ১৩।

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া হৃদয়দেশে বিষ্ণুর চিন্তা করিয়া কুম্ভক প্রাণায়াম করিবে। পরে—

"ললাটে,—শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্"। ১৪।

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া ললাটদেশে শম্ভুর ধ্যান করতঃ রেচক প্রাণায়াম করিবে।

তিনি ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করুন। ১২।

নীলপদ্মের ন্যায় প্রভাশালী চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী গরুড়োপরি আরূঢ় বিষ্ণুকে হৃদয়দেশে ধ্যান করিবে। ১৩।

ললাটদেশে শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত বৃষবাহন শম্ভুকে ধ্যান করিবে। ১৪।

আচমন।

দক্ষিণহস্তে জল লইয়া প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনবার পান করতঃ আচমণ করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং॥ যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা। ১৫।

মধ্যাহ্নকালের আচমন মন্ত্র।

ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

"সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ প্রকৃতি, জল দেবতা এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়। সূর্য্য, যজ্ঞদেব ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি রাত্রিতে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবসাভিমানী দেব তাহা নষ্ট করুন এবং আমার আরও যে কিছু পাপ আছে, তৎ সমস্ত এই জলে মিশ্রিত করিয়া সেই পাপময় জল হৃৎপদ্মমধ্যবর্ত্তী প্রকাশরূপ অমৃতময় পরম জ্যোতিতে সমর্পণ করিলাম। তিনি দগ্ধ করুণ। ১৫।

'আপঃ পুনন্তু' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, ছন্দ অনুষ্টুপ, জল

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা। ১৬।

সায়ংকালের আচমন মন্ত্র।

ওঁ অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দআপো-দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যু-পতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু

দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ। জল আমার পার্থিব দেহকে পবিত্র করুন এবং দেহ পবিত্র হইয়া আমাকে (ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে) পবিত্র করুন এবং জল পরমাত্মাকে পবিত্র করুন, পরমাত্মাও পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য-ভোজন, অসদাচরণ এবং অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত আমার যত পাপ আছে, তৎ সমস্ত পাপ হইতে জল আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ সেই সমস্ত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন। পাপ বিনাশের নিমিত্ত অভিমন্ত্রিত এই জল অমৃত নামক হুতাশন-স্থিত সত্য-স্বরূপ পরমাত্মাতে সুহুত হউক। ১৬।

"অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, প্রকৃতিছন্দ, জল দেবতা এবং আচমনে প্রয়োগ। অগ্নি, যজ্ঞদেব, ইন্দ্রাদি দেবগণ মদীয় পাপ বিনাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবসে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর এবং শিশ্নদ্বারা যে যে

যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা। ১৭।

তিন বেলায়ই এইরূপ আচমন করিয়া জলের উপরে এক-বার গায়ত্রী জপ করতঃ নিম্নমন্ত্রে পুনর্ম্মার্জ্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,—স্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ"। ১৮।

অঘমর্ষণ।

অতঃপর এই মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

ঋতমিত্যস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্ত-

---

পাপ করিয়াছি, রাত্রি অভিমানিনী দেবতা তৎসমস্ত পাপ নষ্ট করুন এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া অন্য যত পাপ আছে, তাহা অমৃত নামক হৃদয়-স্থিত সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে সমর্পণ করিলাম। ১৭।

"আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, গায়ত্রী ছন্দ, জল দেবতা এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বেই অনুবাদিত হইয়াছে। ১৮।

"ঋত" মিত্যাদি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, ব্রহ্মা

পসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ। ১৯।

অনন্তর তিনবার গায়ত্রী পড়িয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।

সূর্য্যোপস্থান।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। ২০। ওঁ চিত্রমিত্যস্য কুৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। ২১।

দেবতা, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ। মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বেই অনুবাদিত হইয়াছে। ১৯।

"উদুত্য" মিত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কণ্ব ঋষি, গায়ত্রীছন্দ, সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ। তেজসম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যদেবকে তদীয় রশ্মি সমূহ ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সেই হেতু সকলের দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ সকলেই প্রকাশিত হইতেছে। ২০।

"চিত্র" মিত্যাদি মন্ত্রের কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ। দেবগণের আশ্চর্য্যকর

অতঃপর নিম্ন লিখিত ১১টি মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ১। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ২। ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ৩। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। ৪। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ৫। ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। ৬। ওঁ বায়বে নমঃ। ৭। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ৮। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ৯। ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ। ১০। ওঁ উপজ্জায় নমঃ। ১১।

অতঃপর সামবেদীয় তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ-প্রকরণোক্ত-বিধিমত তর্পণ করিয়া পরে গায়ত্রী জপ করিবে।

গায়ত্রী আবাহন।

কৃতাঞ্জলি হইয়া,—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥২২॥"

এই বলিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। ইনি মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির প্রকাশ। ইনি উদিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশকে স্বীয় তেজের দ্বারা আপূরিত করিতেছেন। এবং সূর্য্য স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের আত্মস্বরূপ। ২১।

হে বরদে দেবি, হে অক্ষরত্রয়ময়ি, হে ছন্দোজননি, হে বেদোদ্ভবে, গায়ত্রি! তুমি আগমন কর অর্থাৎ আমার জপ-কালে সন্নিহিতা হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২।

অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা হৃদয় দেশ স্পর্শ করিবে। "ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে "ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। "ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ" বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামবাহু এবং দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিবে। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া তর্জ্জনী ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা নেত্র স্পর্শ করিবে। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্," বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপ অঙ্গন্যাস তিনবার করিবে। তৎপর তিন বেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালের ধ্যান,—

"ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্" ॥ ২৩ ॥

মধ্যাহ্নের ধ্যান,—

"ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্" ॥ ২৪ ॥

প্রাতঃকালে, গায়ত্রী দেবীকে কুমারী ঋগ্বেদোদ্ভবা, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী, হংসাসনা, কুশহস্তা এবং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী চিন্তা করিবে। ২৩।

সায়াহ্নের ধ্যান,—

"ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ-সমাযুতাম্" ॥ ২৫ ॥

এইরূপে তিনবেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিয়া গায়ত্রীর ঋষ্যাদি একবার স্মরণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে।

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি, যথা—"ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র-ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ" ॥ ২৬ ॥

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ২৭ ॥

নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রী-জপ বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

মধ্যাহ্নসময়ে গায়ত্রীকে বৈষ্ণবী, গরুড়াসনা, পীতাম্বর-ধারিণী, যুবতী, যজুর্ব্বেদোদ্ভবা ও সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা চিন্তা করিবে ২৪।

সায়ংকালে গায়ত্রীকে শিবশক্তি, বৃদ্ধা, বৃষভারূঢ়া সামবেদো-দ্ভবা ও সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিবে। ২৫।

গায়ত্রীর ঋষি—বিশ্বামিত্র (ব্রহ্মা), ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা—সূর্য্য—এবং জপে নিয়োগ। ২৬।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা চরাচরবিশ্বের প্রসবিতা স্বর্গমর্ত্ত্য-আকাশব্যাপী দীপ্তিমান্ সূর্য্যের সেই তেজকে আমরা চিন্তা করি, যে তেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ে নিয়োগ করিতেছেন। ২৭।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥ ২৮॥

এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া "অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। "ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ"—এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

আত্মরক্ষা।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

মন্ত্র যথা,—

"জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা, আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ" ॥ ২৯ ॥

অতঃপর রুদ্রোপস্থাপন করিবে॥

হে দেবি! আপনি মহাদেবের মুখ হইতে উৎপন্না হইয়া ব্রহ্মার অনুমত্যনুসারে বিষ্ণুর হৃদয়ে বাস করিতেছেন, অতএব ইচ্ছামত গমন করুন॥ ২৮॥

"জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্রের কাশ্যপ-ঋষি, ত্রিষ্টুপ্-ছন্দ, অগ্নি-দেবতা এবং আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ। অগ্নিদেবের যজ্ঞার্থে আমরা সোমলতার আসব প্রস্তুত করিতেছি। সেই অগ্নিদেব আমাদিগের সম্বন্ধে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের ধনাদিকে ভস্মীভূত করুন এবং যে প্রকার নাবিকগণ দুর্গম নদী হইতে পার করে, সেই প্রকার দুঃখসাগর হইতে আমাদিগকে পার করুন ও পাপ হইতে মুক্ত করুন। ২৯।

রুদ্রোপস্থান।

কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্রটি পড়িবে। মন্ত্র যথা,—

"ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং, বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥

তৎপরে,—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১ ॥ ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ ॥ ২ ॥ ওঁ বরুণায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ রুদ্রায় নমঃ ॥ ৫ ॥

এই প্রত্যেক মন্ত্র পড়িয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে। অতঃপর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ। *

পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বামহস্তে কুশ ধারণপূর্ব্বক তাহার উপরে দক্ষিণ হস্ত অধোমুখভাবে স্থাপন করতঃ প্রথমে নিম্নলিখিত ক্রমে গায়ত্রী পাঠ করিবে।

---

* যথাশক্তি চতুর্ব্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসাদি পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না বলিয়া চারিবেদের চারিটী আদ্য মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে, ইহাও শাস্ত্রানুমোদিত। অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে চতুর্ব্বেদাদি-মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

গায়ত্রী পাঠের ক্রম যথা।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

এইরূপে গায়ত্রী পাঠ করিয়া ঋষ্যাদি সহ ব্রহ্মযজ্ঞের ৪টি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

১ম মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

১ম মন্ত্র যথা—

ওঁ অগ্নিমীলে (অগ্নিমীড়ে) পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্॥ ৩১॥

ঋগ্বেদীয় প্রথম মন্ত্রের ঋষি মধুচ্ছন্দনামা মুনি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ব্রহ্মযজ্ঞজপে ইহার বিনিয়োগ হয়। অগ্নি দেবতাদিগের হোমকার্য্য সম্পাদন করেন, এই নিমিত্ত সেই অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোভাগে স্থাপন করা যায়। সেই অগ্নি, সমধিক দীপ্তিশালী, ইনি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকালে দেবতাদিগকে আহ্বান করেন এবং অগ্নিই যজ্ঞফলের ধারণ কর্ত্তা, অতএব সেই অগ্নিকে স্তব করি॥ ৩১॥

২য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—

যাজ্ঞবল্ক্যঋষি রুষ্ণিক্ ছন্দোবায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

২য় মন্ত্র যথা,—

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবোবঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ৩২ ॥

৩য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—

গোতম ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

যজুর্ব্বেদীয় আদি মন্ত্রের ঋষি যাজ্ঞবল্কনামা মুনি, উষ্ণিক ছন্দ, বায়ু ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ব্রহ্মযজ্ঞ জপে ইহার প্রয়োগ হয়। হে শাখে! বৃষ্টি ও বলের নিমিত্ত তোমাকে ছেদন করি। হে বৎসগণ! তোমরা বায়ুস্বরূপ হইয়া থাক অর্থাৎ মাতার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিও এবং নানাস্থানে বিচরণ করিয়া সায়ংসময়ে মাতৃসমীপে বায়ুর ন্যায় আগমন করিও। হে গো সকল! দেদীপ্যমান সবিতা অর্থাৎ পরমেশ্বর বেদোক্ত যজ্ঞাদিকর্ম্ম সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে প্রভুত তৃণাদিযুক্ত বনে প্রেরণ করুন। ৩২।

সামবেদীয় আদিমন্ত্রের ঋষি গোতমনামা মহামুনি, গায়ত্রীছন্দ, অগ্নি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ব্রহ্মযজ্ঞজপে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে। হে অগ্নিদেব! আমরা তোমাকে স্তব করি, তুমি ঘৃত ভোজনার্থ ও দেবগণকে অন্ন প্রদানার্থ উপস্থিত হও।

৩য় মন্ত্র যথা,—

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩৩ ॥

৪র্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—

পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোবরুণোদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৪র্থ মন্ত্র যথা,—

ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে শন্নোভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ৩৪ ॥

এই প্রকারে সামবেদীগণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥
ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ৩৫ ॥

এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশে অর্ঘ, তদভাবে এক অঞ্জলি জল দিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

তুমি হোম ক্রিয়ার প্রধান সাধনস্বরূপ হইয়া বিস্তীর্ণ কুশের উপর অধিষ্ঠান কর। ৩৩।

অথর্ব্ববেদীয় আদিমন্ত্রের ঋষি পিপ্পলাদনামা মুনি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, বরুণ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ব্রহ্মযজ্ঞজপে ইহার বিনিয়োগ হয়। হে স্তুতিযোগ্য জল সকল! আমাদিগের তুষ্টিবিধানার্থ ও পানার্থ মঙ্গলপ্রদ হউন এবং আমাদিগের মঙ্গল সাধনার্থ অভিমুখে প্রবাহিত হউন। ৩৪।

সূর্য্য নমস্কার।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ৩৬॥

ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত।

ব্রহ্মন্ প্রদীপ্ত বিষ্ণুতেজঃ স্বরূপ সূর্য্যদেবকে নমস্কার। জগৎ প্রকাশক পবিত্র কর্ম্মফলদায়ী সবিতা সূর্য্যদেবকে এই অর্ঘ প্রদান করিতেছি। ৩৫।

জবাপুষ্প সদৃশ প্রভাশালী কশ্যপতনয় মহাতেজস্বী সর্ব্বপাপ-নাশক তমোবিঘাতক দিবাকরকে নমস্কার করি। ৩৬।

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃত্বা যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাৎ॥

(কালাতিপাতে দশবার গায়ত্রীজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।)

মার্জ্জন।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্য মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২॥

জনগণ, আকাশে যেরূপ সর্ব্বপ্রকাশময় সূর্য্যকে দেখিতে পায়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পরমপদ সর্ব্বদা দেখিতে পান। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিবে।

হে মরুদেশোৎপন্ন জলসকল, হে বহূদকদেশসম্ভূত জলসকল, হে সমুদ্রভব জল সকল, হে কূপোদক সকল আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। ১।

হে জল সকল, ঘর্ম্মাক্তব্যক্তি যে রূপ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া ঘর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়, যেরূপ স্নাত ব্যক্তি গাত্রমল হইতে মুক্ত হয়, যে প্রকার আজ্যসংস্কারবিধি দ্বারা ঘৃত পবিত্র হয়, সেইরূপ পাপ হইতে আমাকে পবিত্র কর। ২।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ স্তান উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ স্তস্য ভাজয়তেহনঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ, দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৪ ॥

হে জলসকল! যে হেতু অন্নাদি দ্বারা তোমরা আমাদিগের সুখ-সম্পাদক হইতেছে, সেইহেতু লৌকিক বস্তুর সহিত এবং পারমার্থিক বস্তুর সহিত আমাদিগকে যোগ করিয়া দাও। হে জল সকল! জননী যেরূপ স্নেহ প্রকাশ দ্বারা পুত্রদিগকে কল্যাণভাজন করেন, সেইরূপ তোমরা স্বকীয় রসদ্বারা আমাদিগকে কল্যাণভাজন কর। হে জলসকল! তোমাদিগের যে রসে সমস্ত জগৎ সম্প্রীত, সেই রসে আমরা যেরূপে পরিতৃপ্ত হই, তাহা কর। ৩।

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া পরমব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন রাত্রি অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছিল। তৎপর অদৃষ্টের বিকাশ হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথমে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই সমুদ্রায়মান জগতে জগৎসৃষ্টিসমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল, তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের নির্ম্মাণ করিলেন। তদ্দ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ হইল। দিন

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষ্যাদির স্মরণ করিবে।

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতানাং বিশ্বামিত্রভৃগুভরদ্বাজবশিষ্ঠগোতমকাশ্যপাঙ্গিরস ঋষয়ঃ অগ্নিবায্বাদিত্যবৃহস্পতীন্দ্রবরুণবিশ্বেদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ-প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋ্ষির্ব্রহ্মবায্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৫ ॥

রাত্রির বিভাগ বশতঃ সম্বৎসরের সৃষ্টি হইল। অনন্তর ধাতা আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহরাদি লোক সকলের সৃষ্টি করিলেন। ৪।

অতঃপর সকল মন্ত্রই কোন ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত এবং কোন ছন্দে রচিত এবং উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কে এবং কি কার্য্যে উহাদিগের প্রয়োজন এই সকল জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, অতএব মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে তৎসমুদায় প্রকাশিত হইতেছে॥ প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ গায়ত্রী, সকল কর্ম্মের আরম্ভে উহার প্রয়োগ আবশ্যক। সপ্তব্যাহৃতির ঋষি প্রজাপতি, দেবতা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব; ছন্দঃ গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুপ ও জগতী প্রাণায়ামে ইহার নিয়োগ হয়। গায়ত্রী শিরের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা—ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য; প্রাণায়ামে

এই বাক্যগুলিদ্বারা ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা বামনাসয়া বায়ুং পূরয়ন্ নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ॥

ততঃ কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা বায়ুং কুম্ভয়ন্ হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ। ওঁ ভুঃ ওঁ ভূবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো-দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ অপোজ্যো-তীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ॥

প্রয়োজন। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা সূর্য্য; প্রাণায়ামে উহার প্রয়োজন। ৫।

জলদ্বারা স্বীয় মস্তক বেষ্টনানন্তর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা ধারণ করিয়া বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে সূর্য্যদেবের ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোকব্যাপী উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃচিন্তা করি, ইহাই আমাদিগের বুদ্ধিকে যথার্থ পথে লইয়া যায়। জল, তেজ, রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্ম, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক দেদীপ্যমান করিয়াছেন (এইরূপ ভাবনা করিয়া)

ততো দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়ন্ শম্ভুং ধ্যায়েৎ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ আপোজ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ। ইতি প্রাণায়ামঃ॥ ৭॥

এবং কৃতে একঃ প্রাণায়ামো ভবতি শক্তশ্চেৎ প্রতিসন্ধ্যায়াং প্রাণায়ামত্রয়ং অবশ্যমেব করণীয়ম্॥

তৎপরে নিম্নমন্ত্রে আচমন করিবে।

তত্র প্রাতর্ম্মন্ত্রঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চেতি মন্ত্রস্য নারায়ণঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গয়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা

রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ অক্ষসূত্র-কমণ্ডলু ধারী, দ্বিভুজ, হংসারূঢ় ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপে নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিবে। তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বারা বামনাসাপুট ধারণানন্তর কুম্ভক করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ ভূঃ প্রভৃতি সূর্য্যের সপ্তলোক ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, নীলোৎপলদলবর্ণ, শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী, চতুর্ভুজ, গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন, এইরূপে আপন হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে ভূঃ প্রভৃতি সূর্য্যের সপ্তলোক ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিয়া, শুক্লবর্ণ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী, অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত, ত্রিনেত্র, বৃষভারূঢ় মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন; এইরূপে ললাটদেশে মহেশ্বরের ধ্যান করিবে॥ ৭॥

মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং॥ যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি॥ ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ৮॥

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্র।—আপঃ পুনন্ত্বিতি পূতঋষিঃ পৃথ্বী দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বীপূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি র্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্।
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ৯॥

প্রাতরাচমন মন্ত্রের ঋষি নারায়ণ, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ গায়ত্রী আচমনে বিনিয়োগ। সূর্য্য যজ্ঞদেব ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আমাকে অসাঙ্গযজ্ঞ নিবন্ধন পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য হস্ত, পদ, জঠর আর শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবস তাহা নাশ করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে, এই জলরূপ সেই পাপ হৃৎপদ্মস্থিত স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে আমি হোম করি, ইহা সিদ্ধ হউক॥ ৮॥

মধ্যাহ্নাচমন মন্ত্রের ঋষি পূত, দেবতা পৃথ্বী, ছন্দঃ গায়ত্রী, আচমনে প্রয়োগ। জল মদীয় পার্থিব দেহ এবং জ্ঞানাশয় পরমাত্মাকে পবিত্র করুন। ব্রহ্ম পবিত্র হইয়া, পাপ দ্বারা উচ্ছিষ্ট, এইরূপ দেহ, অভোজ্য, অসদাচরণ ও অগ্রাহ্যগ্রহণজনিত আমার সকল পাপ মোচন করুন। আচমনরূপ হোম সিদ্ধ হউক॥ ৯॥

সায়াহ্নে আচমনমন্ত্রঃ।—ওঁ অগ্নিশ্চেতি মন্ত্রস্য নারায়ণ-ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং॥ যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ইত্যনেন জলগণ্ডূষত্রয়ং পীত্বা যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাৎ॥ ১০॥

ততো মার্জ্জনং।

ততঃ সপ্রণব-সব্যাহৃতিক গায়ত্র্যা কুশোদকৈর্ব্বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রৈঃ শিরো মার্জ্জয়েৎ। প্রথমং গায়ত্রী ততঃ—

সায়াহ্নাচমনমন্ত্রের ঋষি নারায়ণ, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ গায়ত্রী আচমনে প্রয়োগ। অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি দেবতা আমাকে অনাঙ্গযজ্ঞনিবন্ধন পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর এবং শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, রাত্রি তাহা নাশ করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে, জলরূপ সেই পাপ, সত্য ও জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মাতে হোম করি, ইহা সিদ্ধ হউক॥ ১০॥

পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্রসকলের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, দেবতা জল, ছন্দঃ গায়ত্রী প্রভৃতি; মার্জ্জনে প্রয়োগ। হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহারমণীয় পরমব্রহ্মের সহিত সংযোজিত

ওঁ আপোহিষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্যাম্বরিষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অন্তয়োরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রস স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ। ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং অপো যাচামি ভেষজং। ওঁ অপ্সু মে সোমোহব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা, অগ্নিঞ্চ বিশ্বশং ভুবম্।

করিও। হে জল! তোমরা হিতাভিলাষিণী মাতার ন্যায় ইহলোকে আমাদিগকে অতি কল্যাণদায়ী স্বীয় রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করি।

হে স্তুতিযোগ্য জল সকল! আমাদিগের অভীষ্ট লাভার্থ এবং পানার্থ মঙ্গলপ্রদ হউন এবং আমাদিগের কল্যাণার্থ অভিমুখে প্রবাহিত হউন। ধান্য প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই জলদ্বারা উৎপন্ন হইতেছে, কেবল জলই মনুষ্যের সুখসাধন করিয়া থাকে। অতএব জল হইতে আমরা সুখ প্রার্থনা করিতেছি। সোমদেব বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে সকল জগতের সুখকর তেজ আছে এবং সকল প্রকার ঔষধ আছে। হে জল সকল! আমার শরীরে যে কোন পাপ থাকে অথবা আমি যদি কোন

ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম জ্যোক্‌চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং। ওঁ আপোঽদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তম্মা সংসৃজ বর্চ্চসা ॥১১॥

ইতি আপোমার্জ্জনং কুর্য্যাৎ।

দক্ষিণহস্তে জলং গৃহীত্বা।

ওঁ ঋতঞ্চেত্যস্যাঘমর্ষণঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অনুষ্টুপ্‌-ছন্দঃ অশ্বমেধাবভৃথে অঘমর্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ

লোকের অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকি, যদি সাধুদিগকে শাপ দিয়া থাকি, যদি মিথ্যা বাক্য বলিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সেই সকল অপরাধ জনিত পাপ আমার শরীর হইতে দূর কর। হে জল সকল! যাহা দ্বারা আমাদিগের শরীর রক্ষা হয় এবং চিরকাল নীরোগী হইয়া আমরা সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারি, এইরূপ ঔষধ প্রদান কর। অদ্য আমি যজ্ঞান্তে স্নান করিতে জলে অবগাহন করিয়া জলের যে সার তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে জল মধ্যস্থিত তেজঃ পদার্থ! তুমি আগমন কর এবং স্নাত আমাকে তেজের সহিত যুক্ত কর ॥ ১১ ॥

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, দেবতা ভাববৃত্ত, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, অশ্বমেধাবসানস্নানে প্রয়োগ।

মহাপ্রলয় সময়ে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তৎকালে কেবল অন্ধকারময় ছিল, পরে সৃষ্ট্যারম্ভকালে অদৃষ্টবলে সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলপরিপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়। সেই জল হইতে বিশ্বপ্রকটনকারী বিধাতা জন্মিলেন, তিনি দিবা প্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী-

সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ১২॥

মধ্যাহ্নে তিনবার অথবা একবার দিলেই হয়।

তত্রায়ং ক্রমঃ। যথা—

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নি র্দ্দেবতা গায়ত্রীছন্দো মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীছন্দঃ, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ১৩॥

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়ান্তু মন্ত্র বিশেষনাহ।

যথা—

প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন, অর্থাৎ তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন বর্ষা প্রভৃতি হইতে লাগিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে মহঃপ্রভৃতি ঊর্দ্ধস্থ লোকচতুষ্টয় এবং ভূঃ প্রভৃতি লোকত্রয় সৃষ্টি করিলেন॥ ১২॥

ওঁকার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, মহাব্যাহৃতির ঋষি পরমেষ্ঠী, দেবতা প্রজাপতি, এবং বৃহতী ইহার ছন্দ, গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা সবিতা, গায়ত্রী ছন্দ, সূর্য্য জলাঞ্জলি দানকালে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। গায়ত্রীর অর্থ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে॥ ১৩॥

ওঁ আকৃষ্ণেণেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ, হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ১৪।

সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ।

যথা প্রাতঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামিতি ষড়্চস্য সূক্তস্য কুৎসঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রংদেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঅন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ (ক)। ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষা-

---

আকৃষ্ণেণ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি হিরণ্যস্তূপনামা মহামুনি সবিতা সূর্য্য ইহার দেবতা, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ এবং সূর্য্য জলাঞ্জলি দানকালে ইহার প্রয়োগ জানিবে।

সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে অন্ধকারময় আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া দেবতা ও মনুষ্যদিগকে বিশ্রাম প্রদান করেন এবং সকল ভুবন প্রকাশ করতঃ স্বর্ণনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আমাদের নিকট আগমন করেন। ১৪।

সূর্য্যোপস্থানের প্রথম মন্ত্রের ঋষি কোৎস, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ। দেবগণেরও আশ্চর্য্যজনক দেদীপ্যমান তেজঃপুঞ্জরূপ সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইয়াছে। ইহা মিত্র, বরুণ ও অগ্নির (সমস্ত জগতের) চক্ষুঃস্বরূপ এবং নিজ তেজের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশমণ্ডল প্রকাশিত করে। এই সূর্য্যদেব চরাচর জগতের আত্মস্বরূপ। (ক)।

মভ্যেতি পশ্চাৎ, যত্র নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি-ভদ্রায় ভদ্রং (খ)। ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠম্ স্থুঃ পরিদ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ (গ)। ওঁ তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যাৎকর্ত্তোর্বিততং সঞ্জভার যদেদযুক্তা হরিতঃ স্বধস্থাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ (ঘ)। ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে

কোন উত্তমা (পরমা সুন্দরী) স্ত্রী গমন করিতে থাকিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মানবগণ যেরূপ গমন করে, সেইরূপ উষাকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যদেবও পশ্চাৎ গমন করেন, যে উষা-কালে যজমানগণ সূর্য্যোপাসনার্থ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন অথবা যজ্ঞ সম্পাদক অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত কৃষ্যাদি কার্য্যের আরম্ভ করেন, এইরূপ মঙ্গলকারী সূর্য্যদেবকে কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা স্তব করি॥ (খ)।

এই কালে আমাদের স্তবার্হ ও নমস্য বিচিত্র দেহ হরিত-বর্ণ কল্যাণকর সূর্য্যদেবের ঘোটক সকল আকাশ মণ্ডলে অধি-ষ্ঠান করে এবং একদিবসে স্বর্গ ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গমন করে॥ (গ)॥

সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্যদেবের অপূর্ব্ব স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব কৃষিজীবি-দিগের কৃষ্যাদি কার্য্যেও সুন্দর পরিলক্ষিত হয়। (কৃষকগণ তাহা-দের অবশ্য কর্ত্তব্য কৃষ্যাদি আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত না করিতেই যদি সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন, তবে তাহারা সে কার্য্য হইতে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়—এবং পুনরায় সূর্য্যদেব উদিত হইলে তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হয়) সূর্য্যদেব যে কালে এই

সূর্য্যোরূপং কৃণুতে দ্যো রূপস্থে অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণ মন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি (ঙ)। ওঁ অদ্যা দেবা উদিতাসূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ তন্নো মিত্রোবরুণো মামহন্তা মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ (চ)॥ ১৫॥

মধ্যাহ্নে সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র যথা;—

ওঁ উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য কণ্ব প্রস্কন্ন ঋষিঃ

পৃথিবীলোক হইতে স্বীয় তেজঃ সমূহ হরণ করিয়া অন্যত্র সঞ্চারিত করেন, তখন এই লোক গাঢ় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হয়। (ঘ)

জগৎ প্রকাশক সূর্য্যদেব উদয়কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সম্মুখে দর্শন করিবার নিমিত্ত স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ আকাশমণ্ডলমধ্যে প্রকাশ করেন, অপিচ তাঁহার ঐ রশ্মিসকল কখনও দেদীপ্যমান নৈশতমোবিনাশক অনন্ত আতপজালে উজ্জ্বলিত করিয়া থাকে, কখনও বা অন্ধকারে লিপ্ত করিয়া থাকে॥ (ঙ)॥

হে দ্যোতমান রশ্মি সকল! অধুনা সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন, তোমরা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া আমাদিগকে নিন্দনীয় পাপ হইতে মুক্ত কর। সূর্য্য, বরুণ, দেবমাতা (অগ্নি বা) জলাভিমানিনী দেবতা, ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আকাশাধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এই সমস্ত দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই প্রকারে সূর্য্যের স্তব করিয়া প্রাতঃকালে সূর্য্যোপস্থান করিবে॥ (চ) ১৫॥

উদুত্য মিত্যাদি মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যোপস্থাপন মন্ত্র সকলের ঋষি প্রস্কন্ন, ইহাদিগের দেবতা সূর্য্য, ছন্দ গায়ত্রী এবং সূর্য্যদেবের আরাধনায় ইহাদিগের বিনিয়োগ হয়।

সূর্য্যো দেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী, অন্ত্যানাং চতসৃণাং অনুষ্টুপ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং (ক)। ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ সূরায় বিশ্ব চক্ষসে (খ)। ওঁ অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়োজনা অনুভ্রাজন্তোহগ্নয়ো যথা (গ)। ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শিতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য বিশ্বমাভাসি রোচনম্ (ঘ)। ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং

সেই সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যদেবকে সকলের দৃষ্টিগোচর করাইবার নিমিত্ত সূর্য্যরশ্মি সকল তাঁহাকে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে॥ (ক)॥

যেরূপ প্রসিদ্ধ চোরগণ সর্ব্বপ্রকাশক ভগবান্ সূর্য্যদেবের আগমন অবলোকন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ রাত্রির নক্ষত্র সকল সূর্য্যের আগমনে প্রস্থান করে অর্থাৎ অদৃশ্য হয়॥ (খ)॥

প্রদীপ্ত অগ্নিসমূহের ন্যায় সূর্য্যদেবের রশ্মি সকল ক্রমশঃ জগতের পদার্থ সকল প্রকাশ করে॥ (গ)॥

হে সূর্য্যদেব! আপনি আপনার উপাসকদিগের রোগের শান্তিদাতা অর্থাৎ যাহারা আপনার উপাসনা করে তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। আপনি মহাবেগশীল, সমস্ত প্রাণী আপনাকে দর্শন করে, আপনি সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বব্যাপ্ত এবং দীপ্যমান অন্তরীক্ষকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করেন॥ (ঘ)॥

হে সূর্য্য! আপনি দেবগণের মধ্যে মরুদ্দেবদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন, আপনি মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন এবং সমস্ত

স্বর্দৃশে (ঙ)। ওঁ যেনা পাবকচক্ষুষা ভুরণ্যন্তংজনা অনু ত্বং বরুণ পশ্যসি (চ)। ওঁ বিদ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানোঽক্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য (ছ)। ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহতি দেব সূর্য্য শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ (জ)। ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ। (ঝ)। ওঁ উদ্বয়ং তমস স্পরিজ্যোতিঃ পশ্যন্ত

স্বর্গলোকবাসীদিগের গোচর হইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন ॥ (ঙ) ॥

হে সূর্য্যদেব! আপনি সকলের পবিত্রীকারক ও অনিষ্ট-নিবারক। আপনি প্রাণী সকলকে এবং সমস্ত কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান এই লোকসকলকে যে প্রকাশদ্বারা যথাক্রমে প্রকাশ করেন, আমরা সেই প্রকাশকে স্তব করি ॥ (চ) ॥

হে সূর্য্যদেব! আপনি দিন এবং রাত্রি সকল উৎপাদন করিয়া জন্মবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে প্রকাশ করিতেছেন এবং বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষলোকে বিশেষরূপে গমন করেন। (ছ)।

হে সূর্য্য! আপনি সর্ব্বপ্রেরক, দীপ্তিমান্ এবং সকলের প্রকাশক আপনি কেশসদৃশ তেজবিশিষ্ট আপনাকে সপ্তসংখ্যক হরিত-বর্ণ অশ্বগণে বহন করিতেছে। (জ)।

সর্ব্বলোক প্রেরক সূর্য্যদেব সপ্তসংখ্যক দোষরহিত অশ্বী-দিগকে স্বীয় রথে যোজিত করিয়াছেন, যে সকল অশ্বী রথে যোজিত হইলে রথের আর পতন-ভীতি থাকে না, স্বযোজিত সেই সকল অশ্বরী দ্বারা তিনি নিজ যজ্ঞগৃহে গমন করেন। (ঝ)

উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্। (ঞ)। ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয় (ট)। ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নিদধ্মসি। (ঠ)। ওঁ উদগাদয় মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মোহহং দ্বিষতে রধম্। (ড)॥ ১৬॥

আমরা তমঃপারবর্ত্তী (অন্ধকারাতীত) তেজস্বী উৎকৃষ্টতর দেবতাদিগের মধ্যে দানাদিগুণ বিশিষ্ট সূর্যদেবকে উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা যেন সেই সূর্য্যরূপ উত্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইতে পারি। (ঞ)।

হে সূর্য্যদেব! আপনি সকলের হিতকর দীপ্তিযুক্ত হইয়া আপনি অদ্য উদয় হইয়া উচ্চতর অন্তরীক্ষ লোকে আরোহণ পূর্ব্বক আমার হৃদয়স্থিত রোগ এবং শরীরগত বাহ্য হরিতবর্ণ রোগ বিনাশ করুন। (ট)।

হে সূর্য্যদেব! আমরা হরিদ্বর্ণযুক্ত শুক ও শারিকা পক্ষীতে আমাদিগকে শরীরগত হরিদ্বর্ণ রোগ সকল স্থাপন করিতেছি এবং হরিতাল বৃক্ষে ও আমাদিগের শরীরগত হরিদ্বর্ণ স্থাপন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। (ঠ)।

পুরোবর্ত্তী সূর্য্যদেব সমস্ত বলের সহিত আমার উপদ্রবকারী শত্রুর (রোগ সমূহের) বিনাশ করিয়া উদিত হইয়াছেন। আমি কখনই অনিষ্টকারী রোগের হিংসা করি না, কিন্তু এই অদিতির পুত্র সূর্য্যদেবই আমার রোগ (শত্রু) সমূহকে বিনাশ করেন॥ (ড)।

এইরূপে স্তুতি পাঠ করিয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যোপস্থান করিবে॥১৬

মোষু বরুণেতি পঞ্চর্চস্য বশিষ্ঠঋষির্ব্বরুণো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ মোষুবরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় (ক)। ওঁ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতোঽদ্রিব মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। (খ)। ওঁ ক্রত্বঃ সমহাদীনতা প্রতীপং জগম শুচে মৃড়া

আকৃষ্ণেণ ইত্যাদি। সায়াহ্নকালীন সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রের ঋষি হিরণ্যস্তূপ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী ইহার ছন্দ এবং সায়ংকালীন সূর্য্যোপস্থান সময়ে ইহার বিনিয়োগ জানিবে।

ওঁ মোষু বরুণ ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠনামা মহামুনি, বরুণ দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ এবং সায়ংকালীন সূর্য্যোপস্থান সময়ে ইহার প্রয়োগ।

জগৎ প্রসবকর্ত্তা সূর্য্যদেব কৃষ্ণবর্ণ অন্তরীক্ষমার্গে বার বার আবর্ত্তনানন্তর দেবগণ ও মর্ত্ত্যগণকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত রথে আমাদের সমীপে আগমন করিতেছেন। (অ)।

হে রাজন্, হে বরুণ! আমি তোমার মৃৎপিণ্ডনির্ম্মিত গৃহে বাস করিব না, সুবর্ণাদি নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি। হে প্রশস্ত ধন! আমাকে সুখী কর এবং দয়া কর। (ক)।

হে শস্ত্রধারিবরুণ! যে কালে তোমার ভয়ে কম্পমান ও বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপাত্রের ন্যায় স্ফীত তোমাকর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া আমি গমন করিব, সে কালে তুমি আমাকে সুখী করিবে। (খ)

হে ধনিন্! হে নির্ম্মলস্বভাব বরুণ! আমরা অশক্ততা (সামর্থ্য হীনতা) নিবন্ধন শ্রুতিস্মৃতি বিহিত ক্রিয়াকলাপ করিতে

সুক্ষত্র মৃড়য় (গ)। ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় (ঘ)। ওঁ যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মাযুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রিরীষ (ঙ) ॥ ১৭ ॥

ততঃ ওঁ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম। ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ইতি নমস্কৃত্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ ॥

অনন্তর বামহস্ততলে জলদ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিবে।

যথা প্রাতঃ—

ওঁ হংসোপরি পদ্মাসনস্থাং চতুর্ম্মুখীং রক্তবর্ণামক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরাং ব্রহ্মণঃ সদৃশরূপাং ব্রহ্মাণীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৮ ॥

পরাঙ্মুখ হইতেছি, সুতরাং তোমার মায়াপাশে বদ্ধ; অতএব এতাদৃশ আমাকে সুখী ও দয়া কর। (গ)

আমি সমুদ্রজলে পতিত হইয়াও তোমার স্তুতি পাঠ করি, লবণজল লোকসমূহের অপেয় বিধায় তৃষ্ণাতুর আমাকে সুখী কর। (ঘ)।

হে প্রভো! স্মৃতিবিহিত কি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যে বৈগুণ্য প্রাপ্ত হই এবং অজ্ঞানবশতঃ ত্বদীয় যে সমস্ত কর্ম্মে মুগ্ধ হই, তজ্জন্য আমাদের যে পাপ হয়, সেই হেতু আমাদিগকে হিংসা করিও না। এইরূপে স্তব করিয়া সায়ংকালে সূর্য্যোপস্থান করিবে (ঙ) ॥ ১৭ ॥

প্রাতে গায়ত্রীকে চতুর্ম্মুখী, পদ্মাসনা, ব্রহ্মরূপিনী, হংসারূঢ়া,

মধ্যাহ্নে।

ওঁ কৃষ্ণাং চতুর্ভুজাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাং বিষ্ণোঃ সদৃশরূপাং সাবিত্রীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৯ ॥

সায়াহ্নে।

ওঁ শুক্লাং বৃষারূঢ়াং ত্রিশূলডমরুকরামর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাং বৃষভস্থাং শম্ভোঃ সদৃশরূপাং সরস্বতীং ধ্যায়েৎ ॥ ২০ ॥

অনন্তর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।

যথা—

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ গায়ত্রীজপে বিনিয়োগঃ।

শিরসি ওঁ বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রী চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ।

ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা উদয়কালীন সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া দশবার সমর্থ হইলে শত বা সহস্র-বার গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ১৮ ॥

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে যজুর্ব্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়ারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, সাবিত্রী মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বমত জপ করিবে ॥ ১৯ ॥

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতা শিবরূপিণী বৃষভারূঢ়া শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপা, অস্তকালীন সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বমত জপ করিবেক ॥ ২০ ॥

অনন্তর অঙ্গন্যাস করিবে; যথা—

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ওঁ তৎসবিতুর্হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বরেণ্যং শিরসে স্বাহা। ওঁ ভর্গোদেবস্য শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধীমহি কবচায় হুঁ। ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ প্রচোদয়াৎ ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥ ইতিন্যস্য আবাহনং কুর্য্যাৎ।

যথা—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি জপে মে সন্নিধীভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রীত্বমতঃ স্মৃতা॥
ওঁ আয়াহি বরদে দেবি অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং।
গায়ত্রী চ্ছন্দসাংমাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥ ২১

অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস প্রভৃতি করিয়া আবাহন করিবে। হে অভীষ্টবরদায়িনি! দেবি গায়ত্রি! তুমি আগমন কর এবং আমার জপকালে সম্যক্ উপাস্যা হও, যে হেতু তুমি গায়কদিগের ত্রাণকর্ত্রী অর্থাৎ যে তোমাকে স্মরণ করে তাহাকেই ত্রাণ কর, সেই হেতু তুমি গায়ত্রীনামে অভিহিতা হইয়াছ। হে অভীষ্টবরদায়িনি! হে অনুষ্টুবাদিছন্দঃ প্রসবকারিণি, হে বেদোৎপন্নে. গায়ত্রি! তুমি আমাদিগকে সেই অবিনাশিব্রহ্মতত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত আগমন কর, তোমাকে নমস্কার॥ ২১॥

মধ্যাহ্নে বিশেষঃ, যথা—

ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোম্ ॥২২

ততঃ ওঁ গায়ত্রী মাবাহয়ামি। ইত্যাবাহ্য যথাশক্তি গায়ত্রীং জপেৎ। তত্রায়ং ক্রমঃ। তত্র প্রথমং—

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতাগায়ত্রীচ্ছন্দো, মহাব্যাহৃতী-নাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋর্ষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋর্ষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্বেতো-বর্ণঃ, অগ্নির্ম্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রোললাটং, পৃথিবী কুক্ষিঃ, ত্রৈলোক্যং চরণাঃ সাংখ্যায়নং গোত্রমশেষ-পাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ ॥

মধ্যাহ্নকালে বিশেষ এই যে, হে গায়ত্রি! তুমি দেহের কারণীভূত ধাতুস্বরূপা, শত্রুদিগের পরাভবকারিণী শক্তিস্বরূপা, শরীরের চালনকারিণী বলস্বরূপা, দেবতাদিগের তেজঃস্বরূপা, জগৎ-স্বরূপিণী, জগতের আয়ুঃস্বরূপা; তুমি পাপনাশিনী ও পরমাত্ম-স্বরূপা। এই মন্ত্রদ্বারা গায়ত্রী দেবীকে আবাহন করিতে হয় ॥ ২২ ॥

ওঁকারের ব্রহ্ম ঋষি, অগ্নি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ; মহাব্যাহৃতিত্রয়ের পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ঋষি, প্রজাপতি দেবতা, বৃহতী ছন্দ, গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, সবিতা দেবতা, গায়ত্রীছন্দঃ, শ্বেতবর্ণ, অগ্নিমুখ, ব্রহ্মা মস্তক, বিষ্ণু হৃদয়, রুদ্র ললাট, পৃথিবী উদর, ত্রিভুবন চরণ এবং সাংখ্যায়ন গোত্র, অশেষ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত জপকালে ইঁহার প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর অর্থ যথা—সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিতেজের প্রাণভূত, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধার স্বরূপ,

ততো গায়ত্রীজপঃ। যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ২৩॥

মৃতপিতৃকঃ অস্মিন্নেব সময়ে পিত্রাদিতর্পণং কুর্য্যাৎ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে। যথা—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

ইতি প্রাতঃ সায়াহ্নে চ জলেন গো-যোনি-মুদ্রয়া জপং সমর্পয়েৎ।

মধ্যাহ্নে বিশেষঃ; যথা—

ওঁ মহার্ণবঃ সরতী প্রচেতয়তি কেতনঃ।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥ ইতি বিসর্জ্জয়েৎ॥ ২৪॥

চরাচর বিশ্বের প্রসবিতা, স্বর্গমর্ত্ত্যআকাশব্যাপী সেই পরব্রহ্মকে (তিনিই আমি, এই ভাবে) আমরা চিন্তা করি। যিনি জন্মমৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিকে ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিবেন॥ ২৩॥

দক্ষিণ হস্তে জল গ্রহণ পূর্ব্বক হে দেবি! তুমি উত্তর শিখরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভূমিতে এবং পর্ব্বতে বাস কর (অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্রে অবস্থিত শিরস্থ সহস্রদল কমলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া থাক)। এইক্ষণ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সম্যক্ অনুজ্ঞাত হইয়া যথেচ্ছ গমন কর। এই মন্ত্রে গো-যোনি মুদ্রায় প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জপ বিসর্জ্জন করিবে। মধ্যাহ্নকালে কিছু বিশেষ আছে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন জপ সমর্পণ কালে উত্তরে শিখরে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ না করিয়া

ততঃ আত্মরক্ষা।

"ওঁ জাতবেদসে ইত্যস্য কাশ্যপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনুবাম সোমমরাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।" ইত্যনেন অঙ্গুষ্ঠেন কর্ণমূলং স্পৃশন্ আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

ততঃ সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ওঁ এহি সূর্য্য সহ-

---

'মহার্ণবঃ সরতী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

'জাত বেদসে' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ছন্দ ত্রিষ্টুপ, অগ্নি দেবতা এবং আত্মরক্ষার্থ জপে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমরা অগ্নির প্রীত্যর্থে সোম নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। সেই অগ্নি আমাদিগের শত্রুর ধন বা জ্ঞান ভস্ম করুন এবং নৌকাদ্বারা যেমন নদী পার হয়, সেইরূপ অগ্নি আমাদিগকে সমস্ত দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে এবং সমস্ত দুঃখ হইতে পার করুন ॥ ২৫ ॥

হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব! তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিশ্বব্যাপী তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা এবং কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; তোমাকে প্রণাম করি।

হে সূর্য্যদেব! তুমি সহস্র কিরণশালী, তুমি তেজের রাশিস্বরূপ,

স্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং নিত্যং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। ওঁ হংসঃ শুচি সদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসন্নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ইদমর্ঘ্যং নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইত্যনেন জলাঞ্জলিনা সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কারং কুর্য্যাৎ॥ ২৬॥

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশ-হেতবে। ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে নমঃ।

তুমি জগতের অধীশ্বর, আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া এস্থানে আগমন কর এবং হে দিবাকর! আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

হে সূর্য্য! তুমি আদিত্য হইয়া দ্যুলোকে বাস কর, বায়ু হইয়া অন্তরীক্ষে বাস কর, হোতা হইয়া বেদিতে অবস্থান কর, অতিথি হইয়া গৃহমধ্যে বাস কর এবং মানবসমূহে বাস কর। তুমি দেবতাতে বাস কর, সত্যতে বাস কর এবং আকাশে বাস কর। তুমি জলে শঙ্খ শুক্তি প্রভৃতি রূপে উৎপন্ন হও, পৃথিবীতে শস্যাদিরূপে উৎপন্ন হও এবং যজ্ঞাঙ্গরূপে উৎপন্ন হইয়া থাক। তুমি পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া থাক। তুমি সত্যস্বরূপ এবং অতি মহান্॥ ২৬॥

যিনি জগতের একমাত্র চক্ষুঃস্বরূপ—প্রকাশক, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, বেদময়, ত্রিগুণে ত্রিবিধ মূর্ত্তিধারী, অর্থাৎ রজোগুণে ব্রহ্মমূর্ত্তি, সত্ত্বগুণে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তমোগুণে রুদ্র-মূর্ত্তিধারী, সেই সবিতৃদেব সূর্য্যকে নমস্কার করি।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং। ইত্যনেন নমস্কুর্য্যাৎ ॥২৭

ততো ব্রহ্মযজ্ঞানুকল্পবেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ * যথা— প্রথমতঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং পঠেৎ। ততঃ—

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ২৮ ॥

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ২৯ ॥*

জবাপুষ্পের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, কশ্যপতনয় মহাতেজোবিশিষ্ট, জগতের অন্ধকার বিনাশক, পাপনাশক দিবাকরকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথমে স্থাপিত হন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তিশালী, যিনি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকালে দেবতাদিগকে আহ্বান করেন এবং যিনি যজ্ঞফলের ধারণকর্ত্তা, সেই অগ্নিদেবকে স্তব করি ॥ ২৮ ॥

হে শাখে! বৃষ্টি ও বলের নিমিত্ত তোমাকে ছেদন করি। (অর্থাৎ তোমাদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিব, সেই আহুতি সূর্য্যলোকে যাইবে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপত্তি হইবে)। হে বৎসগণ! তোমরা বায়ুস্বরূপ হইয়া থাক অর্থাৎ মাতার নিকট হইতে

* কেহ কেহ বলেন, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে ইহা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায়, তিনসন্ধ্যায়ই সন্ধ্যাকরণান্তর ব্রহ্মযজ্ঞানুকল্প বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করা প্রচলিত আছে।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩০ ॥

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে শংযো রভিস্রবন্তু নঃ ॥ ৩১ ॥

অনন্তর জলগ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অদ্য কৃতৈতৎ প্রাতঃসন্ধ্যাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু"। পুনরায় জল গ্রহণ করিয়া—"ওঁ অদ্যকৃতেঽস্মিন্ প্রাতঃসন্ধ্যাকর্ম্মণি যদ্‌যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে।"

অন্যত্র চলিয়া যাও এবং নানাস্থানে বিচরণ করিয়া সায়ং সময়ে মাতৃসমীপে আগমন করিও। (এখন তোমরা গাভীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে আমরা সায়ংকালে দুগ্ধ পাইব না। সুতরাং আগামীদিনের হোমের জন্য ঘৃত প্রস্তুত হইবে না। হে গোসকল! দেদীপ্যমান সবিতা পরমেশ্বর বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে প্রচুর তৃণাদিপূর্ণ বনে প্রেরণ করুণ। (অর্থাৎ ইন্দ্রদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করিয়া কাননে প্রভূত তৃণাদি উৎপাদন করুন, তোমরা সেই তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া প্রচুর দুগ্ধদানে আমাদিগের যজ্ঞকর্ম্মে সহায়তা কর) ॥ ২৯ ॥

হে অগ্নিদেব! আমরা তোমাকে স্তব করি। তুমি আগমন কর, আগমন করিয়া আমাদিগের প্রদত্ত চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণ করন, আর আমাদিগের প্রদত্ত হবি দেগণকে প্রদান কর এবং হোতা হইয়াএই বিস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশন কর ॥ ৩০ ।

হে জলরূপা দেবীগণ! তোমাদিগকে স্তব করি। তোমরা আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধিকরী, আমরা যেন তোমাদিগকে পান

পূর্ব্বলিখিত ‘প্রাতঃসন্ধ্যা’ এই স্থলে মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যা সময়ে ‘মধ্যাহ্নসন্ধ্যা’ এবং সায়ংকালে সয়ংসন্ধ্যা এইরূপ বলিতে হইবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ ॥

করিতে পারি। তোমরা আমাদিগের মঙ্গলদায়িনী হও এবং উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন, রোগের প্রশমন ও দূরীকরণ পূর্ব্বক পবিত্রতা সম্পাদানের জন্য আমাদের উপরি ক্ষরিত হও ॥ ৩১ ॥

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যাবিধিঃ।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃত্বা আচমনং কুর্য্যাৎ ॥ ১

কালাতিপাতে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আপমার্জ্জন করিবে ॥

ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ, শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ২ ॥

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া আচমন করিবে। সপ্রণব তিনবার বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক দেবগণ বিষ্ণুর অন্তরীক্ষে বিক্ষিপ্ত চক্ষুর ন্যায় অপ্রতিহতগতি সেই পরম-পদ সর্ব্বদা সন্দর্শন করিতেছেন ।। ১ ॥

সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা আরম্ভ করিবে।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ ৩॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব, স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ৪॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো-
রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ৫॥
ওঁ তস্মা অরংগমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।

হে মরুদেশোদ্ভব জল! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর, বহূদক-দেশসম্ভূত জল! তোমরা আমাদের কল্যাণদায়ক হও, হে সামুদ্রিক জল! তোমরা আমাদের মঙ্গল বিধান কর, হে কূপোদক! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর॥ ২॥

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়, স্নাত ব্যক্তি যে প্রকার শরীর মল হইতে মুক্ত হয়, সংস্কারক মন্ত্রের দ্বারা ঘৃত যেমন পবিত্র হয়, হে জল! তোমরা আমাকে সেই প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত কর॥ ৩॥

হে জলসমূহ! তোমরা নিতান্ত আপ্যায়ক। অতএব ইহলোকে আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দেও, এবং পরলোকে পরম রমণীয়-দর্শন ব্রহ্মের সহিত আমাদিগকে ঐক্য করাইয়া দেও, অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হই। ৪

জননী যে প্রকার সর্ব্বদা পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করেন, হে জলসমূহ! সেইরূপ তোমরাও তোমাদের মঙ্গলময় রসের দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া আমাদের কল্যাণ কর॥ ৫॥

হে জলসমূহ! তোমরা যে রসের দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত

আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী-
দ্ধাৎতপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ
সমুদ্রোহর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরো হজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যা-
চন্দ্রমসৌ ধাতা, যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবী-
ঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৭ ॥

তৎপর করযোড়ে নিম্নমন্ত্রে প্রাণায়ামের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মা-
রম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণি-
গনুষ্টুব্‌—বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুপ্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নি-বায়ু-

---

সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত করিতেছ, সেই রসের দ্বারা আমাদিগকে
পরিতৃপ্ত কর ॥ ৬ ॥

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া, পরমব্রহ্মে বিলীন
হইয়াছিল, তখন রাত্রি, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছিল।
তৎপর অদৃষ্টের বিকাশ হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথমে
জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই সমুদ্রায়মান জগতে জগৎ-সৃষ্টি-
সমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল, তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের
নির্ম্মাণ করিলেন। তদ্দ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ হইল। দিন
রাত্রির বিভাগ বশতঃ সম্বৎসরের সৃষ্টি হইল। অনন্তর ধাতা
আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৭ ॥

(অতঃপর সকল মন্ত্রই কোন ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত, কোন ছন্দে
রচিত এবং উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কে? এবং কি
কার্য্যে উহাদিগের প্রয়োজন, এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া

সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। শিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥৮॥

(ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা বামনাসয়া বায়ুং পূরয়ন্ নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং

আবশ্যক, অতএব মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে তৎসমুদায় প্রকাশিত হইতেছে।) প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃগায়ত্রী, দেবতা অগ্নি, সকল কর্ম্মের আরম্ভে উঁহার প্রয়োগ আবশ্যক। সপ্ত ব্যাহৃতির ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ গায়ত্রী উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী; দেবতা, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব; প্রাণায়ামে ইহার নিয়োগ হয়। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা সূর্য্য, প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োজন। গায়ত্রী শিরের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি, ও সূর্য্য; প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োজন ॥ ৮ ॥

(জলদ্বারা স্বীয় মস্তক বেষ্টনানন্তর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা ধারণ করিয়া বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে)' সূর্য্যদেবের ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোকব্যাপী উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ চিন্তা করি, ইহাই আমাদিগের বুদ্ধিকে যথার্থ পথে লইয়া যায়।

ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষ-সূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ॥ ৯

(ততঃ অনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং উভয়নাসাপুটং ধৃত্বা বায়ুং স্তম্ভয়ন্ হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ॥ ১০॥

(ততোঽঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং ত্যজন্ ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ

জল, তেজ রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্ম, এবং ভূ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন।

রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধারী, দ্বিভুজ হংসারূঢ় ব্রহ্মা আমার নাভি-দেশে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে॥ ৯॥

তৎপরে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণানন্তর কুম্ভক করিতে করিতে ভূঃপ্রভৃতি সপ্তলোক চিন্তা করিয়া পরে, নীলোৎপলদলবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী, চতুর্ভুজ গরুড়ারূঢ় হৃদয়ে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে॥ ১০॥

(তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু

প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ওঁ শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ ॥১১॥ ইতি প্রাণায়ামঃ।

(ততঃ আচমনং তত্র প্রাতর্মন্ত্রঃ।)

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ১২ ॥

(মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ)

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি র্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ

ত্যাগ করিতে করিতে) পূর্ব্ববৎ ভূঃ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া পরে, শুক্লবর্ণ, ত্রিশূল-ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্রসুশোভিত, ত্রিনেত্র বৃষারূঢ় মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন. (এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ১১ ॥)

সূর্য্য মন্যু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আমাকে অসাবধানতা নিবন্ধন পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি রাত্রিকালে মনঃ, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর আর শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবস তাহা নাশ করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে, এই জলরূপ সেই পাপ হৃদয়পদ্মস্থিত স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে আমি হোম করি. ইহা সিদ্ধ হউক ॥ ১২ ॥

যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ১৩ ॥

(সায়াহ্নে আচমনমন্ত্রঃ।)

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা মুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৪ ॥ এইরূপে হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে।

পুনর্মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ।

ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ,

জল মদীয় পার্থিব দেহ এবং জ্ঞানাশয় পরমাত্মাকে পবিত্র করুন। দেহ পবিত্র হইয়া. আত্মাকে পবিত্র করুন। ব্রহ্ম পবিত্র হওয়া এইরূপ দেহপাবন দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য, অসদাচরণ ও অগ্রাহ্য-গ্রহণজনিত আমার সকল পাপ মোচন করুন। এই আচমন রূপ হোম সিদ্ধ হউক॥ ১৩ ॥

অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি দেবতা আমাকে অসাঙ্গযজ্ঞনিবন্ধন পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর এবং শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, রাত্রি তাহা নাশ করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে; এই জলরূপ পাপ, সত্য ও জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে হোম করি, ইহা সিদ্ধ হউক॥ ১৪ ॥

উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৫ ॥

অঘমর্ষণং।

দক্ষিণহস্তে জলগণ্ডুষ লইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃসমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসোধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ১৬ ॥"

হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী, অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহারমণীয় পরমব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিও। হে জল! তোমরা হিতাভিলাষিণী মাতার ন্যায় ইহলোকে আমাদিগকে অতি কল্যাণদায়ী স্বীয় রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করি ॥ ১৫ ॥

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া পরমব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল, তখন রাত্রি, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছিল। তৎপর অদৃষ্টের বিকাশ হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথমে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই সমুদ্রায়মান জগতে জগৎ-সৃষ্টিসমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল. তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের নির্ম্মাণ করিলেন। তদ্দ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ হইল। দিন রাত্রির বিভাগ বশতঃ সম্বৎসরের সৃষ্টি হইল। অনন্তর ধাতা আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৬ ॥

ইহা পাঠ করিয়া বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করতঃ দক্ষিণ নাসিকায় কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ু নিঃসারিত করিয়া কল্পিতশিলারূপে বামহস্ত তলে নিক্ষেপ করিবে।

এইরূপ তিনবার করিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জলদিবে।

সূর্য্যোপস্থানং।

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আ প্রা দ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১৭ ॥

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।

ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃত মসি ধামনামাসি। প্রিয়ন্দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।

বিশ্ব প্রকাশনের নিমিত্ত রশ্মিগণ তেজোময় সূর্য্যদেবকে বহন করিতেছে। মিত্র, বরুণ ও অগ্নি এই তিন দেবতার চক্ষুস্বরূপ এবং সকল স্থাবরজঙ্গমের আত্মারূপ সর্ব্বদেবময় সূর্য্য অত্যাশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়া স্বীয় রশ্মিজালে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১৭॥

সূর্য্যদেবকে উপাসনা করিয়া আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত ভালরূপে দেখিতে পাই, শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করিতে পারি, শত বৎসর পর্য্যন্ত ভালরূপ শুনিতে পাই, শত বৎসর পর্য্যন্ত ভালরূপ কথা কহিতে পারি, শত বৎসরের পরেও ঐরূপ থাকিতে পারি।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥ ১৮॥

অঙ্গন্যাস।—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

প্রাতর্ধ্যানং যথা। ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবি-মণ্ডল-মধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম দৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া॥ ১৯॥

মধ্যাহ্নে ধ্যানং যথা। ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডল-মধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরূঢ়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া॥ ২০॥

হে পরমার্থপ্রদে, বরদায়িনি, বেদপ্রকাশিনি, ছন্দোমাতঃ ত্র্যক্ষররূপে, গায়ত্রি দেবি! আগমন করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ১৮॥

এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিবে।

প্রাতে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদস্বরূপা, ব্রহ্মরূপিণী, হংসারূঢ়া, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া দশবার সমর্থ হইলে শত বা সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবেক॥ ১৯॥

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্ব্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়ারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, সাবিত্রীরূপা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বমত জপ করিবেক॥ ২০॥

সায়াহ্নে ধ্যানং যথা। ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডল-মধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া॥ ২১॥

এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া দশবার বা একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ইতি দশধা জপ্তা সমর্থশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বাপি জপং কৃত্বা,—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছদেবি যথেচ্ছয়া॥ ২২॥

ইতি মন্ত্রেণ জপং সমর্পয়েৎ।

মৃতপিতৃকঃ অস্মিন্নেব সময়ে পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ততঃ সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ-

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে বৃদ্ধা, সামবেদস্বরূপা, শিবরূপিণী, বৃষভারূঢ়া, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বমত জপ করিবেক॥ ২১॥

হে দেবি! তুমি উত্তর শিখর হইতে উৎপন্না হইয়া ভূমিতে পর্ব্বতে বাস করিতেছ, এক্ষণ ব্রহ্মাকর্তৃক সম্যক্‌রূপে অনুজ্ঞাত হইয়া ইচ্ছামত গমন কর॥ ২২॥

সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এষোহর্ঘ্যঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥ ২৩॥ ইতি সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা,—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ২৪॥ ইতি প্রণমেৎ।

ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয়ং।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ। ইতি পঠেৎ।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা সমাপ্ত।

কর্ম্মফলদায়ী, জগৎ প্রকাশক, বিষ্ণুতেজোরূপ, ব্রহ্মতেজোময় দীপ্তিমান্ সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে॥ ২৩॥

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, অতিতেজস্বী, তমোরাশিনাশী, সর্ব্বপাপবিনাশী, কশ্যপতনয় দিবাকরকে প্রণাম করি॥ ২৪॥

সামবেদীয় সন্ধ্যায় ইহার অনুবাদ আছে।

তর্পণের সাধারণ নিয়ম।

স্বভাবতঃ যেরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, তাহার বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধের উপরিভাগ হইতে বামপার্শ্ব দিয়া লম্বমান যজ্ঞোপবীতকে প্রাচীনাবীত বলে। উক্তরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ-পূর্ব্বক করযোড়ে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

দ্বিজগণ বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উক্ত কালে তর্পণ করিবে।

সামবেদীয়েরা সূর্য্যোপস্থানের পর "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্র পড়িয়া জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ করিবে। যজুর্ব্বেদীয়েরা গায়ত্রীজপ-বিসর্জ্জনের পর তর্পণ করিবে। ঋগ্বেদীয়েরা গায়ত্রী জপ-বিসর্জ্জনের পর তর্পণ করিবে এবং স্ত্রী শূদ্র প্রাতঃস্নানের পর তর্পণ করিবে।

বৃষ্টি-জলে কিম্বা অন্ত্যজ জাতির জলাশয়ের জলে, অপেয় বা গবাদির পানার্থ খনিত জলাশয়ের জলে এবং অনুৎসর্গ জলাশয়ের জলে তর্পণ করিতে নাই।

দক্ষিণ হস্তের অনামাতে কুশ এবং স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া তর্পণ করিবে।

দেবতর্পণ যব ও ত্রিপত্র দ্বারা এবং পিতৃতর্পণ তিল ও মোটক দ্বারা করিবে। তিল ও যবাদির অভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য বা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া তর্পণ করিবে।

গঙ্গাজল ভিন্ন শূদ্রাদির আনীত জলে তর্পণ করিতে নাই। তর্পণ-জল জলাশয়েই ফেলিতে হয়, কিন্তু উদ্ধৃতজলে তর্পণ

করিলে স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা তাম্রপাত্রে জল ফেলিতে হয়। তর্পণ-জল এক বিঘৎ উচু করিয়া ফেলিতে হয়।

রবিবার, শুক্রবার, সপ্তমী, দ্বাদশী, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিনে এবং রাত্রিতে তিলদ্বারা তর্পণ করিবে না। প্রেতপক্ষে এবং গঙ্গাদিতীর্থে সকল দিনই তিলতর্পণ করিবে।

জলে থাকিয়া আর্দ্রবস্ত্রে তর্পণ করা যাইতে পারে, নতুবা আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া তীরে বসিয়া একপদ জলে রাখিয়া তর্পণ করিবে।

পুত্র পৌত্রাদি না থাকিলে বিধবা-স্ত্রী, স্বামী ও শ্বশুর এবং তৎ পিতার তর্পণ করিবে।

সামবেদীয় তর্পণ।

প্রথমে দুইবার আচমন করতঃ প্রাচীনাবীতি * ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক—

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥"

এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্বমুখে উপবীতি † হইয়া দেবতর্পণ করিবে। যথা,—ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং"

এইরূপে প্রত্যেকবার বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। এইরূপে দেব তর্পণ করিয়া পরে,—

---

* যে ভাবে যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয়, তাহার বিপরীতের নাম প্রাচীনাবীত।

† মালার ন্যায় করিয়া রাখাকে উপবীত কহে।

পশ্চিমমুখে নিবীতী হইয়া—

"ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥"

এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থদ্বারা ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাং, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তাং।" ইহা বলিয়া মরীচি হইতে ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত যথাক্রমে প্রত্যেককে দেবতীর্থ (অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা, ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ" এই বলিয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ * দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে—

"ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

* দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশকে পিতৃতীর্থ বলে।

এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থের দ্বারা তিন অঞ্জলি জল দিবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া—

"ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং।"

এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করতঃ "ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।" এই বাক্যটী তিনবার বলিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল পিতৃ উদ্দেশ্যে দিবে। এইরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধ প্রমাতামহকে পিতামহাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে "বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা" এই বলিয়া মাতাকে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপে পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ-প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। (১)

পিতৃতর্পণ সমাপ্ত করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করিবে। অন্য দিনে ভীষ্মতর্পণ নাই।

ভ

"ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

---

(১) তিলতর্পণ না করিলে "এতৎ সতিলোদকং" স্থলে কেবল "এতদুদকং" বলিবে।

এই মন্ত্র পড়িয়া ভীষ্ম উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

অনন্তর,—

"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥"

এই মন্ত্রটী পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে,—

"ওঁ যেঽবান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মৎতোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপর—

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে (১) তৎপর—

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণোমৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥"

---

(১) যদি নিতান্ত অশক্ত হইয়া সমস্ত তর্পণ করিতে না পারে, তবে "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে। (২) পরে নিম্ন মন্ত্রে পিতৃগণকে নমস্কার করিবে।

পিতৃ-নমস্কার।

"ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ
পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

ইতি সামবেদীয় তর্পণবিধি সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদীয় ও শূদ্রের তর্পণ পদ্ধতি।

প্রথমে দক্ষিণমুখে আচমন করতঃ প্রাচীনাবীতী হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাস পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥" এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করতঃ "ওঁ দেবা আগচ্ছন্তু" এই বলিয়া দেবগণের আবাহন করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু" এই বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপরে "ওঁ দেবাযক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজৃম্ভগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশ-গামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।

---

(২) সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্র নিপীড়িত জলে তর্পণ করিবে না।

স্তৈষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥" এই বলিয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপরে উত্তরমুখে নিবতী হইয়া "ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চসনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥" এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থদ্বারা দুই অঞ্জলি জল দিবে, পরে পূর্ব্বাভিমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু,ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু, ওঁ নারদস্তৃপ্যতু, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তু" এই বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপরে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী (১) হইয়া "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, এই নাম গুলি তিনবার করিয়া পড়িয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে,—

"ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

---

(১) পিতৃতর্পণ হইতে তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাচীনাবিতী হইয়া পিতৃতীর্থে করিবে।

(শূদ্র ভীষ্মাষ্টমী দিনে এই সময়, ভীষ্ম তর্পণ করিয়া পরে পিতৃতর্পণ করিবে।)

পিতৃতর্পণ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" এই বলিয়া, পরে "ওঁ আবাহয়" বলিবে। তৎপরে হস্তে তিল লইয়া "ওঁ উশন্তস্ত্বা নদীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষেঽত্তবে এই মন্ত্র পড়িয়া তিল নিক্ষেপ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে জল লইয়া—"ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্তপোঽঞ্জলিং।" এই মন্ত্রে একবার জল দিতে হইবে। অনন্তর "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা।" (শূদ্র 'অমুক দাস' এবং "স্বধা" স্থলে "নমঃ" বলিবে) এইরূপ তিনবার পড়িয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপে পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতামহাদি নাম উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে, পরে "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে মাতঃ অমুকীদেবি (শূদ্র "অমুকীদাসি" বলিবে) এতৎ সতিলোদকং (১) তুভ্যং স্বধা" এইরূপ তিন বার বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিয়া মাতৃসপত্নী, পিতামহী, প্রপিতা-

(১) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ (তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা দেখ) সেই দিনে "এতৎ সতিলোদকং" এই স্থলে "এতদুদকং" বলিবে।

মহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, গুরু, গুরুপত্নী, পিতৃব্য, পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপত্নী, মাতুল, মাতুল-পত্নী, পিতৃস্বসা, তৎপতি, দুহিতা, জামাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, বান্ধব, মিত্র প্রভৃতিকে যথাক্রমে নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে। অতঃপর ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ করিয়া পরে—"ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে "ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে। তৎপরে—"ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি এবং "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া নিম্ন মন্ত্রে বস্ত্র নিষ্পীড়িত জল তর্পণ করিবে।

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥" এই বলিয়া স্নান-বস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার সেই জল দিবে। তৎপর সামবেদীবৎ পিতৃনমস্কার করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় তর্পণ সমাপ্ত।

ঋগ্বেদীয় তর্পণ পদ্ধতি।

যজুর্ব্বেদীয় তর্পণ পদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে ঋষিতর্পণ পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান করিয়া, পরে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ হবিষ্মন্তস্তৃপ্যন্তু, উষ্মপাস্তৃপ্যন্তু ওঁ সুকালিনস্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদস্তৃপ্যন্তু, ওঁ আজ্যপাস্তৃপ্যন্তু" এই বলিয়া প্রত্যেকটী নাম তিন তিন বার বলিয়া তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে।

তৎপর যজুর্ব্বেদীয় নিয়মে যমতর্পণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং" এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন ও জলাঞ্জলি গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা "ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং (১) তস্মৈ স্বধা নমঃ" এই বলিয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং "পিতামহ, প্রপিতামহকে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিয়া পরে "ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকীদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ" এই বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে; এবং পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। পরে এইরূপ বাক্য করিয়া এক এক অঞ্জলিদ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিদিগের তর্পণ করিবে।

---

(১) গঙ্গায় জলে তর্পণ করিলে "সতিলগঙ্গোদকং" বলিবে। তিল তর্পণের নিষেধ দিনে "এতদুদকং" বলিবে॥

এইরূপে পিতৃতর্পণ করিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া পরে "ওঁ আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ॥ অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং"॥ এই মন্ত্র পড়িয়া এক এক অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥" এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া, "বস্ত্র নিষ্পীড়িত জলে তর্পণ করিবে।

তৎপর যজুর্ব্বেদীয় বিধি অনুসারে সমস্ত করিবে।

ঋগ্বেদীয় তর্পণ-বিধি সমাপ্ত।

তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিধি।

দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যা ও তর্পণ করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। তিন বেলাই বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে পূজাদি কোন কার্য্যেই অধিকার হয় না। প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল রাত্রির শেষ এক দণ্ড হইতে দিবসের প্রথম একদণ্ড পর্য্যন্ত। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা নিত্য পূজার অগ্রে বা পরে করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সময় অষ্টম মুহূর্ত্ত, অর্থাৎ দিনমানকে ১৫ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার অষ্টম ভাগ। সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল দিবসের শেষ এক দণ্ড হইতে রাত্রির প্রথম একদণ্ড পর্য্যন্ত। এইরূপে প্রতি দিবস তিন বেলা বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হইবে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া তিনবার আচমন করিবে। যথা—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। (পাদাদি নাভি পর্য্যন্ত) ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। (নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত) ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। (হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চিন্তা) এই মন্ত্রে অথবা মূলমন্ত্রে আচমন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাদ্বারা মূল মন্ত্রে মুখনাসিকাদি স্পর্শ করিবে। পরে জল শুদ্ধি করিবে।

ওঁ গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা জল শুদ্ধি করিয়া, মূল মন্ত্রে ভূমিতে তিনবার এবং মস্তকে সাতবার জল নিক্ষেপ করিবে। পরে মূল মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া বাম হস্তের মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল করতঃ জল লইবে, তৎপর তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করিয়া "হং যং বং রং লং" এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া গলিত জলবিন্দু সাতবার মস্তকে দিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া, সেই জলকে তেজোরূপ চিন্তা করিয়া নাসাগ্রে ধারণ পূর্ব্বক বামভাগস্থ ইড়া নাড়ী দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহ মধ্যস্থ পাপ সকল প্রক্ষালন করিয়া, সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপরূপ মনে করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা বাহির করিয়া সম্মুখে কল্পিত বজ্রশিলায় "ফট্" এই মন্ত্রে পাপ পুরুষরূপ সেই জলকে বামহস্তে জোরে নিক্ষেপ করতঃ হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আচমন করিবে।

আচমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক এক গণ্ডূষ জল

দিয়া তর্পণ করিবে। "ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি, ঋষীংস্তর্পয়ামি, পিতৃং স্তর্পয়ামি (১) গুরুং তর্পয়ামি, পরম-গুরুং তর্পয়ামি, পরাপরগুরুং তর্পয়ামি, পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি। বৈষ্ণবদের মতে নিম্নোক্ত তর্পণ-গুলিও করিতে হয়। "নারদং তর্পয়ামি, পর্ব্বতং তর্পয়ামি, বিষ্ণুং তর্পয়ামি নিশঠং তর্পয়ামি, উদ্ধবং তর্পয়ামি, দারুকং তর্পয়ামি, বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি, শৌনেয়ং তর্পয়ামি।" প্রত্যেককে তিন বার করিয়া তর্পণ করিবে। তৎপর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "অমুক দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া নিজ ইষ্ট দেবতার তিন বার তর্পণ করিবে।

পরে "হ্রীং হং সঃ অথবা (ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ) ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা" বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীঅমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।" বলিয়া তিন গণ্ডূষ জল দিবে।

কালী, তারা ইত্যাদি মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি নিম্ন মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। "হ্রীং হং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা"।

গায়ত্রীর ধ্যান।

প্রাতঃ—উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাংস্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ তারকিতেঽম্বরে॥ মধ্যাহ্নে।—ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥ সায়ং—সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং॥

(১) দ্বিজগণ মন্ত্রের পূর্ব্বে এবং পরে 'ওঁ' এই প্রণব এবং স্ত্রী শূদ্র 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

তিন বেলা এই তিন রূপ ধ্যান করিয়া যথাশক্তি গায়ত্রীজপ করিবে। কিন্তু দশবারের ন্যূন জপ করিতে নাই।

উপাসক ভেদে গায়ত্রী ;—

দক্ষিণ কালিকা।—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ দুর্গাগায়ত্রী।—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নোগৌরী প্রচোদয়াৎ॥ জগদ্ধাত্রী-গায়ত্রী।—দুর্গায়ৈ বিদ্মহে চিৎস্বরূপায়ৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ॥ তারা গায়ত্রী।—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ॥ বিষ্ণু গায়ত্রী।—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥ গোপাল গায়ত্রী।—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥ রাম গায়ত্রী।—দাসরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধিমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ॥ শিবগায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ সূর্য্যগায়ত্রী।—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥ গণেশ গায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥

গায়ত্রী জপের পর ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপঃ। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥—এই মন্ত্রে এক গণ্ডূষ জল লইয়া মনে মনে পুং দেবতার দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রী দেবতার বামহস্তে জল দিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে। পুং দেবতা হইলে, "গোপ্ত্রী" স্থলে "গোপ্তা" এবং "দেবি" স্থলে "দেব" ও "মহেশ্বরি" স্থলে "মহেশ্বর" বলিবে। তৎপর প্রাণা-য়ামাদি করিয়া যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে॥

দ্বিতীয় খণ্ড

সামান্য পূজাবিধি।

প্রথমতঃ আচমন করিয়া নিয়মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্‌।" তৎপর গণেশাদি দেবতার উদ্দেশ্যে গন্ধ পুষ্প দিয়া, স্বস্তি বাচন করিবে।

সামবেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্‌॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥"

যজুর্ব্বেদি-স্বস্তিবাচন।

"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ গণানাত্বা গণপতিং হবামহে ওঁ প্রিয়াণাত্বা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিধীনাত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥"

ঋগ্বেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে। আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বায়ুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তু ভবঃ

স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ। স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। স্বস্তি পন্থামনু চরেম। সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতা-ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্ যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং। প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধেষভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। *

সঙ্কল্প।

এইরূপে স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তি বাচন করিয়া সংকল্প করিতে হয়। প্রতিদিবসীয় নিত্য কর্ম্মে বা আরব্ধ কর্ম্মে সঙ্কল্পের প্রয়োজন নাই। যেমন সন্ধ্যা, শিব পূজা, নারায়ণ পূজা, ইষ্ট দেবতার নিত্য পূজা, গুরু পূজা প্রভৃতি ইহা ভিন্ন কোন কার্য্য উদ্দেশ্যে অন্য পূজায় সঙ্কল্প করিতে হয়। তাম্র পাত্রে তিল কুশ ফল পুষ্প ও জল লইয়া নিম্ন প্রকারে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

"ওঁ বিষ্ণু রোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে † অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা § অমুক কামো অমুক দেবতা পূজা কর্ম্ম হং করিষ্য" (পরার্থে করিষ্যামি।)

---

* বিশেষ পূজাদিকার্য্যে স্বস্তি শান্তি, পুণ্যাহং প্রভৃতি কার্য্য উল্লেখ করিয়া স্বস্তি বাচন করিবে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যে দেখুন।

† যে মাস যে পক্ষে যে তিথি তাহার উল্লেখ করিবে।

§ যাহার নামে সঙ্কল্প হইবে তাহার নাম গোত্র এবং যে দেবতার পূজা হইবে সেই দেবতার নাম উল্লেখ করিবেন।

তৎপর করযোড়ে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

সামবেদি-সঙ্কল্পসূক্ত।

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্ব-মুপ বা পূণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে।

যজুর্ব্বেদি-সঙ্কল্পসূক্ত।

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবেতি। দূর-ঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

ঋগ্বেদি-সঙ্কল্পসূক্ত।

ওঁ যা গুংগূর্য্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥ তৎপর আসনশুদ্ধি করিতে হয়।

আসনশুদ্ধি।

যে আসনে বসিয়া পূজা করিতে হইবে, তাহার উপরে-ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে পুষ্পটি আসনোপরি প্রদানপূর্ব্বক আসন ধরিয়া পাঠ করিবে,—

"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি! ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি! ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।"

ভূতাপসারণ।

অতঃপর পূজক, দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিয়া দিব্য-বিঘ্ন উৎসারিত করতঃ "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে জলধারা বেষ্টন কারয়া আকাশস্থিত বিঘ্ন ও বামপাদের পার্ষ্ণি (গোড়ালি) দ্বারা

মৃত্তিকাতে বারত্রয় আঘাত করতঃ ভূমিগত বিঘ্ন দূর করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র জপ করতঃ শ্বেত সরিষা লইয়া বক্ষ্যমাণমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উহা চতুর্দ্দিককে ছড়াইয়া দিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।" তৎপর ঘটস্থাপন করিবে।

ঘটমধ্যে নবরত্ন ও পঞ্চবস্ত্র প্রদান করিবে। তদভাবে কেবল সুবর্ণ প্রদান করিবে।

সামবেদি-ঘটস্থাপন।

ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌ র্বা ভূতায়াং। †

ধান্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণম-পূপবন্তমুক্‌থিনং ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।

উভয় হস্তদ্বারা ঘট ধারণ করতঃ পাঠ করিবে—ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বাঅর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।

জল স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং মধ্বা রজাংসি শুক্রতূ।

পল্লব ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা সূয়তাং রয়িঃ।

ফল ধারণ করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।

মন্ত্রান্তর—ওঁ মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।"

বস্ত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসা তমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে।

স্থিরীকরণ (ঘট ধারণ করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাত-র্হরীণাম্। ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব।

কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিবে,—

ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ। §

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন।

ভূমিস্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে —

উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।

§ স্ত্রীদেবতার নিমিত্ত ঘট স্থাপনকালে "তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ" বলিতে হইবে।

ধান্য স্পর্শ করিয়া-

ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ প্রাণায় ত্বোদানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা। দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধাং দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা চক্ষুষে ত্বা মহীনাং পয়োহসি।

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্ ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ

ঘটে হস্ত দিয়া—

ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি।

জল স্পর্শ করিয়া—

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।

ফল ধারণ করিয়া—

ও যাঃ ফলিনীর্য্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তানো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। (১)

স্থিরীকরণ –

ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব পৃথ্বুর্ভব বাজ্যর্ব্বান্ সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ। পরে সামবেদীবৎ "সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি" ইত্যাদি পাঠ করিবে।

যজুর্ব্বেদ-ঘটস্থাপন।

ভূমি স্পর্শ করিয়া—

ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতি-রসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ।

---

(১) সিন্দুরমন্ত্র, বস্ত্রমন্ত্র, পুষ্পমন্ত্র, যজুর্ব্বেদীয় ঘটস্থাপনায় দ্রষ্টব্য

ধান্য স্পর্শ করিয়া—

ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

ঘট স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নি বর্ত্তস্ব সা নঃ। সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ।

জল স্পর্শ করিয়া—

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদন-মাসীদ।

পল্লব স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥ (২)

ফল স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ॥ বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥

---

(২) মন্ত্রান্তরং—"অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা। গোভাজ ইৎ কিলাসথ যৎ সনবথ পুরুষম্।"

পুষ্প স্পর্শ করিয়া,—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুংম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ॥

বস্ত্র ধারণ করিয়া,—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুসদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥ তৎপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

সামান্যার্ঘ্য।

ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে;—

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।”

অতঃপর “ফট্” এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া, ত্রিপদিকার উপরি স্থাপন করিবেন। পরে ‘ওঁ’ এই মন্ত্রে সেই পাত্র জলপূর্ণ করিয়া—

“মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ॥” বলিয়া পূজা করিবে।

তৎপরে পাত্রস্থ জল ত্রিভাগ করিয়া তদুপরি গন্ধ, পুষ্প ও

দূর্ব্বা প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সেই জলে তীর্থ সকলের আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা —

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রের উপরি ওঁ' এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া, নিজমস্তকে ও পূজার উপকরণে সেই জলের ছিটা দিবে।

মাষভক্তবলি।

নিজের বামভাগে গোময়ের দ্বারা ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ভূতগণের আবাহন করত "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেত্রপালাদি-ভূতগণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া, নূতন মৃন্ময়পাত্রে বা বিল্বপত্রের উপরি মাষকলায়, দধি ও আতপ তণ্ডুল একত্র করতঃ "ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" বলিয়া তাহার অর্চনা করতঃ "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতগণেভ্যো নমঃ।" বলিয়া নিবেদন করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ দানবা রাক্ষসাশ্চ যে।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে ইমং গৃহ্ণন্তু মদ্‌বলিম্॥

অনন্তর শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করতঃ —

"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নরসিংহেন তাড়িতাঃ।"

ইহা বলিয়া চতুর্দ্দিকে শ্বেতসর্ষপ ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর গুরুপংক্তি নমস্কার করিবেন। যথা,—

নিজের বামভাগে "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ,

ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।" দক্ষিণে—"ওঁ গণেশায় নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ"।

পরে একটি সচন্দন পুষ্প হস্তে লইয়া 'ফট্' এই মন্ত্রে উভয়হস্ত দ্বারা পুষ্পটি মর্দ্দন করতঃ আঘ্রাণ করিয়া ঈশানকোণে পরিত্যাগ করিবে। এই ক্রমে উর্দ্ধে তালত্রয় ও ছোটিকা (অঙ্গুলিধ্বনি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে।

ভূতশুদ্ধি সাধারণ শক্তিপূজায় দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি।

নিম্নলিখিত চারিটী মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার শরীরস্থান ভাবনা করিলেই, সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি করা হয়। মন্ত্রচতুষ্টয় যথা,—

"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ পরমশিবং সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা" ॥ ৪ ॥ সাধারণ শক্তিপূজা দেখ।

তৎপরে মাতৃকান্যাস করিবে। সাধারণ শক্তিপূজা দেখ।

প্রাণায়াম।

হ্রীঁ মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীদেবতার এবং "ওঁ" মন্ত্র দ্বারা পুংদেবতার প্রাণায়াম করিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম।

সমস্ত কার্য্যেই প্রাণায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম ব্যতীত মন্ত্র জপ ও পূজাদির অধিকার হয় না। প্রাণায়াম প্রণালী এই গ্রন্থের সাধারণ শক্তিপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

ব্যাপকন্যাস।

"ওঁ" বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক দেহের অতি সন্নিকটস্থান দিয়া হস্তসঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে। ব্যাপকন্যাস নয়বার, সাতবার পাঁচবার বা তিনবার করিতে হয়। ব্যাপকন্যাসের পর অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। সাধারণ শক্তি পূজায় অঙ্গন্যাস করন্যাস এবং ধ্যান প্রকরণে সমস্ত দেবতার ধ্যান আছে।

ধ্যান।

কূর্ম্মমুদ্রায় হস্তে পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ ধ্যানানুযায়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিয়া মানস পূজা করিবে। (১ম খণ্ডে নিত্যকর্ম্মের ৩ পৃষ্ঠায় দেখ।) অথবা মনঃ কল্পিত উপচার দ্বারা মনে মনে পূজা করিতে হয়। তৎপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। যথা—

বিশেষার্ঘ্যস্থাপনক্রম।

পূজক নিজের বামদিকে (১) ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ,"—এই ক্রমে "ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" বলিয়া, তদুপরি পূজা করিবে।

তৎপরে উহার উপরে ত্রিপদিকা স্থাপন করিয়া "হুং ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ ধৌত করিয়া মণ্ডলের উপর রাখিবে। অতঃপর মূলমন্ত্রে শুদ্ধ জল দিয়া, "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ"—এই

(১) পূজ্য ও পূজকের মধ্যস্থান পূর্ব্ব, তদক্ষিণ দক্ষিণ, তদ্বাম উত্তর ও তৎপৃষ্ঠ পশ্চিম বলিয়া জানিবে।

মন্ত্রে ত্রিপদিকা, "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ"—এই মন্ত্রে শঙ্খ, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"—এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা জলকে পূজা করিবে, তদনন্তর শঙ্খস্থ জল তিনভাগ করতঃ তাহাতে "নমঃ" বলিয়া পুষ্প দিয়া, পুষ্প, দূর্ব্বা ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তদুপরি স্থাপন করতঃ ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করতঃ অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই মন্ত্রে জল শোধন করিবে।

অনন্তর আটবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্বীয় হৃদয় হইতে দেবতাকে সেই জলে আনয়ন করত "হুং" এই মন্ত্রে যথাবিধি অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। দেবতা-বিশেষে যাহা বিশেষ আছে, তাহা তত্তৎপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য। অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল প্রোক্ষণী-পাত্রে লইয়া, সেই জলদ্বারা নিজমস্তক ও পূজার উপকরণাদি অভ্যুক্ষণ করিয়া পরে যথাবিধি পূজা করিবে।

তৎপর পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান করতঃ, গণেশাদি আবরণ দেবতার পূজা করিয়া আবাহন পূজা করিবে।

আবাহন।

আবাহনের বিশেষ নিয়ম এই যে, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সুষুম্নাপথে স্বস্থান হইতে চৈতন্যরূপ তেজঃ আনয়ন করতঃ নাসিকা-রন্ধ্রদ্বারা নির্গত করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পসঞ্চয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক আবাহন করিবে। *

"অমুক দেবতায়া ইহা গচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" ইহা পাঠ করিয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা দেখাইবে।

* প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর আবাহন নাই।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেবতার সম্মুখভাগ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লেলিহান-মুদ্রা দ্বারা দেবতার হৃদয়ে (১) দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল ধারণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা,—

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ শ্রীঅমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ শ্রীঅমুকদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ শ্রীঅমুকদেবতায়া বাঙ্মনস্ত্বক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।" "ওঁ মনো জূতির্জুষতা-মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবা স ইহ মাদয়ন্তামোঁ প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।"

স্ত্রীদেবতার সময়ে "অস্যৈ" এবং পুরুষদেবতার স্থলে "অস্মৈ" বলিবে। *

পূজার উপচার।—পঞ্চোপচার, দশোপচার, ষোড়শোপচার, অষ্টাদশোপচার এইরূপ বহু বিধান আছে, সাধ্যমত যে যেরূপ পারিবে, করিবে।

---

(১) প্রাণপ্রতিষ্ঠায় দেবতার কপোল ধারণেরও শাস্ত্র আছে। যথা "প্রতিমায়াঃ কপোলৌ দ্বৌ স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণপাণিনা। প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্যাং দেবত্বসিদ্ধয়ে।"

* প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মূলমন্ত্রে কজ্জল দ্বারা চক্ষুদানের বিধান আছে।

পঞ্চোপচার।—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

দশোপচার।—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার।—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা।

অষ্টাদশোপচার।—আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নানীয়, বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, তর্পণ, মালা, অনুলেপন, নমস্কার ও বিসর্জ্জন;—ইহাকেই অষ্টাদশোপচার বলে।

উপচারদানবিধি।

"এতস্মৈ আসনায় নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ এতৎসম্প্রদানায় শ্রীঅমুকদেবায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করতঃ "ইদং আসনং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া আসন, "অমুকদেব স্বাগতং" বলিয়া স্বাগতপ্রশ্নানন্তর "এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া দেবতার পাদযুগলে পাদ্য, "এষোঽর্ঘ্যঃ সামবেদীয়েরা "ইদমর্ঘ্যং" অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা" বলিয়া দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য, ঐরূপ "স্বধা" বলিয়া দেবতার বদনে আচমনীয়, "নিবেদয়ামি" বলিয়া স্নানীয় ও বস্ত্র, "নমঃ" মন্ত্রে আভরণ ও গন্ধ (চন্দন, কর্পূর ও কৃষ্ণাগুরুকে গন্ধদ্রব্য বলে), "বৌষট্" বলিয়া পুষ্প, "নমঃ" মন্ত্রে ধূপ, দীপ, "নিবেদয়ামি" বলিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে।

সমস্ত দ্রব্যই দেবতার সম্মুখে আনয়ন করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা

প্রোক্ষণ করতঃ "ফট্" মন্ত্রে সংপ্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক তদুপরি মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া নিবেদন করিতে হয়। অনন্তর পানার্থ জল ও তাম্বূলাদি "নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে।

উপচারদানে অঙ্গুলি-নিয়ম।

মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গন্ধ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে পুষ্প ধূপ ও দীপ প্রদান করিবে। মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ধূপ ধারণ করিয়া বারত্রয় উত্তোলনপূর্ব্বক নিবেদন করিতে হয়। তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য ধারণ করিয়া নিবেদন করিবেন।

অতিরিক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদি নিবেদন করিতে হইলে এই নিয়মে করিতে হয়। এইরূপে পূজা করিয়া জপ, আরত্রিক, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, আত্মসমর্পণ করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়। পূজান্তে নিম্নমন্ত্রে শান্তি করিবে।

সামবেদি-শান্তি।

কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আ ভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু। ওঁ অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাস্যূতয়ে॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যত্বশুভঞ্চ যৎ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা।

ঋগ্বেদি-শান্তি।

ওঁ সঙ্গিনী পাবয়স্তে তস্মুক্ষ্যতি বচো যথা। আভ্যাবস্তং যমাবস্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবন্। যায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী সজ্ঞনানামভিহিতো হ এবেদমিতিব্রুবন্। ইন্দ্রস্থং কিং রিক্তঃ প্রভু ভানুর্নায়ং সরস্বতীম্। যেন সূর্য্যমরোচয়ৎ যেনেমে রোদসী উভে। জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ কাণ্বং মেধা তিথিমাত্মা সোমস্য বৃহৎ শ্রোত সুমনাগ্নেয়োত্তমঃ। জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ শ্রোত সুদৈবস্তিতয়ঃ। অশান্তমাশান্তমভি শান্তে স্বস্থমকুর্ব্বতঃ। শন্নঃ কণিক্রদদ্দেব পর্জ্জন্যোহভিবর্ষতু। ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নো দ্যাবা-পৃথিবী। শং প্রজাভ্যঃ শন্নোহস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট-নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।"

যজুর্ব্বেদি-শান্তি।

"ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগো যঃ সহজো ময়ি, প্রাণাপানয়োর্যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষোহৃদয়স্য রাভিত্রীং বৃহস্পতির্মে দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।"

"ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। বাসুদেবো জগন্নাথ-স্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা॥ বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ পান্তু তে

সদা ॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥”

পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি।

পূজক, শুদ্ধাসনে উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করতঃ আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ প্রদান করিবে। পরে তাম্রাদি পাত্রে বিল্বপত্রোপরি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা-প্রকরণোক্ত বিধানে আসন শুদ্ধি, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, বিঘ্নাপসরণ করতঃ গণেশাদির পূজা করিবে।

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবে। পরে গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া করশুদ্ধি করিবে। যথা—

চন্দনযুক্ত একটী পুষ্প লইয়া “ঐঁং রং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দুই হস্ত দ্বারা সেই পুষ্পটী ঘর্ষণ করতঃ বামদিকে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর সম্মুখে ক্রমে তিনটী তালি দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বাদি দিক্ ক্রমে তুড়ি দিয়া দশদিক্ বন্ধন করিবে। পরে সমর্থ হইলে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাসাদি করিবে (ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি শক্তি-পূজায় দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর শিবের মূলমন্ত্র অথবা প্রণব “ওঁ” স্ত্রী ও শূদ্র “ঐঁং”

দ্বারা প্রণায়াম করিবে। অনন্তর "ওঁ হরায় নমঃ" বলিয়া শিবের মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া বজ্র নামাইয়া পীঠের উপরি রাখিবে, পরে "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া শিবলিঙ্গ মার্জ্জন করিবে। অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা—

লেলিহামুদ্রায় দূর্ব্বা, তণ্ডুল অথবা পুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিবে। পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—

"ওঁ নমঃ শিবায় অস্য মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—বামদেবঋষয়ে নমঃ, মুখে—পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ; হৃদি—ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ। অনন্তর মূর্ত্তিন্যাস করিবে।

মূর্ত্তিন্যাস যথা;—অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্জ্জনীদ্বয়ে—"নং তৎপুরুষায় নমঃ।" অঙ্গুষ্ঠযোগে মধ্যমাদ্বয়ে—"মঃ অঘোরায় নমঃ"। অঙ্গুষ্ঠ-যোগে কনিষ্ঠাদ্বয়ে—"শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।" অঙ্গুষ্ঠযোগে অনামিকাদ্বয়ে—"বাং বামদেবায় নমঃ।" তর্জ্জনীযোগে অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয়ে—"য়ং ঈশানায় নমঃ।" অতঃপর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। যথা—

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ; নং শিরসে স্বাহা, মঃ শিখায়ৈ বষট্; শিং কবচায় হুং; বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্; য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া করন্যাস করিবে।

"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা; মঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্; শিং অনামিকাভ্যাং হুং; বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্; য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া করন্যাস করতঃ ব্যাপকন্যাস করিবে। যথা—

"ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গাত্মনে নমঃ।
চতুর্ম্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়া-ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাতবার, পাঁচবার বা তিনবার হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিবে।

অতঃপর কূর্ম্মমুদ্রায় সচন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতি-হস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥ ১॥

মহেশ্বরকে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিবে, যথা—ইঁহার বর্ণ রজতগিরির ন্যায় শুভ্র, সুন্দর চন্দ্রখণ্ড ইঁহার শিরোভূষণ; রত্নময় বেশে ইঁহার দেহ উজ্জ্বল; বাম হস্তদ্বয়ে পরশু ও মৃগমুদ্রা (অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাকে উচ্চ করিয়া রাখার নাম মৃগমুদ্রা) এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা, ইনি প্রসন্নমূর্ত্তি ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট; ইঁহার চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন; ইঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ইনি জগতের আদি ও জগতের কারণ, সকল ভয়হারী এবং পঞ্চবদন ও ত্রিনয়ন॥ ১॥

এই ধ্যান করিয়া, হস্তস্থিত ঐ পুষ্প নিজ মস্তকে রাখিয়া, বক্ষঃস্থলে উত্তান (চিৎ) ভাবে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপন করতঃ ধ্যানানুরূপ শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া যথাশক্তি মানসপূজা করিবে।

অনন্তর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান পাঠ করিয়া, "হৃদয়স্থ দেবতা পুষ্পমধ্যে আবির্ভূত হইয়া মৃণ্ময়শিবে অবস্থিত হইলেন"—এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবের মস্তকে ঐ পুষ্প দিবে। পরে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব, ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু; মম পূজাং গৃহাণ।"

অতঃপর "ওঁ নমঃ শিবায়", "পশুপতয়ে নমঃ" বলিয়া শিব-লিঙ্গকে স্নান করাইয়া দশোপচারে পূজা করিবে। যথা,—

কুশীতে করিয়া জল লইয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" (স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে—"এতৎ পাদ্যং নমঃ শিবায় নমঃ" এইরূপ সর্ব্বত্র) বলিয়া শিবলিঙ্গের মস্তকে দিবে। এইক্রমে—"এষোঽর্ঘ্যঃ" সামবেদীয় পক্ষে—ইদমর্ঘ্যং), "ইদমাচমনীয়ং", "ইদং স্নানীয়ং", "এষ গন্ধঃ", "এতৎ পুষ্পং", "এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং", "এষ দীপঃ" "এতৎ সোপকরণ-নৈবেদ্যং", "ইদং পানার্থজলং", "ইদং পুনরা-চমনীয় জলং", ইদং তাম্বূলং" বলিয়া পাদ্যপ্রদানের ন্যায় অর্ঘ্যাদি দ্রব্য প্রদান করিবে।

অনন্তর পুষ্প (পুষ্পাভাবে অক্ষত বা জল দ্বারা) বেদীতে অষ্ট-মূর্ত্তির পূজা করিবে।

অষ্টমূর্ত্তি-পূজা।

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ (পূর্ব্বদিকে) ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ (ঈশানকোণে), ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ (উত্তরে) (সমসূত্র জলনিঃসরণ স্থান লঙ্ঘন না করিয়া) ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ (বায়ুকোণে), ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ

(পশ্চিমে), ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ (নৈঋতে), ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ (দক্ষিণে), ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ (অগ্নিকোণে), বলিয়া পূজা করিবে।

তৎপরে মূলমন্ত্র (অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের পক্ষে—"ওঁ নমঃ শিবায়" ; এবং স্ত্রী ও শূদ্র "নমঃ শিবায়") ১০৮ বার জপ করিয়া—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব, ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥"

এই মন্ত্রে কোশাস্থিত সামান্যার্ঘ্য বা জলগণ্ডূষ গো-যোনি মুদ্রায় শিবের অধঃস্থিত দক্ষিণহস্তের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া জল সম্পূর্ণ করিবে।

পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা "বম্ বম্" শব্দে দক্ষিণ গালে বাদ্য করিবে, (সমর্থ হইলে এই সময় স্তবাদি, স্তবকবচাধ্যায়ে আছে পাঠ করিবে)। প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র।—

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

পরে "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া সংহার মুদ্রায় বিসর্জ্জন করতঃ ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, "ওঁ চণ্ডেশ্বরায় ভৈরবায় নমঃ" বলিয়া তদুপরি কিছু নির্ম্মাল্য দিয়া অর্চ্চনা করিবে।

বাণলিঙ্গ-শিব-পূজাবিধি। *

পূজক শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনাদি করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গকে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।

উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥"

অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দনপুষ্প লইয়া, বাণলিঙ্গের ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্॥ শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্। এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন শিবশক্তি যুগলমূর্ত্তি ভাবনা করিয়া (উভয় হস্ত কনিষ্ঠাযোগে) "লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে মানসপূজা করিবে; অথবা মনে মনে গন্ধপুষ্পাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া প্রাগুক্ত ধ্যান পাঠ করতঃ, মনে মনে কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া যাইয়া সেই স্থান তেজোময় চিন্তা করতঃ, সেই তেজঃ হইতে শিব-শক্তি-রূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বামনাসিকা নিঃসৃত নিঃশ্বাস দ্বারা সেই কল্পিত-মূর্ত্তি কূর্ম্মমুদ্রাস্থিত পুষ্পে সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই পুষ্প বাণলিঙ্গের মস্তকে প্রদান করতঃ, "এতৎ পাদ্যং ওঁ বাণেশ্বর-শিবায় নমঃ" এই ক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানার্থোদক, পুনরাচমনীয় ও

* বাণলিঙ্গের আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই।

তাম্বুল প্রদান করিবে। সকল উপচার দ্রব্যই বাণলিঙ্গের মস্তকে প্রদান করিতে হয়।

অনন্তর "ঐঁ" বীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার সহিত বাণেশ্বরের অভিন্নতা ভাবনা করতঃ "ঐঁ" এই বীজ যথাশক্তি জপ করিয়া "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জপ সমর্পণ করতঃ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে।

নমস্কার মন্ত্র যথা,—

"ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়,
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দু-জটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥"

বাণলিঙ্গের উপরি অন্য শিবপূজা করিতে হইলে, অগ্রে উক্ত বিধানে বাণেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া, পরে অন্য শিবের পূজা করিতে হয়।

অনন্তর দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণহস্তে আঘাত করিতে করিতে "বম্ বম্" শব্দে পাঁচবার মুখবাদ্য করিয়া যথাশক্তি স্তব-কবচাদি পাঠ করিবে। স্তবকবচাধ্যায় দেখুন।

নারায়ণপূজা।

শুদ্ধাসনোপবিষ্ট সাধক, প্রথমতঃ আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ প্রদান-পূর্ব্বক যথাখোক্ত স্বস্তিবাচনাদি আসনশুদ্ধ্যান্ত কর্ম্ম করিয়া নারায়ণ-চক্রকে স্নান করাইবে।

স্নানমন্ত্র যথা,—"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা * অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥ ১ ॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ২ ॥ ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ৩ ॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সংসি বর্হিষি ॥ ৪ ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো § ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ৫ ॥

এই পাঁচটী মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করাইয়া গায়ত্রী দ্বারা গাত্র-মার্জ্জনপূর্ব্বক তাম্রাদি পাত্রে সচন্দন-তুলসীপত্রের উপর বসাইয়া, চন্দনযুক্ত আর একটী তুলসীপত্র নারায়ণের উপরে দিবে।

অনন্তর সচন্দন পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্পা-লেভ্যো নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যো নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করতঃ করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥"

---

* ঋগ্বেদীয়ের পক্ষে "সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা" এইরূপ পাঠ।
§ সামবেদীয়ের পক্ষে "শন্নো ভবন্তু" এইরূপ পাঠ।

অতঃপর গণেশের পূজা করিবেন যথা,—

"গাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাসাদি করিয়া, কূর্ম মুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করতঃ ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

"ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু (কামদম্)॥"

এই ধ্যান পাঠ করতঃ পুষ্পটী স্বীয় মস্তকে প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া, পুনরপি কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ পুষ্পটী নারায়ণচক্রের উপর দিবে। পরে "এতৎ পাদ্যং গং গণেশায় নমঃ।" ইত্যাদিক্রমে দশোপচারে বা পঞ্চোপ-চারে পূজা করিবে। অনন্তর নারায়ণের ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা;—

"ওঁ নমো নারায়ণায়" ইত্যষ্টাক্ষরমন্ত্রস্য সাধ্যনারায়ণ-ঋষির্দ্দেবী-গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—সাধ্যনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—দেবী-গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি— পরমাত্মনে দেবতায়ৈ নমঃ।" অতঃপর অঙ্গন্যাস ও কর-ন্যাস করিবে। যথা;—

"ওঁ নাং হৃদয়ায় নমঃ; ওঁ নীং শিরসে স্বাহা; ওঁ নূং শিখায়ৈ বষট্; ওঁ নৈং কবচায় হুং; ওঁ নৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্; ওঁ নঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" অতঃপর করন্যাস করিবে। যথা;—

"ওঁ নাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; ওঁ নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা; ওঁ নূং

মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হৈং অনামিকাভ্যাং হুং; ওঁ হৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্; ওঁ হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অতঃপর নারায়ণের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ-পর্য্যন্ত অষ্টদিকে পূজা করিবে। যথা ;—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রে নমঃ"—এই ক্রমে, "ইন্দ্রে, ধাত্রে, সামবেদায়, যজুর্ব্বেদায়, ঋগ্‌বেদায়, অথর্ব্ববেদায়" গন্ধপুষ্পদ্বারা ইহাদের অর্চ্চনা করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া নারায়ণের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজা-
সনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত-
শঙ্খচক্রঃ॥"

এই ধ্যান পাঠপূর্ব্বক পুষ্পটি নিজমস্তকে প্রদান করতঃ মানসো-পচারে পূজা করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া, পুনঃ কূর্ম্মমুদ্রাযোগে চন্দনযুক্ত পুষ্প লইয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করতঃ ঐ পুষ্পটি নারায়ণ-চক্রের উপরে দিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ"—এই ক্রমে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র সকল-উপচারেই এইরূপ, কেবল তুলসীদানের মন্ত্র স্বতন্ত্র। যথা—

এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং—"ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পর-মাত্মনে স্বাহা। ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।"

অতঃপর পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করতঃ ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার পুরঃসর "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রটি যথাশক্তি জপ

করিয়া "ওঁ হ্যাতিগুরুগোপ্তা ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গোযোনি মুদ্রায় জপ সমর্পণ করিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

অনন্তর ঈশানকোণে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ" বলিয়া নির্ম্মাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে নারায়ণোপরি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

লক্ষ্মী-পূজা।

"শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ"—ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য-মাতরম্॥
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

এই ধ্যান পাঠ করিয়া পুষ্পটি নিজের মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে অর্চ্চনা করতঃ পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাস করিবে; পরে পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় সচন্দন পুষ্প লইয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান পাঠ করতঃ পুষ্পটি নারায়ণচক্রোপরি প্রদান করিয়া "এতৎ পাদ্যং শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ"—এইক্রমে দশোপচারে পূজা করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার করিবে। নমস্কার মন্ত্র যথা,—

"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥"

কোন স্থানে নারায়ণের উগ্রবশীতলা, অন্নদা, দুর্গা, প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে, ধ্যানপ্রকরণানুসারে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পূজা করিবে।

সাধারণ শক্তিপূজা-পদ্ধতি।

সাধক সংযতচিত্ত হইয়া নিজ ইষ্টদেবতাকে ভাবনা করতঃ স্তোত্রপাঠ কিংবা মূলমন্ত্র জপপূর্ব্বক পূজাগৃহে গমন করিবে। পরে গৃহদ্বারে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া পাপাপনোদনার্থ কৃতাঞ্জলি পুরঃসর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হূঁ ফট্ চ তে নমঃ॥
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥"

অনন্তর "ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা" ইত্যাদি ক্রমে আচমন (সন্ধ্যাপদ্ধতি দেখুন) করিয়া, রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, সিংহাবরূঢ়া, শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ব্বাণ-ধারিণী কামিনীকে ধ্যান করিয়া জপপূজার অনুষ্ঠান করিবে। "কং"—এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। অতঃপর দক্ষিণহস্তে জল লইয়া "ওঁ বজ্রোদকে হূঁ ফট্ স্বাহা"—এই মন্ত্রে শোধন করতঃ সেই জল প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক শেষ-জল-দ্বারা আসন অভ্যুক্ষণ করতঃ তদুপরি স্বস্তিকাদি ক্রমে উপবিষ্ট হইয়া "ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ সর্ব্বপাপানি শময় শময় অশেষবিকল্পমপনয় হূং ফট্ স্বাহা"

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হস্তপদ-প্রক্ষালন করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে। * অতঃপর সামান্যার্ঘ স্থাপন করিবে। যথা ;—

* মন্ত্রাচমন দেবতাভেদে স্বতন্ত্র। সাধারণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা লিখিত হইতেছে। দক্ষিণকালিকার বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা,—"ক্রীং"—এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিয়া, "ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ"—এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন করতঃ "ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ"—এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। "ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ,"—এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখ-স্পর্শ করিয়া 'ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ;—এই দুই মন্ত্রে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামনাসিকা, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ,—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামচক্ষুঃ, ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামকর্ণ, ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ'—এই মন্ত্রে নাভি, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ'—এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে মস্তক, 'ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ'—এই মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

তারা-বিষয়ে মন্ত্রাচমন যথা,—ওঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা;—হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্,—এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করতঃ 'হ্রীং'—এই মন্ত্রে হস্ত ধৌত করিয়া 'স্ত্রীং, হুং—এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জনপূর্ব্বক 'ফট্'—এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে ওঁ বৈরোচনায় নমঃ—এই বলিয়া তত্ত্বমুদ্রায় মুখস্পর্শ, ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ পাণ্ডরায় নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামনাসিকা, "ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ, "ওঁ অসিতাভায় নমঃ"—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ

ও বাম চক্ষুঃ, ওঁ নামকায় নমঃ, ও বামকায় নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামকর্ণ, 'ওঁ তারকায় নমঃ' এই মন্ত্রে নাভি 'ওঁ পাবকায় নমঃ'—এই মন্ত্রে হৃদয়, 'ওঁ যমান্তকায় নমঃ'—এই মন্ত্রে শিরোদেশ, ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ, ওঁ নরকান্তকায় নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

জগদ্ধাত্রী দুর্গার বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা;—'দূঁ'—এই মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া 'ওঁ প্রভাবৈ নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বারদ্বয় ওষ্ঠ মার্জ্জন করতঃ 'দূঁ'—এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া 'ওঁ জয়াবৈ নমঃ, ওঁ সূক্ষ্মাবৈ নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে বারদ্বয় তত্ত্বমুদ্রার মুখ স্পর্শ করিবে। পরে, ওঁ বিশুদ্ধাবৈ নমঃ, ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামনাসিকা, 'ওঁ সুপ্রভাবৈ নমঃ, ওঁ বিজয়াবৈ নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামচক্ষুঃ. 'ওঁ সিদ্ধাবৈ নমঃ, ওঁ উমাবৈ নমঃ'—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ, 'ওঁ শূলধারিণ্যৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে নাভি 'ওঁ সুগন্ধাবৈ নমঃ'—এই মন্ত্রে হৃদয়, ওঁ সর্ব্বসাধিন্যৈ নমঃ'—এই মন্ত্রে শিরোদেশ, 'ওঁ চন্দ্রিকাবৈ নমঃ, ওঁ সৌভদ্রিকাবৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে যথাক্রমে দক্ষিণ স্কন্ধ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবেন।

অন্নপূর্ণা ও ভুবনেশ্বরীর বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা,—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঃ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা'—এই দুই মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্—এই মন্ত্রে মুখ নাসিকা প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করিবে।

ত্রিপুরাবিষয়ে বিশেষ মন্ত্রাচমন যথা;—'ঐং ক্লীং, সৌঃ,—এই মন্ত্র তিনবার জলপান করিয়া, 'দূঁং, দূঁং'—এই মন্ত্রে দুইবার

প্রথমতঃ নিজের বাম ভাগে মৃত্তিকাতে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করতঃ তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত ও চতুরস্র-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, "এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া মণ্ডল অর্চ্চনা করতঃ তদুপরি আধার স্থাপন করিবে। 'ফট্'—এই মন্ত্রে পাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করিবে। পরে, 'নমঃ'—এই মন্ত্রে জল দ্বারা কোশা পরিপূর্ণ করিয়া, 'ওঁ'—এই মন্ত্রে দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, বিল্বপত্র ও সচন্দন পুষ্পাদি নির্ম্মিত অর্ঘ্য কোশার অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। অনন্তর, "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অঙ্কুশ-মুদ্রাযোগে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিয়া, হুঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিবে। পরে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ "ওঁ'—এই মন্ত্র জলোপরি দশবার জপ করিয়া, সেই শোধিত জল-দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক দ্বারদেবতার পূজা করিবে। যথা;—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" (১)॥

ওষ্ঠমার্জ্জন করতঃ 'হ্রীং' - এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে, 'স্ত্রীং'—এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মুখ স্পর্শ করিয়া, 'হ্রীং'—এই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা, 'ঐং' —মন্ত্রে বামনাসিকা, 'হ্রীং'— মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষুঃ 'ক্লীং'—মন্ত্র বামচক্ষুঃ, 'শ্রীং'—মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, 'হ্রীং'—মন্ত্রে বামকর্ণ, 'ক্লীং'—মন্ত্র নাভি, 'এং' মন্ত্রে হৃদয়, 'ওঁ'—মন্ত্রে শিরোদেশ 'ঊং'—মন্ত্র দক্ষিণস্কন্ধ, এবং 'ক্রোং' মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

(১) কালী, তারা ও ত্রিপুরা দেবী-বিষয়ে দ্বারদেবতার পূজার বিশেষ। যথা:—দ্বারোর্দ্ধে—এতে গন্ধপুষ্পে 'ওঁ হ্রীং গণেশায় নমঃ'; বামে—'ওঁ হ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ'; দক্ষিণে—'ওঁ হ্রীং

অনন্তর পুনরায় স্বীয় বামাঙ্গ সঙ্কোচন পূর্ব্বক বামপাদপুরঃসর (২) পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া নৈঋতকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া অর্চনা করতঃ নারাচমুদ্রা-যোগে শ্বেতসর্ষপ ও আতপতণ্ডুল লইয়া 'ফট্' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ "ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা। ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"—এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিঘ্নোৎসারণ করিবে।

অতঃপর "ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা" বলিয়া মুষ্টিনিঃসৃত-জলধারা ভূমি শোধন করিয়া, "ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা"—এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যোনিমুদ্রা-দ্বারা ভূমি স্পর্শ করতঃ অভিমন্ত্রিত

বাং বটুকায় নমঃ'; অধঃ—'ওঁ হ্রীং যাং যোগিনীভ্যোঃ নমঃ।' দ্বারচতুষ্টয়ে পূর্ব্বাদিক্রমে,—'ওঁ হ্রীং গঙ্গায়ৈ নমঃ' ওঁ হ্রীং যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রাং শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ'। দেহলীতে ওঁ হ্রীং অস্ত্রেভ্যো নমঃ'। ওঁ হ্রীং অষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ, বলিয়া গন্ধপুষ্প বা তদভাবে জলদ্বারা পূজা করিবে।

নিবন্ধানুসারে অন্যান্য দেবীবিষয়ে দ্বারদেবতাপূজা যথা:—ঊর্দ্ধোড়ুম্বরে ওঁ হ্রীং বিঘ্নেশায় নমঃ; তদ্দক্ষিণে-ওঁ হ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ; তদ্বামে—ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ নমঃ; মধ্যে—ওঁ হ্রীং দ্বারশ্রিয়ৈ নমঃ; দক্ষিণশাখায়—ওঁ হ্রীং গণপায় নমঃ; বামশাখায়—ওঁ হ্রীং ক্ষেত্রপালায় নমঃ; তৎপার্শ্বদ্বয়ে ওঁ হ্রীং শঙ্খনিধয়ে নমঃ।

(২) শক্তি-উপাসকগণ বামপাদপুরঃসর এবং পুংদেবতার উপাসকগণ দক্ষিণপাদপুরঃসর পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে।

করিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, "ওঁ হ্রীং এতে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা উক্ত মণ্ডলের অর্চনা করতঃ তদুপরি যথাবিহিত আসন স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্তিকাদি ক্রমে উপবিষ্ট হইয়া, আসনশুদ্ধি করিবে।

যথা;—আসন স্পর্শ করতঃ "ওঁ অস্য আসনোপবেশন-মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।"—

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥"—এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর, "আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা"—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আসনোপরি ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে "ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ"—এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা মণ্ডলের অর্চনা করিবে। (১) অনন্তর গুরুপংক্তি নমস্কার করিবে; যথা,—বামে —"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ"; দক্ষিণে- "ওঁ গণেশায় নমঃ," ললাটদেশে—মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিবে।

(১) অন্নপূর্ণা পূজায় বিশেষ এই যে,—প্রথমতঃ চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করতঃ তন্মধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে 'নমঃ' এই মন্ত্র লিখিবে। পরে, "ওঁ কামরূপায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা মণ্ডলের পূজা করিয়া তদুপরি আসন স্থাপন করতঃ আসনোপরি ত্রিকোণ-মণ্ডল করতঃ "আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিতে হইবে।

অতঃপর "মণিধরিবজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি-বন্ধন করিবে। পরে "আং হ্রুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা হস্তদ্বয় মার্জ্জন করতঃ উক্ত পুষ্প বামহস্তে লইয়া 'ক্লীং' এই মন্ত্রে বারত্রয় নির্ম্মন্থন করতঃ ঐং'— এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আঘ্রাণ লইয়া নারাচমুদ্রা-যোগে 'ফট্' এই মন্ত্রে ঈশানকোণে ফেলিয়া দিবে। অনন্তর "ওঁ শতাভিষেক হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে পুষ্প অভ্যুক্ষণ করতঃ "ওঁ পুষ্পকেতু রাজা-র্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হুঁং" এই বলিয়া পুষ্প স্পর্শ করিবে। পরে "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পুষ্প শোধন করিবে।

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দিব্য দৃষ্টি-দ্বারা দিব্য-বিঘ্ন সকল উৎসারিত করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা উর্দ্ধোর্দ্ধক্রমে তালত্রয় প্রদান করতঃ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ছোটিকাধ্বনি (তুড়ি) করিয়া পূর্ব্বাদি হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধ এই দশ দিক্ বন্ধন করিবে।

অতঃপর "ফট্"—মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভূমিতে বামপার্ষ্ণি (বাম পাদের গোড়ালি) দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া "অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া জল দ্বারা অন্তরীক্ষ-গত বিঘ্ন সকল দূরীকৃত করতঃ

* ত্রিপুরা-দেবীর পূজার সময়—আসনের নীচে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি—'হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ, মূলপ্রকৃত্যৈ নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পৃথিব্যৈ নমঃ' বলিয়া পূজা করতঃ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋ ছন্দঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়া উল্লিখিত মত কার্য্য করিবে।

মূলমন্ত্রের অন্তে 'ফট্' এই মন্ত্র সংযোজিত করিয়া দেবতা ও পূজার দ্রব্যসম্ভার প্রোক্ষণদ্বারা সংশোধন করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া মাতৃবর্ণ-পুটিত মন্ত্র জপ দ্বারা মন্ত্র শোধন করিবে।

অনন্তর 'রং'—এই মন্ত্রে জলধারা প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা চতুর্দিকে বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করতঃ মূলমন্ত্রে স্বীয় দেহ মার্জ্জন করিয়া স্বহৃদয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা, ওঁ আং হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আত্মরক্ষা করতঃ প্রাণায়াম করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। প্রাণায়াম করিবার প্রণালী। যথা,— দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি মুষ্টি বন্ধের ন্যায় করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রোধ করতঃ মূল মন্ত্র (মূল মন্ত্রের আদ্যক্ষর), হ্রীং কিংবা প্রণব (ওঁ) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় দেহ পূর্ণ করিবে। এই জপকালে বামহস্তে সংখ্যা রাখিতে হইবে। ইহাকে পূরক কহে। অনন্তর দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রুদ্ধ রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট রোধ করতঃ কুম্ভক (শ্বাসরোধ) করিয়া উক্ত বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবে। উহাকে কুম্ভক কহে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া দ্বাত্রিংশৎবার উক্ত বীজ জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করিবে, ইহাকে রেচক বলে। এইরূপ অবিচ্ছেদে পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার প্রথমবারের ন্যায় বামনাসা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে; এই প্রকারে একবার প্রাণায়ামে বামনাসিকায় পূরক, উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক, দক্ষিণনাসিকায় রেচক এবং পুনঃ

নাসিকায় পূরক, উভয়নাসিকা-রোধে কুম্ভক বামনাসিকায় রেচক।
এবং পুনর্ব্বার বামনাসিকায় পূরক, উভয়নাসিকা-রোধে কুম্ভক ও
দক্ষিণনাসিকায় রেচক শেষ হইবে। এই প্রকারে অবিচ্ছেদে তিন-
বার পূরক, তিনবার কুম্ভক ও তিনবার রেচকে একটী প্রাণায়াম
সিদ্ধ হয়।

উক্তরূপ প্রাণায়াম করিতে (অর্থাৎ পূরকে ১৬ বার, কুম্ভকে
৬৪ বার ও রেচকে ৩২ বার জপ করিতে) অশক্ত হইলে, ইহার
চতুর্থাংশ জপ (অর্থাৎ পূরকে ৪ বার, কুম্ভকে ১৬ বার ও রেচকে
৮ বার জপ) করিয়া প্রাণায়াম করিবে। অতঃপর ভূতশুদ্ধি
করিবে। যথা,—স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা "হংসঃ" ইতি মন্ত্রেণ
জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিতকুলকুণ্ডলিন্যা
সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-
ষট্চক্রাণি ভিত্ত্বা, শিরোঽবস্থিতাধোমুখসহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত
পরমাত্মনি শিবে সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশগন্ধ-
রসরূপস্পর্শশব্দ-নাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রবাক্পাণিপাদপায়ূপস্থ—
প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি বিলীনানি বিভাব্য, যমিতি
বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য ষোড়শবারজপেন
বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং
কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য
দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণ-
নাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার-
জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন
কুম্ভকং কৃত্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলাধারস্থিতবহ্নিনা দগ্ধ্বা তস্য
দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ

ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসিকায়াং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার-জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদ্গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য, লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ "সোঽহং" ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বহৃদয় মানীয় কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনিচ যথাস্থানমানয়েৎ। ততঃ শরীরং শুদ্ধং নির্ম্মায় পঞ্চভূতানি যথাস্থানং—"হংসঃ" ইতি মন্ত্রেণ কুলকুণ্ডলিন্যা সহ জীবাত্মানাং স্বহৃদয়ে স্থাপয়িত্বা সৃষ্টিক্রমেন পঞ্চভূতানি যথাস্থানে স্থাপয়িত্বা দেবতারূপমাত্মানং বিচিন্ত্য হৃদি হস্তং দত্বা পঠেৎ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ মম প্রাণা ইহপ্রাণাঃ। ওঁ আমিত্যাদি মম জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আমিত্যাদি মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আমিত্যাদি মম বাঙ্মনস্ত্বক্‌চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

অর্থাৎ সাধক স্বীয় ক্রোড়দেশে হস্তদ্বয় উত্তান (চিৎ) ভাবে বামদক্ষিণক্রমে উপর্য্যুপরি স্থাপন পূর্ব্বক 'হংস' চিন্তা করত হৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ষট্‌চক্রভেদ * (ষট্‌চক্র ভেদ-প্রণালী গুরুমুখে, শ্রোতব্য) করতঃ শিরোহবস্থিত অধোমুখ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মার সম্মিলিত করিয়া, তাহাতে শারীরিক পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বিলীন চিন্তা করত 'যং' এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তাপূর্ব্বক (প্রাণায়ামপ্রণালীমতে), উক্ত বীজ ষোড়শবার জপ করত বায়ুদ্বারা দেহপূরণ করিয়া, উভয়নাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক উক্ত

* মৎ প্রণীত "ষট্‌চক্র নিরূপণ" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বীজ চতুঃষষ্টিবার (৬৪) জপ দ্বারা কুম্ভক করত, বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহের শোষণ চিন্তা করিয়া, উক্ত বীজ বত্রিশবার জপ করত দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা বায়ু রেচন করিবেন। অতঃপর দক্ষিণনাসাপুটে 'রং' এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ চিন্তা করিয়া, উক্ত বীজ ১৬ বার জপ করত বায়ুদ্বারা দেহ পূরণ করিয়া উভয়-নাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করতঃ পাপপুরুষের সহিত দেহকে মূলাধারস্থিত বহ্নি দ্বারা-দগ্ধ-চিন্তা করিয়া, উক্ত বীজ ৩২ বার জপ করত বামনাসিকায় ভস্ম সহ বায়ু রেচন করিবে। পরে, 'ঠং' এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ বামনাসিকায় চিন্তা করিয়া, উক্তবীজ ১৬ বার জপ করতঃ শ্বাস আকর্ষণ করিয়া ঐ বীজাকার চন্দ্রকে ললাটদেশে চিন্তা করত উভয় নাসিকা ধারণ করিয়া, 'বং' এই বরুণবীজ ৬৪ বার জপ করিয়া কুম্ভকদ্বারা সেই ললাটস্থ চন্দ্র হইতে বিগলিত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণাত্মিকা সুধাধারা দ্বারা সমস্ত দেহকে নূতন গঠিত ভাবনা করিয়া, 'লং' এই পৃথ্বীবীজ ৩২ বার জপ করত স্বীয় দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। অতঃপর জীবাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 'সোঽহং' চিন্তা করিবে পরে 'হংসঃ' এই মন্ত্রদ্বারা পৃথিব্যাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক আত্মাকে দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিয়া নিজ হৃদয়ে হস্ত দিয়া "ওঁ আং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহাকেই ভূতশুদ্ধি কহে। ইহা সাধন করা অতীব দুরূহ কার্য্য। সুতরাং ভূতশুদ্ধির লিখিতভাবে চিন্তা করিতে না পারিলেও কেবলমাত্র উক্ত বীজ কয়েকটীর দ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিবে। যদি ১৬ বার, ৬৪ বার ও ৩২ বার জপ করিতে সামর্থ্য না হয়, তবে ৪-বার, ১৬ বার ও ৮ বার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

অতঃপর "আঃ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেহ, বাক্য ও চিত্ত শোধন করত যথাক্রমে মাতৃকান্যাসাদি করিবে।

মাতৃকান্যাস।

যথা,—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং কীলকং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীমাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ॥ ৩৬॥

করাঙ্গন্যাসৌ—অং কং খং গং ঘং ঙং আং—অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং—তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং—মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং—অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং—কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ—করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু—(হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয়, করতলপৃষ্ঠ) অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে॥ অতঃপর অন্তর্মাতৃকান্যাস করিবে।

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যচক্রে "অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ৯ং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ।"

হৃদয়স্থিত অনাহতচক্রে—"কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ।"

নাভিস্থিত মণিপূরচক্রে—"ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ।"

লিঙ্গমূলস্থিত স্বাধিষ্ঠানচক্রে—"বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ।"

মূলাধারচক্রে—"বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ।"

ভ্রূ মধ্যস্থিত-আজ্ঞাচক্রে—"হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।"

বাহ্যমাতৃকান্যাস।

ধ্যান যথা,—ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥" এইরূপ ধ্যান করিয়া ন্যাস করিবেন। যথা,—মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ললাটে—অং নমঃ। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা মুখবৃত্তের চতুঃপার্শ্বে—আং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ অনামিকাযোগে দক্ষিণ চক্ষুতে—ইং নমঃ, বাম চক্ষুতে—ঈং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পৃষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণকর্ণে—উং নমঃ; বামকর্ণে ঊং নমঃ। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণনাসিকায়—ঋং নমঃ; বামনাসিকায়—ৠং নমঃ। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাযোগে দক্ষিণগণ্ডে ঌং নমঃ; বামগণ্ডে ৡং নমঃ। মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে—এং নমঃ; অধরৌষ্ঠে—ঐং নমঃ। অনামিকা দ্বারা ঊর্দ্ধদন্তপংক্তিতে—ওং নমঃ; অধোদন্তপংক্তিতে—ঔং নমঃ। মধ্যমাদ্বারা উত্তমাঙ্গে—অং নমঃ। অনামিকাদ্বারা মুখবিবরে—অঃ নমঃ। কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিযোগে দক্ষিণবাহুর মূল হইতে সন্ধিত্রয়ে যথাক্রমে—কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ; অঙ্গুলিমূলে—ঘং নমঃ;

অঙ্গুলির অগ্রভাগে—ঙং নমঃ। ঐরূপে বামবাহুর মূল হইতে সন্ধিত্রয়ে অঙ্গুলির মূল ও অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যথাক্রমে—চং নমঃ; ছং নমঃ; জং নমঃ; ঝং নমঃ; ঞং নমঃ। ঐরূপে দক্ষিণ পাদের পঞ্চস্থানে যথাক্রমে—টং নমঃ; ঠং নমঃ; ডং নমঃ ঢং নমঃ; ণং নমঃ। ঐরূপে বামপাদের পঞ্চস্থানে যথাক্রমে—তং নমঃ; থং নমঃ; দং নমঃ; ধং নমঃ; নং নমঃ। কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অনামিকাযোগে দক্ষিণ পার্শ্বে- পং নমঃ; বামপার্শ্বে—ফং নমঃ। পৃষ্ঠদেশে—বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগে নাভিতে—ভং নমঃ। সমস্ত-অঙ্গুলিযোগে জঠরে—মং নমঃ। করতলদ্বারা হৃদয়ে—যং ত্বগাত্মনে নমঃ; এবং দক্ষিণস্কন্ধে—রং অসৃগাত্মনে নমঃ; ককুদি—লং মাংসাত্মনে নমঃ; বামস্কন্ধে—বং মেদ আত্মনে নমঃ। ঐরূপে হৃদয়াদি দক্ষিণবাহুপর্য্যন্ত শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ; হৃদয়াদি বামবাহুপর্য্যন্ত—ষং মজ্জাত্মনে নমঃ; হৃদয়াদি দক্ষপাদ-পর্য্যন্ত সং শুক্রাত্মনে নমঃ; হৃদয়াদি বামপাদপর্য্যন্ত—হং প্রাণাত্মনে নমঃ; হৃদয়াদি উদরপর্য্যন্ত—লং জীবাত্মনে নমঃ; হৃদয়াদি মুখ-পর্য্যন্ত—ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। অতঃপর তত্ত্বমুদ্রাযোগে বর্ণন্যাস করিবে।

বর্ণন্যাস।

যথা,—হৃদয়ে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং নমঃ। দক্ষিণহস্তে—এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ। বাম-হস্তে—ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। দক্ষিণপাদে—ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। বামপাদে—মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ। অতঃপর পীঠন্যাস করিবে।

৭।

যথা,— হৃদয়ে "ওঁ আধাররশক্তয়ে নমঃ। এবং কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়।" দক্ষিণস্কন্ধে—ধর্ম্মায়। বামস্কন্ধে—জ্ঞানায়। বামউরুতে—বৈরাগ্যায়। দক্ষিণউরুতে—ঐশ্বর্য্যায়। মুখে- অধর্ম্মায়। বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়। নাভিতে—অবৈরাগ্যায়। দক্ষিণপার্শ্বে—অনৈশ্বর্য্যায়। হৃদয়ে—অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, বং বাহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। এই পীঠন্যাস কার্য্যে সর্ব্বত্র আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যেমন—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ; ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ" ইত্যাদি। এইরূপে ন্যাসাদি করিয়া প্রাণায়ামাদি পূর্ব্বক ধ্যান করতঃ যথা বিহিত পূজা করিবে।

পূজা পদ্ধতি।

কালীপূজা।

প্রথমতঃ হস্তপদ ধৌত করতঃ কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রাচমন করিবে। (মন্ত্রাচমন সাধারণশক্তিপূজা-পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর "ওঁ হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় এষোঽর্ঘ্যঃ (ইদমর্ঘং) শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা" এই বলিয়া অর্ঘ প্রদান করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "ওঁ উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্য-চৈতন্যোদিতায়ৈ এষোঽর্ঘ্যঃ (ইদমর্ঘ্যং) শ্রীমদ্দক্ষিণকাল্যৈ দেব্যৈ স্বাহা" বলিয়া দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ তিল, কুশ ও জল তাম্রপাত্রে গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অমুকতিথৌ (দীপান্বিতা পূজাস্থলে "দীপান্বিতামাবস্যায়াং তিথৌ") অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা জীবদেতৎস্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তি-পূর্ব্বক শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাপ্রীতিকামঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে "করিষ্যামি")

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ঘটস্থাপন করিবেন। যথা,—'ক্রীং' মন্ত্রে ঘট প্রোক্ষণ করিয়া "ঐঁ" মন্ত্রে শোধন করতঃ "হ্রীং" বীজে ঘটস্থাপন করিবে। পরে "হ্রীং" বলিয়া বিশুদ্ধ

জল দ্বারা ঘট পূর্ণ করতঃ "ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে "শ্রীং" বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক পল্লব, "হুং" বীজে ফল, "স্ত্রীং স্থাং স্থীং স্থিরা ভব" বলিয়া স্থিরীকরণ, "রং" মন্ত্রে সিন্দুর, "যং" বলিয়া পুষ্প ও মূলমন্ত্রে দূর্ব্বা প্রদান করতঃ 'ওঁ' বলিয়া অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক "হুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া কুশ দ্বারা তাড়ন করিবে।

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন (সাধারণ শক্তিপূজা ১২৭পৃঃ দেখুন) করিয়া তজ্জলদ্বারা "ফট্" এই মন্ত্রে পূজাদ্রব্যসম্ভার প্রোক্ষণ করত দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবেন। যথা,—পূর্ব্বে,—"এতে গন্ধপুষ্পে গাং গণেশায় নমঃ।" দক্ষিণে,—"ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়", পশ্চিমে,—"বাং বটুকায়", উত্তরে,—"যাং যোগিনীভ্যঃ" কোণচতুষ্টয়ে,—গাং গঙ্গায়ৈ, যাং যমুনায়ৈ, শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ, ঐঁ সরস্বত্যৈ, নৈঋতে, "ব্রহ্মণে, বাস্তুপুরুষায়॥" প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে "ওঁ" ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। পরে "ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া ভূমি শোধন করত আসনশুদ্ধি করিবে।

অনন্তর "ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া স্বীয় বামদিকে জল আনয়ন করত মূলমন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিবেন। অতঃপর "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিবে। পরে মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করত "ফট্" মন্ত্রে জলধারা দিয়া অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন ও বামপাদঘাতত্রয় দ্বারা ভূমিস্থ বিঘ্ন দূর করিয়া "ফট্" মন্ত্র সাতবার জপ করত নারাচমুদ্রাযোগে দূর্ব্বাক্ষত গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অপসর্পন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে বিঘ্ন-উৎসারণ করিয়া "ওঁ হ্রীং ফট্" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা

করশোধনপূর্ব্বক লং' মন্ত্রে আঘ্রাণ ও 'ফট্' মন্ত্রে ঈশানকোণে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। পরে 'অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া ঊর্দ্ধোর্দ্ধ-ক্রমে তালত্রয় দিয়া ছোটিকা দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে (১৩২ পৃঃ ৯পং দেখুন)। তৎপরে স্বহৃদয়ে হস্ত দিয়া "আং হ্রীং ক্রোং" ইত্যাদি "মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" ইত্যাদি প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র (৩৩ পৃঃ দেখুন) পাঠ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত ভূতশুদ্ধি মাতৃকান্যাসাদি করিয়া (১৩৩ পৃঃ দেখুন) পীঠন্যাস করত * ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা,—"অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষি-রুষ্ণিক্‌ছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হূং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ।" শিরসি "ওঁ ভৈরবঋষয়ে নমঃ।" মুখে—"ওঁ উষ্ণিক্‌ছন্দসে নমঃ।" হৃদয়ে "শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" গুহ্যে "হ্রীং বীজায় নমঃ।" পাদে

---

* কালী-কল্পে পীঠন্যাস যথা :—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" এবং "প্রকৃতয়ে, কমঠায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণিগৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, রত্নবেদিকায়ৈ, মণিপীঠায়, চতুর্দ্দিক্ষু—মুনিভ্যঃ দেবেভ্যঃ শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ," দক্ষিণাংশে "ধর্ম্মায়, বামাংশে "জ্ঞানায়," বামোরুমূলে "বৈরাগ্যায়," দক্ষিণোরু-মূলে "ঐশ্বর্য্যায়," মুখে "অধর্ম্মায়," বামপার্শ্বে "অজ্ঞানায়," নাভিতে "অবৈরাগ্যায়," দক্ষিণ-পার্শ্বে "অনৈশ্বর্য্যায়," পুনর্হৃদয়ে, "ওঁ শেষায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহ্নি মণ্ডলায়, সং সত্বায় রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীঃ জ্ঞানাত্মনে, পূর্ব্বাদিকেশরে 'ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ-নন্দায়ৈ," মধ্যে "মনোন্মন্যৈ" তদুপরি হসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ॥"

"হুঃ শঙ্করে নমঃ।" সর্ব্বাঙ্গে—"ক্রীং কালিকায় নমঃ।" অতঃপর ষোঢ়ান্যাস করিবে।

ষোঢ়ান্যাস যথা,—মস্তকে—"ওঁ নমঃ।" মূলাধারে "হ্রীং নমঃ।" লিঙ্গে "ঐং নমঃ।" নাভিতে "শ্রীং নমঃ।" হৃদি "ঐং নমঃ।" কণ্ঠে "ক্লীং নমঃ।" ভ্রূ-মধ্যে "সৌং নমঃ।" দক্ষিণ-বাহুতে "ওঁ নমঃ।" বামবাহুতে "শ্রীং নমঃ।" দক্ষপাদে "হ্রীং নমঃ।" বামপাদে "ক্লীং নমঃ।" পৃষ্ঠে "ক্রোং নমঃ।"—সর্ব্বত্র তত্ত্বমুদ্রায় ন্যাস করিবে। পরে তত্ত্বন্যাস করিবে।

তত্ত্বন্যাস যথা,—"ওঁ ক্রাং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া পাদাদি নাভিপর্য্যন্ত,—"ওঁ ক্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া নাভি হইতে হৃদয়ান্ত,—"ওঁ ক্রূং শিবতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া হৃদয়াদি-মস্তকপর্য্যন্ত-স্থানে ন্যাস করিবে। অনন্তর বীজন্যাস করিবে। যথা,—

"ওঁ ক্রীং নমঃ" বলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র, ভ্রূমধ্য ও ললাট; "ওঁ হূং নমঃ" বলিয়া নাভি এবং গুহ্য; "ওঁ হ্রীং নমঃ" বলিয়া মুখ ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস করত "ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করত কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে।

ধ্যান—"ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং। কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং। শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং

শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং। এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্॥ *

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প মস্তকে প্রদানপূর্ব্বক নৈবেদ্য ভিন্নউপচার দ্বারা মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (সাধারণ শক্তিপূজা পদ্ধতি দেখুন) করিয়া, অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই জল দ্বারা স্বীয়দেহ ও পূজোপকরণ অভ্যুক্ষণ করিয়া পীঠন্যাসক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠপূজা করিয়া যন্ত্র অঙ্কিত করত + মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকামূর্ত্তিং পরিকল্পয়ামি বলিয়া মূর্ত্তি কল্পনা করত পুনরায় পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দনপুষ্প লইয়া পুনরপি দেবীর ধ্যান করত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্বকীয় হৃদয়স্থ

* একাক্ষরমন্ত্রে-পূজাপক্ষে-ধ্যান যথা—"ওঁ শবারিষ্টাং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাং। মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ॥ চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥"

+ যন্ত্র আঁকিবার প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ বিন্দু, তৎপরে নিজ বীজ (ক্রীঁ), পরে ভুবনেশ্বরী বীজ (হ্রীং) লিখিয়া তদ্বাহ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করত তদ্বহির্দ্দেশে ত্রিকোণচতুষ্টয় অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম ও পুনরায় বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে। তদ্বাহ্যে চতুষ্কার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। প্রতিমাস্থলে যন্ত্রের প্রয়োজন নাই।

তেজোময় দেবতাকে নাসারন্ধ্র দিয়া হস্তস্থিত ধ্যানের পুষ্পে আনয়ন করত প্রতিমায় স্থাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত আবাহন করিবেন। যথা,—

"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব॥" মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি" রূপ আবাহন করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও "ক্রোং হৃদয়ায় নমঃ" এইক্রমে দেবতাকে সকলীকরণ, ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া ভূতিনী, যোনি ও আকর্ষণী মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান ও "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১০৯ পৃঃ) করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

উপচারদানের নিয়ম যথা,—রজতাসন সম্মুখে স্থাপন করতঃ "বং" মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য জল দ্বারা প্রোক্ষণ করত ধেনুমুদ্রা ও মালিনীমুদ্রা দেখাইয়া "এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" বলিয়া সামান্যার্ঘ্য জল দ্বারা তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-সম্প্রদানায় শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "ইদং রজতাসনং শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ" নিবেদনান্তে সেই দ্রব্য মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীযোগে দেবতার বামভাগে স্থাপন করিবে। নিবেদনকালে চিৎহস্তে কার্য্য করিবে, যেন অর্পণকালে নখ প্রদর্শন না হয়। এই ক্রমে সমস্ত উপচার প্রদান করিবেন। এইরূপে "হ্রীং শ্রীমদ্দক্ষিণ-কালিকে স্বাগতং ওঁ সুস্বাগতং"—এইরূপে পাদ্যং—নমঃ, অর্ঘ্যঃ—

স্বাহা, আচমনীয়—স্বধা, মধুপর্কঃ—স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি —বস্ত্রং নমঃ, আভরণং নমঃ, গন্ধঃ নমঃ, পুষ্পং বৌষট্—বিল্বপত্রং—নমঃ, ধূপঃ—নমঃ, * দীপঃ নমঃ, নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি" অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য "নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত "ক্রীং শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি স্বাহা" মন্ত্রে তিনবার দেবীর তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত "ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ" "এই ক্রমে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা, "শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি" বলিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ" এইক্রমে—পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরুর পূজা করিয়া, কেশর ও অগ্নিআদি কোণে নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—

"ওঁ সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ। তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্বস্ববাহন-ভূষিতাঃ।" এইরূপ ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা বা পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যৈ নমঃ।" এবং "কপালিন্যৈ, কুল্লায়ৈ, কুরুকুল্লায়ৈ, বিরোধিন্যৈ, বিপ্রচিত্তায়ৈ, উগ্রায়ৈ, উগ্রপ্রভায়ৈ, দীপ্তায়ৈ নীলায়ৈ, ঘনায়ৈ, বলাকায়ৈ, মাত্রায়ৈ, মুদ্রায়ৈ মিতায়ৈ" প্রণবাদি

---

* ধূপদানে—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং" মন্ত্রে দৃষ্টি পর্য্যন্ত দর্শন করাইবে। এবং দীপদানে ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বত-স্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।" মন্ত্রে দৃষ্টিপর্য্যন্ত ভ্রমণ পূর্ব্বক দীপদান করিবে। ঘণ্টাবাদন মন্ত্র "ওঁ জগদ্ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা।"

নমোঽন্ত করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মী আদি অষ্টশক্তির পূজা করিবে।

ব্রাহ্মীর ধ্যান,—"ওঁ ব্রাহ্মীং হংসসমারূঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং। চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকূর্চ্চঞ্চ পঙ্কজং। দণ্ডং পদ্মাক্ষসূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীং। জটাজূটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

নারায়ণীর ধ্যান,—"ওঁ নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়-বাহিনীং। নানালঙ্কারসংযুক্তাং চারুকেশীং চতুর্ভুজাং॥ ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সংদধতীং পরাং। মধুমত্তাং মদোন্মাসকৃতিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্" ॥—এই ধ্যান করিয়া "ঈং নারায়ণ্যৈ নমঃ" বলিয়া নারায়ণীর পূজা করিয়া মাহেশ্বরীর পূজা করিবে।

মাহেশ্বরীর ধ্যান,—"ওঁ মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুক্লাং ত্রিনয়না-ন্বিতাং। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয়মুদ্রকং। টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্। এই ধ্যান করিয়া "ঊং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।

চামুণ্ডাদেবীর ধ্যান—"ওঁ চামুণ্ডাষট্টহাসাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুষীং নারমুণ্ডালিমালাং। খড়্গং শূলং কপালং নরমুখঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং, প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাম্॥"—এই ধ্যান করিয়া "ওঁ ক্রুং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

কৌমারীর ধ্যান।—"ওঁ কৌমারীং কুঙ্কুমাভাসাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাং। চতুর্ভুজাং শক্তিপাশাঙ্কুশাভয়বিধায়িনীং। নানা-লঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ॥" এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ

এবং কৌমার্য্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে কৌমারীর অর্চনা করিয়া অপরাজিতার পূজা করিবে।

অপরাজিতার ধ্যান—“ওঁ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাং। কমলং মাতুলুঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ॥” এই ধ্যান করিয়া “ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত বারাহীর পূজা করিবে।

বারাহীর ধ্যান,—“ওঁ বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবাহনাং শুভাং। কলঞ্চ খড়্গং বিভ্রতীং হলং বেদভুজৈর্ধৃতাম্॥” এই ধ্যান করত “ঐং বারাহ্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে বারাহীর অর্চনা করিয়া নারসিংহীর ধ্যান করিবে।

নারসিংহীর ধ্যান,—“ওঁ নারসিংহীং নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ। চতুর্ভুজাং বিশালাক্ষীং মহারৌদ্রীং বরপ্রদাম্॥” * এই ধ্যান করিয়া ‘ওঁ অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে নারসিংহীর অর্চনা করিয়া ভৈরবগণের অর্চনা করিবে।

ভৈরবপূজা —‘ঐং হ্রীং অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ॥ ১॥ ঐং হ্রীং ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ॥ ২॥ ঐং হ্রীং উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৩॥ ঐং হ্রীং ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৪॥ ঐং হ্রীং ৯ং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৫॥ ঐং হ্রীং এং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ॥ ৬॥ ঐং হ্রীং ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৭॥ ঐং হ্রীং অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৮॥ যথাশক্তি উপচারদ্বারা

* অশক্তপক্ষে কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ” এই ক্রমে নারায়ণ্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, “বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ”, আদিতে ‘ওঁ’ অন্তে ‘নমঃ’ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

ইঁহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্ররূপে পূর্ব্বাদি-বামাবর্ত্তক্রমে পূজা করিবে। অনন্তর ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের পূজা করিবে।

"ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ, এবং "অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে, যমায় প্রেতাধিপতয়ে, নৈঋ'তায় রক্ষোঽধিপতয়ে, বরুণায় জলাধিপতয়ে, বায়বে প্রাণাধিপতয়ে, কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে, ঈশানায় গণাধিপতয়ে, ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে, অনন্তায় নাগাধিপতয়ে।" প্রত্যেকের পরে "সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ" যোগ করিয়া বলিবে।

অতঃপর দেবীর অস্ত্রপূজা করিবে। যথা,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ।" এই ক্রমে শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, শূলায়, চক্রায়, পদ্মায়।" ইঁহাদের পূর্ব্বে "ওঁ" ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। অতঃপর দেবীকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে।

অতঃপর দেবীর দক্ষিণে মহাকালের পূজা করিবে। মহাকালের ধ্যান,—"ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গং দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং। ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। জটাভার-লসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভং।" এইরূপ ধ্যান করিয়া "হূং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং (আং) ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা।"—এই মন্ত্রে যথাশক্তি-উপাচারে মহাকালের পূজা করত "হূং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং (আং) ক্রোং মহাকাল-ভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ।"—এই মন্ত্রে মহাকালের তিনবার তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে ও সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ

সমর্পণ করিবে। পরে কর্পূর-স্তব ও কবচাদি (স্তবকবচ দেখুন) পাঠ করিয়া বলিদান করিবে। অতঃপর তান্ত্রিক হোম (হোম-প্রকরণ দেখুন) করিয়া—শান্তি, তিলক ও দক্ষিণা করতঃ বৈগুণ্য-সমাধান পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিবে; যথা—

"ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্য-বস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যৎস্মৃতং যদুক্তং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ওঁ মাং মদীয়ং সকলং শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকাচরণে সমর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া সামান্যার্ঘ্য দেবী-চরণে সমর্পণ করিবে। আবরণ দেবতা সকল দেবীর অঙ্গে বিলীন চিন্তা করিয়া যথাবিধি বিসর্জ্জনাদি করিবে। ইতি কালীপূজা।

জগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান স্বয়ং (বা তৎপ্রতিনিধি বৃতব্রাহ্মণ) প্রতিমাসমীপে উত্তরমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করতঃ পুণ্যাহ-বচনাদি করিয়া যথাশাস্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন করত 'সূর্য্যঃ সোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশতিলজলযুক্ত তাম্রাদি পাত্র গ্রহণ করত সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা জীবদেতৎ-স্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকাতুলধনধান্যবিভূতিলাভকামঃ শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গাপ্রীতিকামো বা শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গাপূজনমহং করিষ্যে" (পরার্থে "করিষ্যামি")

সঙ্কল্প করিয়া ঘটস্থাপন হইতে পীঠন্যাসপর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া (কালীপূজা দেখুন) পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। যথা,—সাধারণ

পীঠন্যাস করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদিকেশরসমূহে—"ওঁ হ্রীং আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং মাং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং ঊং জয়ায়ৈ নমঃ; "ওঁ হ্রীং এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং অঃ বিজয়ায়ৈ নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ হ্রীং অঃ সর্ব্বসিদ্ধায়ৈ নমঃ।" তদুপরি—"ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় নমঃ।" অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে যথা,—

"অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গা দেবতা হ্রীং বীজং দূং শক্তি স্বাহা কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধয়ে বিনয়োগঃ।" শিরসি "নারদঋষয়ে নমঃ," মুখে "গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ";—হৃদি "শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ;" মূলাধারে—"হ্রীং বীজায় নমঃ;" পাদে—"দূং শক্তয়ে নমঃ," সর্ব্বাঙ্গে "স্বাহা কীলকায় নমঃ।"

অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে। করন্যাস যথা,—"ওঁ দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ দৈং অনামিকাভ্যাং হুং; ওঁ দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"—এইরূপ করন্যাস করিয়া "ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে।

অতঃপর কালীপূজাপদ্ধতিক্রমে ষোঢ়ান্যাস, বীজন্যাস, তত্ত্বন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিয়া, শঙ্খমুদ্রা, চক্রমুদ্রা, চাপমুদ্রা, বাণমুদ্রা ও যোনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা,—

"ওঁ সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। শঙ্খচাপসমাযুক্তবামপাণিদ্বয়ান্বিতাং

চক্রুক পঞ্চবাণাংশ্চ দধতীং দক্ষিণে করে (ধারয়ন্তীং দক্ষিণে)। (শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণাঙ্কোচৈনত্রিতয়াঙ্কিতাং) রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্ক-সদৃশীতনুং। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং। ত্রিবলী-বলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীং। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ স্থাপন করিবে। অনন্তর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো" নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্টি-গুরুভ্যো নমঃ বলিয়া অর্চনা করিয়া পীঠ পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে—' ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এই ক্রমে— "প্রকৃতয়ে, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, ঊং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওঁ নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিমলায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ, ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ।" প্রত্যেক পূজার আদিতে "ওঁ" ও অন্তে "নম" শব্দ যোগ করিতে হইবে।

অতঃপর পুনরায় পূর্ব্ববৎ করন্যাস করিয়া ধ্যান করত নিজ হৃদয় হইতে তেজোময়ী দেবীকে সুষুম্নাপথে করস্থিতপুষ্পে আনয়ন

চিন্তা করিয়া ঐ পুষ্প ঘটে আরোপণ করত আবাহন করিবে। যথা,—

"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥" মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, "জগদ্ধাত্রি দুর্গে দেবি স্বকীয়গণসহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ॥"

অতঃপর "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া দেবতাকে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া গুরুপংক্তি নমস্কার করতঃ অবগুণ্ঠন, ধেনু, যোনি, ভূতিনী, আকর্ষণী ও পরমীকরণমুদ্রা দেবতাকে প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১০৯ পৃঃ) করিয়া "দুঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, "দুঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গাং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে।

পরে "ওঁ দেব আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি" বলিয়া অনুজ্ঞাগ্রহণ করত সর্ব্বত্র প্রণবাদি নমোঽন্ত উচ্চারণপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা আবরণদেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে—ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ"; এইরূপে—"হ্রীং মায়ায়ৈ, হ্রীং জয়ায়ৈ হ্রীং সূক্ষ্মায়ৈ, হ্রীং বিশুদ্ধায়ৈ, হ্রীং নন্দিন্যৈ, হ্রীং সুপ্রভায়ৈ, হ্রীং বিজয়ায়ৈ, হ্রীং সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, হ্রীং শঙ্খনিধয়ে, হ্রীং পদ্মনিধয়ে, হ্রীং জয়ায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, কীর্ত্ত্যৈ, প্রীত্যৈ, প্রভায়ৈ, শ্রদ্ধায়ৈ, শ্রুত্যৈ, মেধায়ৈ, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, চাপায়, শরায়। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ অস্ত্রায়

কট্।" এবং "ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, নারায়ণ্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ, নারসিংহ্যৈ। অসিতাঙ্গায় ভৈরবায়, রুরবে ভৈরবায়, চণ্ডায় ভৈরবায় ক্রোধায় ভৈরবায়, উন্মত্তায় ভৈরবায়, কপালিনে ভৈরবায়, ভীষণায় ভৈরবায়, সংহারিণে ভৈরবায়। বটুকাদিভ্যঃ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ, লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধসবাহনসপরিবারায়, এই ক্রমে—রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপতয়ে, যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে, ক্ষাং নৈর্ঋতায় রক্ষোহধিপতয়ে, বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে, যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে, কাং কুবেরায় ক্ষেত্রাধিপতয়ে, হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে, আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে, হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ গুরুপংক্তিভ্যঃ।" তৎপরে সিংহ ও অসুর, বিঘ্নাদির যথাশক্তি পূজা করিবে।

অতঃপর দেবীর দক্ষিণে নীলকণ্ঠ ভৈরবের পূজা করিবে। নীলকণ্ঠ ভৈরবের ধ্যান যথা,—

"ওঁ বালার্কায়ুততেজসং ধৃতজটাজূটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং, নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটিং শূলং কপালং করৈঃ। খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎপঞ্চাননং সুন্দরং, ব্যাঘ্রত্বক্পরিধানমব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ নীলকণ্ঠায় শিবায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করত পঞ্চোপচারে পুনর্ব্বার দেবীর অর্চ্চনা করিয়া—পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে "সাঙ্গাং সাবরণাং সায়ুধাং সপরিবারাং শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তত্ত্বমুদ্রায় দেবীর তর্পণ করিবে।

অনন্তর প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথাশক্তি "দূঁ" এই মূলমন্ত্র জপ করিয়া 'গুহ্যাতিগুহ্য' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করত স্তব-কবচাদি পাঠ-পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

অতঃপর বলিদান করিয়া। পরে আরাত্রিক করতঃ চণ্ডীপাঠ, দুর্গানাম জপ ও কবচ পাঠ করিবে। কুমারীপূজা করিতে হইলে, এই সময় অথবা দ্বিতীয়বার পূজার পর কুমারীপূজা করিবে (কুমারীপূজা-পদ্ধতি দেখুন)।

অতঃপর উপরোক্ত নিয়মে মধ্যাহ্নে একবার পূজা করিয়া অপরাহ্ণে পুনর্ব্বার পূজা করিতে হয়। অপরাহ্ণ-পূজার পরে হোম, শান্তি, তিলক ও দক্ষিণান্ত করিবে। ইতি জগদ্ধাত্রী পূজা।

বাস্তু-পূজা।

উত্তরায়ণসংক্রান্তির দিন কর্ত্তা নিত্যকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। বিষ্ণুরোঁ তৎ পৌষে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ ধনুরাশিতো মকররাশৌ রবেরুত্তরায়ণ-সংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা জীবদেতৎস্থূলশরীরা-বিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-ভূম্যাদিলাভকামঃ শ্রীবাস্তুরাজপূজনমহং করিষ্যে। (পরার্থে "করিষ্যামি") এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করত ঘটস্থাপন করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করতঃ "কং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। "ওঁ শশধরসমবর্ণং রত্নহারোজ্জ্বলাঙ্গং কণকমুকুটচূড়ং স্বর্ণযজ্ঞোপবীতং। অভয়বরদহস্তং সর্ব্বলোকৈকনাথং ভজতভুবনরূপং বাস্তুরাজং ভজামি॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনর্ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প দিবে। পরে আবাহন

করিবে "ওঁ বাস্তুরাজ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" এইরূপে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া যুক্তকরে পাঠ করিবে। "ওঁ বাস্তুরাজ মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক। পূজাং গৃহাণ বিধিবদ্বাস্তুদেব নমোঽস্তু তে।" পরে কোকিলাক্ষের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—"কোকিলাক্ষং মহাভাগং ব্যাঘ্রস্যোপরি সংস্থিতং। শত্রুভীতিহরং দেবং কোকিলাক্ষমহং ভজে।" এইরূপে ধ্যান করিয়া—"ওঁ কোকিলাক্ষায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া শস্যপাল, রক্ষপাল, ক্ষেত্রপাল, নাগপালের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। "ওঁ বাস্তুরাজ নমস্তুভ্যং পরমস্থানদায়ক। সর্ব্বভূতহিতস্বক বাস্তুরাজ নমোঽস্তু তে।" পরে "ওঁ গ্রাম্যদেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, মন্ত্র—"ওঁ গ্রাম্যদেবং গ্রাম্যপালং গ্রাম্যোপদ্রবনাশকং। গ্রামরক্ষাকরং দেবং গ্রাম্যদেবং নমাম্যহং॥" স্তুতি—"ওঁ ক্ষেত্রে আখণ্ডিতে ধান্যে পূর্ব্বযাত্রা পুরা তব। রাজ্যবৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধিঃ পুত্রদারয়োঃ। রাজ্যসম্মানবৃদ্ধিশ্চ গবাং বৃদ্ধিস্তথৈব চ। মন্ত্রসাধনবৃদ্ধিশ্চ ধনবৃদ্ধিরহর্নিশং। অস্মাকমস্তু সততং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥" পরে দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

সরস্বতী-পূজা।

প্রথমতঃ নিত্য-ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধোক্ত স্বস্তিবাচন করতঃ "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রকৃতবিদ্যালাভকামঃ শ্রীসরস্বতী-প্রীতিকামো বা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং যথাধার-

লেখনীসহিতশ্রীসরস্বতীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৃতাঞ্জলিপুরঃসর সূক্ত পাঠ করত (প্রতিমাপক্ষে মূলমন্ত্রে চক্ষুদান পূর্ব্বক) ঘটস্থাপন করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধ্যাদিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করত গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল, মৎস্যাদিদশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মহাদেব, দুর্গা, মনসাদেবী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর প্রতিমাস্থলে—গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, ও প্রাণায়ামাদি করিয়া "সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করত কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ,
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥"

অনন্তর হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনঃ ধ্যান করিয়া আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পরে "ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ"—এই মন্ত্রে যথাশক্ত্যুপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং মস্যাধার ও লেখনীর পূজা করিবে। পরে দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥
এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥"

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা,—"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥ ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥ ওঁ লক্ষ্মীর্মেধা ধরা তুষ্টির্গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ। এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী॥" অনন্তর দেবীকে প্রণাম করিবে। যথা—

"ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনি।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥"

অতঃপর হোমান্তে দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

সূর্য্য-পূজা।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে প্রাতঃকালে কর্ত্তা স্নানের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্পাদন করতঃ সপ্ত বদরীপত্র ও সপ্ত অর্কপত্র (আকন্দপত্র) মস্তকে লইয়া—"ওঁ যদ্‌যদ্‌জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু। তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। পরে সপ্ত অর্কপত্র ও সপ্ত বদরীপত্র, জল, দূর্ব্বা, তণ্ডুল, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সঙ্কল্প করিবে "বিষ্ণুরোঁ। অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামঃ সূর্য্যায়ার্ঘ্যমহং দদে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ অর্কপত্রসমাযুক্তং বদরীফলসমন্বিতং। অরুণোদয়বেলায়াং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ওঁ নমো বিবস্বতে" ইত্যাদি পাঠ করতঃ "ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।

সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে স্বর্ণমণ্ডলে ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিয়া প্রণাম করিবে। "ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোক প্রদীপন। সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে ॥"

অনন্তর স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। "বিষ্ণুরোঁ অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আরোগ্যকামঃ (শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামো বা) গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে" (পরার্থে "করিষ্যামি")।

পরে সূক্ত পাঠ করিয়া গণপত্যাদি দেবতা পূজা করতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গঙ্গা, যমুনা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী পূজা করিয়া—"ওঁ" মন্ত্রে প্রাণায়াম করতঃ গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম করিয়া যথাশক্তি ন্যাসাদি করিবে "সাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। "ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং ॥" বলিয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজা করতঃ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনরপি ধ্যান করতঃ ঘটে পুষ্প প্রদান করিবে।

পরে "ওঁ হ্রীঁ সূর্য্য ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি রূপে আবাহন করিয়া—"ওঁ হ্রীঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা পূর্ব্বক মূল মন্ত্র জপ করতঃ জপ সমর্পণ করিয়া "ওঁ জবাকুসুম" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করতঃ দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অন্নপূর্ণাপূজা-পদ্ধতি।

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে দেবীসম্মুখে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক (সাধারণ শক্তিপূজা পদ্ধতি দেখুন) পুণ্যাহ-বাচনাদি

করাইয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক * "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তরাস্য হইয়া কুশ, তিল ও ফলযুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র হস্তে লইয়া সংকল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা † ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীমদন্নপূর্ণাপ্রীতিকামো (বা) গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীমদন্নপূর্ণাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)॥

এইরূপ সংকল্প করিয়া জলাদি ঈশানকোণে ত্যাগ করতঃ যথাযোক্ত সংকল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

অনন্তর পূর্ব্ব আসনে উপবেশন করতঃ "ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা তিনবার জলপানপূর্ব্বক আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান ও তন্ত্রোক্ত-বিধানে ঘটস্থাপন করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্যস্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—

পূর্ব্বদিকে,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" দক্ষিণে,—"ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" পশ্চিমে,—"ওঁ বাং বটুকায় নমঃ।" উত্তরে,—"ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ।" অগ্ন্যাদিকোণে,—"ওঁ

---

* তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন যথা,—"হ্রীং হুং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণাশ্রবা স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌং মেধা অমৃতময়ী হুং স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু হ্রীং শ্রীং হুং ফট্ স্বাহা।"—তন্ত্রোক্তকার্য্যে তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন করাই উচিত। তবে অনেকে বেদোক্ত স্বস্তিবাচনও করিয়া থাকেন।

† পরার্থে দেবশর্ম্মাস্থলে দেবশর্ম্মণঃ বলিবে।

গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" নৈঋ‌তকোণে,—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ।"

অতঃপর বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলিদান, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গুরুপংক্তিনমস্কার ও ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস ও বাহ্যমাতৃকান্যাস এবং প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস * করতঃ ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—বীজ "অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ নমঃ কীলকং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।" শিরসি—"ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ" মুখে—"পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ" হৃদি—"শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ" গুহ্যে "হ্রীং বীজায় নমঃ" পাদয়োঃ "স্বাহা শক্তয়ে নমঃ" সর্ব্বাঙ্গে কীলকায় নমঃ।"

পরে "হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌।" হ্রীং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌।" এবং "হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রীং শিখায়ৈ বষট্‌। হ্রীং কবচায় হুং। হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্‌।"

অনন্তর কালীপূজাপদ্ধতিক্রমে ষোঢ়ান্যাস, বীজন্যাস, তত্ত্বন্যাস ও

---

* সাধারণ পীঠন্যাস শেষ করিয়া অন্নদাকল্পোক্ত বিশেষ পীঠন্যাস করিবে, যথা— হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে প্রদক্ষিণক্রমে "ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ" এইক্রমে—"বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, হ্রীং সর্ব্বশক্তি ও কমলাসনায় নমঃ।" আদ্যে ওঁ অন্তে নমঃ যোগে ন্যাস করিবে।

"হ্রীং" মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন রক্তপুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে যথা,—

"ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজমস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। অতঃপর পীঠশক্তির পূজাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার করন্যাসাদি করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পুনশ্চ দেবীর ধ্যান করতঃ মূলমন্ত্রে দেবীকে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আবাহন করিবে। যথা,—"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥ ওঁ হ্রীং ভগবতি অন্নপূর্ণে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

অনন্তর মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে (১০৯পৃঃ।) পরে দেবীর গায়ত্রী * জপ করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপপূর্ব্বক দেবীর হৃদয়ে হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি রূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।

অতঃপর "হ্রীং এতদ্রজতাসনং শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিয়া "ওঁ হ্রীং শ্রীঅন্নপূর্ণাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তর্পণ করতঃ মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে,—"শ্রীমদন্নপূর্ণে দেবি আব-

---

* অন্নপূর্ণার গায়ত্রী যথা,—"ওঁ ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণা প্রচোদয়াৎ।"

রণাত্তে পূজয়ামি।” এই বলিয়া অঞ্জলি গ্রহণ করতঃ আবরণদেবতার পূজা করিবে। যথা,—

“হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রীং শিখায়ৈ বষট্। হ্রীং কবচায় হুং। হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।” অতপর ভৈরবগণের পূজা করিবে। যথা,—“ওঁ অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ। ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ। ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ। ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ। ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ। ওঁ কপালি-ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ। ওঁ সংহার-ভৈরবায় নমঃ।”

অতঃপর অষ্টশক্তির পূজা করিবে। যথা,—“ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ”, এবং “নারায়ণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ।” এবং “ক্ষেত্র-পালায়, যোগিনীভ্যো, গণেশায়, শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যঃ, আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যঃ।” ইঁহাদিগের যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। অনন্তর “বজ্রায় নমঃ” এবং “শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, ত্রিশূলায়, পদ্মায়, চক্রায়, ঐরাবতায়, অজায়, নরকায়, মকরায়, মৃগায়, অশ্বায়, বৃষভায়, হংসায়, রথায়, বটুকায়, ক্ষেত্রপালায়, যোগিন্যৈ, গণনায়কায়”—গন্ধপুষ্প দ্বারা ইহাদিগের পূজা করিবে। অনন্তর দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। যথা,—“ওঁ ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ যমায় প্রেতাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ নৈর্ঋতায় রক্ষোঽধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায় জলাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ বায়বে

প্রাণাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় গণাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।" চতুর্দ্বারে,—"ওঁ বটুকায় নমঃ"। "অতঃপর "ওঁ দাং দশচক্রশিবায় নমঃ"—এই মন্ত্রে দশচক্রশিবের অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর বীজ উচ্চারণ করতঃ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া "ওঁ সায়ুধায়ৈ সবাহনায়ৈ সপরিবারায়ৈ ওঁ হ্রীং শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অতঃপর ওঁ সায়ুধাং সবাহন-পরিবারাং হ্রীং শ্রীঅন্নপূর্ণাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে।

অনন্তর প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া "গুহ্যাতি-গুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণানন্তর পুনঃ প্রাণায়াম করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
স্বচ্চারু-চরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥"

অতঃপর যথাশক্তি বলিদান ও হোমাদি করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

গন্ধেশ্বরী-পূজা।

বৈশাখমাসের পূর্ণিমাতিথিতে বাণিজ্যবৃদ্ধি-কামনায় এই পূজা করিতে হয়। কর্ত্তা স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। "বিষ্ণুরোঁ [illegible] বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বাণিজ্যবৃদ্ধিকামঃ শ্রীদুর্গাপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করত ঘটস্থাপন করিয়া গণেশ শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া যথাশক্তি ন্যাসাদি শেষ করত "হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদিরূপে করন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবে—"ওঁ সিংহস্থা শশি শেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ [illegible] শঙ্খ চক্র-ধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণরণৎ-কাঞ্চীক্কণন্নূপুরা, দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ-কুণ্ডলা॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করত জপ ও প্রণাম করিয়া চণ্ডী পাঠ ইত্যাদি করতঃ দক্ষিণান্ত করিবে।

শীতলা-পূজা।

নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ত্তা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। "বিষ্ণুরোঁ তৎ অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিস্ফোটকাদিরোগোপ-শমনপূর্ব্বক শ্রীশীতলাপ্রীতিকামো গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক-শ্রীশীতলাপূজনমহং করিষ্যে" (পরার্থে "করিষ্যামি") এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব সূক্ত পাঠ করতঃ ঘটস্থাপন করিয়া চক্ষুর্দান করিবে। মন্ত্র "ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং বহ্নিভাস্করসপ্রভং। তারাকারমনং

দেবি পত্র বং ভূবনত্রয়ং।” পরে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা করিয়া “শাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদিরূপে করন্যাস অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করতঃ ধ্যান করিবে যথা—“ওঁ শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগবিলসন্মার্জ্জনী-পূর্ণকুম্ভাং, মার্জ্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীং। দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নি শূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং, বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ—প্রশমনকরীং শীতলাং ত্বাং ভজামি।” এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করতঃ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনঃ ধ্যান করতঃ ঘটে পুষ্প প্রদান করিবে, পরে “ওঁ হ্রীং শ্রীশীতলে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদিরূপে আবাহন করিয়া প্রতিমাপক্ষে “আং হ্রীং” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত “ইদং এতদ্বস্ত্রাসনং ওঁ হ্রীং শীতলায়ৈ দেব্যৈ নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শীতলার পূজা করিয়া—“এতৎপাদ্যং ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ” ইত্যাদিরূপে ঘণ্টাকর্ণের পূজা করতঃ প্রণাম করিবে। “ওঁ ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন। বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥” পরে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করতঃ বলিদান হোম শেষ করিয়া (স্তব পাঠ করতঃ) প্রণাম করিবে—“ওঁ শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা। শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ॥” পরে দক্ষিণা অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

রাসোৎসব।

অধিবাস।—রাসযাত্রা-পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে কর্ত্তা স্বস্তিবাচনাদি করিয়া অধিবাস-সঙ্কল্প করিবে, যথা—“ওমদ্যেত্যাদি কার্ত্তিকে মাসি শুক্লে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীকৃষ্ণ-

শ্রীতিকামঃ স্বকর্ত্তব্য-শ্রীকৃষ্ণমাসোৎসবার্থীকৃতঃ গন্ধাদিনা শুভাধিবাস-কর্ম্মাহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ বক্ষ্যমাণরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা পূর্ব্বক অধিবাসোক্তপ্রণালী-অনুসারে অধিবাস করিয়া রক্ষিত্রাব-ধারণ করিবে।

পরদিন সায়ংকালে নিত্যকর্ত্তব্য সায়ংসন্ধ্যা নির্ব্বাহ করতঃ— স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। বিষ্ণুরোঁ তৎ অদ্য কার্ত্তিকে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ সদারাপত্যঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামো গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকশ্রীকৃষ্ণ-পূজামহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব সূক্ত পাঠ করতঃ আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি মাতৃকান্যাসাদি নির্ব্বাহ করিয়া পীঠন্যাস করিবে। পরে বক্ষ্যমাণপ্রণালী-অনুসারে মহাস্নান (অভিষেক) সম্পন্ন করতঃ গণেশাদি দেবতাপূজাপূর্ব্বক, ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—"অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদঋষির্বিরাড্-গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণো দেবতা, ক্লীঁ বীজং, স্বাহা শক্তিঃ, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।" শিরসি—"ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ" মুখে—"বিরাড্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ" হৃদি—"শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ" গুহ্যে—"ক্লীঁং বীজায় নমঃ" পাদদ্বয়ে —"ওঁ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ" সম্মুখে "ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ"॥

পরে "ক্লীং" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া—

করন্যাস করিবে, যথা—"ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস যথা,—"ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লৈং কবচায় হুং, ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অনন্তর "ক্লীং" এই বীজমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতাঃ। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ। আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥ মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥ দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাসি-পুষ্পমালাগলার্পিতাঃ বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ॥"

এই ধ্যান করিয়া পুষ্পটি নিজমস্তকে প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে।

তৎপরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে, যথা—স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদ্গর্ভে "ক্লীং" বীজ লিখিয়া—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া "ওঁ ফট্" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকাসহ ত্রিকোণমণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে।

পরে "ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।"

এই বলিয়া অর্ঘ্যপাত্র পূজা করিয়া, "ক্লীং" এই মূল মন্ত্রদ্বারা তাহাতে জলপূর্ণ করতঃ "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

এই মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তজ্জলে তীর্থ আবাহন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুলাদিরূপ অর্ঘ্য, শঙ্খে প্রদান করতঃ মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করণান্তর—"ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লৈং

কবচায় হুং, ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যে ষড়ঙ্গ-পূজা পূর্ব্বক ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিয়া "ক্লীং" এই বীজ তদুপরি দশবার জপ করতঃ "বং" এই বীজ পাঠপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া ভূতিনী ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রের দক্ষিণে অর্ঘ্যবৎ প্রোক্ষণীপাত্র-স্থাপন করিয়া অর্ঘ্য-জলে পূজোপকরণ এবং আত্মাকে অভ্যুক্ষণ করিবে, অতঃপর পীঠদেবতা পূজা করিবে।

পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে, যথা—

"ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ সর্ব্বব্যাপিন্ জগন্ময়।
সান্নিধ্যং কুরু রাসার্থং গোপীভিঃ সহ মণ্ডলে॥

ক্লীঁ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ" * ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণদেবের পূজা করিবে, যথা—

"ওঁ রত্নতাসনায় নমঃ" এইরূপে তিনবার অর্চ্চনা করতঃ "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"ওঁ সর্ব্বান্তর্যামিণে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততঃ। আত্মস্থায় পরঃ শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহং॥ ইদং রত্নতাসনং ওঁ ক্লীঁ" কৃষ্ণায় নমঃ॥ ১॥

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ। কৃপয়া দেবদেবেশ মদ্গৃহে সন্নিধীভব। উক্ততে পরমেশান স্বাগতং ভবেৎ। কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতঞ্চ মে। যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়॥ অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য মে। যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপি সুমুখো ভব॥ শ্রীভগবন্ কৃষ্ণদেব,

* প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে আবাহন করিতে হয় না।

স্বাগতং ওঁ স্বাগতম্ ॥ ২ ॥ ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্মৈ তে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে। এতৎ পাদ্যম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচম্যং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥ ইদমাচমনীয়ম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণং। তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং। ইদমর্ঘ্যম্ ॥ ৫ ॥ ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণং সুধাত্মকং। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥ এষ মধুপর্কঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ॥ ৭ ॥ ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকনাথ মহাশয়। সর্ব্বলোকেষু শুদ্ধাত্মন্ দদামি স্নেহমুত্তমম্ ॥ ইদং গন্ধতৈলম্ ॥ ৮ ॥ ওঁ পরমানন্দ-বোধাব্ধি-নিমগ্ন-নিজমূর্ত্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥ ইদং স্নানীয়জলম্ ॥ ৯ ॥ ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞান বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ ইদং বস্ত্রম্ ॥ ১০ ॥ ওঁ যামাশ্রিত্য মহামায়া জগৎ-সম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥ ইদমুত্তরীয়কম্ ॥ ১১ ॥ ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে। ইদং যজ্ঞোপবীতম্ ॥ ১২ ॥ ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥ ইদমাভরণম্ ॥ ১৩ ॥ ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥ ইদং জলম্ ॥ ১৪ ॥ ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরং। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ এষ গন্ধঃ ॥ ১৫ ॥ ওঁ তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥ ইদং পুষ্পম্ ॥" ১৬ ॥ এই সময়ে নানাবিধ পুষ্প ও মাল্যাদি দান

করিয়া—"ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা, এতৎ-সচন্দনতুলসীপত্রম্ ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে তুলসী দিবে।

পরে "ওঁ বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপঃ॥ ১৭॥ ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং-প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ দীপঃ॥ ১৮॥ ওঁ সৎপাত্র-শুদ্ধসুহবির্ব্বিবিধানেক-ভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্॥ এতন্নৈবেদ্যম্॥ ১৯॥ ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দ-সম্পূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্॥ ইদং পানার্থজলম্॥" ২০॥

পরে পুনরায় আচমনীয়দানের মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমনীয় জল দিবে—"ইদমাচমনীয়জলম্॥ ২১॥ ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদি-সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বূলমিদমুত্তমম্॥ ইদং তাম্বূলম্॥" ২২॥ পরে নিম্নপ্রকারে আবরণ পূজা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ—" এবং "সত্যৈ, গোপেভ্যঃ গোপীভ্যঃ কালিন্দ্যৈ, চারুহাসিন্যৈ, দামে, সুদামে, বলভদ্রায়, সুভদ্রায়ৈ, উদ্ধবায়, অক্রূরায়, সঙ্কর্ষণায়, জনার্দ্দনায়, প্রদ্যুম্নায়, শান্ত্যৈ, শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, কৌস্তুভায়, মুষলায়, হলায়, খড়্গায়, বনমালায়ৈ"। পরে রাসমণ্ডল-মধ্যস্থ কৃষ্ণ ও অষ্টসখীর পুনঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করতঃ প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
ত্বৎপাদাম্বুজদ্বন্দ্বে মূর্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে॥"

অতঃপর রাধিকার পূজা করিবে। "রাং" এই মন্ত্রে প্রাণায়াম এবং করন্যাস অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে যথা,—

"ওঁ তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নীলবস্ত্র-পরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্॥"

ধ্যানপাঠানন্তর মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ স্থাপনাদি করিয়া ষোড়শোপচারে রাধিকার পূজা করিবে, মন্ত্র "ওঁ হ্রীং শ্রীং রাধিকায়ৈ স্বাহা"।

পরে প্রণাম করিবে।

"ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীং।
বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্॥"

অনন্তর চন্দ্রাবলী, রতিমঞ্জরী, শ্যামলা, শশিকলা, চিত্রা, সুমুখী, ললিতা, বিশাখা, মদনসুন্দরী, অঙ্গদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, শশিরেখা, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, সখ্যা, ভদ্রা, ইহাদিগের যথাশক্তি-উপচারে পূজাপূর্ব্বক "কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। * অনন্তর আরাত্রিক করিবে।

আরাত্রিক করিবার বিধান—আগে পাদপদ্মে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার মুখমণ্ডলে তিনবার, সর্ব্বগাত্রে সপ্তবার—এইরূপে দীপাদি প্রদর্শন করাইবে।

* "কামনাবিশেষে—"এতস্মৈ নানাপুষ্পাদি রচিত-কল্পিতকল্প-বৃক্ষায় নমঃ"—এই ক্রমে অর্চ্চনা করিয়া—এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ওঁ এতৎ-সম্প্রদানাভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ ইমং সবস্ত্রকল্পিত-নানা-পুষ্পাদিরচিত-কল্পিতকল্পবৃক্ষমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং যুবাভ্যামহং দদে" মন্ত্রে কল্পবৃক্ষ দান করিবে।

পূজা সমাপ্ত করিয়া স্বগৃহ্যোক্তবিধানে কুশণ্ডিকা করতঃ হোম করিবে।

সঙ্কল্প যথা,—"ওঁ তৎসদস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে, অমুক-তিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণস্য রাসোৎসবকর্ম্মণি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ ওঁ ক্লীঁ স্বাহেতি—মন্ত্রকরণকৈকশোহষ্টাবিংশতি-সংখ্যকসাজ্যকরবীরপুষ্পৈর্হোমমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া—"ওঁ ক্লীং স্বাহা" মন্ত্রে হোম করিবে।

অতঃপর দক্ষিণান্ত করণানন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে।

অনন্তর গীতবাদ্যাদি-উৎসবের সহিত বিগ্রহকে চারিবার মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করাইয়া মণ্ডপমধ্যে বসাইবে।

ইতি রাসোৎসববিধি।

অথ দোল-যাত্রা।



পূর্ণিমা হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত ছয়টি তিথিতেই দোলযাত্রা করণীয়, তন্মধ্যে পূর্ণিমার দোলই প্রশস্ত। সকল দোলেই পূর্ব্বদিনের অধিবাসাদি অবিকল পূর্ণিমার দোলের ন্যায় করিতে হয়।

অধিবাস।—পূর্ব্বদিনে সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে চন্দ্রাতপ এবং ধ্বজ-চামরাদিদ্বারা সুসজ্জিত চতুর্দ্বার-সমন্বিত দোলমণ্ডপ-মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শ্বঃকর্ত্তব্য শ্রীভগবদ্-

গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্ব্বকফল্গুৎসবকর্ম্মাঙ্গীভূতং শুভগন্ধাদিভিরধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে সূক্ত পাঠ করতঃ—সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও করাঙ্গন্যাসাদি করিবে, অনন্তর গণেশাদিদেবতা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, রুদ্র, ও দুর্গার পূজা করিয়া গোবিন্দের পূজা করিবে।

গোবিন্দ-ধ্যান;—"ওঁ সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং। সুনাসং সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥ সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলং। হেমহারং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসং শ্রীনিকেতনং॥ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বনমালাবিভূষিতং। নূপুরৈর্ব্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতং॥ দ্যুমৎকিরীট কটক-কটিসূত্রাঙ্গদৈর্যুতং। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্। সুকুমারমভিধ্যায়েদ্ গোবিন্দং গোপপূজিতম্॥"

ধ্যানান্তে মানসপূজার পর আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাপূজা (রাসপদ্ধতি দেখুন) করয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যানানন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

অনন্তর "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং"—ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা কেবল গায়ত্রী পাঠ করিয়া গন্ধ ও মন্ত্রাদি দ্বারা অধিবাস করিবে। তাহার বিধান এই গ্রন্থে অধিবাস-পদ্ধতিতে দেখুন।

পরে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানক্রমে বহ্নিস্থাপনাদি করিয়া—"অদ্যেত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অস্মিন্ শ্রীভগবদ্‌গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্ব্বক ফল্গুৎসবকর্ম্মণি "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" স্বাহেতিমন্ত্রকরণকাষ্টোত্তরশতসংখ্যক-সাজ্যকরবীরপুষ্প হোমমহং করিষ্যে॥" সঙ্কল্পান্তে হোম করিয়া ঘৃত দ্বারা নিম্নলিখিত প্রণালীতে হোম করিবে, মন্ত্র যথা,—

"ওঁ কৃষ্ণা গাহস্তিরাভরে যেন্যে ন্যাং সমৃদ্ধয়ে। অগ্নির্মাতস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা॥ ১॥ ওঁ যে দেবা দেবহেলনং দেবা-সশ্চক্রিমা বয়ং। বায়ুর্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা॥২॥ ওঁ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চক্রিমা বয়ং। সূর্য্যো মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ যে দেবা দেব ঈহতে তস্মাৎ ত্বং দেব এনসঃ। বৃহস্পতিস্মাং তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা। ৪॥"

অনন্তর হোমসমাপনান্তে দোলমণ্ডপের পূর্ব্বদিকে শুদ্ধভূমির উপর বেড়ার ঘরের নিকট গমন করিয়া, নারায়ণকে (রাধা গোবিন্দকে) স্থাপন করিবে, এবং যথাশক্ত্যুপচারে তাঁহার পূজা করতঃ ঐ ঘরের মধ্যে জীবন্ত কিম্বা পিষ্টকময় অথবা ক্ষীরময় একটি মেষ সংস্থাপনপূর্ব্বক, জলদ্বারা সেই ঘর প্রোক্ষণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নি দিবে।

"ওঁ বিষ্ণুরুদ্রসমুদ্ভূত মহাশন হুতাশন। মেষ-মন্দির দাহেহত্র সমুদ্ভূতশিখো ভব॥ প্রদক্ষিণেন ধাবন্তং কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা। প্রদক্ষিণং দক্ষিণায়ে কুরু কৃষ্ণ বিশেষতঃ॥"

অতঃপর ভগবান্‌কে নৃত্যগীতাদি সহকারে সিংহাসনারোহণ করাইয়া--স্কন্ধে লইয়া—সেই গৃহকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইবে। পরে ভগবান্ গোবিন্দকে দোলমঞ্চে আনিয়া দোলাইবার উপযুক্ত পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শয্যা রচনা করতঃ, তদুপরি শয়ন করাইয়া গীতবাদ্য দ্বারা নিশা যাপন করিবে।

দেব-দোল।

পরদিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শৌচাদি, ক্রিয়া ও স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিবে, অনন্তর দেবতাকে ঘৃত ও সুগন্ধ

শীতলজলে স্নান করাইয়া বেশ ভূষা করিয়া মণ্ডপের চতুঃপার্শ্বে একবিংশতিবার প্রদক্ষিণ করিয়া—দোলিকার উপর স্থাপন করিবে।

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে,—"বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ যথোক্তবিধিনা শ্রীভগবদ্গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্ব্বকফল্গুৎসবকর্ম্মাহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া যাগোৎসববিধানে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদি সম্পাদন করতঃ গোবিন্দের ধ্যান করিবে।

গোবিন্দ—ধ্যান—"ওঁ রত্ন-মুক্তাহারভার-সদাশোভিতবক্ষসং। অনর্ঘ্যরত্নঘটিতং কুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রুতিং॥ যথাস্থানং যথাশোভং দিব্যালঙ্কারভূষিতং। বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়া যুতং॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণং বনমালিনং। সুপ্রসন্নং সুনাসঞ্চ পীন-বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলং॥ পুরোব্যোমস্থিতৈর্দ্দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈশ্চৈব কিন্নরৈঃ। কৃতাঞ্জলিপুটৈর্ভক্ত্যা জয়শব্দৈরভিষ্টুতং। গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ। হাহাহূহুপ্রভৃতিভিঃ সস্বরং দিব্যগায়নৈঃ॥ অহং-পূর্ব্বিকয়া নৃত্যগীতবাদিত্রকাদিভিঃ। নেত্রাম্বুজসহস্রৈস্তু পূজ্যমানং মুদান্বিতৈঃ॥ বিকিরদ্ভিঃ সর্ব্বদিক্ষু গন্ধচন্দনজং রজঃ। উপবিশ্য বা গোবিন্দং পূজয়েদ্বিষ্ণুপারগৈঃ॥ ওঁ বল্লবীবৃন্দমধ্যস্থং কল্পতরুমূলকে। হাবহাস্যবিলাসৈশ্চ ক্রীড়মানং বনান্তরে। গোপীভিশ্চৈব গোপালৈ-লীলান্দোলিতবানগম্॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপনানন্তর আধারশক্ত্যাদির পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে।

"ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময়।
মদনুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডপে কুরু সন্নিধিম্॥

"শ্রীভগবন্‌গোবিন্দদেব ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া—ষোড়শোপচারে পূজা করিবে, যথা আসন প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া "এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ক্লীঁ গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তদস্তুস্তমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে ॥

ইদং রজতাসনং ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।" এইরূপে অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিবে, পরে "গোবিন্দ ইহ স্বাগতম্" ? বলিয়া পাঠ করিবে।

"ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে ॥—ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ ॥—ওঁ সুস্বাগতম্। ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী। পুনাতি ভবতা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্ ॥—এতৎ পাদ্যম্। ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে। অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতদ্ দদাম্যহম্ ॥—ইদমর্ঘ্যম্। ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগত্যস্বরূপিণা। দেবায়াঘনাশায় দদাম্যাচমনীয়কম্ ॥—ইদমাচমনীয়ম্। ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥—এষ মধুপর্কঃ। ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥—ইদং পুনরাচমনীয়ম্। ওঁ যঃ কেলিরূপযাত্রায় প্রলয়ার্ণববিপ্লুতাম্। উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপয়ামি তমম্ভসা ॥—ইদং স্নানীয়জলম্। ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ। আচ্ছাদনায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে ॥—ইদং বস্ত্রম্। ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি

বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যম্বরাণি তে ॥—ইদমাভরণম্। ওঁ বদকস্পর্শিমকতং সর্ব্বাঙ্গসৌরভক্রমাঃ। সুগন্ধিবিমলস্পর্শা তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥—এষ গন্ধঃ। ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥—ইদং পুষ্পম্।"

পরে "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" এই মন্ত্রে তুলসী প্রদান করিয়া ধূপ দান করিবে, মন্ত্র যথা,—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥—এষ ধূপঃ। ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ দীপঃ।—ওঁ সৎপাত্র শুদ্ধসুহবির্বিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্ ॥ এতন্নৈবেদ্যম্।"

মূলমন্ত্রে পানার্থজল নিবেদন করিয়া আচমনীয়দানের মন্ত্রে আচমনীয় জল প্রদান করতঃ, তাম্বুল নিবেদন করিবে, মন্ত্র যথা— "ওঁ মোক্ষরয়করং দিব্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুলমিদমুত্তমম্ ॥ ইদং তাম্বুলম্।"

পরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস এবং প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করিয়া "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জপ সমর্পণানন্তর "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

তৎপরে ধ্যানপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে লক্ষীর পূজা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা আবরণ দেবতার পূজা করিবে, যথা—

এতে গন্ধপুষ্পে "ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ", এই ক্রমে,—"গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায়, ভগবতে বাসুদেবায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, শ্রীবৎসায়, কালিন্দ্যৈ, নাগ্নজিত্যৈ, চারুহাসিন্যৈ, রোহিণ্যৈ, জাম্ববত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, রাধিকায়ৈ, শ্রীসখীভ্যঃ,

বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, অনিরুদ্ধায়, শ্রিয়ৈ, পুষ্ট্যৈ, সরস্বত্যৈ, কেশবাদিদ্বাদশমূর্ত্তয়ে সায়ুধসবাহনসপরিবারায় নমঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে আরাত্রিক করিয়া, "ফল্গুচূর্ণায় নমঃ" বলিয়া অর্চনা পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার অঙ্গে ফল্গু প্রদান করিবে, মন্ত্র,—

"ওঁ ফল্গো ত্বং সর্ব্বদেবানাং শিরোলার্য্যোঽসি সর্ব্বদা। হরেঃ প্রীতিকরো কার্য্যো নমস্তেঽরুণতেজসে॥ ওঁ দামোদর হৃষীকেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে। গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং সুপ্রীতো ভব কেশব॥ ওঁ নারায়ণং জগন্নাথং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্। লীলয়া খেলয়া দেবং গোপীভিঃ পরিবারিতম্॥ গোপীভির্ব্বেষ্টিতং নাথং খেলয়ৎ-পরমেশ্বরং। লোকযাত্রাহিতার্থায় দোলয়ামি জনার্দ্দনং॥ ফল্গুং গৃহাণ দেবেশ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ। শোভার্থং তে শরীরস্থ স্বেচ্ছয়া চাত্র দোলয়ে॥ পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্বয়ম্। অসুরাণাং বিনাশায় গৃহ্ণু ফল্গু সুরোত্তম॥ কল্যাণং কুরু মে দেব গৃহাণ ফল্গুমুত্তমম্। ত্বৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ তব পূজাং করোম্যহম্॥ জগন্নাথাচ্যুতানন্ত জগদানন্দবর্দ্ধক। ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় চাণূরসূদন। ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥ গোপীমুখাম্ভোজ মধু-পানমত্তমধুব্রত। ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥ জয় দেব দিনেশান রজনীশবিলোচন। নিরাকার-নিরাভাস নির্গুণ ত্রাহি মাং প্রভো॥"

তৎপরে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া,—সপ্তবার অল্প অল্প দোলন করিবে।

তৎপরে সূর্য্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পরে সঙ্গবকালে সামান্যার্ঘ্য ও

স্নানাদি যথাশক্তি সম্পাদন করিয়া "দুরেশী" ইত্যাদি ধ্যানদ্বারা দশোপচারে বা যোড়শোপচারে গোবিন্দের এবং লক্ষ্মীর পূজাপূর্ব্বক সপ্তধার দোলন করিবে।

অনন্তর মধ্যাহ্নকালে বিগ্রহকে দোলা হইতে অবতরণ করাইয়া, অগ্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্ব্বক অভিষেক করিয়া পরে বিশেষ পূজা করিবে। (অভিষেক পদ্ধতি দেখুন)

স্নানের পর ধৌত-শুষ্কবস্ত্র দ্বারা বিগ্রহের গাত্রজল মোচনপূর্ব্বক শোভন বেশভূষা করাইয়া, গোবিন্দ ও লক্ষ্মীর ধ্যানানন্তর যোড়শোপচারে পূজা করিবে, পরে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ দিয়া আরাত্রিক করিবে।

তৎপরে দক্ষিণাদ্রব্য গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া— "অদ্যেত্যাদি শ্রীভগবদ্গোবিন্দ-প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-শ্রীভগবদ্গোবিন্দ দোলারোহণপূর্ব্বককম্ম ৎসবকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যরজতখণ্ডং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদে (দদানি)।" এই ক্রমে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বৈগুণ্য সমাধান করিবে।

কোজাগর-কৃত্য।

সায়ংকালে কর্ত্তা সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে যথা—"ওঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীলক্ষ্মীদেব্যা দ্যারোর্দ্ধভিত্ত্যাদিদেবতা-প্রীতিকামো দ্বারোর্দ্ধভিত্ত্যাদিপূজনমহং করিষ্যে।" পরার্থে "করিষ্যামি"।

অনন্তর শালগ্রামে বা ঘটে পাদ্যাদিদ্বারা "ওঁ দ্বারোর্দ্ধভিত্ত্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।

অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হব্যবাহনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণেন্দবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সভার্য্যাকচন্দ্রায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্কন্দায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দীশ্বরমুনয়ে নমঃ।" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া গোধনবান্ ব্যক্তি সুরভির পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সুরভয়ে নমঃ।" ছাগবান্ ব্যক্তি হুতাশনের পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুতাশনায় নমঃ।" মেষবান্ ব্যক্তি বরুণের পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বরুণায় নমঃ।" হস্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বিনায়কের পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিনায়কায় নমঃ।" অশ্ববান্ ব্যক্তি রেবন্তের পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রেবন্তায় নমঃ।" সকলেই নিকুম্ভদেবের অর্চ্চনা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নিকুম্ভায় নমঃ।" এইরূপে প্রত্যেকের পূজা করিবে, অশক্ত পক্ষে প্রত্যেককে এক একটি গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে। কোন স্থানে হব্যবাহনকে সঘৃত আতপতণ্ডুল এবং যবতণ্ডুলযুক্ত নৈবেদ্য দান করেন, আর পূর্ণেন্দুকে দুগ্ধযুক্ত পায়সের নৈবেদ্যদ্বারা ও অন্যান্য দেবতাগণকে তিলতণ্ডুল এবং মাষকলাই দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন।

পরে পুনরায় সঙ্কল্প করিবে যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পরমবিভূতিলাভকামো (লক্ষ্মীপ্রীতি-কামো বা) গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক-লক্ষ্মী-পূজনমহং করিষ্যে।"

অনন্তর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া আসনশুদ্ধি সাধারণার্ঘ্যস্থাপনাদি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশ-দিক্‌পাল, মৎস্যাদিদশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণকে যথাশক্তি পূজা

করিয়া ভূতশুদ্ধি এবং 'শ্রীং' বীজদ্বারা প্রাণায়াম ও ব্যাপকন্যাস করিয়া 'শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা' ইত্যাদি-ক্রমে অঙ্গন্যাস করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে।

"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য-মাতরম্॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বা-লঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য-স্থাপনান্তর পীঠপূজা * করতঃ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে যথা—

"ওঁ লক্ষ্মি দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধি-ষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।"

এইরূপে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে যথা—আসন প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া—ইদং রজতাসনং ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এই ক্রমে সর্ব্ব দ্রব্য দিবে।

অতঃপর, পাদ্যাদিদ্বারা "ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" এইক্রমে ইন্দ্রের পূজা করিয়া—

"ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে।
পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥

---

* ন্যাসস্থলে ১৩৮ পৃষ্ঠায় সাধারণ পীঠন্যাস করিয়া নিম্নমতে লক্ষ্মীবল্লোক্ত পীঠন্যাস অনুসারে হৃদয়াদিতে বিশেষ পীঠন্যাস করিবে যথা—ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ, এবং উন্নত্যৈ, কান্ত্যৈ, সৃষ্ট্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ সন্নত্যৈ, বুষ্ট্যৈ, উৎকৃষ্ট্যৈ, মধ্যে—ঋদ্ধ্যৈ, তদুপরি—শ্রীং কমলায়ৈ। পীঠপূজাতেও উক্তরূপ জানিবে।

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।
বজ্রহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

পরে—"ওঁ কুবেরায় নমঃ" এই ক্রমে পূর্ব্ববৎ কুবেরের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা—

"ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ।
ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥"

পরে "শ্রীং" এই বীজ মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জপ সমাপনানন্তর লক্ষ্মীদেবীকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ॥"

পরে প্রণাম করিবে। প্রণামের মন্ত্র যথা,—

"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥" *

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া পরে লক্ষ্মীস্তোত্র পাঠ করিবে।

লক্ষ্মীস্তোত্রম্।

"ঈশ্বর উবাচ। ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।। ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া। পদ্মা পদ্মালয়া সম্পৎ সৃষ্টিঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥

* তুলসী ঝিণ্টিকা ও কাঞ্চন পুষ্পে লক্ষ্মীর পূজা করিবে না এবং ঘণ্টা বাজাইবে না।

বাজপেয়শতানি জায়ন্তে লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥ ইতি লক্ষ্মী-স্তোত্রং সমাপ্তম্।"

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

কেহ কেহ দীপান্বিতা-দিনে না করিয়া এই দিনেই দীপদান ও সুখরাত্রির প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। দীপদান মন্ত্র যথা —

"ওঁ অগ্নির্জ্যোতী রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

পরদিন প্রত্যূষে গোরচনাদিদ্বারা তিলক করিয়া, প্রদীপ বন্দনা করতঃ লক্ষ্মীসন্নিধানে প্রার্থনা করিবে। যথা,—

"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। মহালক্ষ্মি নমস্তুভ্যং সুখরাত্রিং কুরুষ্ব মে॥ বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। সুখরাত্রিপ্রভাতেঽদ্য [সুখরাত্রিপ্রভাবেণ] তন্মে লক্ষ্মীর্ব্যপোহতু। ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবব্যবস্থিতা। সংবৎসরপ্রিয়া যা চ সা (মমাস্তু) সদাস্তু সুমঙ্গলা॥ মাতা ত্বং সর্ব্বভূতানাং দেবানাং সৃষ্টিসম্ভবা। আখ্যাতা ভূতলে দেবি সুখরাত্রি নমোঽস্তু তে॥"

মূর্ত্তিমতী প্রতিমা হইলে হোম করিবার প্রথা আছে। হোম করিতে হইলে কুশণ্ডিকা-বিধানে হোম করিবে। আর প্রতিমার চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

(প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রাদি এই পুস্তকের ১০৩ পৃষ্ঠা দেখুন।)

ইতি কোজাগরলক্ষ্মীপূজা।

অথ বিষ্ণোর্মহাভিষেক-পদ্ধতিঃ।

অথাদৌ দ্রব্যাসাদনং যথা। দধি হরিদ্রা, তৈলং, বিষ্ণুতৈলং, নারায়ণ-তৈলম্। অভ্যঞ্জনার্থং পঞ্চবিংশতিপলপরিমিতং ঘৃতম্।

উদ্বর্ত্তনদ্রব্যাণি যথা।—হরিদ্রা, শঙ্খপুষ্পী (ভুঁইকুমড়া), লাক্ষা-গন্ধারী, কুশাগ্রং, এতানি পিষ্ট্বা কর্পূরাদিসুগন্ধ-মিশ্রিতানি।

দ্বাদশ মৃত্তিকা যথা।—হস্তিদন্তমৃৎ, বরাহদন্তমৃৎ, অশ্বখুরলগ্ন-মৃৎ, গোষ্ঠমৃৎ, গোশৃঙ্গমৃৎ, চতুষ্পথমৃৎ, গঙ্গাতীরমৃৎ, নদীকূলদ্বয়মৃৎ, রাজদ্বারমৃৎ, খড়্গালয়মৃৎ, কুশমূলমৃৎ, পদ্মমূলমৃৎ। সর্ব্বৌষধিঃ, মহৌষধিঃ, গন্ধোদকং, পঞ্চামৃতং, পঞ্চগব্যম্, পুষ্পচন্দনং, বারি-পূরিতকুম্ভাষ্টৌ। মতান্তরে দ্বাদশব্রীহিযুক্তজলম্। উষ্ণোদকং, রত্নোদকং, নারিকেলোদকং, তালফলোদকং, পুষ্পোদক, ইক্ষুরসঃ, ইক্ষুগুড়ং, নদীনদোদকং, গন্ধোদকং, সরস্বত্যুদকং, সাগরোদকং, নির্ঝরোদকং, পদ্মরজোমিশ্রিতোদকম্। ইতি দ্রব্যাসাদনম্।

ততঃ সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ যথা। "ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শাল-গ্রামাধিকরণক-শ্রীবিষ্ণোর্ম্মহাস্নানমহাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" পরা-র্থশ্চেৎ "করিষ্যামীতি" বিশেষঃ। ততঃ সঙ্কল্পসূক্তং পঠিত্বা ছত্রচামরধ্বজপতাকাদিভিঃ সুসজ্জীকৃতং, শঙ্খঘণ্টাভের্য্যাদিবহুবাদ্য-পুরঃসরং দেবং স্বর্ণাদিরচিত ভদ্রাসনে সংস্থাপ্য মহাভিষেকমারভেৎ। তদ্যথা। তৈলহরিদ্রয়া। "ওঁ কোঽসি কতমোঽসি কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা সুশ্লোকঃ সুমঙ্গলঃ সত্যরাজন্।" নারায়ণতৈলেন। "ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" বিষ্ণুতৈলেন তথা তিলতৈলেন—"ওঁ তৈলং ঘৃতোষ্ণদোষঘ্নং স্নিগ্ধং রম্যং সুশীতলম্। তেন ত্বাং স্নাপয়ামীহ বরদো ভব কেশব।" পঞ্চবিংশতিপলপরিমিতঘৃতেন। "ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরি রেতসা।" ততঃ পূর্ব্বোক্তোদ্বর্ত্তনদ্রব্যেণ মূলমন্ত্রেণো-

মূর্দ্ধয়েৎ। ততো হরিদ্রামুদ্রা। "ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি-ভূতং সুযবসিনী মনবে দশস্যা। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণ এতে দাধর্থ পৃথিবী মভিতো ময়ূখৈঃ।" বরাহমুদ্রা। "ওঁ নীল-গ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা অধিশ্রিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেব ধন্বানি তন্মসী।" অঙ্কুরেণস্য সৃষ্টিমুদ্রা।" নারায়ণগায়ত্র্যা। গোষ্ঠমুদ্রা। "ওঁ আপো দেবী মধুমতী অগৃভ্নৎ নূর্বস্তি রাজস্বশ্চিতানঃ জ্যোতি-মিত্রাবরুণ অভ্যষিঞ্চাভির্বৃত্র মনয়ন্ত্যরাতী।" গোশৃঙ্গমুদ্রা। "ওঁ মূর্দ্ধানং দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃতয়া জাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং। জনানামাসন্নাপাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ।" চতুষ্পথমুদ্রা। "ওঁ চতুষ্পথভাবে মৃংষে সর্ব্বশক্রক্ষয়ঙ্করি। ত্রিকূ-স্নানেন দেবেশি কল্যাণং কুরু মে সদা। গঙ্গাতীরমুদ্রা। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।" নদীকূলদ্বয়মুদা। "ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপিযন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধাস্তে দেশেহভবৎ সরিৎ।" রাজদ্বারমুদা। "ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ। ব্যাত্তং ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ।" খড়্গাণয়মূদা। খড়্গী পশুবিশেষস্তস্য খড়্গাগ্রমৃদিতি। "ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতোত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুততে নমঃ।" কুশমূলমুদা। "ওঁ কায় স্বাহা কস্মৈ স্বাহা কতমস্মৈ স্বাহা, স্বাহা ধীমহি যঃ স্বাহা মনঃ প্রজাপতয়ে স্বাহা চিত্তং বিজ্ঞাতায়।" পদ্মমূলকমূদা। "ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিযূয় ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নমো বৃক্তিং ন জগ্মুঃ।" স্বস্ত্যোদ-কেন। "ওঁ নারায়ণায় নমঃ।" স্বর্ণোদকেন। "ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং

তাম্রতোয়াঃ কটম দেবায় স্নবিবা বিধেম।" কল্পকশারিণা। "ওঁ শন্ন আপ" ইত্যাদি মন্ত্রেণ। শুদ্ধজলেন। "ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত্বিমম্।" ততঃ শুদ্ধতৈলঃ—কামগায়ত্র্যাপুরুষ-সূক্তৈঃ শ্রীসূক্তৈশ্চ স্নাপয়েৎ। তদ্ যথা। "ওঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গ প্রচোদয়াৎ। "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥ ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং উতামৃতত্বস্যেশানো যদ-ন্নেনাতিরোহতি॥ ২॥ ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩॥ "ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ। ততো বিষঙ ব্যক্রামৎ শাশনানশনে অভি॥ ৪॥ ওঁ ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি-পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫॥ ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যা নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৬॥ ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ-জায়ত॥ ৭॥ ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কেচোভয়াদতঃ। গাবো হ যজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ৮॥

ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ ৯॥ ওঁ যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ কিংবাহূ কিমূরূ পাদাবুচ্যেতে॥ ১০॥ ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১১॥ ওঁ চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষোঃ

দৃ:র্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥ ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকান্ অকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ ওঁ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥ ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্তসমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মনঃ। সমবর্ত্ততাগ্রে তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭ ॥ ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥ ১৮ ॥ ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরা জায়মানো বহুধা বিজায়তে। তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৯ ॥ ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২০ ॥ ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্ত দেবা অগ্রে তদব্রুবন্। যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা অসন্ বশে। ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ ওঁ।” ইতি পুরুষসূক্তম্।

অথ শ্রীসূক্তম্।

“ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১ ॥ ওঁ তাম্ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্ যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্ ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্। শ্রিয়ং দেবীমুপাহ্বয়ে

শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্। পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপ শ্রিয়ম্ ॥৪॥ ওঁ চন্দ্রপ্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদা-রাম্। তাং পদ্মনেমিং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে ॥৫॥ ওঁ আদিত্যবর্ণে তপসোঽধি জাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ। তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মায়া অন্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ। প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিং বৃদ্ধিং (কীর্ত্তিবৃদ্ধিং) দদাতু মে ॥ ৭ ॥ ওঁ ক্ষুৎ-পিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্। অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাণি নুদ মে গৃহাৎ ॥ ৮ ॥ ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥ ওঁ মনসঃ কাম-মাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি। পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ কর্দ্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভব কর্দ্দম। শ্রিয়ং বাসয়ে গৃহে মাতরং পদ্মমালিনীম্ ॥ ১১ ॥ ওঁ আপঃ স্রজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে। নীচদেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে ॥১২॥ ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং হেমমালিনীম্ ॥ চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১৩ ॥ ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং হেমমালিনীম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১৪ ॥ ওঁ তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্ ॥ ১৫ ॥ ওঁ আগন্তুকেঽহং শ্রিয়ং পদ্মে পঙ্কজঃ কর্দমৈর্মপ। ঋষিচ্ছেদদাং দেবীং শ্রিয়ং নিবস মে কুলে স্থিতাম্ ॥১৬॥ ওঁ পদ্মাননে পদ্মঊরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে। তন্মাং ভজস্ব পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্ ॥১৭॥ ওঁ যঃ শুচিঃ প্রযতো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্। শ্রিয়ঃ...

শ্রীকামঃ সততং জপেৎ॥ ১৮॥ ॐ অশ্বদায়ী গোদায়ী ধনদায়ী মহাধনে। ধনং মে জুষতাং দেবি সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৯॥ ॐ ধনং ধান্যং ধনং পুত্রং হস্ত্যশ্বরথসংকুলম্। প্রজানাং মাতা ভবসি আয়ুষ্মন্তং করোতু মাম্॥ ২০॥ ॐ চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্য্যাভাং শ্রিয়মীশ্বরীম্। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিবর্ণাভাং মহালক্ষ্মীমুপাহ্বয়ে। ॐ ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং সূর্য্যো ধনং বসু। ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্বরুণো ধনমশ্নুতে॥ ২২॥ ॐ বর্দ্ধন্ত তে বিভাবরি দিবো অভ্রস্য বিদ্যুতঃ। রোহন্ত সর্ব্ববীজানি উপশান্ত দ্বিষো জহি॥ ২৩॥ ॐ বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা। সোমং ধনস্য সোমিনো মহ্যং দদাতু সোমিনঃ॥ ২৪॥ ॐ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং শ্রীসূক্তং সততং জপেৎ॥ ২৫॥ ॐ পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে, পদ্মালয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি। বিশ্বপ্রিয়ে বিশ্বমনোঽনুকূলে ত্বৎ-পাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব॥ ২৬॥ ॐ শ্রীর্বর্চস্বমায়ুষ্যমারোগ্যমাবিধাৎ পবমানং মহীয়তে। ধনং ধান্যং পশুং বহুপুত্রলাভং শতসম্বৎসরং দীর্ঘায়ুঃ॥ ২৭॥ ॐ শ্রিয় এবৈনং তৎ শ্রিয়ামাদধাতু সন্ততমৃচা। বষট্কৃত্যৈ সন্ধত্তৈ সন্ধীয়েত প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ॥ ২৮॥ ॐ যঃ শ্রীসূক্তং জপেন্নিত্যং ভক্তিশ্রদ্ধাপরায়ণঃ। তং ন ত্যজতি পদ্মাক্ষী সদা বিষ্ণুমিব ধ্রুবম্॥" ২৯॥ ইতি শ্রীসূক্তম্।

ততঃ পঞ্চামৃতেন স্নাপয়েৎ। যথা। ॐ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে।" ইতি দুগ্ধেন॥ ১॥ "ॐ নমো ভগবতে বাসুদেবায় "এই মন্ত্রে শর্করয়া।" ॐ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা। বিষ্কভিতে অজরে ভূরি রেতসা।' ইতি ঘৃতেন॥ ৩॥ "ॐ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা-

করং প্রাণ আয়ুরিং তারিষৎ।" ইতি দধ্না॥ ৪॥ "ওঁ মধুবাতেতি" মধুনা॥ ৫॥

ততঃ পঞ্চগব্যেন। গায়ত্র্যা গোমূত্রেণ॥ ১॥ "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহো-পহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" ইতি গোময়েন॥ ২॥ "ওঁ আপ্যায়স্ব" ইতি দুগ্ধেন॥ ৩॥ "ওঁ দধিক্রাব্ণো" ইতি দধ্না॥ ৪॥ "ওঁ ঘৃতবতীতি" ঘৃতেন॥ ৫॥ ওঁ অশ্বিনৌ তৈজসেন তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায়াভিষি-ঞ্চামি। সরস্বত্যৈ তৈজস্যেন বীর্য্যায়ান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামি। ইন্দ্রস্যে-ন্দ্রিয়েণ বলায়শ্রিয়ৈ যশসেঽভিষিঞ্চামি। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণোহস্তাভ্যামাদদে।" ইতি কুশো-দকেন।

ততঃ কুঙ্কুমকর্পূরকুঙ্কুমচন্দনবারিভিঃ স্নাপয়েৎ। যথা "ওঁসুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥ ১॥ ওঁ দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ো ব্রাহ্মণাস্তথা। বিদ্যাধরাস্তথা যক্ষাঃ কুর্ব্বন্তু তব সেচনম্॥ ২॥ ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রাহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ ৩॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মী ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সুসংযতাঃ॥ ৪॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ৫॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেব-মাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাঙ্গনাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি

ক্ষাজ্জাবয়বাশ্চ যে। আয়ুধানি বিচিত্রাণি তথাবরণভূষণাঃ ॥ ৬ ॥
ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্ব-
যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৭ ॥
ওঁ সিদ্ধৈশ্চরবপোপাত্তা যে ভূদা ভূমিসংস্থিতাঃ। সর্ব্বে সুমনসো
ভূত্বা ভূক্তাৈস্তে স্নাপয়ন্ত্বিমম্ ॥” ৮ ॥

ততঃ শঙ্খজলেন। “ওঁ সর্ব্বেষামধিপো দেব ঈশানো নাম
নামতঃ। শূলপাণির্মহাদেবঃ সদা ত্বাং পরিষিঞ্চতু।” গঙ্গা-
জলেন। “ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং। স্বর্গ-
স্রোতস্তু বৈষ্ণব্যং ত্বাং সদা পরিষিঞ্চতু।” উষ্ণোদকেন। “ওঁ
পরমং পবিত্রমুষ্ণং বহ্নিজ্যোতিঃসমন্বিতম্। জীবনং সর্ব্বপাপঘ্নং
সদা ত্বাং পরিষিঞ্চতু।” গন্ধোদকেন। “ওঁ গন্ধাঢ্যং শোভনং
চৈব শীতলং সুমনোহরম্। সর্ব্বপাপহরং বারি সদা ত্বাং ভর্পয়-
ত্বপঃ।” শুদ্ধজলেন। “ওঁ আপো হি ষ্ঠা, শন্নো দেবীভ্যাম্।”
পুষ্পোদকেন। “ওঁ অশ্বিনো তৈজসেন তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায়া-
ভিষিঞ্চামি। সরস্বত্যৈ তৈজসেন বীর্য্যায়ান্নাদ্যেনাভিষিঞ্চামি।
ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽভিষিঞ্চামি।” কুশোদকেন।
“ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তা-
ভ্যামাদদে।” নারিকেলোদকেন। “ওঁ যাঃ ফলিনীর্য্যা অফলা
অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।”
তালফলোদকেন। “ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি।” ইক্ষুরসসাগরোদকাভ্যাম্। “ওঁ
নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদ-
য়াৎ। “সর্ব্বৌষধি-মহৌষধিভ্যাম্।” ‘ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী-
র্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ। তাসামসি ত্বমুত্তমারংকামায় সংবদে।”

সহস্রধারাজলেন। "ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বস্রোতো নদা- স্তথা। সর্ব্বৌষধীভিঃ প্রাপ্যাঃ সহস্রৈঃ স্নাপয়ন্তিমম্। ওঁ লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলৈস্তথা। সহস্রধারয়া দেবং স্নাপয়ামি জনার্দ্দনম্।" দ্বাদশস্ত্রীহিবৃতজলেন। "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (আপো) ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিঃ" স্রবন্তু নঃ।" অতোঽষ্টকলশৈঃ স্নাপয়েদ্ যথা—গঙ্গাজলপূরিতঘটেন। "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলশেন তু॥"১॥ মেঘতোয়াম্বুপূরিত-ঘটেন। "ওঁ মরুতস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরম্। মেঘতোয়াম্বুপূর্ণেন দ্বিতীয়কলশেন তু॥"২॥ সরস্বতীজলপূরিতঘটেন। "ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সংপূর্ণেন- সুরোত্তম। বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয়কলশেন তু॥" ৩॥ সাগরো- দক পূরিত-ঘটেন। ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ। সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থকলশেন তু॥" ৪॥ পদ্মরজোমিশ্রিতাম্বু- পূরিতঘটেন। "ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু-সুগন্ধিনা। পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলশেন তু॥" ৫॥ নির্ঝরোদকপূরিত ঘটেন। "ওঁ হিমবদ্ধেমকূটাদ্যা অভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ। নির্ঝরো- দকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলশেন তু॥" ৬॥ সর্ব্বতীর্থাম্বুপূরিত ঘটেন। "ওঁ সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলশেন সুরেশ্বর। সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত খেচরাঃ॥ ৭॥ জলপূরিতঘটেন। "ওঁ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলশে- নাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্ত নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥" ৮॥ ইত্যভি- ষিচ্য ধৌতবাসসা জলমপনীয় কিরীটসুবর্ণমেখলাতুলসীচন্দনাদিভি- ভূষয়িত্বা গন্ধার্ঘ্যাদি-সর্ব্বতোভদ্রাসনে শঙ্খচ্চেৎ সুবর্ণাসনে স্থাপয়েৎ। ইত্যভিষেকঃ।

ধ্যান-প্রকরণ

গণেশের ধ্যান।

ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্। প্রস্যন্দন্ মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত-বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরম্। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥ ১॥

মন্ত্র—ওঁ গং গণেশায় নমঃ।

প্রকারান্তর গণেশের ধ্যান।

সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানম্, দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্। বালেন্দু-

গণপতিদেব খর্ব্বাকৃতি, ইঁহার শরীর স্থূল, বদন গজেন্দ্রের উদরটী লম্বাকার, এবং ইঁহার আকৃতি সুন্দর; এই দেবতার গণ্ডস্থল হইতে নিরত মদধারা বিগলিত হইতেছে, তদুপরি মধু-মক্ষিকা সকল পরিমললোভে আসিয়া পতিত হইতেছে। দন্তাঘাত-দ্বারা বিদারিত শত্রুকুলের রুধিরধারা সিন্দুরের ন্যায় ইঁহার কলেবর শোভিত হইয়াছে। এই প্রকার সিদ্ধিদাতা ও কর্ম্মদাতা পর্ব্বত-নন্দিনী-নন্দন গণপতিকে বন্দনা করি॥ ১॥

স্তোভমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং, ভোগীন্দ্রাবদ্ধ-
ভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ২ ॥

মহাগণেশের ধ্যান।

নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসাম্বুধৌ।
তরীচিধৌতপর্য্যন্তং মন্দমারুতসেবিতম্ ॥
মন্দারপারিজাতাদি-কল্পবৃক্ষ-লতাকুলম্।
উদ্ভূতরত্নচ্ছায়াভিররুণীকৃতভূতলম্ ॥
উদ্যদ্দিনকরেন্দুভ্যামুদ্ভাসিতদিগন্তরম্।
তস্য মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ ॥
ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্ভিরনিশং প্রীতিবর্দ্ধনৈঃ। তস্যাধ-

গণেশদেব সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং ত্রিনয়ন ও স্থূলোদর
ইনি চতুর্ভুজে—দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ এবং বর ধারণ করিয়া
আছেন। ইনি বৃহৎ করবিলসিত ও দাড়িমবৎ মনোরম বর্ণযুক্ত
এবং বালচন্দ্রদ্বারা ইঁহার কপোলদেশ উজ্জ্বল, হস্তীর ন্যায় বদন,
মদবারিদ্বারা গণ্ডস্থল আর্দ্র রহিয়াছে এবং ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে সর্পভূষণ
ও রক্তবস্ত্র পরিধান, ঈদৃশ গণপতিকে ভজনা কর ॥ ২ ॥

ইক্ষুরসময় সাগরে নবরত্নময় দ্বীপ, ঐ সাগরের বেলাভূমি মন্দ
মন্দ সমীরণে পরিসেবিত এবং মন্দার পারিজাত ও কল্পবৃক্ষাদি-
দ্বারা পরিপূর্ণ, উদ্ভূত রত্নপ্রভাদ্বারা ভূতল অরুণীকৃত এবং উদিত
চন্দ্র ও সূর্য্যদ্বারা দিগন্তর আলোকিত হইয়াছে, এইরূপ স্থানে
নবরত্নময় পারিজাত বৃক্ষ আছে, সেই স্থান স্মরেণ

তাম্রবর্ণাঙ্ক পীঠস্থিতে মাতৃকাম্বুজে। ষট্‌কোণান্তস্ত্রি-কোণস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ॥ হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণ-চ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসাদাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া স্বাঙ্ক স্থয়া সন্ততম্। বীজপূরগদাধনুস্ত্রিশিখযুক্চক্রাব্জপাশোৎপলম্॥ ব্রীহ্যগ্রস্ববিষাণরত্নকলসান্ হস্তৈর্বহন্তং ভজে॥ গণ্ডপালীগলদ্দানপূরলালসমানসান্। দ্বিরেফান্ কর্ণতালাভ্যাং ধারয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ॥ করাগ্রধৃতমাণিক্যকুম্ভবক্ত্রবিনিঃসৃতৈঃ। রত্নবর্ষৈঃ প্রীণয়ন্তং সাধকান্ মদবিহ্বলম্॥ মাণিক্যমুকুটো-পেতং রত্নাভরণভূষিতম্॥ ৩॥

ছয় ঋতু সতত সেবা করিতেছে, ঐ পারিজাতবৃক্ষের নীচে ষট্‌কোণ-মধ্যস্থিত ত্রিকোণাত্মক পঞ্চাশৎ-মাতৃকাবর্ণাঙ্কিত মহা-পীঠে উপবিষ্ট গণপতিকে চিন্তা করিবে। ইনি গজেন্দ্রানন, ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে, ইঁহার দেহকান্তি অরুণবর্ণ, ইনি ত্রিনেত্র, অঙ্কস্থিত পদ্মহস্তা নিজপ্রিয়া কর্ত্তৃক সতত আলিঙ্গিত, ইনি হস্তে দাড়িম্ব, গদা, ধনুঃ, ত্রিশূলাস্ত্র, চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল, ব্রীহিগুচ্ছ, স্বীয়দন্ত ও রত্নকলস ধারণ করিয়া আছেন। গণ্ডযুগল হইতে যে মদবারি ক্ষরিত হইতেছে, তাহা পানের লালসায় ভ্রমর সকল অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। ইনি কর্ণতালদ্বারা ঐ ভ্রমর-দিগকে নিবারণ করিতেছেন, ইনি সর্ব্বদা করধৃত মাণিক্যকুম্ভ-বিনিঃসৃত রত্নবর্ষণদ্বারা সাধকদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। ইনি আনন্দে মদবিহ্বল, ইঁহার মস্তকে মাণিক্য-নির্ম্মিত মুকুট এবং সর্ব্বাঙ্গ রত্ন-ভূষণে বিভূষিত॥ ৩॥

মন্ত্র—ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বর বরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা ॥

শ্রীসূর্য্যের ধ্যান।

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুম্, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ম্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ ৪ ॥

মন্ত্র—হ্রাং হ্রীং সঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় ॥

অন্য প্রকার সূর্য্যের ধ্যান।

ওঁ রক্তাজযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্। মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে, বন্ধুককান্তিং বিলসত্রিনেত্রম্ ॥ ৫ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্যায় ॥

রক্তপদ্মে সূর্য্যদেব উপবিষ্ট এবং তিনি সকল গুণের আধার। ইঁহার হস্তে দুইটী পদ্ম এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে। কপালে মাণিক্য বিরাজমান এবং ইঁহার রক্তবর্ণ দেহকান্তি ও ত্রিনয়ন, সমস্ত জগতের অধিপতি সূর্য্যদেবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

সূর্য্যদেবের হস্তে দুইটী রক্তপদ্ম এবং বর ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে—ইনি কেয়ূর, হার, বলয় ও কুণ্ডলাদি ভূষণে ভূষিত, এবং ইঁহার কপালে মাণিক্য আছে, ইঁহার দেহকান্তি বন্ধুককুসুমের ন্যায় এবং ইঁহার ত্রিনয়ন। ইঁহাকে ধ্যান করিবে ॥ ৫ ॥

গুরুর ধ্যান।

শিরসি সহস্রদল-কমলাধিষ্ঠিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববাম স্থিতরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং গুরুম্ ॥ ৬ ॥

স্ত্রীগুরুর ধ্যান।

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে। প্রফুল্ল-পদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্। প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্। পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্র-সুশোভনাম্। রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রত্ননূপুরশোভিতাম্। স্থলপদ্ম প্রতীকাশপাদপল্লবশোভিতাম্। শরদিন্দু প্রতীকাশাং বক্ত্রোদ্ভাসিতকুণ্ডলাম্। স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়-করাম্বুজাম্ ॥ ৭ ॥

মন্ত্র—ঐং গুরবে নমঃ।

মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মোপরি বিরাজিত শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতচন্দনধারী, স্বপ্রকাশমূর্তি, স্বীয় বামভাগে অবস্থিত রক্তবর্ণা শক্তির সহিত বিদ্যমান গুরুদেবকে চিন্তা করিবে ॥ ৬ ॥

সহস্রারে কেশরসমূহদ্বারা শোভিত, মহাপদ্মে প্রফুল্ল পদ্ম-পত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্টা, ঘনপীন স্তনযুগল, প্রসন্নবদনা, ক্ষীণ মধ্যা, রক্তপদ্মের ন্যায় আভাবিশিষ্টা, রক্তবস্ত্রবাসা, সুশোভিতা, রক্তকঙ্কণ ও রত্ন নূপুরধারিণী, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় আভাবিশিষ্টা, ও

নারায়ণের ধ্যান।

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥ ৮॥

মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়॥

তুলসীদানমন্ত্র—এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ॥

বিষ্ণুর ধ্যান।

ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজম্, চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্। কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥ ৯॥

মন্ত্র—ওঁ নমো বিষ্ণবে॥

কুণ্ডলধারী বদনমণ্ডল উদ্ভাসিতা, স্বনাথের বামভাগে অবস্থিতা এবং করপদ্মে বর ও অভয়ধারিণী স্ত্রী-গুরুকে চিন্তা করিবে॥ ৭॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, পদ্মাসনোপবিষ্ট, কেয়ূর, কনক-কুণ্ডল, মুকুট ও হার শোভিত, হিরণ্ময় শরীর এবং শঙ্খচক্রধারী নারায়ণ সর্ব্বদা আমাদের ধ্যেয়॥ ৮॥

উদিত কোটি দিবাকরের ন্যায় দেহকান্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, পার্শ্বদ্বয়ে বসুমতী ও লক্ষ্মী বিরাজমানা। ইন্দ্র-নীলমণি, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী, পীতবস্ত্র পরিধান, কৌস্তুভ মণিদ্বারা

বাসুদেবের ধ্যান।

ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদাম-
ম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
[illegible] মৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণম্, শ্রীবৎসাঙ্ক-
মুদারকৌস্তুভধরং-বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥ ১০॥

মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

লক্ষ্মীনারায়ণের ধ্যান।

ওঁ বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাম্,
প্রাপ্তং স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্ভূষাভরালঙ্কৃতম্। বিদ্যা-
পঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাম্, শঙ্খং চক্রম্
মুনিবিপ্রদমিতাং বিশ্যাচ্ছিয়ং বঃ সদা॥ ১১॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ।

উদ্দীপ্ত এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নবিশিষ্ট; এইরূপ বিষ্ণুকে ভজনা করিবে।

বাসুদেবের দেহ শরৎকালের কোটি চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট, ইনি স্বীয় দেহকান্তিতে জগৎ বিমোহিত করিতেছেন এবং অঙ্গদ হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণাদি বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন ও কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ বাসুদেবকে মুনীন্দ্রগণ স্তব করিতেছেন॥ ১০॥

বিদ্যুৎনিভা লক্ষ্মী ও চন্দ্রপ্রভ বাসুদেব উভয়ে স্নেহরসে যেন একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; বাসুদেব নানাবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত।

দধিবামনদেবের ধ্যান ।

ওঁ মুক্তাগৌরং নবমণিলসদ্ভূষণং চন্দ্রসংস্থম্, ভৃঙ্গাকারৈরলকনিবহৈঃ শোভিতবক্ত্রারবিন্দম্ । হস্তাব্জাভ্যাং কনক-কলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণম্ দধ্যন্নাঢ্যং কনকচষকং ধারয়ন্তং ভজামঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্র—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা ।

হয়গ্রীবের ধ্যান ।

ওঁ শরচ্ছশাঙ্কপ্রভবর্ণবক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তম্ । রথাঙ্গশঙ্খার্চ্চিতবাহুযুগ্মম্, জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মীর হস্তে বিদ্যা, পঙ্কজ, দর্পণ ও মণিময় কুম্ভ এবং বাসুদেবের করে গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র আছে; এই লক্ষ্মীনারায়ণ তোমাদিগকে (সাধকদিগকে) অমিত শ্রী প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

দধিবামনদেবের দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, অঙ্গ নবমণিময় ভূষণে বিভূষিত ইনি চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ; ভ্রমরাকার অলকাসমূহ দ্বারা ইঁহার মুখপদ্ম অতিশয় শোভিত হইয়াছে, ইঁহার একহস্তে শুদ্ধ জলপূর্ণ স্বর্ণকলসী, অন্যহস্তে স্বর্ণনির্ম্মিত পানপাত্রে দধিমিশ্রিত অন্ন । এই প্রকার দধিবামনদেবকে ভজনা করি ॥ ১২ ॥

হয়গ্রীবদেবের দেহকান্তি শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় এবং বদন অশ্বের মত, ইঁহার সমস্ত শরীর মুক্তাময় আভরণে অলঙ্কৃত । ইঁহার একহস্তে চক্র ও অন্য হস্তে শঙ্খ আছে, অপর হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে ; এইরূপ হয়গ্রীবদেবকে ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

মন্ত্র—ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়।

হয়গ্রীবের একাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান।

ওঁ শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রম্ মুক্তাময়ৈরাভরণৈ-রূপেতম্। রথাঙ্গশঙ্খোর্দ্ধকরং বিদ্যাব্যাখ্যানমুদ্রাঙ্ককরম্ ভজামি॥ ১৪॥

মন্ত্র—হস্ৎ।

নরসিংহের ধ্যান।

ওঁ মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণম্ জান্বন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণম্। বাহুভ্যাম্ ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লসজ্জ্বালাজিহ্বমুদারকে-শরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্॥ ১৫॥

ইঁহার দেহপ্রভা শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায়, বদন অশ্বের ন্যায়, অঙ্গসমুদয় মুক্তাময় আভরণে বিভূষিত এবং ঊর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র এবং অপর হস্তদ্বয়ে বিদ্যা ও ব্যাখ্যানমুদ্রা রহিয়াছে। ইঁহাকে ভজনা করি॥ ১৪॥

মাণিক্যময় পর্ব্বতের ন্যায় নৃসিংহদেবের দেহকান্তি, ইঁহার নিজশরীরপ্রভায় রাক্ষসগণ ভীত হইতেছে; হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ের উপরি বিন্যস্ত, ইনি ত্রিনয়ন এবং রত্ননির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিত। ইঁহার হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র আছে। ইঁহার বিকটবদন হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় জিহ্বা বহির্গত হইয়াছে, দীর্ঘ কেশরসমূহ বিদ্যমান আছে এবং ইনি নৃসিংহাকার(অর্থাঃঅর্দ্ধদেহ সিংহাকৃতি

মন্ত্র—ওঁ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্।

প্রকারান্তর নৃসিংহের ধ্যান।

ওঁ কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রম্, পাদাদানাভিরক্তপ্রভমুপরিসিতং ভিন্নদৈত্যেন্দ্রগাত্রম্। শঙ্খং চক্রং সপাশাঙ্কুশকুলিশগদাদারুণান্যুদ্বহন্তম্, ভীমং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহম্॥ ১৬॥

মন্ত্র—আং হ্রীং ক্ষ্রৌঁ ক্রোঁ হুঁ ফট্।

হরিহরের ধ্যান।

ওঁ শূলং চক্রং পাশকজয়মভীতিং দধতং করৈঃ। স্বস্বভূষার্দ্ধলীলার্দ্ধদেহং হরিহরং ভজে॥ ১৭॥

ও অর্দ্ধদেহ মনুষ্যের ন্যায়) এই প্রকার নৃসিংহদেব বিষ্ণুকে বন্দনা করি॥ ১৫॥

ক্রোধেতে নৃসিংহদেবের জিহ্বা সর্ব্বদা চঞ্চল, বদন বিস্তৃত, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় নেত্র। পাদযুগল হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ এবং উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ, ইনি দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদারণ করিয়াছিলেন এবং শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, বজ্র, গদা ও দারুণ (অস্ত্রবিশেষ) ধারণ করিয়াছেন। ইনি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও তীক্ষ্ণদন্ত এবং মণিময় বিবিধ আভরণে বিভূষিত। এইরূপ নৃসিংহদেবকে স্তুতি করি॥ ১৬॥

---

* এই মন্ত্র জপকালে আদি ও অন্তে 'হ্রীং' মন্ত্র যোগ করিয়া জপ করিলে সাধকের সকল কামনা পূর্ণ হয়।

মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ ঐঁ শঙ্করনারায়ণায় নমঃ হৌঁ হ্রীঁ ঐঁ।

বরাহের ধ্যান।

ওঁ আপাদং জানুদেশাদ্বরকনকনিভং নাভিদেশাদধস্তাৎ মুক্তাভং কণ্ঠদেশাত্তরুণরবিনিভং মস্তকান্নীলভাসম্। ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথচরণদরৌ খড়্গখেটৌ গদাখ্যম্, শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণলসদ্দংষ্ট্রমাস্যং বরাহম্॥ ১৮॥

মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ পতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা॥

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

ওঁ স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্। গোবিন্দম্ পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ। আত্মনো বদনা-

---

হরি-হরদেব শূল, চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অভয়মুদ্রাধারী এবং বৃষ ভূষণাদিদ্বারা, অর্দ্ধদেহে হরি ও অর্দ্ধদেহে হররূপে বিরাজমান, এতাদৃশ হরি-হরদেবকে বন্দনা করি॥ ১৭॥

বরাহদেবের জানুদেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত স্বর্ণবর্ণ, নাভিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত মুক্তাভ, কণ্ঠদেশ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত তরুণ সূর্য্যনিভ এবং মস্তক হইতে কণ্ঠদেশ-পর্য্যন্ত নীলবর্ণ। ইনি হস্তদ্বারা চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, খেটক, গদা, শক্তি, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। ইনি দন্তদ্বারা পৃথিবী ধারণ করায় উঁহার শোভাসম্পন্ন হইয়াছে, এতাদৃশ আস্য বরাহদেবকে ধ্যান করি॥ ১৮॥

স্তোকে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ। মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ। দন্তপঙ্ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রামৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ॥ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপ-সংঘাবৃতম। গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ ১৯॥

মন্ত্র—ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

রমণীয় বৃন্দাবনেতে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ সহস্র সহস্র গোপ-কন্যাকে মোহিত করিতেছেন। ঐ সকল গোপ-বালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে স্বীয় নয়নরূপ ভ্রমরগণকে প্রেরণ করিতেছেন এবং তাঁহারা কামবাণে পীড়িতা ও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের নিমিত্ত অতিশয় উৎসুকা, তাঁহাদের স্থূল ও উচ্চতর স্তনোপরি মুক্তাহার লম্বিত আছে এবং স্তনভারে গোপীগণ কিঞ্চিৎ নম্রভাবে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহাদের পরিধেয় বসন ও কবরীবন্ধন বিগলিত হইতেছে, মত্ততাপ্রযুক্ত বাক্য স্খলিত হইতেছে; দন্তপংক্তির প্রভা অধরে পতিত হইয়া অধরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। এরূপে গোপীগণ বিলাসপূর্ণ বিবিধ ভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রলোভন দেখাইতেছেন। প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি চন্দ্রের ন্যায় শোভাপূর্ণ বদন, শিরোদেশে ময়ূরপুচ্ছ

গোবিন্দের ধ্যান।

ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতম্। গোবিন্দং কলবেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ২০ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

বালগোপালের ধ্যান।

ওঁ অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বু-জস্থো, বালোজঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।

ভূষণে ভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি, পরিধানে পীতবস্ত্র, গোপীদিগের নয়নোৎপলদ্বারা সর্ব্বশরীর অর্চ্চিত এবং গো ও গোপগণে পরিবৃত, ইনি স্বকরে বেণু ধারণ করিয়া সেই বেণুবাদনে তৎপর আছেন, ইঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত; ইঁহাকে ভজনা করি ॥ ১৯ ॥

প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি, চন্দ্রের ন্যায় শোভাপূর্ণ মুখমণ্ডল, শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবস্ত্র, গোপীদিগের নয়নোৎপলদ্বারা সর্ব্বশরীর অর্চ্চিত, এবং গো ও গোপগণে পরিবৃত, ইনি স্বকরে বেণুধারণ করিয়া সেই বেণু-বাদনে তৎপর আছেন, ইঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত, ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ২০ ॥

বিকশিত নীলপদ্মের ন্যায় গোপালের দেহকান্তি, রক্তপদ্মের

দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধতি বিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো,
গো-গোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎ কণ্ঠভূষাশ্চিরং বঃ ॥২১॥

মন্ত্রঃ—কৃঃ। কৃষ্ণঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণঃ ক্লীং কৃষ্ণায়। কৃষ্ণায় নমঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ। গোপালায় স্বাহা। ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং। দধিভক্ষণায় স্বাহা। সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ। ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ। বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা। শ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং। বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা।

শ্রীরামের ধ্যান।

ওঁ কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনম্,
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।

ন্যায় নয়নযুগল এবং ইনি পদ্মোপরি উপবিষ্ট, ইঁহার চরণে ও কটিদেশে শব্দায়মানা কিঙ্কিণী, ইঁহার একহস্তে নবনীত ও অপর হস্তে ক্ষীর আছে। জগদ্বন্দ্য বালকরূপী গোপাল গো, গোপ ও গোপীগণে পরিবৃত। ইঁহার কণ্ঠদেশ ব্যাঘ্রের নখ-ভূষণে বিভূষিত, ইনি ভক্তগণকে রক্ষা করুন।

শ্রীরামের দেহকান্তি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ইনি অতি কোমলাঙ্গ ও বীরাসনে উপবিষ্ট; ইঁহার একহস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্ত জানুর উপরি বিন্যস্ত, ইঁহার পার্শ্বদেশে পদ্মহস্তা বিদ্যুতের ন্যায়

সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবম্,
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥ ২২ ॥

মন্ত্রঃ—রাং রামায় নমঃ।

শিবের ধ্যান।

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারু-চন্দ্রাবতংসম্ রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ শিবায়।

বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান।

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্। কাম-

প্রভাবিশিষ্টা সীতাদেবী উপবিষ্টা আছেন এবং রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। রামচন্দ্রের মস্তকে রত্নের মুকুট এবং অঙ্গদাদি বিবিধ রত্নভূষণে শরীর উজ্জ্বল, এবম্ভূত রাঘবকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

মহেশের শরীরকান্তি রজতপর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র, এবং সুন্দর, চন্দ্রখণ্ড ইঁহার শিরোভূষণ এবং রত্নরাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ, হস্তে কুঠার মৃগ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা আছে, ইনি প্রসন্নবদন, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, ইঁহার চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন; ইনি জগতের আদি ও বীজস্বরূপ এবং সমস্ত ভয়হারী; ইঁহার পাঁচটী বদন এবং প্রত্যেক বদনে তিনটী করিয়া নয়ন ॥ ২৩ ॥

বাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥

মন্ত্রঃ—ঐঁ বাণেশ্বরায় নমঃ।

নীলকণ্ঠের ধ্যান।

ওঁ বালার্কাযুতভেজসং ধৃতজটাজূটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলম্, নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্বাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎ পঞ্চাননং সুন্দরম্, ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধানমব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো নীলকণ্ঠায়।

চণ্ডেশ্বরের ধ্যান।

ওঁ চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং রক্তাংশুকাঢ্যং হৃদি ভাবয়ামি। টঙ্কং ত্রিশূলং স্ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রতমিন্দুচূড়ম্ ॥ ২৬ ॥

যিনি প্রমত্ত এবং শক্তির সহিত সংযুক্ত, অত্যন্ত প্রভাবিশিষ্ট, কামবাণেতে অভিভূত, সংসারদহনে সক্ষম এবং শৃঙ্গারাদি রসেতে উল্লসিত, সেই পরমেশ্বরই বাণনামে বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠদেবের প্রাতঃকালীন অযুত সূর্য্যের ন্যায় দেহকান্তি, ইনি মস্তকে জটাভার, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, আর মস্তকে সর্পনির্ম্মিত মুকুট এবং হস্তে জপমালা, শূল, নরকপাল, খট্বাঙ্গ (চিতিকাষ্ঠ) ধারণ করিয়া আছেন, ইনি ত্রিনয়ন, পঞ্চবদন এবং অতি সুন্দর মূর্ত্তি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান এবং পদ্মোপরি উপবিষ্ট; এইরূপ নীলকণ্ঠদেবকে ধ্যান করিবে ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ট্রুঁ ফট্ স্বাহা।

ক্ষেত্রপালের ধ্যান।

ওঁ ভ্রাজচ্চণ্ডজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদিপ্রভম্, দোর্দ্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণস্রগ্ গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্। ঘণ্টা-মেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্ঝঙ্কারভীমং বিভুম্। বন্দে সংহিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥ ২৭॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

সাত্ত্বিক বটুকভৈরবের ধ্যান।

ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রম্। দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ। দীপ্তা-

---

চণ্ডেশ্বরের দেহ রক্তবর্ণ, ইনি ত্রিনয়ন এবং ইঁহার রক্তবস্ত্র পরিধান, ইঁহার হস্তে টঙ্ক (পাষাণবিদারণ-অস্ত্র), ত্রিশূল, স্ফটিকনির্ম্মিত জপমালা ও কমণ্ডলু আছে এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান এই প্রকার চণ্ডেশ্বরের ধ্যান করিবে॥ ২৬॥

ক্ষেত্রপালের মস্তকে দিপ্যমান প্রচণ্ড জটাভার, ত্রিনয়ন এবং নীলাদ্রির ন্যায় দেহপ্রভা, হস্তে গদা ও নরকপাল আছে এবং রক্তমাল্য, রক্তগন্ধদ্রব্য ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে দেহ সমুজ্জ্বল হইয়াছে, ইনি মেখলাস্থিত ঘণ্টাদির ঘর্ঘরধ্বনির সহিত মিশ্রিত ঝঙ্কারে অতি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছেন এবং ইঁহার কর্ণে শ্বেতসর্পনির্ম্মিত কুণ্ডল আছে॥ ২৭॥

ভৈরবদেবের বালকরূপী স্ফটিকসদৃশ দেহকান্তি, কুণ্ডলদ্বারা প্রদীপ্তবদন, নবমণিময় কিঙ্কিণী নূপুরাদিদ্বারা পরিশোভিত, নির্ম্মল-

কারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্। হস্তাজাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥ ২৮॥

মন্ত্রঃ—হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীঁ।

রাজস বটুকভৈরবের ধ্যান।

ওঁ উদ্যদ্ভাস্বরসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজম্। স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলম্, বন্ধুকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥ ২৯॥

মন্ত্রঃ—পূর্ব্ববৎ।

তামস বটুকভৈরবের ধ্যান।

ওঁ ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং

বসন, প্রফুল্লচিত্ত এবং ত্রিনয়ন; ইনি হস্তে শূল ও দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন॥ ২৮॥

ভৈরবদেবের উদয়শীল সূর্য্যের ন্যায় দেহপ্রভা; ইনি ত্রিনয়ন, রক্তাঙ্গরাগ ও রক্তমাল্যধারী এবং হাস্যবদন; ইঁহার হস্তে বরমুদ্রা, নরকপাল, অভয়মুদ্রা ও শূল আছে; ইনি সাধকের ভীতিহারী, ইঁহার গ্রীবাদেশ নীলবর্ণ, বিবিধভূষণে বিভূষিত ও চূড়াতে চন্দ্র এবং পরিধানে বন্ধুককুসুমের ন্যায় অরুণবর্ণ বস্ত্র আছে॥ ২৯॥

ভৈরবদেবের নীলপর্ব্বতের ন্যায় দেহকান্তি এবং ইনি চন্দ্রকলা ও মুণ্ডমালাধারী, ইনি দিগম্বর এবং ইঁহার নয়ন পীঙ্গলবর্ণ; ইনি

মহেশম্, দিগম্বরং পিঙ্গলাক্ষং, ডমরুমথ সৃণিং খড়্গ-শূলাভয়ানি। নাগং ঘণ্টাং কপালং কর-সরসিরুহৈ-র্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রম্, সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎ কিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্ ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রঃ—পূর্ব্ববৎ।

মৃত্যুঞ্জয়ের ধ্যান।

ওঁ চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতম্, মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎ পাণিং হিমাংশুপ্রভম্। কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলম্, কান্ত্যা বিশ্ব-বিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ ॥ ৩১ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ জুং সঃ।

বনদুর্গার ধ্যান।

ওঁ দেবীং দানবমাতরং নিজমদাঘূর্ণন্মহালোচনাম্।

হস্তদ্বারা ডমরু, অঙ্কুশ, খড়্গ, শূল, অভয়মুদ্রা, সর্প, ঘণ্টা ও নরকপাল ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহার দন্ত সমূহ ভয়াবহ, ইনি ত্রিনয়ন, এবং মণিময় কিঙ্কিণী-নূপুরাদি ভূষণে বিভূষিত ॥ ৩০ ॥

মৃত্যুঞ্জয়ের চক্ষু চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট, ইনি হাস্যবদন ও পদ্মোপরি উপবিষ্ট; ইঁহার হস্তে মুদ্রা, পাশ, মৃগ ও জপমালা আছে এবং চন্দ্রের ন্যায় দেহপ্রভা। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্রগলিতসুধাদ্বারা আপ্লুত ও হারাদি বিবিধ ভূষণে সমুজ্জ্বল এবং ইঁহার কান্তিদ্বারা বিশ্ব বিমোহিত; এইরূপ পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে ভাবনা করিবে ॥ ৩১ ॥

দংষ্ট্রাভীমমুখীং জটালিকিরমৌলীং কপালস্রজম্। বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাম্। সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বাণান্ ধনুর্ব্বিভ্রতীম্॥ ৩২॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং বনদুর্গায়ৈ নমঃ।

কৃষ্ণকুমারের ধ্যান।

ওঁ কৃষ্ণবর্ণং মহাকায়ং খড়্গখট্বাঙ্গধারিণম্। শ্বেতাশ্ববাহনং দৈত্যং রক্তমাল্যানুলেপনম্। স্মেরাস্যং সুন্দরস্কন্ধং পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশকম্। বন্দে কৃষ্ণকুমারঞ্চ ভয়দং পীতবাসসম্॥ ১॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কাং কীং কূং কেং কোং কৌং কঃ কৃষ্ণকুমারায় নমঃ।

পুষ্পকুমারের ধ্যান।

ওঁ পুষ্পহস্তং মহাকায়ং পুষ্পচাপকরং পরম্। পুষ্প-

বনদুর্গাদেবী দানবের মাতা, নিজমদে বিঘূর্ণিত মহালোচনা, দন্তদ্বারা ভীমমুখী; ইঁহার মৌলিদেশ জটাসকলে শোভিত, ইনি ভয়ঙ্করী, ঘনরুচি, নাগেন্দ্রহারে উজ্জ্বলা, সর্প বদ্ধ বিপুলনিতম্বা এবং ধনু ও বাণধারিণী; এইরূপ দেবীকে চিন্তা করিবে॥ ৩২॥

কৃষ্ণকুমারদেব কৃষ্ণবর্ণ, মহাকায় খড়্গ ও খট্বাঙ্গধারী, শ্বেতবর্ণ অশ্ববাহী, রক্তমালা ও রক্তানুলেপনধারী, হাস্যমুখ, সুন্দর স্কন্ধ, পিঙ্গল চক্ষু ও পিঙ্গলবর্ণকেশ, পীতবস্ত্রধারী, এইরূপ ভয়দ দৈত্য কৃষ্ণকুমারকে চিন্তা করিবে॥ ১॥

মালাধরং কান্তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্। রক্তাশ্ববাহনং ক্রূরং রক্তাস্যং রক্তবাসসম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং বন্দে পুষ্পকুমারকম্॥ ২॥

মন্ত্রঃ—ওঁ পুষ্পায় পুষ্পহস্তায় স্বাহা পুষ্পকুমারায় নমঃ।

রূপকুমারের ধ্যান।

ওঁ বন্দে কাঞ্চনবর্ণাভং দ্বিভুজং শূলহস্তকম্। সুন্দরাৎ সুন্দরং কান্তং নানাপুষ্পবিহারিণম্। রক্তনেত্রং রক্তবস্ত্রং রক্তমাল্যানুলেপনম্। ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্ধীমান্ দৈত্যং রূপকুমারকম্॥ ৩॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং রূপকুমারায় নমঃ।

হরিপাগলের ধ্যান।

ওঁ উন্মত্তবেশং করপঙ্কজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুং সপাশম্। আঘূর্ণিতং নিজমদস্খলিতং সুকান্তিম্ ভক্তেষ্টদং হরিপাগলাখ্যম্॥ ৪॥

পুষ্পহস্ত, মহাকায়, পুষ্পধনুর্ধারী, সুন্দর পুষ্পমাল্যযুক্ত, দিব্য গন্ধানুলিপ্ত, রক্তবর্ণ অশ্ববাহী, ক্রূর, রক্তমুখ, রক্তবস্ত্রপরিধান এবং তপ্তকাঞ্চন বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট পুষ্পকুমারকে চিন্তা করিবে॥ ২॥

কাঞ্চনবর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, দ্বিভুজ এবং হস্তে শূলধারী, সুন্দর হইতেও সুন্দরকান্তি এবং নানা পুষ্পে বিচরণশীল দৈত্য রূপকুমারকে ধীমান্ ব্যক্তি চিন্তা করিবেন॥ ৩॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং হরিপাগলায় নমঃ।

মধুভাণ্ডারের ধ্যান।

ওঁ রক্তাস্যনেত্রং পিশুনস্বভাবং সদা জয়ন্তং পরিপূর্ণবক্ত্রম্। আঘূর্ণিতং নিজমদস্খলিতপ্রপাদম্, ধ্যায়েৎ সুদৈত্যং মধুভাণ্ডরাখ্যম্॥ ৫॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মাং মীং মূং মোং মৌং মঃ মধুভাণ্ডরায় নমঃ।

রূপমালিনের ধ্যান।

ওঁ রৌপ্যমালাধরং শ্বেতং রুক্মবস্ত্রং চতুর্ভুজম্। শূলবজ্রশরাংশ্চাপং ধারিণং সুমনোহরম্। কৃষ্ণাশ্ববাহনং কান্তং কুমাররূপধারিণম্। দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশং খট্বাঙ্গধারিণম্॥ ৬॥

মন্ত্রঃ—ওঁ রাং হুং রূপমালিনে নমঃ।

উন্মত্তবেশ এবং করপদ্মত্রয়দ্বারা লগুড় ও পাশের সহিত কুঠার ধারণ করিয়াছেন এবং আঘূর্ণিতনয়ন, স্বীয় মদস্খলিত উন্মত্তকান্তি, এবম্ভূত মহাত্মা হরিপাগল নামধেয় দেবতাকে অর্চনা করিবে॥ ৪॥

রক্তবর্ণমুখ ও রক্তবর্ণনয়ন, ক্রূরস্বভাব, সর্ব্বদা জয় অভিলাষে পরিপূর্ণমুখ, ভ্রাম্যমাণ, স্বীয় মধুস্খলিত দেহ, প্রকৃষ্টপাদ, এবম্ভূত মধুভাণ্ডরনামক প্রধান দৈত্যকে ধ্যান করিবে॥ ৫॥

ইনি স্বর্ণের মালাধারী, শ্বেতবর্ণ, স্বর্ণোপম সুন্দর বস্ত্র পরিধৃত, চতুর্ভুজ, শূল, বজ্র, ধনু ও বাণধারী, মনোহর কান্তিযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ অশ্ববাহন, কুমাররূপধারী, দীর্ঘহস্ত, দীর্ঘদেহ, পাশ ও খট্বাঙ্গধারী॥ ৬॥

গাভুরভূলনের ধ্যান।

ওঁ দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্বাঙ্গধারিণম্। কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কৃশোদরম্। রক্তবস্ত্রধরং ক্রূরং রক্তগন্ধাম্বুলেপনং গাভুরভূলনং বন্দে সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্॥ ৭॥

মন্ত্রঃ—ওঁ গাভুরভূলনায় নমঃ।

মোচরাসিংহের ধ্যান।

ওঁ রক্তাঙ্গনেত্রো ভয়দো জনানাং, শূলং সপাশং করপঙ্কজেন রক্তাস্যহস্তঃ পিশুনস্বভাবঃ সদাজ্বরো ভীমমুখো বিভাতি॥ ৮॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মাং মোচরাসিংহায় নমঃ।

নিশাচৌরের ধ্যান।

ওঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচৌরং ভয়ানকম্। শক্তিহস্তং দীর্ঘজঙ্ঘং বিকটাস্যং দিগম্বরম্। করালবদনং ভীমং

ইনি দীর্ঘহস্ত ও দীর্ঘদেহ, পাশ ও খট্বাঙ্গধারী, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তনয়ন, দীর্ঘকর্ণ, শুষ্ক-উদর, এবং রক্তগন্ধাম্বুলেপিত দেহ, এবং অতি ক্রূর, এবম্ভূত সর্ব্বলোকের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, গাভুরভূলনকে বন্দনা করি॥ ৭॥

ইনি মনুষ্যগণের ভয়জনক, রক্তবর্ণ অঙ্গ ও নয়নবিশিষ্ট; ইঁহার করপদ্মে শূল ও পাশ, রক্তবর্ণ, ভয়ানক মুখ, ক্রূর স্বভাব এবং সর্ব্বদা জ্বরাক্রান্ত॥ ৮॥

এই নিশাচৌর কৃষ্ণবর্ণ, রক্তনয়ন, ও ভয়ানক; ইঁহার হস্তে শক্তি এবং ইঁহার জঙ্ঘা দীর্ঘ; ইনি বিকটমুখ ও উলঙ্গ; ইঁহার

শুষ্কদেহং কৃশোদরম্। ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুতং ঘণ্টা-ঘর্ঘরবাদিনম্, রাত্রৌচারঙ্গসীচর্ম্মধরং দ্বিশতমস্তকম্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নং নীং নিশাচৌরায় নমঃ।

সূচিমুখের ধ্যান।

ওঁ দীর্ঘাস্যনেত্রঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা কৃশাঙ্গো ভয়দো জনানাম্। সুরক্তবক্ত্রো বিরসঃ প্রমাদী, খট্বাঙ্গহস্তো বিমুখো বভাষে ॥ ১০ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শাং হুং সূচিমুখায় নমঃ।

মহামল্লিকের ধ্যান।

ওঁ বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণবক্ত্রো রক্তৈঃ সমাংসৈর্ভয়দো জনানাম্। করালদংষ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ কদম্বমালাকুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ। শ্রীমন্মহামল্লিক এষ ভাতি, গোমায়ুরাবী

করালবদন, প্রকাণ্ড শুষ্কদেহ এবং কৃশ; ইনি সর্ব্বদা ক্রোধযুক্ত এবং ঘণ্টা ও ঘর্ঘরবাদনে রত, রাত্রিযোগে গমনশীল, অসি ও চর্ম্মধারী এবং ইঁহার দ্বিশত মস্তক; এতাদৃশ নিশাচৌরকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে ॥ ৯ ॥

ইনি দীর্ঘমুখ ও দীর্ঘনেত্র, ক্রুরস্বভাব ও সর্ব্বদা মনুষ্যগণের ভয়দায়ক এবং কৃশাঙ্গ, সুরক্ত ও বিরসমুখ, প্রমাদকারী, হস্তে খট্বাঙ্গ, বিমুখভাষী ॥ ১০ ॥

ইঁহার বৃহৎ নয়ন, পরিপূর্ণ মুখ, রক্তমাংসদ্বারা মনুষ্যগণের ভয়দায়ক, ইঁহার করালদন্ত, ইনি পদ্মাসনে আসীন, কদম্বমালা-

দ্বিভুজো জটোগ্রঃ। খট্বাঙ্গধারী, নৃকপালমালী, শার্দ্দুল-চর্ম্মাবৃতসর্ব্বগাত্রঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মাং মহামন্থিকায় নমঃ।

বালিভদ্রের ধ্যান।

ওঁ কৃষ্ণাঙ্গবক্তুঃ স্ফটিকাঙ্গযষ্টিঃ সক্রোধনেত্রঃ কপিলাক্ষকেশঃ। খট্বাঙ্গহস্তঃ খরগৃধ্ররাবী, স বালি-ভদ্রঃ পশুসিংহকায়ঃ॥ ১২ ॥

মন্ত্র।—ওঁ বাং বীং বালিভদ্রায় নমঃ।

রণযক্ষিণীর ধ্যান।

ওঁ দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘনেত্রা গুরুকুচযুগলা ঘোরদংষ্ট্রা করালা, রক্তাক্ষী কৃষ্ণবর্ণা রুধিরচষকহস্তা মুণ্ডমালাবৃতাঙ্গী, ঘণ্টা-খট্বাঙ্গপাশং করযুগবিধৃতা দ্বীপিচর্ম্মাপিনদ্ধা। নিত্যং মাংসাস্থিভক্ষ্যা চলতুরগগতা যক্ষিণী তীব্রবক্ত্রা ॥ ৩৪ ॥

ধারী, কুটিল ও কৃশাঙ্গ, শৃগালরবকারী, দ্বিবাহু, জটাসমূহে শোভিত, খট্বাঙ্গধারী, নৃ-কপালমালী এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মদ্বারা ইঁহার সমুদয় দেহ আচ্ছাদিত ॥ ১১ ॥

ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ মুখ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল অঙ্গ, ক্রোধযুক্তনয়ন, কপিলবর্ণকেশ, হস্তে খট্বাঙ্গ, ইনি গর্দ্দভ ও গৃধ্রের ন্যায় রবকারী; এই বালিভদ্রদেব পশুশ্রেষ্ঠ সিংহের সদৃশ দেহবিশিষ্ট ॥ ১২ ॥

[illegible] শরীর, দীর্ঘনয়ন, কুচ-যুগল পীন, দন্তসমূহ ভয়া-নক এবং রক্তনেত্র; ইনি কৃষ্ণবর্ণা এবং রুধির ও [illegible]

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ রণযক্ষিণ্যৈ নমঃ।

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।

ওঁ যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা, বরদা-ভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা, রক্তপদ্মাসনস্থা চ স্বর্ণ-কুণ্ডলমণ্ডিতা রক্তকৌশেয়বস্ত্রা চ স্মিতবক্ত্রা শুভাননা, নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥ ৩৫॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

দশভুজা দুর্গার ধ্যান।

ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।

ধাবিনী, ইঁহার অঙ্গ মুণ্ডমালাদ্বারা আবৃত, ইনি দুই হস্তে ঘণ্টা, খট্বাঙ্গ ও পাশ ধারণ করিয়া আছেন, ইনি ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা, নিরন্তর মাংস ও অস্থিভক্ষণে রতা, এবং ভুজগগামিনী, এই রণযক্ষিণীর মুংমণ্ডল দীর্ঘ॥ ৩৪॥

মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী মনোজ্ঞ কমনীয়া; দ্বিভুজা, এবং বর ও অভয়হস্তা, ইনি গৌরবর্ণা, স্বর্ণকুণ্ডলদ্বারা ভূষিতা, রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা, রক্তকষায়বস্ত্রপরিধানা, ঈষৎহাস্তযুক্তা ও সুন্দরবদনা, এবং নূতন যৌবনসম্পন্না, ইঁহার অঙ্গাবয়ব সুন্দর, ইনি ললিতপ্রভাযুক্তা॥ ৩৫॥

ইঁহার মস্তক জটাসমূহদ্বারা সুশোভিত ও ললাট অর্দ্ধচন্দ্র ভূষিত, ইনি নয়নত্রয়যুক্তা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখকমল, তপ্তকাঞ্চন

নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্।
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ বজ্রমঙ্কুশমেব চ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র বিভূষিতম্।
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটীভীষণাননম্।

দুর্গাবর্ণা, মনোহর নয়ন, নূতন যৌবন, সমস্ত আভরণে বিভূষিতা, মনোজ্ঞ দশনসমূহযুক্তা, স্থূল ও উন্নত পয়োধরযুগল, কটীদেশ ত্রিভঙ্গ, মহিষাসুরবিনাশকারিণী, মৃণালতুল্য বিস্তৃত আজানু-লম্বিত দশবাহুযুক্তা, দক্ষিণ হস্তসমূহে অধঃক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র এবং বামহস্তসমূহে ক্রমান্বয়ে খেটক, পূর্ণচাপ, বজ্র, অঙ্কুশ, ঘণ্টা প্রভৃতি অস্ত্র। অধোদেশে ছিন্নশির মহিষ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত খড়্গহস্ত অসুর, শূলের দ্বারা তাহার হৃদি ছিন্ন ভিন্ন, অন্ত্র অনির্গারিত অঙ্গে ভূষিত, রক্তারক্তীকৃত দেহ, রক্তবিস্ফুরিতনয়ন, নাগপাশের দ্বারা বেষ্টিত

সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্॥ ৩৬॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীঁ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান।

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।

ভ্রূ-কুটিযুক্ত ভয়ানক মুখ, দুর্গা বামহস্তদ্বারা নাগপাশের সহিত কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছেন ও দেবী রুধিরবমনমুখযুক্ত সিংহকে প্রদর্শন করিতেছেন এবং দেবীর দক্ষিণপাদ সমভাবে সিংহপৃষ্ঠে স্থিত, তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের উপরি অবস্থিত; দেবী উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডা এই অষ্টশক্তি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিবেষ্টিতা, ইঁহার মুখকমল প্রসন্ন, ইনি ফলপ্রদায়িনী, শত্রুবিনাশকারিণী এবং দৈত্য ও দানবগণের দর্পবিনাশকারিণী॥ ৩৬॥

চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ।
শঙ্খশার্ঙ্গসমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্ ।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে ।
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্ ।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীম্ ।
ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীম্ ।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে ।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবসুন্দরীম্ ॥ ৩৭ ॥
মন্ত্রঃ—ওঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ ।

কার্ত্তিকেয়ের ধ্যান ।

কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম ।

জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবী সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা, নানা অলঙ্কারদ্বারা ভূষিতা ও চতুর্ভুজা; ইনি মহাদেবী ও নাগযজ্ঞোপবীতে শোভিতা এবং শঙ্খ ও শার্ঙ্গ দ্বারা বামহস্তদ্বয় শোভিতা, ইনি দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, বালসূর্য্যসদৃশ দেহের কান্তি, নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিতা ও শঙ্করগৃহিণী, ত্রিবলীবলয়যুক্ত মৃণালসদৃশ নাভিনালধারিণী এবং সিংহাসনসমন্বিত মহাদ্বীপে প্রস্ফুটিত পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন, এই ভবসুন্দরী দুর্গাদেবীকে ধ্যান করিবে। ৩৭ ॥

মহাভাগ কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি অবস্থিত, ইঁহার দেহকান্তি তপ্তকাঞ্চনবর্ণের তুল্য, ইনি হস্তে শক্তি ধারণ করিয়া আছেন এবং

প্রসন্নবদনং দেবং ষড়ানন-সুতপ্রদম্ ।
মন্ত্রঃ—ওঁ কাং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ ॥ ৩৮ ॥

জয়দুর্গার ধ্যান।

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু-রেখাম্। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীম্। ধ্যায়েৎ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

দক্ষিণকালিকার ধ্যান।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।

ইনি সাধকদিগকে বর প্রদান করেন। ইনি দ্বিবাহু, শত্রুবিনাশ-কারী ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত, প্রসন্ন মুখবিশিষ্ট, ইঁহার ছয়টী মুখ এবং ইনি পুত্রপ্রদাতা ॥ ৩৮ ॥

এই দেবীর দেহপ্রভা নীলবর্ণ মেঘের ন্যায়, ইনি কটাক্ষদ্বারা অরিকুলের ভয় উৎপাদন করেন, ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র নিবদ্ধ আছে, চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং ত্রিশূলধারণ করিয়া আছেন, ইনি ত্রিনয়না এবং সিংহের স্কন্ধোপরি উপবিষ্টা, ইঁহার তেজে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং ইনি দেবগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা ও সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণদ্বারা পরিসেবিতা ॥ ২৯ ॥

দক্ষিণকালিকাদেবী করাল বদনা, ভীষণাকৃতি, আলুলায়িত

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥ সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্ ॥ অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ॥ মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম্, কণ্ঠাবশক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্। কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃকদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।

কুন্তলা এবং চতুর্ভুজা; দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা এবং বামভাগের অধঃকরে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও ঊর্দ্ধ করে খড়্গ এবং দক্ষিণ ভাগের অধোহস্তে অভয় ও উর্দ্ধ হস্তে বরমুদ্রা বিদ্যমান আছে, দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী অর্থাৎ নেঙটা। দেবীর গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে বিগলিত শোণিত দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিতেছে, ইঁহার কর্ণে দুটি শবশিশু অলঙ্কাররূপে বিরাজমান, ইহাতে দেবীর আকৃতি অতিভীষণ হইয়াছে, দশনপংক্তি অতিভীষণা, স্তনযুগল স্থূল ও উন্নত এবং শবহস্তনির্ম্মিত কাঞ্চী কটিদেশে শোভমানা আছে। কালিকাদেবী হাস্যবদনা, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে বিগলিত শোণিতধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দেবীর শব্দ অতি গভীর, ইনি নিরন্তর শ্মশানে অবস্থিতি করেন। ইঁহার চক্ষুত্রয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দশনপংক্তি উন্নতা ও বহির্গতা এবং কেশ-

শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্। এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাম্॥ ৪০॥

মন্ত্রঃ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।

ধ্যানান্তর।

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রঞ্চ কপাল-কর্ত্তৃকাকরাম্। মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥ ৪১॥

মন্ত্রঃ—ক্রীঁ।

পর্য্যন্ত দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত; ইনি শবরূপী শিবোপরি সংস্থিতা, ইঁহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ভয়ানক রব করিতেছে। ইনি মহাকালের সহিত বিপরীত ভাবে রতিক্রিয়ায় আসক্তা রহিয়াছেন। দেবীর মুখকমল সুপ্রসন্ন ও হাস্যবিকসিত। এইরূপে সর্ব্বকামপ্রদা ও সর্ব্বসমৃদ্ধিদাত্রী দেবী কালিকার ধ্যান করিবে॥ ৪০॥ *

* দেবী শবোপরিস্থিতা, মহাভয়ঙ্করাকৃতি, ভীষণদশনা, বরপ্রদানে নিরতা, হাস্যবদনা ও ত্রিনয়না, ইঁহার কেশদাম আলুলায়িত এবং

গুহ্যকালী-ধ্যান।

মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীম্। ললজিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম। নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্। খাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্, নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং নাগশয্যানিষেদুষীম্। পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্তবনমালাং মহোদরীম্, সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি। চতুর্দ্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্, তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কণভূষিতাম্, অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম, নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাম্। বামে শিবস্বরূপন্তং

চতুর্ভুজা, ইঁহার হস্ত-চতুষ্টয়ে নরমুণ্ড খড়্গ, বর ও অভয়মুদ্রা আছে। দেবীর উক্তরূপ ধ্যান করিবে। ৪১।

দেবী গাঢ়মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, ইঁহার পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র, জিহ্বা লোল, অতি ভয়ঙ্কর দন্ত, চক্ষুদ্বয় কোটরমধ্যগত, বদনহাস্যপূর্ণ, গলদেশে নাগহার, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ও মস্তকে আকাশগামিনী জটা, ইনি শবাস্বাদনে আসক্তা এবং নাগময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া নাগনির্ম্মিত শয্যাতে উপবিষ্টা আছেন, ইঁহার গলদেশে পঞ্চাশটি মুণ্ডসংযুক্ত বনমালা, উদর অতি বৃহৎ এবং মস্তকোপরি সহস্রফণাবিশিষ্ট অনন্ত-নাগ আছে, গুহ্যকালিকাদেবী চতুর্দিকে নাগ-ফণাবেষ্টিতা, তক্ষক নাগরাজদ্বারা বামহস্তের কঙ্কণ, অনন্ত-নাগ-দ্বারা দক্ষিণহস্তের কঙ্কণ, নাগনির্ম্মিত কাঞ্চী ও রত্ন-

কল্পিতং বৎসরূপকম্। বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞো-পবীতিনীম্। মস্তকেয়সমাবদ্ধকুণ্ডলপ্রভৃতির্মণ্ডিতাম্। প্রসন্ন-বদনাং সৌম্যাং নবরত্ন-বিভূষিতাম্, নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীম্। অট্টহাস্যাং মহাভীমাং সাধকা-ভীষ্টদায়িনীম্॥ ৪২॥

মন্ত্রঃ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গুহ্য কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।

এই প্রধান মন্ত্র, অন্যপ্রকার মন্ত্রও আছে।

ভদ্রকালীর অন্যপ্রকার ধ্যান।

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী, নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।

নূপুর ধারণ করিয়াছেন। বামভাগে শিবস্বরূপ কল্পিত বৎস রহিয়াছে। দেবীর দুই হস্ত, কর্ণযুগল নরদেহ সংযুক্ত-কুণ্ডলদ্বয়ে ভূষিত, বদন প্রসন্ন, আকৃতি সৌম্য, নবরত্নে বিভূষিতা শিবমনোমোহিনী দেবীকে নারদাদি মুনিগণ সেবা করিতেছেন, অট্টহাসা ও মহা-ভয়ঙ্করী দেবী সাধকের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন॥ ৪২॥

এই ধ্যানের 'গুহ্য' পদটি উপলক্ষণমাত্র, ভদ্রকালী প্রভৃতিরও পূজা এই ধ্যানে করিতে পারিবে, অন্য প্রকার মন্ত্র আছে।

ভদ্রকালী দেবী ক্ষুধাতে ক্ষীণাঙ্গী, তাঁহার নয়নযুগল কোটর-মধ্যগত, বদনমণ্ডল মসীর ন্যায় মলিন, কেশগুচ্ছ আলুলায়িত। ইনি সর্ব্বদা রোদন করিতে করিতে বলিয়া থাকেন, কোনরূপে আমার তৃপ্তি হইতেছে না, ইচ্ছা হয়, এই সমস্ত জগৎ একগ্রাসে ভক্ষণ

হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং পাশযুগ্মম্, দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রঃ—হ্রৌঁ কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।

রক্ষাকালীর ধ্যান।

ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা, খড়্গঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্। কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতী। দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা স্বয়ং, মুণ্ডমালাধরাশীর্ষে গ্রীবায়ামথচাপরম্। বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা, কৃষ্ণবস্ত্রধরাকট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতা। বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্। বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ম্। সাট্টহাসা মহাঘোররাবযুক্তা সুভীষণা ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্র—ক্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ।

করি। দেবী উভয়হস্তে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত পাশযুগল ধারণ করিয়াছেন, দেবীর দন্তগুলি জামফলেরন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ইনি সাধকের ভয় হরণ করেন, এই রূপ আকৃতিবিশিষ্টা ভদ্রকালীদেবী আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৩ ॥

দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও মুণ্ডমালাদ্বারা বিভূষিতা, ইনি দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও নীলোৎপলদ্বয় এবং বামহস্তদ্বয়ে কর্তৃকা ও খর্পর ধারণ করিয়াছেন; দেবীর মস্তকে দুইটি জটা আছে, তাহার একটি গগনস্পর্শিনী; ইঁহার মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা ও বক্ষঃস্থলে নাগহার এবং চক্ষু রক্তবর্ণ, ইনি কটিদেশে কৃষ্ণবস্ত্র

শ্মশানকালীর ধ্যান।

অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীং রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম্। পিঙ্গাক্ষীং বাম-হস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্। সদ্যঃকৃত্তশিরোদক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্। স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচর্ব্বণতৎপরাম্। নানালঙ্কারভূষাঙ্গী নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ ॥ ৪৫ ॥

মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ

এই একাদশাক্ষর মন্ত্রে শ্মশানকালীর পূজাদি করিলে, দেবী সাধকের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন।

তারা দেবীর ধ্যান।

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ। নবযৌবন-

---

ও ব্যাঘ্রাজিন ধারণ করিয়া শবরূপী শিবের হৃদয়ে বামপদ সংস্থাপনপূর্ব্বক সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণপদ রাখিয়াছেন, স্বয়ং মদ্যপানে আসক্তা, অট্টহাস্যযুক্তা, ভয়ঙ্করশব্দা ও ভীষণাকৃতি ॥ ৪৪ ॥

শ্মশানকালী দেবী গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, ইনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন, ইঁহার নেত্র রক্ত-পিঙ্গলবর্ণ, কেশসমূহ আলুলায়িত, দেহ শুষ্ক ও ভয়ঙ্কর, বামহস্তে মদ্যযুক্ত মাংস এবং দক্ষিণহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড, দেবী সর্ব্বদা হাস্যবদনে কাঁচা-মাংস চর্ব্বণ করিতেছেন, দেবী বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, নগ্না ও সর্ব্বদা মদ্যপানে প্রমত্তা ॥ ৪৫ ॥

তারিণী দেবী প্রত্যালীঢ়পদা, ভয়ঙ্করাকৃতি, খর্ব্বা ও লম্বোদরী,

সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্। খড়্গকর্ত্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াম্, কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাম্। পিঙ্গোগ্রৈক-জটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্, বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্। জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্। সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্। বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্। অক্ষোভ্যো দেবীমূর্দ্ধস্থস্ত্রিমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক্ ॥ ৪৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্।

তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডরচিত-মালা ও কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত, ইনি নবযুবতীরূপা ও পঞ্চমুদ্রাদ্বারা অলঙ্কৃতা, চতুর্ভুজা এবং লোলজিহ্বাধারিণী, মহাভয়ঙ্কররূপা ও বরপ্রদানশীলা। ইঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও কর্ত্তরিকা এবং বামহস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড ও উৎপল আছে। ইনি শিরোদেশে একটী পিঙ্গলবর্ণ জটা ধারণ করিয়াছেন এবং ইঁহার মৌলিদেশ অক্ষোভ্যভূষিত; নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় ইঁহার তিনটি নয়ন যেন ভূষণস্বরূপ বিদ্যমান আছে। দেবী প্রজ্বলিত চিতার মধ্যে বিরাজমানা, ইঁহার দন্ত-পংক্তি অতি ভয়ঙ্করী, দেবী স্বীয় আবেশে হাস্তবদনা এবং স্ত্রী-জনোচিত অলঙ্কারে বিভূষিতা ও বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেত-পদ্মোপরি অবস্থিতা আছেন। এই দেবীর শিরোদেশে অক্ষোভ্য-নামক শিব ত্রিমূর্ত্তিতে নাগরূপে বিদ্যমান আছে ॥ ৪৬ ॥

উগ্রতারার ধ্যান।

প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্‌ঘ্রিশবহৃদ্‌ঘোরাট্টহাসা পরা, খড়্গে-ন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা হূঙ্কারবীজোদ্ভবা। খর্ব্বা নীলবিশাল-পিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা, জাড্যং ন্যস্ত কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্‌॥ ৪৭॥

মন্ত্রঃ—শ্রীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্‌।

বগলামুখীর ধ্যান।

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-সিংহাসনোপরি-গতাং পরিপীতবর্ণাম্‌। পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং, দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্‌। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং, বামেন শত্রূন্‌ পরিপীড়য়ন্তীং। গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন, পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥ ৪৮॥

উগ্র তারাদেবী প্রত্যালীঢ় অবস্থানে শবরূপী শিবের হৃদয়োপরি পদদ্বয় সমর্পণ করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন, এবং অতি ভয়ঙ্কর ও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন। চারি হস্তে খড়্গ, নীলোৎপল, কর্ত্তৃকা ও খর্পর ধারণ করিয়া আছেন। ইনি হূঙ্কার বীজে উদ্ভূতা খর্ব্বাকৃতি ইঁহার মস্তকে নীলবর্ণ অতি বৃহৎ একটি সর্প আছে, ও পিঙ্গলবর্ণ একটি জটা আছে, উগ্রতারাদেবী স্বয়ং ত্রিজগতের জড়তা বিনাশ করুন।

সুধাসাগরমধ্যে মণিময় মণ্ডপ, তন্মধ্যে রত্ননির্ম্মিত বেদীর উপর সিংহাসন আছে, বগলামুখী দেবী সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন, ইনি পীতবর্ণা এবং পীতবর্ণবস্ত্র, পীতবর্ণ আভরণ ও পীত-

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। (অন্য প্রকার মন্ত্রও আছে।)

মাতঙ্গীর ধ্যান।

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসন-স্থিতাং, বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্॥ ৪৯॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা।

ধূমাবতীর ধ্যান।

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা। বিবর্ণ-কুণ্ডলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা। কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা, সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা।

•বর্ণ মাল্যদ্বারা বিভূষিতা। ইঁহার একহস্তে মুদ্গর ও অপর হস্তে বৈরিজিহ্বা; ইনি বামহস্তে শত্রুর জিহ্বা ধারণ করিয়া দক্ষিণ-হস্তে গদাঘাতে শত্রুকে পীড়ন করিতেছেন। বগলামুখী দেবী পীতবস্ত্রে আবৃতা ও বিভূষা ইঁহাকে প্রণাম করি॥ ৪৮॥

মাতঙ্গীদেবী শ্যামবর্ণা, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী ও ত্রিনয়নবিশিষ্টা। ইনি বাহুচতুষ্টয়দ্বারা খড়্গ, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ—এই অস্ত্রচতুষ্টয় ধারণ করিয়া রত্ননির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন॥ ৪৯॥

ধূমাবতী দেবী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা ও দীর্ঘাঙ্গী; ইঁহার পরিহিত বস্ত্র মলিন, কেশগুচ্ছ বিবর্ণ ও রুক্ষ; ইনি বিধবা, বিরলদন্তা, কাকধ্বজরথে উপবিষ্টা; ইঁহার পয়োধরযুগল দীর্ঘ, নয়নযুগল রুক্ষ, নয়ন ঘোর; একহস্তে শূর্প, অপরহস্তে বরমুদ্রা,

প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা। ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া ॥ ৫০ ॥

মন্ত্রঃ—ধূং ধূং ধূমাবতী স্বাহা। এইমন্ত্রে পূজা করিবে।

কমলার ধ্যান।

আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রতী, দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনীসন্নিভা। মুক্তাহারবিরাজমানপৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাষিণী, পায়াবঃ কমলা কটাক্ষবিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্ ॥ ৫১ ॥

মন্ত্র ঃ—নমঃ কমলাবাসিন্যৈ স্বাহা।

এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ইঁহার ধ্যানান্তর ও মন্ত্রান্তর আছে, নিম্নে লিখিত হইল।

ধ্যানান্তর।

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-

ইঁহার নাসিকা দীর্ঘ এবং দেহ ও নয়ন কুটিল; ইনি সর্ব্বদা ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রপীড়িতা, ভয়দা ও কলহপ্রিয়া ॥ ৫০ ॥

কমলাদেবী পদ্মোপরি উপবিষ্টা ও হাস্যমুখী; ইঁহার হস্তে বরমুদ্রা, দুইটী পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে; ইঁহার সৌদামিনীর ন্যায় দেহকান্তি এবং গলদেশে মুক্তাহার বিরাজমান। দেবীর স্তনদ্বয় অতি উচ্চ ও স্থূল; ইনি কটাক্ষভঙ্গিদ্বারা বিষ্ণুকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

দেবীর কাঞ্চনের ন্যায় দেহকান্তি ইঁহাকে হিমালয়পর্ব্বত

হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্। বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাম্ ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্ব-ললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥ ৫২॥

মন্ত্রঃ—শ্রীঁ।

মহালক্ষ্মীর ধ্যান।

বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎকোটীরহারোজ্জ্বলাম্, রত্নাকল্পবিভূষিতাং কুচলতাং শালৈঃ করৈর্মঞ্জরীম্। পদ্মং কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতাম্। ফুল্লাম্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাম্ ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্॥ ৫৩॥

মন্ত্র।—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ। (উক্ত ধ্যান এবং এই মন্ত্রদ্বারা দীপান্বিতা কালী-পূজার দিবসে মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে।)

সদৃশ চারিটী হস্তিশুণ্ড দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া অমৃতপূর্ণ হিরণ্ময় কলসদ্বারা অভিষেক করিতেছে, ইঁহার চারিহস্তে বর, অভয়মুদ্রা এবং দুইটী পদ্ম আছে। ইঁহার মস্তকে রত্নমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং ইনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা॥ ৫২॥

এই দেবীর দেহকান্তি প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায়, কপালে অর্দ্ধচন্দ্রবিলসিত মুকুট এবং গলদেশে উজ্জ্বলহার আছে, ইনি রত্ননির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিতা এবং স্তনভারে নম্রা। ইনি হস্তে ধান্যমঞ্জরী, পদ্ম, কৌস্তুভ ও রত্ন ধারণ করিয়াছেন

ষোড়শী-ধ্যান।

ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলাম্। জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্। পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণসন্নিভাং। স্ফুরন্মুকুটমাণিক্য-কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাং। কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লবাং। প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজমণ্ডলাং। কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দুকুটিলললাটমৃদুপট্টিকাং। পিণাকিধনুরাকারভ্রূলতাং পরমেশ্বরীং। আনন্দমুদিতোল্লাসলীলান্দোলিত-লোচনাং। স্ফুরন্ময়ূখসঙ্ঘাতবিলসদ্ধেমকুণ্ডলাং। সুগণ্ডমণ্ডলাভোগজিতেন্দ্বমৃতমণ্ডলাং॥ বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মাণসূত্রসুস্পষ্ট-

---

ইনি হাস্যবদনা, এই দেবীর নয়নদ্বয় প্রফুল্লপদ্মের ন্যায়। ইঁহার এইরূপ ধ্যান করিবে॥ ৫৩॥

ষোড়শীদেবী পদ্মনিভা, প্রভাতকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্টা এবং জবাপুষ্প, দাড়িম্ব-কুসুম, পদ্মরাগমণি ও কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণা। উজ্জ্বল মুকুটস্থিত মাণিক্যময় কিঙ্কিণীজালে বিভূষিতা; ইঁহার মস্তকে ভ্রমরপংক্তির ন্যায় কুটিল অলকা শোভা পাইতেছে। ইঁহার নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলতুল্য বদনমণ্ডল, কুটিল ললাটফলকে অর্দ্ধচন্দ্র, হরধনুর ন্যায় কুটিল ভ্রূলতা, এবং ইঁহার নেত্রত্রয় আনন্দভরে নিমীলিত ও উন্মীলিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। ইঁহার স্ফুরৎকিরণজালের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণকুণ্ডল। সম্পূর্ণ সুগণ্ডস্থল চন্দ্রের অমৃতমণ্ডল জয় করিয়াছে, সুস্পষ্ট নাসিকা যেন বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক

নাসিকাম্। তাম্রবিদ্রুমবিম্বাভরক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাং। স্মিতমাধুর্য্যবিজিতমাধুর্য্যরসসাগরাম্। অনৌপম্যগুণো-পেতচিবুকোদ্দেশশোভিতাম্। কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণাল-ললিতৈর্ভুজৈঃ। রক্তোৎপলদলাকারকুসুমারক-রাম্বুজাম্। রক্তাম্বুজনখজ্যোতির্ব্বিতানিতনভস্তলাম্। মুক্ত-হারলতোপেতসমুন্নতপয়োধরাম্। ত্রিবলিবলয়াযুক্তমধ্য-দেশসুশোভিতাম্। লাবণ্যসরিদাবর্ত্তাকারনাভিবিভূষিতাম্। অনর্ঘরত্নঘটিতকাঞ্চীযুতনিতম্বিনীম্। নিতম্ববিম্বদ্বিরদরো-মরাজিবরাঙ্কুশাম্। কদলীললিতস্তম্ভসুকুমারোরুমীশ্বরীম্। লাবণ্যকুসুমাকারজানুমণ্ডলবন্ধুরাম্। লাবণ্যকদলীতুল্য-জঙ্ঘাযুগলমণ্ডিতাম্। গূঢ়গুল্ফপদদ্বন্দ্বপ্রপদাজিতকচ্ছপাম্।

বিনির্ম্মিত। তাম্র-বিদ্রুম অর্থাৎ তাম্রবর্ণ প্রবাল ও বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, হাস্যের মাধুর্য্য রসসাগরের মাধুর্য্যকে জয় করিয়াছে। অনুপমগুণবিশিষ্ট শোভমান চিবুকদেশ, এই মহাদেবী কম্বুগ্রীবা এবং ইঁহার সুকুমার হস্ত কোমল মৃণালসদৃশ ভুজে রক্তোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, রক্তাম্বুজতুল্য হস্তের নখপ্রভায় আকাশমণ্ডল যেন বিতানবিশিষ্ট হইয়াছে এবং সমুন্নত পয়ো-ধরোপরি মুক্তাহার রহিয়াছে, ত্রিবলীবলয়াযুক্ত মধ্যদেশ অতি সুশোভিত, নাভিমণ্ডল লাবণ্যসরিতের আবর্ত্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে, মহামূল্য রত্নগঠিত কাঞ্চীহার নিতম্বোপরি বিদ্যমান আছে, ললিত কদলীস্তম্ভের ন্যায় সুকুমার উরুদ্বয়, লাবণ্যপূর্ণ সুকুমার জঙ্ঘাযুগল অতি মনোহর, গুল্ফদ্বয় অতিগুপ্ত এবং

তনুদীর্ঘাঙ্গুলিস্বচ্ছনখরাজিবিরাজিতাম্ । ব্রহ্মবিষ্ণুশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজাং । শীতাংশুশতসঙ্কাশকান্তিসন্তানহাসিনীম্ । লৌহিত্যজিতসিন্দূরজবাদাড়িমরূপিণীম্ । রক্তবস্ত্রপরিধানাং পাশাঙ্কুশকরোদ্যতাম্ । রক্তপদ্মনিবিষ্টাঞ্চ রক্তাভরণভূষিতাম্ চতুর্ভুজাম্ ত্রিনেত্রাঞ্চ পঞ্চবাণধনুর্দ্ধরাং । কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাম্ । মহামৃগমদোদ্দামকুঙ্কুমারুণবিগ্রহাং সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং । জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীং । জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীং, সর্ব্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীং । সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্ব্বশক্তিময়ীং শিবাং ॥ ৫৪ ॥

মন্ত্র ঃ—স, ক, ল, হ্রীঁ ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ ।

পাদাগ্র বিস্তৃত, দীর্ঘ অঙ্গুলীতে স্বচ্ছ নখশ্রেণী সুশোভিত হইয়াছে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্নে চরণকমল শোভমান, শত শত চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল দেহকান্তি। স্বীয় লোহিত প্রভায় জবাপুষ্প ও দাড়িম্বকুসুম পরাজিত হইয়াছে, ইনি রক্তবস্ত্রপরিধানা এবং ইঁহার হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ আছে, ইনি রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা এবং রক্তবর্ণ আভরণে বিভূষিতা; এই দেবতা চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা; ইনি অন্য দুই হস্তে পঞ্চবাণ ও ধনুঃ ধারণ করিয়াছেন; ইঁহার বদন কর্পূরকণামিশ্রিত তাম্বূলরসে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ গোরোচনা ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত; ইনি সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্গারোপযুক্ত বেশ ও সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা,

ভুবনেশ্বরীর ধ্যান।

উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়সংযুক্তাং। স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজে-ভুবনেশ্বরীং॥ ৫৫॥

মন্ত্র ঃ—হ্রীঁ।

ধ্যানান্তর।

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দ্দানঞ্চ রক্তোৎপলং। রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীং। মুক্তাহারলসৎপয়োধরনতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং। বন্দেঽহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাং॥ ৫৬॥

মন্ত্র ঃ—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ। (ভুবনেশ্বরী দেবীর অপর ধ্যান ও মন্ত্র আছে।

জগতের আহ্লাদজননী, জগজ্জনরঞ্জনী ও জগদাকর্ষণকারিণী, এবং জগতের কারণস্বরূপা, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী এবং সর্ব্বলক্ষ্মী ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ও মঙ্গলদায়িনী॥ ৫৪॥

এই দেবীর বালোদিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় দেহকান্তি, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মুকুট, স্তনযুগল উত্তুঙ্গ এবং ইনি নয়নত্রয়যুক্তা ও ঈষৎ হাস্যমুখী; ইঁহার হস্তচতুষ্টয়ে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা আছে; এইপ্রকার আকৃতিবিশিষ্টা ভুবনেশ্বরীদেবীকে ধ্যান করিবে॥ ৫৫॥

দেবীর শরীর শ্যামবর্ণ, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং ইনি চতুর্ভুজা; ইঁহার চারিহস্তে বরমুদ্রা, রক্তোৎপল, পানপাত্র ও অভয়মুদ্রা

ভৈরবীর ধ্যান।

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং, রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরং। হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রারবিন্দশ্রিয়ং, দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাং ॥ ৫৭ ॥

মন্ত্র ঃ—হসৈঁ হসকলরীঁ হসৌঁ।

সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ধ্যান।

আতাম্রার্কসহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাং। কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাং। স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাং। নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাং

আছে ; ইঁহার গলদেশে মুক্তাহার এবং দেই স্তনভরে নম্র. ইঁনি নেত্রত্রয়ে পরিশোভিতা এবং রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা, সুরগণপূজিতা হরবধূ. ইঁহাকে বন্দনা করি ॥ ৫৬ ॥

ত্রিপুর ভৈরবীর দেহকান্তি উদয়শীল সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, রক্তবর্ণ ক্ষৌমবসন পরিধান, গলদেশে মুণ্ডমালা এবং স্তনদ্বয় রক্তলিপ্ত. করচতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা আছে কপালে শশিকলা বিদ্যমান, ইঁহার রক্তপদ্মের ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট তিনটি চক্ষু, মস্তকে রত্নকিরীট এবং বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ॥ ৫৭ ॥

সম্পৎপ্রদা ভৈরবী দেবী সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল তাম্রবর্ণা, ইঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে জটাভার, মুকুটে নানারত্নসংযুক্ত বিচিত্র-চিত্রান্বিত মুক্তা, এবং গলে গলিতরুধিরপঙ্কযুক্ত মুণ্ডমালা

মুক্তাহারলতারাজৎপীনোন্নতঘটস্তনীং। রক্তাম্বরপরিধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীং। পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাং। বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥ ৫৮॥

মন্ত্র:—হসৈং হসকলরীং হসরৌং।

বিদ্যমান, ইনি ত্রিনয়নে অতীব শোভিতা এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনমণ্ডলবিশিষ্টা, ইঁহার পীনোন্নতঘটস্তনোপরি মুক্তাহার বিলম্বিত রহিয়াছে। ইনি রক্তবস্ত্রপরিধানা, এবং যৌবনে উন্মত্তরূপিণী, ইঁহার বামকরে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণকরে বরমুদ্রা ও জপমালা, ইনি নিরন্তর সাধকের সম্পৎ প্রদান করেন॥ ৫৮॥

* কৌলেশভৈরবীমন্ত্র।—এই ভৈরবীর ধ্যান পূজা সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায়, কেবল মাত্র মন্ত্রে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

যথা,—"সহৈং সহকলরীং সহরৌং"। এই মন্ত্রে, কৌলেশ-ভৈরবীর পূজা করিবে।

সকলসিদ্ধিদা ভৈরবীর মন্ত্র।—এই ভৈরবীর ধ্যান পূজা পূর্ব্বোক্তরূপ, কেবল "সহৈং সহকলরীং সহৌং" এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবীর ধ্যান পূজাও সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর পূজাপদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে; কেবল নাম ও মন্ত্র প্রভেদ।

মন্ত্র যথা,—"হসৈং হসকলরীং হসৌং" এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

চৈতন্যভৈরবীর ধ্যান।

উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং নানালঙ্কারভূষিতাং মুকুটাগ্রলসচ্চন্দ্ররেখাং রক্তাম্বরান্বিতাং। পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্তে কপালিনীং। বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীং॥ ৫৯॥ *

মন্ত্র :—সহৈং সকল হ্রীঁ সহরৌং।

ষট্‌কূটা ভৈরবীর ধ্যান।

বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাং। মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্যসমাংশুকাং। সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাং। পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাং॥ ৬০॥

চৈতন্য-ভৈরবী দেবীর উদয়শীল সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেহকান্তি, অঙ্গসকল নানারূপ ভূষণে বিভূষিত, মস্তকে মুকুট, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, ইনি রক্তবস্ত্রপরিধানা ও চতুর্ভুজা, ইঁহার বামকরযুগে পাশ ও অঙ্কুশ, এবং দক্ষিণকরদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা আছে, ইনি অতিশয় শোভাযুক্তা এবং অতিশয় ঘন, স্থূল ও উন্নত স্তনদ্বয়বিশিষ্টা॥ ৫৯॥

দেবীর দেহকান্তি বালসূর্য্যের ন্যায়, এবং বালসূর্য্যের ন্যায়

---

* কামেশ্বরী ভৈরবীর মন্ত্র।—"সহৈং সকল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সহরৌং"। এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে। এই দেবতার ধ্যান পূজাদি সকলই চৈতন্যভৈরবীর পূজা-পদ্ধতিক্রমে করিতে হইবে।

মন্ত্রঃ—ভরলকসহৈং ভরলকসহীং, ভরলকসহৌঃ।

রুদ্রভৈরবীর ধ্যান।

উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্। নানালঙ্কারযুক্তাঙ্গীং সর্ব্ববৈরিনিকৃন্তনীম্। বমদ্রুধিরমুণ্ডালীকলিতাং রক্তবাসসীম্। ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গং তথা খেটকমেব চ। পিনাকঞ্চ শরান্ দেবীং পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ। পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্॥ ৬১॥

মন্ত্রঃ—হসখফ্রেং হসকলহ্রীং হসৌঃ।

ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর ধ্যান।

জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্, চন্দ্ররেখাং

দেবীর দেহকান্তি বাল সূর্য্যের ন্যায়, এবং তদ্রূপ অরুণবর্ণ বসন-পরিধানা, স্বর্ণকুম্ভের ন্যায় স্থূল উন্নত স্তনদ্বয়। ইনি চারিহস্তে পাশ, অঙ্কুশ, পুস্তক ও জপমালা ধারণ করিয়াছেন॥ ৬০॥

রুদ্রভৈরবীর উদয়শীল সূর্য্যের ন্যায় দেহকান্তি, ললাটে শশিকলা এবং ত্রিনেত্র, নানাবিধ ভূষণে ভূষিতা, সর্ব্ব শত্রু-বিনাশিনী, রুধিরবমনশীলা মুণ্ডধারিণী, রক্তবস্ত্রপরিধানা, ইনি হস্তে ত্রিশূল, ডমরু, খড়্গ, গদা, ধনু, বাণ, পাশ, অঙ্কুশ, পুস্তক, অক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন। ত্রিশূলাদি অঙ্কুশপর্য্যন্ত অস্ত্র-সকল এক এক হস্তে দুইটি করিয়া আছে এবং অপর দুই হস্তে পুস্তক ও অক্ষমালা। এই দেবী দশভুজা। ইনি শবসিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন॥ ৬১॥

ভুবনেশ্বরীভৈরবী জবাপুষ্প ও দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা,

জটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তাম্বরীম্। নানালঙ্কারভূষিতাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্, পাশাঙ্কুশবরাভীতির্ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ ৬২ ॥

মন্ত্রঃ—হসৈং হসকলহ্রীঁ।

অন্নপূর্ণাভৈরবীর ধ্যান।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্। নবরত্ন-প্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্। চিত্রবস্ত্রপরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্। সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নত-পয়োধরাম্। গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্। কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্। নৃত্যান্তমনীশং হৃষ্টং

ইঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ও মস্তকে জটাভার আছে, ইনি ত্রিনেত্রা, রক্তবস্ত্রপরিধানা ও নানা-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা। ইঁহার স্তনদ্বয় স্থূল, উন্নত ও ঘন এবং হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা আছে ॥ ৬২ ॥

অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর দেহকান্তি প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায়, মস্তকে বালচন্দ্র শোভিত, নবরত্নপ্রভায় মুকুট প্রদীপ্ত হইয়াছে, দেহ কুঙ্কুমের তুল্য অরুণ বর্ণ, বিচিত্র বসন পরিধান এবং সফরের ন্যায় (পুঁটীমৎস্যের) ত্রিনয়ন, ইঁহার সুবর্ণকলসের ন্যায় স্থূল ও উন্নত স্তনদ্বয়, দেবী দুগ্ধফেণার ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র সম্পন্ন ও প্রসন্ন বদন, নীলকণ্ঠশোভিত সর্প-ভূষিতাঙ্গ, কুন্দপুষ্পসদৃশ দেহকান্তি, শম্ভুনাথকে নৃত্যপরায়ণ দেখিয়া আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়াছেন।

দৃষ্টানন্দময়ীং শরীর্। মানন্দীমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্। অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্ ॥৬৩॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

ছিন্নমস্তার ধ্যান।

স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েদর্দ্ধং বিকসিতং সিতম্। তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ। জবাকুসুম-সঙ্কাশং রক্তবন্ধূকসন্নিভম্। রজঃসত্ত্বতমোরেখাযোনি-মণ্ডলমণ্ডিতম্। মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসম-প্রভাম্। ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্। প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্। পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্। বিকীর্ণকেশপাশঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্। দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্। দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাম্।

ইঁহার আনন্দপূর্ণ মুখে চঞ্চলনেত্র শোভা পাইতেছে, ইঁহার কটিদেশে মেখলা বিরাজিত আছে, দেবীর নিতম্ব অতি বৃহৎ। দেবী অন্ন-দানে নিযুক্তা আছেন এবং লক্ষ্মী ও পৃথিবী কর্ত্তৃক বিভূষিতা ॥ ৬৩ ॥

স্বীয় নাভিতে অর্দ্ধবিকসিত শ্বেতপদ্ম ধ্যান করিবে। সেই পদ্মের কোষমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, ঐ মণ্ডল জবাপুষ্পবৎ রক্তবর্ণ ও রজঃসত্ত্বতমঃসংজ্ঞক রেখাত্রয়ে মণ্ডিত। সেই মণ্ডলমধ্যে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী ছিন্নমস্তা দেবী বিরাজিতা। তিনি স্বীয়

অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। রতিকামো-পরিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্। বিপরীতরতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনো-ভবৌ। ডাকিনীবর্ণিনীযুক্তাম্ বামদক্ষিণযোগতঃ। দেবী-গলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্। বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাম্মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বাম-দক্ষিণযোগতঃ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ী-মিব। প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। সদা ষোড়শবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্। ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্য্যানলোপমাম্। বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপঙক্তি-বলাকিনীম্। দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।

বামহস্তদ্বারা স্বীয় ছিন্নমস্তক ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার বদন বিস্তৃত ও রসনা লোলা। দেবী নিজ কণ্ঠ হইতে বিনির্গত শোণিত-ধারা পান করিতেছেন, তাঁহার কেশ আলুলায়িত ও নানারূপ পুষ্পে বিমণ্ডিত, দেবীর দক্ষিণকরে কর্ত্তৃকা ও গলে মুণ্ডমালা, দেবী দিগম্বরীও মহাভয়ঙ্করাকৃতি। তাঁহার দক্ষিণ চরণ অগ্রভাগে ও বাম চরণ কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। দেবী অস্থিনির্ম্মিত মালা ও সর্পময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া, বিপরীতরতাসক্ত রতিকামোপরি উপবিষ্টা আছেন। ইনি ষোড়শবর্ষীয়া, ইঁহার স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। দেবীর বামে ও দক্ষিণে ডাকিনী ও বর্ণিনী নামে দুই নায়িকা আছেন। তাঁহারাও দেবীর গলদেশ হইতে স্খলিত রুধিরধারা পান করিতেছেন। ঐ বর্ণিনী সৌম্যা-

মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্। লেলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্। করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্। আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ॥ ৬৩॥

মন্ত্রঃ—শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।

কৃতি রক্তবর্ণা, মুক্তকেশী ও নগ্না। তাঁহার বামকরে নরমুণ্ড ও দক্ষিণ করে কর্ত্তৃকা এবং গলদেশে সর্পনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান। ইনি জাজ্বল্যমান তেজঃস্বরূপা। ইঁহার দক্ষিণ চরণ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এই নায়িকা নানারূপ আভরণে বিভূষিতা, দ্বাদশবর্ষীয়াকৃতি এবং অস্থিনির্ম্মিত মালাদ্বারা বিমণ্ডিতা। দেবীর বামদিকে যে ডাকিনী আছেন, তাঁহার শরীরকান্তি কল্পান্তকালীন সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং জটাজুট বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্যমান এই ডাকিনী ত্রিনেত্রা এবং অতি শুভ্রদন্তবিশিষ্টা। ইঁহার করাল-দন্তে মুখ অতিভীষণ, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। ডাকিনী অতি ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা ও দিগম্বরী। দেবীর লোলরসনা অতি বৃহৎ। ইনি মুণ্ডনির্ম্মিত মালায় ভূষিতা। ইঁহার বামকরে নরমুণ্ড, দক্ষিণ করে কর্ত্তৃকা। ইনি দেবীর গলদেশ হইতে নির্গত রুধিরধারা পান করিতেছেন। হস্তে ভীষণাকার নরমুণ্ড ধারণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। উক্ত ডাকিনী ও বর্ণিনী ছিন্নমস্তাদেবীর সেবা করিতেছেন। সাধক উক্ত প্রকার দেবীর রূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান করিবে। ৬৩॥

চণ্ডীর ধ্যান।

বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্॥
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরদঞ্চাভয়ং ক্রমাৎ।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্॥ ৬৫॥
মন্ত্রঃ—হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥

উমার ধ্যান।

সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয়সমন্বিতাম্।
নীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা॥
সুশুক্লং চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্গে চ দক্ষিণে।
বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়ে॥

বন্ধূকপুষ্পের ন্যায় আভাবিশিষ্ট চণ্ডিকাদেবী পঞ্চমুণ্ডিস্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। মস্তকে প্রকাশিত চন্দ্রকলার ন্যায় রত্ন-মুকুট বিরাজিত। ইনি মুণ্ডমালাধারিণী, ত্রিনয়না ও রক্তবস্ত্র-পরিধানা; ইঁহার স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত; ইনি চারিহস্তে পুস্তক, অক্ষমালা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন; এবম্ভূতা চণ্ডিকা দেবী বেদাদিপ্রসিদ্ধ প্রমাণদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে সর্ব্বদা মাননীয়া॥ ৬৫॥

উমাদেবী সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং দ্বিভুজা। ইনি সর্ব্বদা বাম হস্তদ্বারা নীলপদ্ম ধারণ করিতেছেন। ইনি অতিশয় শুক্লবর্ণ চামর ধারণ করিয়া শিবের দক্ষিণাঙ্গে

বিনাপি মাতৃরূং তাং হি রুদ্রাং তক্তস্তু চিন্তয়েৎ।
দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বিতে পদ্মে পদ্মাসনগতাং সতীম্॥ ৬৬॥
মন্ত্রঃ—হ্রীঁ উমায়ৈ নমঃ॥

ব্রহ্মার ধ্যান।

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ। কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন। বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ। কমণ্ডলুর্ব্বামকরে শ্রুবো হস্তে চ দক্ষিণে। দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা শ্রুবঃ। আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বাগ্রতঃ স্থিতাঃ। সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী। সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদিতি বিচিন্তনম্॥ ৬৭॥

মন্ত্রঃ—বোঁ ব্রহ্মণে নমঃ। অথবা ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

দক্ষিণ হস্ত বিন্যস্ত করিয়াছেন, এইরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিবে। ভক্তেরা তাঁহাকে মাতৃরূপে চিন্তা না করিয়া রুদ্রারূপে চিন্তা করিয়া থাকে। তিনি দ্বিভুজা, স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণা, এবং পদ্ম-চামর-ধারিণী॥ ৬৬॥

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুর্মুখ ও চারিহস্ত, ইনি কখনও রক্তপদ্মে এবং কখনও বা হংসে উপবিষ্ট থাকেন, ইঁহার দেহকান্তি শ্বেতরক্ত মিশ্রিত, দেহ উচ্চ ও স্থূল, বাম করে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ করে শ্রুব, দক্ষিণের অধোহস্তে মালা, বাম অধোহস্তে শ্রুব এবং বামভাগে আজ্যস্থালী ও অগ্রভাগে বেদ অবস্থিত। ইঁহার বামভাগে সাবিত্রী

সত্যনারায়ণের ধ্যান।

ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতম্। লোক-নাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিম্। ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতম্, গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম ॥ ৬৮ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ।

বলদেবের ধ্যান।

বলক্ষ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।
কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্ ॥
নীলাম্বরধরঞ্চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।

দেবী, দক্ষিণভাগে সরস্বতী দেবী এবং অগ্রভাগে ঋষিগণ অবস্থিত আছেন, ব্রহ্মাকে এইরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৬৭ ॥

সত্যদেব সমস্ত গুণের অতীত, অর্থাৎ তিনি কোন গুণেরই বিষয়ীভূত নহেন, অথচ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়যুক্ত ও জগতের পিতা এবং ত্রিলোকের ঈশ্বর, ইঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র এবং ইনি স্বয়ং হরি। ইঁহার দেহকান্তি নীল উৎপলের ন্যায়। ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করিয়াছেন, চতুর্ভুজ ও শ্রীবৎসপদচিহ্নে বিভূষিত, গোবিন্দ গোকুলের আনন্দবর্দ্ধক, জগতের পিতা এবং গুরু ॥ ৬৮ ॥

ইঁহার দেহ কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র ও শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল; মুখ বিকট এবং বৃহৎ, পরিধানে নীলবস্ত্র, মহা উগ্রস্বভাব ও অত্যন্ত বলযুক্ত, মদেতে উদ্ধতপ্রকৃতি, দ্বিভুজ, ইনি

কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্।
মহাবলং হলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্॥ ৬৯॥
মন্ত্রঃ—ওঁ বলদেবায় নমঃ।

জগন্নাথের ধ্যান।

পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্। মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্। শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষিতম্। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্। দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ। সেব্যমানং সদা চারুকোটিসূর্য্যসমপ্রভম্। ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥ ৭০॥

মন্ত্রঃ—ওঁ জগন্নাথদেবায় নমঃ।

দিব্য কুণ্ডল ও মুষল ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ রৌহিণের বলদেবকে চিন্তা করিবে॥ ৬৯॥

জগন্নাথদেব স্থূলকায় ও দ্বিবাহু, ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেহ, পদ্মপত্রের ন্যায় নয়ন, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র, উত্তম মুখ এবং হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। মুকুট, অঙ্গদের দ্বারা বিভূষিত; ইনি সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত, বনমালায় বিভূষিত; দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর ও নাগগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেবিত এবং কোটী সূর্য্যের তুল্য সুন্দর প্রভাশালী ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের ফলপ্রদায়ক॥ ৭০॥

যুগলকিশোরের ধ্যান।

হেমেন্দীবরকান্তিমঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনম্। নিত্যাভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীলপীতাম্বরম্। নানা-ভূষণভূষণাঙ্গমধুরং কৈশোররূপং যুগম্। গান্ধর্ব্বাজন-মব্যয়ং সুললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে॥ ৭১॥

মন্ত্রঃ—ওঁ যুগলকিশোরায় নমঃ।

বুদ্ধের ধ্যান।

শান্তং সদাপ্রাণিবধাতিভীতম্, বৃহজ্জটাজূটধরো-ত্তমাঙ্গম্। তনূল্লসদ্গৈরিকগৌরবস্ত্রম্, যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্॥ ৭২॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বুদ্ধায় নমঃ।

কল্কির ধ্যান।

সজলজলদদেহো বাতবেগৈকদেহঃ। করধৃতকরবালঃ

স্বর্ণপদ্মের ন্যায় সুন্দর দেহকান্তি এবং জগৎ-মোহনকারী, নৃত্যপরায়ণা ললিতাদি সখীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত, ঈষৎ নীল ও পীতবর্ণবস্ত্র পরিধান, নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত ও যুগলকিশোররূপী কমনীয় দেহ এবং জগতের নিত্য স্মরণীয় দেবকে ভজনা করি॥ ৭১॥

সর্ব্বদা শান্তপ্রকৃতি এবং প্রাণিবধে অতিশয় ভীত, ইনি বৃহৎ জটাসমূহ ধারণ করিয়াছেন এবং উত্তমাঙ্গ, উল্লসিত তনু ও গৈরিক-দ্বারা কষায়িত গৌরবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, ঈদৃশ যোগিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবকে আমি ভজনা করি॥ ৭২॥

সজল মেঘের ন্যায় দেহকান্তি ও প্রবল পবনের তুল্য অত্যন্ত বলযুক্ত দেহ, হস্তে করবাল এবং ইনি জগজ্জনের একমাত্র পালক

সর্ব্বলোকৈকপালঃ। কলিকুলনাশহন্তা সত্যধর্ম্মপ্রণেতা। কলয়তু কুশলং বঃ কল্কিরূপঃ স ভূপঃ॥ ৭৩॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কল্কিনে নমঃ।

মৎস্যাবতারের ধ্যান।

নাভ্যধো রোহিতসম আকণ্ঠশ্চ নরাকৃতিঃ। ঘনশ্যাম-শ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। শৃঙ্গীমৎস্যানিভো মূর্দ্ধা লক্ষ্মী-বক্ষোবিরাজিতঃ। পদ্মচিহ্নিতসর্ব্বাঙ্গঃ সুন্দরশ্চারু-লোচনঃ॥ ৭৪॥ মন্ত্রঃ—ওঁ মৎস্যায় নমঃ।

বামনাবতারের ধ্যান।

শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং পূর্ণেন্দুসদৃশদ্যুতিম্। সুন্দরং পুণ্ডরীকাক্ষমতিখর্ব্বতরং হরিম্। বটুবেশধরং দেবং সর্ব্ববেদান্তগোচরম্। মেখলাজিনদণ্ডাদিচিহ্নেনাঙ্কিত-মীশ্বরম্॥ ৭৫॥ মন্ত্রঃ—ওঁ বামনায় নমঃ।

ও সত্য ধর্ম্মপ্রণয়ন-কর্ত্তা, এই কল্কিরূপী রাজা তোমাদের কলির কুশল বর্দ্ধন করুন॥ ৭৩॥

নাভিদেশের অধোভাগ রোহিতমৎস্যের ন্যায় ও ঊর্দ্ধভাগ নরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, গাঢ় শ্যামবর্ণ-দেহ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, শৃঙ্গী মৎস্যের ন্যায় মূর্দ্ধার আভা, বক্ষো-দেশে লক্ষ্মী বিরাজিত, সর্ব্বাঙ্গ পদ্মচিহ্নিত, সুন্দর নয়নযুগল॥ ৭৪॥

শ্রীবৎসলাঞ্ছন ও কৌস্তভদ্বারা শোভিতবক্ষঃ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দেহের প্রভা, সুন্দর শ্বেতপদ্মের ন্যায় নয়নযুগল, ইনি অত্যন্ত খর্ব্ব, ইনি স্বয়ং হরি এবং ব্রাহ্মণের বেশধারী ও সমস্ত বেদবেদান্তবেত্তা

অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান।

নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্ত্রিনেত্রং। পাশারুণোৎপল-কপালকশূলহস্তম্। অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষণ বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্॥ ৭৬॥

মন্ত্রঃ—রং ক্ষং মং রং যং ওঁ উং।

ত্র্যম্বকশিবের ধ্যান।

হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো, দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্। অঙ্কন্যস্ত-করদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবম্, স্বচ্ছাম্ভোজগতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে॥ ৭৭॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ উর্ব্বারুকমিববন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ।

এবং মেখলা অজিনদণ্ডাদি চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত, ঈশ্বরস্বরূপ, ঈদৃশ, বামন দেবকে চিন্তা করিবে॥ ৭৫॥

ইঁহার নীলবর্ণ প্রবালের ন্যায় দেহকান্তি, ত্রিনয়ন; ইনি কর-চতুষ্টয়ে পাশ, রক্তোৎপল, কপাল ও ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন, ইঁহার অর্দ্ধদেহ অম্বিকা ও অর্দ্ধদেহ ঈশ্বরস্বরূপ এবং ইনি বিভিন্ন ভূষায় ভূষিত, ইঁহার মস্তকে বালচন্দ্রযুক্ত মুকুট, ঈদৃশ রূপযুক্ত দেবতাকে প্রণাম করি॥ ৭৬॥

ত্র্যম্বক শিব দুইটী অমৃতরসপরিপূর্ণ কলসী উভয় হস্তে ধারণ করতঃ তদ্দ্বারা শিরোদেশ আপ্লাবিত করিতেছেন এবং অপর দুই

চন্দ্রশেখর শিবের ধ্যান।

ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং ভস্মরেণুবিভূষিতম্। শূলডমরুহস্তঞ্চ কমণ্ডলুধরং বিভুম্। জটাধরং চোগ্রতেজং বালার্কমিব বর্চ্চসা। নিরীক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনম্। বিশ্বরূপং স্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরম্। শূন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভুম্। এবমেব নরো ধ্যায়েৎ তং দেবং পরমেশ্বরম্ ॥ ৭৮ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ শিবায়।

হরগৌরী শিবের ধ্যান।

চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণম্। আদিলিঙ্গং জটাজূটরত্নমৌলিবিরাজিতম্। নীলগ্রীবাম্বরাবাশং নাগ-

---

হস্তে মৃগ ও অক্ষবলয় ধারণ করিয়া আছেন; ইনি দুই হস্ত স্বীয় অঙ্গে ন্যস্ত করিয়া, অপর দুই হস্তে অমৃতপূর্ণ কলসী ধারণ করিয়া আছেন, কৈলাশেশ্বর শিব অষ্টহস্তবিশিষ্ট এবং নবচন্দ্রের দ্বারা শোভিত, মুকুট ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, এই দেবকে ভজনা করি ॥ ৭৭ ॥

ইঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও অঙ্গ ভস্মরেণুদ্বারা বিভূষিত; ইনি হস্তদ্বারা ত্রিশূল, ডমরু কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন, ইঁহার মস্তকে জটাভার, ইনি অতি উগ্রতেজা, ইঁহার বালসূর্য্যের ন্যায় দেহের প্রভা, ইনি অব্যয়, নিরাকার, নিরঞ্জন, বিশ্বরূপস্বরূপ এবং শব্দরূপ মহেশ্বর, শূন্য হইতে অতিশয় শূন্য ও লয় হইতেও লয়তর ঈদৃশ পরমেশ্বরকে মানব ধ্যান করিবে ॥ ৭৮ ॥

ইঁহার কোটীচন্দ্রের ন্যায় দেহপ্রভা, ইনি ত্রিনেত্র এবং

হারাভিশোভিতম্ । বরদাভয়হস্তক হরিণঙ্ক পরম্পরম্ । দধানং নাগবলয়ং কেয়ূরাঙ্গদমুদ্রিকাম্ । ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হরগৌর্য্যৈ নমঃ ।

কালরুদ্রের ধ্যান ।

কৈলাসাচলসন্নিভং ত্রিনয়নং পঞ্চাস্যমম্বাবৃতম্ । নীলগ্রীবমহীশভূষণধরং ব্যাঘ্রত্বচা প্রাবৃতম্ । অক্ষস্রগ্ বরকুণ্ডিকাভয়ধরং চান্দ্রীং কলাং বিভ্রতম্ । গঙ্গাম্ভোবিলসজ্জটং দশভুজং বন্দে মহেশং পরম্ ॥ ৮০ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় কালরুদ্রায় শিবায় নমঃ ।

চন্দ্রদ্বারা অলঙ্কৃত । ইনি আদি লিঙ্গ, জটাসমূহদ্বারা মস্তক শোভিত ইনি নীলগ্রীব, ইঁহার পরিধানে নীলাম্বর এবং নাগহারদ্বারা কণ্ঠদেশ শোভিত, ইনি যথাক্রমে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ও মৃগমুদ্রাধারী, ইঁহার হস্তে নাগবলয় এবং ইনি কেয়ূর ও অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ॥ ৭৯ ॥

কৈলাসপর্ব্বতেরন্যায় শুভ্র দেহ, ত্রিলোচন, পঞ্চমুখ ও নীলগ্রীব, ইনি সর্পরাজ অনন্তকে ধারণ করিয়া আছেন; ইঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, ইনি অক্ষমালা, কুণ্ডিকা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন এবং ইঁহার ললাটে চন্দ্র বিরাজিত, জটাকলাপ গঙ্গাসলিলদ্বারা শোভিত এবং ইনি দশবাহু, ঈদৃশ পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ৮০ ॥

ধ্যানান্তর।

উদ্যদ্ভাস্বৎকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রম্, বিদ্যুজ্জ্বালাকলাপোজ্জ্বলবিপুলজটাজূটবদ্ধেন্দুখণ্ডম্। ঘণ্টা-টঙ্কাভয়েষ্টান্যপি নিজভুজৈর্বিভ্রতং ভীষণাঙ্গম্, শ্রীমৎকালাখ্যরুদ্রং প্রণত ভয়হরং সাট্টহাসং ভজামঃ॥ ৮১॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কালরুদ্রায় নমঃ।

মহাকালের ধ্যান।

ধূম্রবর্ণং মহাকালং জটাভারান্বিতং যজেৎ। ত্রিনেত্রং শিবরূপঞ্চ শক্তিযুক্তং নিরাময়ম্। দিগম্বরং ঘোররূপং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্। নির্গুণঞ্চ গুণাধারং কালীস্থানং পুনঃ পুনঃ॥ ৮২॥ মন্ত্রঃ—ওঁ মহাকালায় নমঃ।

অন্যপ্রকার ধ্যান ও মন্ত্র কালীপূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

উদয়শীল কোটিসূর্য্যের ন্যায় দেহকান্তি, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় ইঁহার নেত্রত্রয়, বিদ্যুৎশিখাসমূহস্বরূপ উজ্জ্বল বিপুল জটাভার এবং ইঁহার শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা শোভিত। ঘণ্টা, টঙ্ক, অভয়-মুদ্রা ও বরমুদ্রা স্বীয় করে ধারণ করিয়াছেন; ইনি ভয়ঙ্করাকৃতি, অতিশয় হাস্যযুক্ত ও প্রণতজনগণের ভয়হারক, ঈদৃশ কালাখ্য রুদ্রদেবকে ভজনা করি॥ ৮১॥

মহাকালের ধূম্রবর্ণ দেহ, মস্তকে জটা, ত্রিনেত্র, ইনি শিবরূপী, শক্তিযুক্ত ও নিরাময়, ইনি দিগম্বর, ঘোররূপী, নীল অঞ্জনরাশির ন্যায় প্রভাযুক্ত; ইনি নির্গুণ, অথচ সমস্ত গুণের আধার, নিরন্তর কালীস্থানাভিষিক্ত॥ ৮২॥

আনন্দ ভৈরবের ধ্যান।

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। অষ্টাদশ-ভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্। বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতম্। কপালখট্বাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্। পাশা-ঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারিণম্। খড়্গখেটকপট্টিশ-মুদ্গরং শূলদণ্ডধৃক্। বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়-পাণিনম্। লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥৮৩॥

কামেশ্বরের ধ্যান।

দেবং কামেশ্বরং তত্র পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভুজম্, ভস্মচ্ছুরিতং মধ্যহৃদি রক্তারক্তঞ্চ কুঙ্কুমৈঃ॥ ত্রিশূলঞ্চ পিণাকঞ্চ বাম-

---

ইঁহার দেহজ্যোতি কোটিসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল; ইঁহার অষ্টাদশ বাহু, পঞ্চমুখ ও ত্রিনয়ন; ইনি অমৃতসাগরমধ্যস্থ পদ্মোপরি উপবিষ্ট, বৃষবান, ইঁহার কণ্ঠ-দেশ নীলবর্ণ, ইনি সর্ব্বাভরণে ভূষিত; কপাল, খট্বাঙ্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা, মুষল, খড়্গ, খেটক, পট্টিশ, মুদ্গর, ত্রিশূল, দণ্ড, বিচিত্র খেটক, মুণ্ড, বরমুদ্রা অভয়মুদ্রা প্রভৃতি অস্ত্র হস্তসমূহের দ্বারা ধারণ করিয়াছেন এবং অপর দুইহস্ত দ্বারা ঘণ্টা ও ডমরু-বাদনে তৎপর আছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ ঈদৃশ দেবদেব আনন্দ ভৈরবকে চিন্তা করিবে॥ ৮৩॥

কামেশ্বর শিব পঞ্চমুখ, চতুর্ব্বাহু এবং ভস্মবিলেপিত দেহ, কুঙ্কুমাদিদ্বারা রক্তারক্তবক্ষ, বামহস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পিণাক,

হস্তদ্বয়ে ধৃতম্। উৎপলং বীজপুরঞ্চ দক্ষিণদ্বিতীয়ে তথা শ্বেতপদ্মোপরিস্থঞ্চ ধ্যাত্বা মধ্যে প্রপূজয়েৎ ॥ ৮৪ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কাং কামেশ্বরায় শিবায় নমঃ।

মঞ্জুঘোষের ধ্যান।

শশধরমিব শুভ্রং খড়্গপুস্তাঙ্কপাণিম্। সুরুচিরমতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্। পৃথুতরবরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষম্। কুমতিদহনদক্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি ॥ ৮৫ ॥

মন্ত্রঃ—১। হ্রীঁং ॥ ২ ॥ ক্রোঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান।

দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্। মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রয়তস্তথা ॥ ৮৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো মার্কণ্ডেয়ায়।

দক্ষিণহস্তদ্বয়ে উৎপল ও দাড়িম্ব এবং শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্ট। ঈদৃশ দেবতাকে ধ্যান করিবে ॥ ৮৪ ॥

ইনি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র এবং খড়্গ ও পুস্তকধারী, ইঁহার সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় শরীর, ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, মস্তকে পঞ্চচূড়া এবং কুমার, ইঁহার নেত্র বিশাল এবং শ্রেষ্ঠ পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, কুমতিবিনাশকারী, মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি ॥ ৮৫ ॥

দুই বাহু, অতি জটিলদেহ, শান্তস্বভাব, অতিশয় বৃদ্ধ, এবং চিরজীবী, ঈদৃশ মার্কণ্ডেয়কে নরগণ ভক্তিসহকারে সংযতচিত্তে ধ্যান করিবে ॥ ৮৬ ॥

অগ্নির ধ্যান।

পিঙ্গভ্রূঃ শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গো জঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥ ৮৭ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।

হনুমানের ধ্যান।

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন ॥ লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্। জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটি-সমপ্রভম্। অঙ্গদাদ্যৈর্ম্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্ ॥ ৮৮ ॥

মন্ত্রঃ—হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুঁ ফট্।

বাস্তুদেবের ধ্যান।

অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণম্। সুসিতসুভগসৌম্যং

অগ্নির ভ্রূ-দ্বয়, শ্মশ্রু, কেশ ও নয়ন প্রভৃতি পিঙ্গলবর্ণ, স্থূলদেহ, উদর রক্তবর্ণ, তিনি ছাগোপরি উপবিষ্ট, সপ্তশিখাবিশিষ্ট, একহস্তে অক্ষসূত্র, অপরহস্তে শক্তি ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৮৭ ॥

মহাপর্ব্বত উৎপাটন করিয়া "রে দুষ্ট রণে অবস্থান কর—অবস্থান কর" এই বাক্য উচ্চৈস্বরে প্রয়োগপূর্ব্বক রাবণের প্রতি ধাবমান এবং লাক্ষারসে অরুণবর্ণ দেহ ও কালান্তক যমসদৃশ ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় নয়নদ্বয় কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। অঙ্গদাদি মহাবীর কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, রুদ্রস্বরূপ হনুমানকে চিন্তা করিবে ॥ ৮৮ ॥

স্বর্ণকান্তমণির ন্যায় বাস্তুদেবের দেহকান্তি ও কুণ্ডলধারা

দণ্ডপাণিং সুরেশং। নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপম্।
নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি ॥ ৮৯ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

ইন্দ্রের ধ্যান।

পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্। সর্ব্বালঙ্কার-সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্ ॥ ৯৫ ॥

মন্ত্রঃ—ইং ইন্দ্রায় নমঃ।

কুবেরের ধ্যান।

কুবেরং ধনদং খর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহ্যকসেবিতম্ ॥ ৯১ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ কুবেরায়।

শ্রবণদ্বয় পরিশোভিত এবং সৌভাগ্যশালী, অতি শান্ত ও সুন্দর বেশ, ইঁহার হস্তে দণ্ড শোভা পাইতেছে, ইনি অখিল সংসারে জনগণের নিবাসস্বরূপ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপ, নতজন-গণের ভয়বিনাশক, ঈদৃশ বাস্তুদেবকে অর্চ্চনা করি ॥ ৮৯ ॥

ইনি পীতবর্ণ, দ্বিভুজ এবং একহস্তে বজ্র, অপরহস্তে পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, ইনি দিক্‌পতি ও দেবগণের রাজা এবং সর্ব্বাভরণে ভূষিত ॥ ৮৯ ॥

কুবেরের দ্বিবাহু, খর্ব্বাকৃতি দেহ এবং পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র, ইনি ধনদানকর্ত্তা, সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও যক্ষগুহ্যকগণকর্ত্তৃক সেবিত ॥ ৯০ ॥

পঞ্চানন দেব দ্বিভুজ, জটাধারী, অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, কৃপার

পঞ্চাননের ধ্যান ।

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণাসাগরং বিভুম্। ব্যাঘ্র-চর্ম্মপরিধানং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্। লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্। ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং ভজে ॥ ২২ ॥

অন্নপূর্ণার ধ্যান ।

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তন-ভারনম্রাম্। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্ ॥ ২৪ ॥

মন্ত্রঃ—হ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা ।

মহিষমর্দ্দিনীর ধ্যান ।

গরুড়োৎপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাম্। নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীম্। শঙ্খচক্রকৃপাণ-

---

সাগর এবং ইঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কণ্ঠদেশ যজ্ঞসূত্রদ্বারা পরিশোভিত, ইনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, ভক্তগণের অভীষ্টফলদায়ক ও ব্যাধির ঈশ্বর ॥ ২১ ॥

অন্নপূর্ণাদেবীর শরীর রক্তবর্ণ, বিচিত্র বস্ত্রপরিধান এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান আছে, দেবী সর্ব্বদা অন্নদানে নিযুক্ত সর্ব্ব-প্রকার আভরণে বিভূষিতা ইঁহার দেহযষ্টি স্তনভারে বিনম্র, ইনি অর্দ্ধচন্দ্রাভরণ নর্ত্তনশীল শিবকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, ঈদৃশী ভবদুঃখবিনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি। ২৪।

দেবীর উৎপলের ন্যায় দেহকান্তি, মণিময়কুণ্ডলধারা শোভ-

খেটকবাণকার্ম্মুকশূলকান্। তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজ-বাহুভিঃ শশিশেখরাং ॥ ২৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ ওঁ হুঁ ওঁ নমো মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা।

চামুণ্ডার ধ্যান।

দংষ্ট্রাকোটিবিষঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা। খট্বাঙ্গাসিনিগূঢ়দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ। শ্যামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়ঙ্করী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতা, চামুণ্ডাশববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ ॥ ২৭ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় * অমুকং স্বাহা।

মনসার ধ্যান।

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদা-ন্যাম্। হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব।

মানা, ত্রিনয়ন এবং মহিষের মস্তকে উপবিষ্টা, ইনি অষ্টভুজা, ইঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, খেটক, বাণ, শূল ও তর্জ্জনিমুদ্রা এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে ॥ ২৫ ॥

চামুণ্ডাদেবী বিকট দন্তে ভয়ঙ্করাকৃতি ও সুবদনা, ইনি নিবিড় অন্ধকারে অবস্থিতি করেন; এই দেবতা চতুর্ভুজা, ইঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খট্বাঙ্গ ও অসি এবং বাম হস্তদ্বয়ে পাশ ও নরমুণ্ড আছে, ইঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও কেশগুলি পিঙ্গলবর্ণ, ইনি ভয়ঙ্করবেশা, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারিণী এবং শবোপরি উপবিষ্টা ॥ ২৬ ॥

যিনি সর্পদিগের মাতা, যাঁহার বদন শশধরের তুল্য, যাঁহার দেহকান্তি মনোজ্ঞ, যিনি হংসের উপরে উপবিষ্টা ও উদারচরিত্রা,

* বশীকরণ কার্য্যে এই ধ্যান ও মন্ত্রের প্রয়োগ হয়।

স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্মুক্তয়া চ প্রবালৈ-র্ব্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥ ৯৭॥

মন্ত্রঃ—বাং শ্রীঁ বিষহরায়ৈ নমঃ।

শীতলার ধ্যান।

শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগবিলসন্মার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভাম্। মার্জ্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈক্ষিপন্তীং। দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নি সূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং, বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপপ্রশমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি॥ ৯৮॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং শ্রীঁ শীতলায়ৈ নমঃ।

যাঁহার বস্ত্র রক্তবর্ণ, যিনি সদাকাল সর্ব্ববিধ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার বদনকমল অতি প্রফুল্ল, যাঁহার অঙ্গ স্বর্ণমণিগণ ও মুক্তা এবং প্রবালদ্বারা ভূষিত, যিনি অনন্তাদি অষ্টনাগের সহিত বর্ত্তমান, যাঁহার কুচযুগল সমুন্নত, সেই কামরূপা সর্পিণীকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ৯৭॥

যাঁহার অঙ্গ শ্বেত, যিনি গর্দ্দভোপরি উপবিষ্ট এবং যাঁহার হস্তদ্বয়ে মার্জ্জনী (ঝাঁটা) ও জলপূর্ণ কুম্ভ আছে; যিনি ত্রিলোকের তাপশান্তির নিমিত্ত মার্জ্জনী দ্বারায় পূর্ণকুম্ভ হইতে অমৃতময় জল ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, যিনি দিগ্বস্ত্রা অর্থাৎ উলঙ্গিনী, যাঁহার মস্তকোপরি সূর্প (কুলা) আছে, স্বর্ণ ও মণিসমূহদ্বারা যাঁহার অঙ্গ

সূতিকাষষ্ঠীর ধ্যান্।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং নানালঙ্কারভূষিতাং। বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্। পট্টবস্ত্রপরিধানাম্ পীনোন্নতপয়োধরাম্। অঙ্কার্পিতসুতাম্ ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥ ৯৯॥

মন্ত্রঃ—হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ।

অরণ্যষষ্ঠীর ধ্যান।

দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ। গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্। দিব্যবস্ত্র-পরিধানাং বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্। প্রসন্নবদনাং নিত্যাং

বিভূষিত, যিনি ত্রিনেত্রা এবং বিস্ফোটকাদি রোগের উগ্রতাপের শান্তিকারিণী, সেই শীতলাদেবীকে আমি ভজনা করি॥ ৯৮॥

সূতিকাষষ্ঠীদেবী, দ্বিভুজা এবং স্বর্ণবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা। ইনি একহস্তে বরমুদ্রা ও অপর হস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন এবং ইঁহার বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায়, ইনি পট্টবস্ত্র পরিধানা এবং পীন ও উন্নত পয়োধরযুক্তা, ষষ্ঠীদেবী পুত্র ক্রোড়ে করিয়া পদ্মোপরি উপবিষ্টা আছেন; এইরূপ চিন্তা করিবে॥ ৯৯॥

ষষ্ঠীদেবী দ্বিভুজা এবং যুবতী, ইনি একহস্তে বরমুদ্রা ও অন্য-হস্তদ্বারা অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন। এই মহাদেবী গৌরবর্ণা এবং নানা অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত, দিব্যবস্ত্র পরিধানা ও বাম-

জগদ্ধাত্রীং সুতপ্রদাম্। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥ ১০০ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বিন্ধ্যবাসিন্যৈ স্কন্দষষ্ঠ্যৈ নমঃ।

জ্বরের ধ্যান।

জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥ ১০১ ॥
মন্ত্রঃ—ওঁ জ্বরায় নমঃ।

বিশ্বকর্ম্মার ধ্যান।

বিশ্বকর্ম্মন্ মহাভাগ সুচিত্রকর্ম্মকারক।
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ ত্বঞ্চ বাসনামানদণ্ডধৃক্ ॥ ১০২ ॥
মন্ত্রঃ—ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ।

ক্রোড়ে পুত্রধারণ করিয়া আছেন। ইনি সর্ব্বদাই প্রসন্নবদনা ও জগতের জননীস্বরূপা এবং সুতপ্রদানকারিণী, ইনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা ইহার পয়োধরযুগল কঠিন ও উন্নত ॥ ১০০ ॥

জ্বরদেবের তিন পদ ও তিনটী মস্তক, ছয় হাত ও নয়টী চক্ষু, ভস্ম ইঁহার অস্ত্র, ইনি রুদ্রতেজঃসম্ভূত কৃতান্তসদৃশ ॥ ১০১ ॥

হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি মহাভাগ, তুমি সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়া থাক, তুমি বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছ, তুমি বিশ্বসংসারকে ধারণ করিয়াছ, এবং তুমি সকলের বাসনার মানদণ্ড ধারণ করিয়াছ অর্থাৎ যাহার যে বাসনা তাহাই পূর্ণ করিয়া থাক ॥ ১০২ ॥

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর ধ্যান।

শবোপরি সমাসীনাং রক্তাম্বরপরিচ্ছদাম্।
রক্তালঙ্কারসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্।
ষোড়শাব্দাঞ্চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
কপাল-কর্ত্তৃকাহস্তাং পরাং জ্যোতিঃস্বরূপিণীম্।
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিদুত্তমঃ॥ ১০৩॥

মন্ত্র—উচ্ছিষ্টচণ্ডালি মাতঙ্গি সর্ব্ববশঙ্করি নমঃ স্বাহা।

সরস্বতীর ধ্যান।

তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী, সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥ ১০৪॥

মন্ত্রঃ—ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

দেবী শবোপরি উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, রক্তবর্ণ আভরণে বিভূষিতা, গলদেশ গুঞ্জাহারে পরিশোভিত, এবং দেবী ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী; ইনি পীনোন্নতপয়োধরা, ইঁহার বামহস্তে নরকপাল ও দক্ষিণহস্তে কর্ত্তৃকা, ইনি সাক্ষাৎ তেজঃস্বরূপিণী, মন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ দেবীর এইরূপ ধ্যান করিবে॥ ১০৩॥

তরুণ অর্দ্ধচন্দ্রে দেবীর শিরোদেশ পরিশোভিত, দেহকান্তি শুভ্রবর্ণ, স্তনভরে ঈষন্নমিতাঙ্গী, শুভ্রবর্ণ পদ্মোপরি উপবিষ্টা, ইঁহার করকমলযুগলে লেখনী ও পুস্তক, এই বাগ্‌দেবতা সকল বিভবসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ১০৪॥

পারিজাতসরস্বতীর ধ্যান।

হংসারূঢ়া বরহসিতহারেন্দুকুন্দাবদাতা, বাণী মন্দস্মিত-তরমুখী মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা, বিদ্যা-বীণামৃতময়ঘটাক্ষস্রজা, দীপ্ত-হস্তা, শ্বেতাব্জস্থা ভবদভিমতপ্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ॥ ১০৫॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ হৈসরং হ্রীঁ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

লক্ষ্মীর ধ্যান।

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ, পদ্মা-সনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।* গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥ ১০৬॥*

মন্ত্রঃ—শ্রীঁ লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

দেবী হংসোপরি উপবিষ্টা, শ্বেতবর্ণা ও হাস্যবদনা, ইঁহার শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্ররেখাদ্বারা পরিশোভিত, হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতপূর্ণকুম্ভ, অক্ষমালা আছে; ইনি শ্বেতপদ্মস্থা, এই ভারতী দেবী প্রাণিবর্গের অভীষ্টসিদ্ধিকরী হউন॥ ১০৫॥

লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণাঙ্গে ও বামাঙ্গে পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম, অঙ্কুশ প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত, এবং গৌরবর্ণ দেহকান্তি, সুচারু

---

* পুরাণান্তরে লক্ষ্মীদেবী চতুর্ভুজা বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ধ্যানেই চতুর্ভুজাবিষয়ে, কিন্তু আমরা এই ধ্যানে দ্বিভুজা লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকি

অলক্ষ্মীর ধ্যান।

অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাঞ্চ ক্রোধনাং কলহপ্রিয়াং কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাম্। ভগ্নাসনস্থাং দ্বিভুজাং শর্করাঘৃষ্টচন্দনাম্, সম্মার্জ্জনী-সব্যহস্তাং দক্ষিণহস্তসূর্পকাম্। তৈলাভ্যঙ্গিতগাত্রাঞ্চ গর্দ্দভারোহণাং ভজে॥১০৭॥

মন্ত্রঃ—ওঁ অলক্ষ্ম্যৈ নমঃ।

সীতার ধ্যান।

নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাম্, গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাম্। কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং, ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্॥ ১০৮॥

মন্ত্রঃ—শ্রীঁ সীতায়ৈ নমঃ।

লাবণ্য-ময়ী, নানাবিধ আভরণে ভূষিতা এবং ত্রৈলোক্য-জননী, ইঁহার বামকরে সুবর্ণ-পদ্ম, এবং ইনি দক্ষিণ হস্তদ্বারা বরদানে নিযুক্তা॥ ১০৬॥

অলক্ষ্মীদেবীর দেহকান্তি কৃষ্ণবর্ণ, ইনি অতিশয় ক্রোধযুক্তা ও কলহপ্রিয়া, ইঁহার পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, ইনি লৌহনির্ম্মিত আভরণে ভূষিতা ও ভগ্নাসনোপরি উপবিষ্টা, ইনি দ্বিভুজা, ইঁহার বামহস্তে মার্জ্জনী (ঝাঁটা) ও দক্ষিণ হস্তে সূর্প (কুলা) এবং তৈলাক্ত কলেবরা, ইনি গর্দ্দভোপরি আরূঢ়া॥ ১০৭॥

সীতাদেবীর নীলপদ্ম-বিনিন্দিত অতি সুন্দর নয়নযুগল, পরিধানে নীলবস্ত্র, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, এবং গৌরবর্ণা,

শুবচনীর ধ্যান।

রক্তপদ্মচতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না চন্দ্রার্দ্ধকারাঙ্কিতা, পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা, ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুধরা বাভীতিহস্তা শিবা, ধ্যেয়া সা শুভবাচনী ত্রিজগতাং সর্ব্বাপদুদ্ধারিণী ॥ ১০৯ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ শুবচনীদেব্যৈ নমঃ।

সাবিত্রীর ধ্যান ॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসাম্। গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসহস্রসমসন্নিভাম্, ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণ-

---

শরৎকালীন চন্দ্রসদৃশ সুন্দর মুখ এবং ঈষৎহাস্যযুক্ত বিম্বাধর, ইনি সাধককে করুণারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন, ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক বন্দিতা এবং সমস্ত মানবের ঈপ্সিত ফলপ্রদা, রামের পরম প্রণয়িনী জানকী দেবীকে ধ্যান করিবে ॥ ১০৮ ॥

রক্তপদ্মের ন্যায় দেবীর দেহকান্তি, ইনি চতুর্ম্মুখী, এবং ত্রিনয়না, ইঁহার শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা পরিশোভিত, অতি উচ্চ স্থূল স্তনদ্বয়, পরিধানে অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র ইনি হংসোপরি উপবিষ্টা, ব্রহ্মার আনন্দবর্দ্ধিনী, ইঁহার হস্তদ্বয়ে কমণ্ডলু ও অভয়মুদ্রা, ইনি মঙ্গলপ্রদা ত্রিজগতের সমস্ত বিপদুদ্ধারিণী। এতাদৃশরূপিণী শুভবাচনী দেবীকে ধ্যান করিবে ॥ ১০৯ ॥

তপ্তকাঞ্চনের সদৃশ দেবীর দেহকান্তি, ব্রহ্মতেজোদ্বারা উদ্দীপ্ত দেহ, গ্রীষ্মকালীন সহস্র মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দেহের আভা, ঈষ-

ভূষিতাম্। বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্। সুখদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেঃ। সর্ব্বসম্পৎস্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাম্। বেদাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্রস্বরূপিণীম্, বেদবীজস্বরূপাঞ্চ ভজতাং বেদমাতরম্॥ ১১০॥

মন্ত্রঃ—শ্রীং হ্রীং ক্লীং সাবিত্র্যৈ স্বাহা।

কুমারীর ধ্যান।

বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্। নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্। চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভদাং॥ ১১১॥

মন্ত্রঃ—ঐং হ্রীং শ্রীং হুং হেসৌঃ (অমুক) কুমার্য্যৈ নমঃ।

হাস্যদ্বারা প্রসন্নমুখী, রত্নভূষণে ভূষিতা, পরিধানে অগ্নিসদৃশ রক্তবর্ণ বসন, অতি শান্তস্বভাবা, জগতের বিধিস্বরূপা; সমস্ত সম্পৎস্বরূপিণী এবং সমস্ত সম্পত্তি-প্রদানকারিণী, সমস্ত বেদে অধিষ্ঠাতৃ দেবী ও সাক্ষাৎ বেদস্বরূপিণী, বেদের বীজস্বরূপা এবং চতুর্ব্বেদের মাতা, ইঁহাকে ভজনা কর॥ ১১০॥

কুমারী দেবী বালরূপা, ত্রিলোকমধ্যে প্রধানা ও পরমা সুন্দরী এবং নানাবিধ অলঙ্কারভারে নম্রাঙ্গী, ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনী, সুন্দরহাস্যমুখী, অতিশয় প্রফুল্লহৃদয়া ও মঙ্গলদায়িনী॥ ১১১॥

গঙ্গার ধ্যান ।

সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্ । চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্ । সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্ । সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্র গন্ধানুলেপনাম্, ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্ ॥ ১১২ ॥

মন্ত্রঃ—গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তি প্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ ।

শ্রীরাধিকার ধ্যান ।

তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ । নীলবস্ত্রপরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্ ॥ ১১৩ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রাঁ শ্রীঁ রাধিকায়ৈ নমঃ ।

গঙ্গাদেবী পরমা সুন্দরী ও সুন্দর নয়নে পরিশোভিতা, অযুত চন্দ্র-প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা, চামরদ্বারা সেবিতা ও শ্বেতচ্ছত্রাদিদ্বারা পরিশোভিতা, দেবী নিরন্তর প্রসন্নতাযুক্তা ইঁহার সুন্দর মুখপদ্ম ও স্বীয় হৃদয় করুণরসে দ্রবীভূত, দেবী অমৃতদ্বারা ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিয়াছেন, তিনি ত্রিলোকের নমস্যা এবং দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুতা ॥ ১১২ ॥

তপ্তকাঞ্চনের তুল্য রাধিকাদেবীর দেহের আভা, ইনি সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিতা, ইঁহার পরিধানে নীল বস্ত্র এবং ইনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, ইঁহাকে ভজনা করি ॥ ১১৩ ॥

তুলসীর ধ্যান।

ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্রকল্লাঙ্গযষ্টিম্। ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্॥ ১১৪॥ মন্ত্রঃ—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ বৃন্দায়ৈ স্বাহা।

নবগ্রহের ধ্যান।

রবি।

ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং, পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্। শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্॥ ১১৫॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ হ্রাঁ সূর্য্যায় নমঃ।

নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় তুলসীদেবীর মুখচন্দ্র এবং সুপক্কবিম্বফলের তুল্য রক্তবর্ণ অধর ও ওষ্ঠ, স্তনযুগলের ভারে অঙ্গযষ্টি ঈষৎ নম্র, দেবীর বদনকমল ঈষৎহাস্যযুক্ত, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়প্রভাবিশিষ্ট তিনটী নয়ন, শ্বেতবর্ণ দেহকান্তি, দ্বিভুজা, ইঁহার হস্তদ্বয়ে অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা আছে, ইনি শুক্লবর্ণ পদ্মোপরি উপবিষ্টা॥ ১১৪॥

সূর্য্যদেব কশ্যপ মুনির পুত্র, এবং কলিঙ্গদেশোদ্ভূত, ক্ষত্রিয়বংশ, ইঁহার দ্বাদশ অঙ্গুলীপরিমিত রক্তবর্ণ দেহ এবং পূর্ব্বদিকে সংস্থাপিত মুখকমল, ইনি দ্বিভুজ, ইঁহার করদ্বয়ে পদ্ম, ইনি সপ্তাশ্বসংযোজিত রথোপরি উপবিষ্ট, ইঁহার অধিদেবতা শিব এবং প্রত্যধিদেবতা বহ্নি॥ ১১৫॥

সোম।

সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্। দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্। জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্য-মাহ্বয়েত্তথা ॥ ১১৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ ক্লীঁ সোমায়।

মঙ্গল।

আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্ ॥
দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরম্।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ ॥
স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধি-
দৈবতম্ ॥ ১১৭ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হুঁ শ্রীঁ মঙ্গলায় নমঃ।

চন্দ্রদেবের সমুদ্রে উৎপত্তি, বৈশ্যানী মাতা, হস্তমাত্র পরিমিত দেহ, পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, এবং দেহের কান্তি শ্বেতবর্ণ, ইনি দ্বিভুজ ইঁহার দক্ষিণহস্তে বরমুদ্রা এবং বামহস্তে গদা এবং ইনি দশাশ্ব-সংযোজিত রথারূঢ়, শ্বেত পদ্মোপরি উপবিষ্ট, এই দেবতার উমা অধিদেবতা, জল প্রত্যধিদেবতা, সূর্য্যসম্মুখ মুখ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল অবন্তী-দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়, ইঁহার চতুরঙ্গুলপরিমিত দেহ, ইনি মেষোপরি উপবিষ্ট, ভরদ্বাজগোত্রোদ্ভব, ইনি চতুর্ভুজ, রক্তবর্ণ মাল্য ও বসনে পরিশোভিত, দক্ষিণ উর্দ্ধবাহু

বুধ।

মাগধং খাঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্মগদাবরদখড়্গিনম্।
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ॥
নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥ ১১৮॥
মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ স্ত্রীঁ শ্রীঁ বুধায় নমঃ।

বৃহস্পতি।

দ্বিজমাঙ্গিরসং প্রীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥ দক্ষোর্দ্ধাদিক্ষবরদ-করকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবম্ সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধি-দৈবতম্॥ ১৯॥ মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ ক্লীঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ।

ক্রমেতে শক্তি, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, গদা প্রভৃতিদ্বারা শোভিত, আদিত্য অভিমুখে মুখচন্দ্র, মঙ্গলের স্কন্দ অধিদেবতা, ক্ষিতি প্রত্যধিদেবতা॥ ১১৭॥

বুধগ্রহ, মগধদেশোদ্ভব বৈশ্যবর্ণ, অত্রি মুনির পুত্র, দুই অঙ্গুলি-পরিমিত দেহ, পীতবর্ণ, চতুর্ভুজ, ইঁহার পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র, বাম ভাগের উর্দ্ধহস্ত ক্রমেতে হস্তচতুষ্টয়ে চর্ম্ম, গদা, বরমুদ্রা খড়্গ প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন, ইনি অতি শান্ত, সিংহোপরি অবস্থিত, সূর্য্য সম্মুখ মুখ, ইঁহার নারায়ণ অধিদেবতা, বিষ্ণু প্রত্যধি-দেবতা॥ ১১৮॥

বৃহস্পতি আঙ্গিরসগোত্রসম্ভূত, দ্বিজজাতি, সিন্ধুতে উদ্ভব, পীতবর্ণ, ষড়ঙ্গুলপরিমিত দেহ, পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র,

শুক্র।

শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্। পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥ সদাক্ষবরকরকাদণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্। শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছশিপ্রত্যধিদৈবতম্॥ ১২০॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শুক্রায় নমঃ।

শনি।

সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্ কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্। তদ্বাণবরং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥ ১২১॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শনৈশ্চরায় নমঃ।

চতুর্ভুজ, পদ্মোপরি উপবিষ্ট; দক্ষিণভাগে ঊর্দ্ধ হস্ত ক্রমেতে বরমুদ্রা, শিলা, দণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন, সূর্য্যসম্মুখে আস্য, ইঁহার ব্রহ্মা অধিদেবতা, ইন্দ্র প্রত্যধিদেবতা॥ ১১৯॥

শুক্র ভোজকটদেশোদ্ভব, বিপ্রবর্ণ, ভার্গবগোত্র, নবাঙ্গুলপরিমিত শ্বেতবর্ণ দেহ, চতুর্ভুজ, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, সূর্য্য সম্মুখীন মুখ, পরিধানে শুভ্রবস্ত্র, ইনি হস্তচতুষ্টয়ে অক্ষমালা, বরমুদ্রা, শিলা ও দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, ইঁহার ইন্দ্র অধিদেবতা, শশি প্রত্যধিদেবতা॥ ১২০॥

শনি সৌরাষ্ট্রদেশোদ্ভব, শূদ্রবর্ণ, কাশ্যপগোত্র, চতুরঙ্গুলিপরিমিত কৃষ্ণবর্ণ দেহ, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, শকুনীবাহন,

রাহু।

রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠিনং দ্বাদশাঙ্গুলং, কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ, চতুর্ব্বাহুং খড়্গবরশূলচর্ম্মকরস্তথা, কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্॥ ১২২॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ রাহবে নমঃ।

কেতুর ধ্যান।

কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্।
সূর্য্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মাপ্রত্যধিদৈবতম্॥ ১২৩॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং কেতবে নমঃ।

চতুর্ভুজ, চারি হস্তে বাণ, বরমুদ্রা, শূল, ধনু ধারণ করিয়াছেন, ইঁহার যম অধিদেবতা, প্রজাপতি প্রত্যধিদেবতা॥ ১২১॥

রাহু মলয়মারুতসম্ভব, শূদ্রবর্ণ, পৈঠীনসী গোত্র, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ দেহ, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণবস্ত্র, সিংহবাহন, চতুর্ভুজ, খড়্গ, বরমুদ্রা, চর্ম্ম প্রভৃতি চারিহস্তদ্বারা ধারণ করিয়াছেন, ইঁহার কাল অধিদেবতা, সর্প প্রত্যধিদেবতা॥ ১২২॥

কেতু কুশদ্বীপসম্ভূত শূদ্রবর্ণ, জৈমিনীর পুত্র, ষড়ঙ্গুল পরিমিত ধূম্রবর্ণ দেহ, শকুনীবাহন, ভয়ানক মুখমণ্ডল, সূর্য্য সম্মুখীন মুখ, পরিধানে ধূম্রবর্ণ বস্ত্র, দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা ও বামহস্তে গদা, ইঁহার চিত্রগুপ্ত অধিদেবতা, ব্রহ্মা প্রত্যধিদেবতা॥ ১২৩॥

যমের ধ্যান।

ওঁ বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ম্। পিঙ্গোর্দ্ধ-কেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্॥ ১২৪॥

মন্ত্রঃ—ওঁ যমায় নমঃ।

প্রণাম।—ওঁ যমস্ত্বং পিতৃলোকানাং শাস্তা বৈ কর্ম্মিণাং নৃণাম্। ফলদঃ সর্ব্বভূতানাং যমোঽসি বরদো ভব। ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ। ত্রাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধ্যান।

শ্রীগৌরাঙ্গমহং বন্দে রাধাকৃষ্ণস্বরূপকম্।
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দ্বিভুজং করুণাময়ম্।
তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জাভং রক্তবস্ত্রং সুনাসিকম্॥ ১২৫॥

মন্ত্রঃ—ক্লীঁ চৈতন্যমহাপ্রভবে নমঃ।

মহাকাল বৈবস্বত যমরাজের একহস্তে দণ্ড এবং অপর হস্তে পাশ। মস্তকের কেশসমূহ পিঙ্গল বর্ণ এবং ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত, মহিষের উপর অবস্থিত, ইঁহাকে ধ্যান করিবে॥ ১২৪॥

রাধাকৃষ্ণের স্বরূপক শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি বন্দনা করি। ইঁহার অন্তরে কৃষ্ণরূপ এবং বহির্দ্দেশে গৌররূপ, ইনি দ্বিভুজ এবং করুণাময়; ইনি তপ্তকাঞ্চনের বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, ইঁহার পরিধানে রক্ত বস্ত্র এবং ইনি সুন্দর নাসিকাযুক্ত॥ ১২৫॥

ধ্যান-প্রকরণ সমাপ্ত।

স্তব-কবচাধ্যায়।

স্তব-প্রকরণ।

—••••—

শ্রীগণেশ-স্তোত্রম্।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
নিরূপিতুমশক্তোঽহং মনুরূপমনূহকম্॥
প্রবরং সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্।
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্॥
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্।
বায়ুতুল্যাতিনির্লিপ্তং চাক্ষতং সর্ব্বসাক্ষিণম্॥
সংসারার্ণবপারে চ মায়াপোতে সুদুর্ল্লভম্।
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্॥
বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামপীশ্বরম্।
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্॥
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্ম্মিকম্।
ধর্ম্মস্বরূপং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদম্॥
বীজং সংসারবৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ম্।
স্ত্রীপুংনপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ম্॥
সর্ব্বাদ্যমগ্রপূজ্যঞ্চ সর্ব্বপূজ্যং গুণার্ণবম্।
স্বেচ্ছয়া সগুণং ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চাপি স্বেচ্ছয়া॥

সর্ব্বং প্রকৃতিরূপঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ ॥
ন ক্ষমঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ ন ক্ষমশ্চতুরাননঃ ।
সরস্বতী ন শক্তা চ ন শক্তোঽহং তব স্তুতৌ ॥
ন শক্তাশ্চ চতুর্ব্বেদাঃ কে বা তে বেদবাদিনঃ ।
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুরসংসদি ॥
সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতিঃ ।
ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্য চ যঃ পঠেৎ ॥
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ ।
তদ্বিঘ্নং নিঘ্নং কুরুতে বিঘ্নেশঃ সততং মুনে ॥
বর্দ্ধতে সর্ব্বকল্যাণং কল্যাণ জনকঃ সদা ।
যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥
তস্য সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥
কদাপি ন ভবেত্তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা ।
ভবেদ্বিনাশঃ শত্রূণাং বন্ধুনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্ ॥
শশ্বদ্বিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্বিবর্দ্ধনম্ ।
স্থিরা ভবেদ্‌গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপদং ভবেৎ ।
ফলঞ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ ।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃতং
গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীগুরুস্তোত্রম্।

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে॥
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে॥
শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥
অনাচারাচারভাব-বোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ॥
নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ॥
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে।
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি॥

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত শ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

স্ত্রীগুরু-স্তোত্রম্।

নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
যায় চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহা মোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদাঘূর্ণিত-লোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি-জীবমুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযুতঃ॥
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়॥
প্রাতঃকালে পঠেদ্‌যস্তু গুরুপূজা-পুরঃসরম্।
স এব ধন্যো লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে শ্রীগুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্

বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি-বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিষুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নামস্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥ ১॥

ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং,
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা-সংঘট্টঘণ্টারণৎ-
কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ।। ২ ।।
উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বা-
ঽবারীণঃ স্যাং জননমরণক্লেশদুঃখাসহিষ্ণুঃ।
ন ত্বন্যত্র প্রবিরলরণৎকঙ্কণক্বাণমিশ্রং
বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ ।। ৩ ।।
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং,
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্ত-মিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং।
দিব্য-স্ত্রী-কর-চারুচামর-মরুৎ সংবীজ্যমানঃ কদা,
দ্রক্ষেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ।। ৪ ।।
অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী,
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ।। ৫ ।।
এতত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলং।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধ-কিন্নরবধূ-তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং,
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং ।। ৬ ।।
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ।। ৭ ।।
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি,
দূর-প্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।

ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি,
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥ ৮ ॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ
কৃশঃ শুনীতনয়ো, ন হি দূরতরস্থঃ।
অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ
করিবরকোটীশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ॥ ৯ ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্রকলিকল্মষপঙ্কমাশু,
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥ ১০ ॥
ইতি শ্রীবাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টক-স্তোত্রং সমাপ্তং॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত-গঙ্গা-স্তোত্রম্।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলি নিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।
ভাগীরথি সুখদায়িনী মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারম্॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিমুখবনিতাকৃত তরলাপাঙ্গে॥
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥
পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে॥
রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে॥
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু কৃপাময়ি কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতিশ্বপচো দীন স্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং; বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারম্।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তং॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

সূর্য্য-স্তোত্রম্।

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।—

স্তুবংস্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ
রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্॥
খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্টা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ।—

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয়॥
ওঁ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম॥
শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধিযশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চৈব দুষ্কৃতম্।
একজপ্যেন তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ॥

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ॥
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ॥
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমান্ তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্॥

ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্র-বিনির্গত-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীসূর্য্যদ্বাদশনাম-স্তোত্রম্।

আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ন্তু বিভাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তশ্চতুর্থঞ্চ প্রভাকরঃ॥
পঞ্চমঞ্চ সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠঞ্চৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমঞ্চ বিভাবসুঃ॥
নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তা দশমং দ্বাদশাত্মকং।
একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তির্দ্বাদশং সূর্য্য এব চ॥
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ।
দুঃস্বপ্ননাশনং সদ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধনম্।
ঐহিকামুষ্মিকাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীসূর্য্যদ্বাদশনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্

শিবাষ্টক-স্তোত্রম্।

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষ-গুণং গুণহীন-মহীশ গরলাভরণং।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ১
গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং, তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুং।
বিধি-বিষ্ণু শিবস্তব পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ২॥
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং, কটি-লম্বিতসুন্দর-কৃত্তিপটং।
সুর-শৈবলিনী-কৃতজটজূটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৩॥
নিজ—নেত্রভূষিত চারুমুখং, মুখপদ্মবিরাজিত-কোটি-বিধুং।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভাল-তটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৪॥
বৃষরাজনিকেতন-মাদি-গুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরং।
প্রমথাধিপসেবক-রঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্প-তরুম্॥ ৫॥
মকরধ্বজ মত্ত-মাতঙ্গ হরং, করিচর্ম্মগনাশবিরোধকরং।
বরদাভয়-শূল-বিশাল ধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৬॥
জগদুদ্ভব-পালননাশকরং, করুণৈব পুনস্ত্রয়রূপধরং।
প্রিয়মানব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥ ৭॥
ন দত্তং পুষ্পং সদা পাতচিত্তং, পুনর্জ্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমৃদ্ধিহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৮॥

ইতি শিবাষ্টকম্ স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীশিবমানস-পূজন-স্তোত্রম্।

রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যাম্বরং,
নানারত্ন বিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্।
জাতীচম্পকবিল্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা।
দীপং দেব! দয়ানিধে! পশুপতে! হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্॥ ১॥

সৌবর্ণে মণিখণ্ড-রত্নরচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সং
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফলং পায়সম্ ।
শাকানাময়ুতং জলং রুচিকরং কর্পূরখণ্ডোজ্জ্বলং,
তাম্বুলং মনসা ময়া বিরচিত ভক্ত্যা প্রভো ! স্বীকুরু ॥ ২ ॥
ছত্রং চামরয়োর্যুগং ব্যজনকং চাদর্শকং নির্ম্মলং,
বীণাভেরিমৃদঙ্গকাহলকলা গীতঞ্চ নৃত্যং তথা ।
সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া,
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো ! পূজাং গৃহাণ প্রভো ॥ ৩ ॥
আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং,
পূজা তে বিষয়োপভোগ-রচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো,
যদ্যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো ! তবারাধনম্ ॥ ৪
ইত্যেবং হরপূজনং প্রতিদিনং যো বা ত্রিসন্ধ্যং পঠেৎ,
সেবাশ্লোকচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং পূজা হরের্মানসী ।
সোঽহয়ং সৌখ্যমবাপ্নুয়াদ্দ্যুতিধরং সাক্ষাদ্ধরের্দর্শনং,
ব্যায়ন্তেন মহাবসানসময়ে কৈলাসলোকং গতঃ ॥ ৫ ॥
করচরণকৃতং বা কায়জং কর্ম্মজং বা,
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব,
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব ! শম্ভো ॥ ৬ ॥

ইতি শিবমানস-পূজন-স্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ।

বটুকভৈরব-স্তোত্রম্।

ওঁ নমো বটুকভৈরবায়।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুং।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধনম্॥
অঙ্গন্যাসকরন্যাস-বীজন্যাসসমন্বিতম্।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্॥
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে॥
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ॥

কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাৎবটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে॥
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্॥
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্।
নাগ্নিচৌরভয়ং তস্য গ্রহরাজভয়ন্তথা॥
ন চ মারীভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ॥
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ॥

[বা]চ।—

[য়] এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেবঃ ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ॥
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—

যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্॥
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্॥

দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্॥
অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনম্।
ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়োঃ রক্তপাণিকম্॥
পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্॥
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্ব্বটুকভৈরবঃ।
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ॥
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্।
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ॥
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ।
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ॥
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ।
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ॥
অভীরুর্ভৈরবো ভীরুর্ভূতপো যোগিনীপতিঃ।
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্॥
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ।
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ॥
ত্রিলোচনোজ্জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ।
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ॥

বটুকো বটুকেশশ্চ খট্টাঙ্গবরধারকঃ।
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ॥
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তপোময়ঃ॥
অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশিশিখঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ॥
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা॥
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্য-দেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুগ্বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ॥
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ।
কামঃ কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্॥
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা॥
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ কচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ॥
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে॥
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ভৈরবকীর্ত্তনাৎ॥

একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ॥
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টং দুর্লভামপি মানুষঃ।
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্তা লভতে মহীম্॥
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ।
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্॥
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ।
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী বস্তু মানবঃ॥
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি।
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ॥
যান্ যান্ সমীহতে কামান্ তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতম্
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে।
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্॥
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্।
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্॥
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্।
খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ॥
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগন্তথা।
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্॥

দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসংকুলম্।
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়সমন্বিতম্॥
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্॥
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী।

ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিস্তরুণতিমিরনীলব্যালযজ্ঞোপবীতী॥
ক্রমসময়পর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতুর্জ্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদং সাধকানাম্।

ইতি বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরব-
স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

গর্গ উবাচ।—হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন।
প্রসন্নো ভব মাধীশ দেহি দাস্যং-পদাম্বুজে॥
ত্বৎপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম্
দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয়প্রদাম্॥
অণিমাদিষু সিদ্ধেষু যোগেষু মুক্তিষু প্রভো।
জ্ঞানতত্ত্বেঽমরত্বে বা কিঞ্চিন্নাস্তি স্পৃহা মম॥
ইন্দ্রত্বে বা মনুষ্যত্বে স্বর্গভোগং ফলং চিরং।
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা ত্বৎপাদসেবনং বিনা॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমীপ্সিতং।
নাহং গৃহ্লামি তে ব্রহ্মংস্ত্বৎপাদসেবনং বিনা॥
গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথং।
কিন্তু তে চরণাম্ভোজে সন্ততং স্মৃতিরস্তু মে॥
ত্বন্মন্ত্রং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতিজন্মফলোদয়াৎ।
সর্ব্বজ্ঞোঽহং সর্ব্বদর্শী সর্ব্বত্র গতিরস্তি মে॥

কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পদাম্বুজে।
রক্ষ মামভয়ং দত্বা মৃত্যুর্মে কিং করিষ্যতি॥
সর্ব্বেষামীশ্বরঃ শর্ব্বস্ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া।
মৃত্যুঞ্জয়োঽন্তকারশ্চ বভূব যোগিনাং গুরুঃ॥
ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া।
যস্যৈকদিবসে ব্রহ্মন্ পতন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ॥
ত্বৎপাদসেবয়া ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
পাতা চ ফলদাতা চ জিত্বা কালং সুদুর্জ্জয়ম্॥
সহস্রবদনঃ শেষো যৎপাদপদ্মসেবয়া।
ধত্তে সিদ্ধার্থবদ্বিশ্বং শিরসা চৈব মেদিনীম্॥
সর্ব্বসম্পদ্বিধাত্রী চ যা দেবী ত্বৎ-পরাৎপরা।
করোতি সততং লক্ষ্মীঃ কেশৈস্ত্বৎপাদমার্জ্জনম্॥
প্রকৃতির্বীজরূপা সা সর্ব্বেষাং শক্তিরূপিণী।
স্মারং স্মারং ত্বৎপদাব্জং বভূব ত্বৎপরাৎপরা॥
পার্ব্বতী সর্ব্বদেবী সা সর্ব্বেষাং বুদ্ধিরূপিণী।
ত্বৎপাদসেবয়া কান্তং সলাভ শিবমীশ্বরম্॥
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা জ্ঞানমাতা সরস্বতী।
পূজ্যা বভূব সর্ব্বেষাং ত্বৎপাদাম্ভোজ সেবয়া॥
সাবিত্রী বেদমাতা চ পুনাতি ভুবনত্রয়ং।
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গতিস্ত্বৎপাদসেবয়া॥
ক্ষমা জগদ্বিধর্ত্রুঞ্চ রত্নগর্ভা বসুন্ধরা।
প্রসূতা সর্ব্বশস্যানাং ত্বৎপাদপদ্মসেবয়া॥
রাধা বামাংশসম্ভূতা তব তুল্যা চ তেজসা।
স্থিতা বক্ষসি তে পাদং সেবতেঽন্যস্তঃ কা কথা॥

যথা শর্ব্বাদয়ো দেবা সেব্যাঃ পদ্মাদয়ো যথা।
তৎসমং নাথ কুরু মামীশ্বরস্য সমা কৃপা॥
ন যাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহ্ণামি ধনং তব।
কৃত্বা মাং রক্ষ পাদাব্জে সেবাসু সেবকং রতম্॥
ইত্যুক্ত্বা চ সাশ্রুনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ।
রুরোদ চ ভৃশং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ॥
গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস ভক্তবৎসলঃ।
উবাচ তং স্বয়ং কৃষ্ণো ময়ি তে ভক্তিরস্তিতি॥
ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দ্দাস্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ধ্রুবম্॥
জন্মমৃত্যুজরা-রোগ-শোকমোহাতিসঙ্কটাৎ।
তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণদাসঃ সেবনতৎপরঃ॥
কৃষ্ণস্য ভবনং কালে কৃষ্ণসার্দ্ধং প্রমোদতে।
কদাপি ন ভবেত্তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গর্গকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ভবান্যষ্টকম্।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ১॥
ভবাব্ধিপারে মহাদুঃখভীরৌ,
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
সংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ২॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং,
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৩ ॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৪ ॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ,
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৫ ॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যৎ সদাহং শরণ্যে,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৬ ॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৭ ॥
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো,
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮ ॥

ইতি শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং ভবান্যষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

দুর্গাষ্টকম্।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকারবিন্দে।
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে,
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ২॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৩॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৪॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্॥
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৫॥
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ড-লীলা-লসৎখণ্ডিতাখণ্ডনাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৬॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৭॥
ত্বমেকা জিতা রাধিকা সত্যবাদিন্যমেয়া জিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৮॥

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং,
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতি গৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং,
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে॥

সমস্তশ্লোকমেকম্বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা ।
স সর্ব্বদুষ্কৃতং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং
পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়ি ॥
ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে
দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

কর্পূরস্তোত্রম্ ।

কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং,
বীজন্তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধূ ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি ।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ,
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচি-রুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥ ১ ॥
ঈশানঃ সেন্দুবাম শ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি,
দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবাণাবতংসে ॥ ২ ॥
ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো,
বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি ।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি,
সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ ৩ ॥
ঊর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ,
সব্যে চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি ।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব,
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥ ৪ ॥

বর্গাস্তং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্ত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং,
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধস্ত-দ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং,
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি॥ ৫॥
প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্ত গুহ্যং,
ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্র-শুভ্রাংশুবিম্বে,
বাগ্দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠিপীনস্তনাঢ্যে॥ ৬।
গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলসন্নিতম্বাং
দিগম্বরাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরত
প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ॥ ৭।
শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ,
পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং,
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ॥ ৮॥
বদামস্তে কিংবা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ো,
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে,
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ॥ ৯॥
সমন্তাদাপীনস্তন-জঘনধৃগ্‌যৌবনবতী-
রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ,
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ॥ ১০॥

সমাঃ স্বস্থীভূতো জপতি বিপরীতো যদি সদা,
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকাল স্থরতাম্ ।
তদা তস্য ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ,
করাম্ভোজে বশ্যা হরবধূমহাসিদ্ধিনিবাহাঃ ॥ ১১ ॥
প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ,
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ ।
অতস্ত্বাং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো,
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্ ॥ ১২ ॥
অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণ-নিবহান্ ;
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্ ।
সমারাধ্যামাদ্যং হরি-হরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ,
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাম্ ॥ ১৩ ॥
ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং,
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্ ।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজকরুণয়া মামগতিকম্,
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়াম্মম জনুঃ ॥ ১৪ ॥
শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ,
সহস্রন্ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমম্ ।
জপংস্ত্বৎ প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো,
মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ ॥ ১৫ ॥
গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং,
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে ।
সমুচ্চার্য্য প্রেম্না মনুমপি সকৃৎ কালি সততং,
গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ ॥

স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো,
পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী,
নদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭ ॥

ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং,
মহাকালেনোচ্চৈর্মদনরসলাবণ্যনিরতাম্।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো,
জনো যো ধ্যায়েত্ত্বামপি জননি সত্যাং স্মরহরঃ ॥ ১৮ ॥

সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে,
পরঞ্চোষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
বলিস্তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং,
সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদমপূর্ব্বা প্রভবতি ॥ ১৯ ॥

বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো,
দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগলধ্যাননিপুণঃ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং,
জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে ॥ ২০ ॥

ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ,
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল-পূজাবিধিযুতম্।
নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা যস্তু পঠতি,
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥ ২১ ॥

কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং,
বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবের প্রতিনিধিঃ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া,
চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনুঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমন্মহাকাল বিরচিতং শ্রীমদক্ষিণ-কালিকায়াঃ স্বরূপাখ্যং স্তোত্রম্।

আদ্যাস্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ আদ্যায়ৈ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলং।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ।
মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষশ্রবণং যদি।
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনামুক্তির্বিপ্রবক্ত্রাৎ শ্রুতং যদি।
মৃতবৎসা জীববৎসা ষণ্মাসং শ্রবণং যদি।
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ।
লিখিত্বা স্থাপনাৎ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং কচিৎ।
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা।
মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
নৈর্ঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী।
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা।
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিরজা ঔড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে।
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী।
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।

দ্বারিকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী।
ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা।
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
রামস্য জানকী ত্বংহি রাবণধ্বংসকারিণী।
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবি রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথিনী মধুকৈটভঘাতিনী।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
ইমং আদ্যাস্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ
সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
কোটিতীর্থফলঞ্চাসৌ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী।
শিবদূতি উগ্রচণ্ডে প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা।
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী।
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী।

ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে আদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সঙ্কটা-স্তোত্রম্ ।

নারদ উবাচ ।

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক ।
আখ্যানানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ ।
বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্বচঃ ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম ॥ ৩
দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যে নির্ব্বেদং পরমং যযৌ ॥ ৪
তদানীন্তু ততঃ কাশীং পুরীং যাতো মহামুনিঃ ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যৈর্ম্মহাযশাঃ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ ।
কিমর্থং ম্লানবদনমেতত্ত্বং মাং নিবেদয় ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃগ্ বদনং ততঃ ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিৎ ব্রূহি মহামতে ॥ ৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা ।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পূর্ব্বতঃ ॥ ৮
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ।
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা ॥ ৯
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তং চতুর্থং দুঃখহারিণী ।
সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ॥ ১০

সপ্তমং তীরবদনা সর্ব্বরোগহরাষ্টকম্ ।
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ১১।
ইত্যুক্ত্বা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স তু বারাণসীং যযৌ ॥ ১২
ততঃ সংপূজ্য তাং দেবীং বিশেশ্বরসমন্বিতাম্ ।
ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রয়ভূষিতাম্ ॥ ১৩
মালাকমণ্ডলুপেতাং পদ্মশঙ্খগদাযুতাম্ ।
ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড্গ-চর্ম্মবিভূষিতাম্ ॥ ১৪
বরদাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ১৫
এতৎ স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্ ।
সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃৎ ॥ ১৬
ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসঙ্কটা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অপরাজিতাস্তোত্রম্ ।

ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ। ওঁ অপরাজিতামন্ত্রস্য বেদব্যাসঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ অপরাজিতা দেবতা ঐং বীজং হ্রীং শক্তিঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাম্ ।
বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্ ।
শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্ ।
পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপঙ্কজধারিণীম্ ॥
ইতি ধ্যাত্বা পঠেৎ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্।
অসাধ্যসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোঽনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় পীতবাসসে বাসুদেবসঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধহয়শিরোমহাবরাহাচ্যুতনৃসিংহবামনত্রিবিক্রম রামরামমৎস্যকূর্ম্মবরপ্রদ নমোঽস্তু তে স্বাহা।

ওঁ অসুর দৈত্যদানব-গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষস-ভূতপ্রেতপিশাচকুষ্মাণ্ডসিদ্ধ-যোগিনীডাকিনীস্কন্দপুরোগান্ গ্রহনক্ষত্রদোষাং স্তানন্যাংশ্চ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় চূর্ণয় চূর্ণয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা।

ওঁ সহস্রবাহো সহস্র প্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্রোজ্জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম পদ্মনাভ নারায়ণ বৈকুণ্ঠ বামনগোবিন্দদামোদর-হৃষীকেশ কেশব বামন সর্ব্বাসুরোচ্ছেদন সর্ব্বনাগ-প্রমর্দ্দন সর্ব্বায়ুধবি-মোক্ষণ মহেশ্বর সর্ব্বভূতবশঙ্কর সর্ব্বশত্রুপ্রমর্দ্দন সর্ব্বমন্ত্রপ্রভঞ্জন সর্ব্ব-রিষ্টপ্রমর্দ্দন সর্ব্বজ্বরবিনাশন সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্ব্বপাপপ্রণাশন সর্ব্ব-দুঃস্বপ্ননাশন সর্ব্বদেবমহেশ্বর সর্ব্বগ্রহনিবারণ ডাকিনীবিধ্বংসন জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে স্বাহা।

য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং জপতি স্মরতি শৃণোতি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বা গৃহীত্বা পঠি

গচ্ছতি ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা ন তস্যাগ্নিবায়ুবজ্রোপলাশনে-ভয়ং ন গ্রহভয়ং ন চৌরভয়ং ন সর্পভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শ্বাপদভয়ং বা ভবেৎ।

ন তস্য রাত্র্যন্ধকারস্ত্রীরাজ কুলবিদ্বেষপবিষগরলদহনবশীকরণ-বিদ্বেষণোচ্চাটনবধবন্ধনং বা ভবেৎ।

এতৈর্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ। ওঁ নমস্তে অভয়ে অজিতে অমৃতে অপরে অপরাজিতে পঠতি বিদ্যে স্মরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে-একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসে মানস্তোকে সরস্বতি রমণি রামণি ধারিণি তপনি তাপিনি সৌদামিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি করালনেত্রে ভীমনাদিনী বিকরালনেত্রে সদ্যোপঘাতনকরি ভূভৃজ্জলগতং স্থলগতমন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ সর্ব্বভূতসর্ব্বোপদ্রবেভ্যো মহাভূতেভ্যঃ স্বাহা।

ওঁ যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি।
ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ।
ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি।
এতৈর্দ্দোষৈর্ন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ।
রণে রাজকুলে দ্যূতে সংগ্রামে রিপুসঙ্কুলে।
অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ।
শস্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষা সমরে কাণ্ডধারিণী।
গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম্।
শিরোরোগজ্বরাদীনাং নাশিনীং সর্ব্বদেহিনাম্।

তদ্যথা, ঐকাহিক-দ্ব্যাহিক-ত্র্যাহিক-চাতুর্থিক-মাসিক-দ্বৈমাসিক-ত্রৈমাসিক-চাতুর্ম্মাসিক-ষণ্মাসিক-মৌহূর্ত্তিক-বাতিক-পৈত্তিক-সান্নিপাতিক

নৈমিত্তিকজ্বর-সততজ্বর-বিষমজ্বর-গ্রহনক্ষত্র-পীড়ান্ গ্রহাংশ্চান্যান্ হর হর কালি শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তাহল গন্ধে পচ পচ বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে নাশয় পাপং হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিঘ্ন-বিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মর্দ্দয় মর্দ্দয় মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি চাপিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুন্দুভিনাদে দুঃখদুরন্তে ভীমমর্দ্দিনী দমনি দামনি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রঃ ক্ষ্রৌং গ্রুং তুরু তুরু স্বাহা।

যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্ব্বান্ হন হন দম দম পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি কৌমারি বৈনায়কি বৈষ্ণবি ঐন্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডে বারুণি বায়ব্যে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী জয়ে বিজয়ে শান্তি-স্বস্তি-পুষ্টি-তুষ্টি কীর্ত্তি ধৃত বিবর্দ্ধনি কামাঙ্কুশে কাম-দুঘে সর্ব্বকামবরপ্রদে সর্ব্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা।

ওঁ আকর্ষিণি আবেশিনি জ্বালাংশুমালিনি রমণি রামণি ধরণি ধারিণি তাপনি মদোন্মাদিনি সংশোষিণি সংমোহিনী মহানীলে নীল-পতাকি মহাগৌরি মহাশ্রিয়ে মহাচান্দ্রি মহামযূরি আদিত্যরশ্মিজাহ্নবি যমঘণ্টে কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপন্নে সর্ব্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিধ্যতু স্বাহা।

ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি স্বাহা।

ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ত্রৈলোক্যবিজয়াপরাজিতা-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী,
　　নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
　　ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
　　মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
　　ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
　　চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
　　ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
　　কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
　　ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
দৃশ্যাদৃশ্য প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
　　লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশ মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
　　ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী,
　　বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।

সর্ব্বানন্দকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী চন্দ্রপ্রভাভাস্করী,
কাশ্মীরা ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী মহোৎসবকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নখচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,
বামস্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
চন্দ্রার্কানলকোটীপূর্ণবদনা বালার্কবর্ণেশ্বরী,
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবিম্বাধরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
দুর্ব্বীপাকসুবর্ণরত্নঘটিকা দক্ষে করে সংস্থিতা,
বামে চারুপয়োধরী কলভরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী ফলপ্রদকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
সর্ব্বত্রাণকারী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,
দাক্ষানন্দকরী নিরাময়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষা দেহি নমোহস্ত তে ॥

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতম্
অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

কমলা-স্তোত্রম্।

ঈশ্বর উবাচ।

ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলাভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদুচ্চৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥

ইতি শ্রীকমলাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সরস্বতী-স্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ। ওঁ শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।
শ্বেতাক্ষী শুক্লহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা।
বরদা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্বন্দিতা সুরদানবৈঃ।
অর্চ্চিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা।
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।

ইতি পদ্মপুরাণে সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

জগদ্ধাত্রীস্তোত্রম্ ৷

শ্রীশিব উবাচ ।

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে ।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে ।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে ।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
পরমাণুঃস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি-স্বরূপিণি ।
স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি ।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি ।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে ।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে ।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
তীর্থযজ্ঞতপোদান-যোগসারে জগন্ময়ি ।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি ।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥

অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশ-হৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥

ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীকল্পে শ্রীজগদ্ধাত্রীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শীতলা-স্তোত্রম্।

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥

স্কন্দ উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ॥
শীতলে শীতলে ত্রাহি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি ॥
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্ ॥
শীতলে তনুজান রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্ ।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে ॥
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥
অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ।
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে শীতলাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

মনসাদেবী-স্তোত্রম্ ।

জরৎকারুর্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী ।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥
জরৎকারুপ্রিয়াস্তীক-মাতা বিষহরেতি চ ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥
দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ॥
নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে ।
নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে ॥
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
নিত্যং পঠেদ্যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে ॥
দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ।
স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ ॥
নাগৌঘং ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ ।
নাগাসনো নাগতল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মনসাদেবী স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামশুভাবহম্।
আজ্ঞাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদেষু নারদ ॥

প্রিয়ব্রত উবাচ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ ॥
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
শক্তিষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা।
হিংসাক্রোধবর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
ধনং দেহি প্রিয়ং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ।
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ ॥

ষষ্ঠীস্তোত্র মিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্॥
বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্যা সংস্তত্যেদং শৃণোতি চ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে॥
বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
সুচিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ।
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ॥
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ।
মাসঞ্চ মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠী-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

লক্ষ্মী-স্তোত্রম্।

লক্ষ্মীঃ শ্রী কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।
পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাক্ষী পদ্মসুন্দরী॥
ভূতানামীশ্বরী নিত্যা মতা সত্যাগতা শুভা।
বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া ক্ষমা॥
অনন্তলোকলাভা চ ভূলীলা চ সুখপ্রদা।
রুক্মিণী চ তথা সীতা মা বৈ বেদবতী শুভা॥
সতী সরস্বতী গৌরী শান্তিঃ স্বাহা স্বধা ধৃতিঃ।
নারায়ণী বরারোহে বিষ্ণোর্বিদ্যাবিধায়িনী॥
এতানি পুণ্যনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
মহাশ্রিয়-মবাপ্নোতি ধনধান্যমকল্মষং॥
ইতি পদ্মপুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

নারায়ণ-স্তোত্রম্।

ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং
শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ
তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং, ধর্ম্মিষ্ঠ
আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্, বন্দে মহাপুরুষ
তে চরণারবিন্দম্॥

ইতি নারায়ণ-স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীরাধিকা-স্তোত্রম্।

বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতং।
যৎকীর্ত্তিকীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥
নমো গোলোকবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ।
শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ॥
রাসমণ্ডলবাসিন্যৈ রাসেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ।
বিরজাতীরবাসিন্যৈ বৃন্দায়ৈ চ নমো নমঃ॥
বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ কৃষ্ণায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ॥
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎ প্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেব্যৈ চ কমলায়ৈ নমো নমঃ॥
পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ।
মহদ্বিষ্ণোশ্চ মাত্রে চ পরমাত্মা-নমো নমঃ॥

তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং পুরা কৃতযুগে মুদা।
অধিষ্ঠানং কৃতা যা চ প্রকৃত্যৈ নমো নমঃ॥
নমো দুর্গবিনাশিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমো নমঃ।
নমস্ত্রিপুরহারিণ্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ॥
সুন্দরীষু চ রম্যায়ৈ সুন্দর্য্যৈ চ নমো নমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নির্গুণায়ৈ নমো নমঃ।
নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ॥
নমো দক্ষসুতায়ৈ চ নমঃ সত্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ শৈলসুতায়ৈ চ পার্ব্বত্যৈ চ নমো নমঃ॥
নমো নমস্তপস্বিন্যৈ উমায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো নীহাররূপায়ৈ অপর্ণায়ৈ নমো নমঃ॥
গৌরীলোকনিবাসিন্যৈ নমো গৌর্য্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৈলাসবাসিন্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ॥
নিদ্রায়ৈ চ দয়ায়ৈ চ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো ধৃত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ॥
তৃষ্ণায়ৈ ক্ষুৎপিপাসায়ৈ ভ্রান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ শান্ত্যৈ চ বিদ্যায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ॥
নমঃ সৃষ্টিস্বরূপায়ৈ স্থিতিকর্ত্র্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ সংহাররূপিণ্যৈ মায়ায়ৈ চ নমো নমঃ॥
ভদ্রায়ৈ চ শুভায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ॥
নমস্তুষ্ট্যৈ চ পুষ্ট্যৈ চ দয়ায়ৈ চ নমো নমঃ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপায়ৈ সর্ব্বমাত্রে নমো নমঃ॥

বহ্নৌ দাহস্বরূপায়ৈ ভদ্রায়ৈ ভাস্করেঽপি চ।
শোভায়ৈ পূর্ণচন্দ্রে চ সর্ব্বদ্রব্যেষু বৈ নমঃ॥
নাস্তি ভেদো যথা দেবি দুগ্ধধবলয়োঃ সদা।
যথৈব গন্ধো ভূম্যাশ্চ যথৈবং জলশৈত্যয়োঃ॥
যথৈব শব্দ-নভসোর্জ্জ্যোতিঃ সূর্য্যময়ো যথা।
লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবয়োস্তথা॥
চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুত্তমাং গতিং।
ইত্যুক্ত্বা চোদ্ধবস্তত্র প্রণনাম পুনঃ পুনঃ॥
ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ ভক্তিপূর্ব্বকং।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে হরিমন্দিরং॥
ন ভবেদ্বন্ধুবিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ সুদারুণঃ।
প্রোষিতা স্ত্রী লভেৎ কান্তং ভার্য্যাভেদী লভেৎ প্রিয়াং॥
অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনো লভতে ধনং।
নির্ভূমির্লভতে ভূমিং প্রজ্ঞাহীনো লভেচ্ছ্রিয়ং॥
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ।
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশো মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
শ্রীরাধিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

ঋণমোচক-মঙ্গলস্তোত্রম্।

মঙ্গলো ভূমি-পুত্রশ্চ ঋণহর্ত্তা ধনপ্রদঃ।
স্থিরাসনো মহাকায়ঃ সর্ব্বকাম বিরোধকঃ॥ ১
লোহিতো লোহিতাক্ষশ্চ সামগানাং কৃপাকরঃ।
ধরাত্মজঃ কুজো ভৌমো ভূতিদো ভূমিনন্দনঃ॥ ২

অঙ্গারকো যমশ্চৈব সর্ব্বরোগাপহারকঃ।
বৃষ্টেঃ কর্ত্তাঽপহর্ত্তা চ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ ৩
এতানি কুজনামানি নিত্যং যঃ শ্রদ্ধয়া পঠেৎ।
ঋণং ন জায়তে তস্য ধনং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪
ধরণী-গর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎকান্তি সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ মঙ্গলং প্রণমাম্যহম্॥ ৫
স্তোত্রমঙ্গারকস্যৈতৎ পঠনীয়ং সদা নৃভিঃ॥
ন তেষাং ভৌমজা পীড়া স্বল্পাপি ভবতি ক্বচিৎ॥ ৬
অঙ্গারক মহাভাগ ভগবন্ ভক্তবৎসল।
ত্বাং নমামি মমাশেষমৃণমাশু বিনাশয়॥ ৭
ঋণরোগাদিদারিদ্র্যং যে চান্যে চাপমৃত্যবঃ।
ভয়ক্লেশমনস্তাপা নশ্যন্তু মম সর্ব্বদা॥ ৮
অতিবক্র দুরারাধ্য ভোগমুক্ত জিতাত্মনঃ।
তুষ্টো দদাসি সাম্রাজ্যং রুষ্টো হরসি তৎক্ষণাৎ॥ ৯
বিরিঞ্চিশক্র বিষ্ণুনাং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা।
তেন ত্বং সর্ব্বসত্ত্বেন গ্রহরাজো মহাবলঃ॥ ১০
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি ত্বামস্মি শরণং গতঃ।
ঋণদারিদ্র্যদুঃখেন শত্রুণাঞ্চ ভয়াৎ ততঃ॥ ১১
এভির্দ্বাদশভিঃ শ্লোকৈর্যঃ স্তৌতি চ ধরাসুতম্।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি হ্যপরো ধনদো যুবা॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে ভার্গবপ্রোক্তং ঋণমোচক মঙ্গল স্তোত্রং সমাপ্তম্।

শনি-স্তোত্রম্।

ওঁ খোড়ঃ শনৈশ্চরো বক্রশ্ছায়া-হৃদয় নন্দনঃ।
মার্ত্তণ্ডজস্তথা সৌরিঃ পাতঙ্গিগ্রহনায়কঃ॥
ব্রহ্মণ্যঃ ক্রূরকর্ম্মা চ নীলবস্ত্রোঽঞ্জনদ্যুতিঃ।
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ॥
বিষমস্থোঽপি ভগবান্ সুপ্রীতস্তস্য জায়তে।
গার্গ্যশ্চ কৌষিকশ্চৈব পিপ্পলাদো মহামুনিঃ॥
শনৈশ্চরকৃতান্ দোষান্নাশয়ন্তি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
ইতি শ্রীশনৈশ্চর স্তবঃ সমাপ্তঃ॥

নবগ্রহস্তোত্রম্।

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ১॥
দিব্য-শঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥ ২॥
ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥ ৩॥
প্রিয়ঙ্গুকলিকা-শ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥ ৪॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥ ৫॥
হিম-কুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥ ৬॥

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূতং মহাগ্রহম্ ।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥ ৭ ॥
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকম্ ।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮ ॥
পলালধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্ ।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে ॥ ১১ ॥
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
ইতি শ্রীব্যাস-বিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রম্ ।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্ ।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥ ২ ॥
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে ।
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ৩ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।
ইতি স্তবপ্রকরণং সমাপ্তম্ ।

কবচ প্রকরণ।



ব্রহ্মকবচম্।

ইতি তে কথিতং দেবি পঞ্চরত্ন মহেশিতুঃ।
কবচং শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগন্মঙ্গলনামকম্॥
পঠনাদ্ধারণাদ্‌যস্য ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্॥ ১॥
পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ।
কণ্ঠং পাতু জগৎ-পাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্‌ বিভুঃ॥ ২॥
করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩॥
শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য সদাশিবঃ।
ঋষিশ্ছন্দোঽনুষ্টুবিতি পরমব্রহ্ম দেবতা॥ ৪॥
চতুর্ব্বর্গফলাব্যাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫॥
যঃ পঠেদ্‌ব্রহ্মকবচং ঋষিন্যাস পুরঃসরম্।
স ব্রহ্মজ্ঞানমাসাদ্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥ ৬॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৭॥
ইত্যেতৎ পরমব্রহ্মকবচং তে প্রকাশিতম্।
দদ্যাৎ প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে॥ ৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মকবচং সমাপ্তম্।

মৃত্যুঞ্জয়-কবচম্ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দেশ তপোময় জগৎপতে ।
যদ্ধৃত্বা পুত্রবান্ মর্ত্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ ।
কথয়স্ব মহাদেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ১ ॥

শ্রীশিব উবাচ ।

মৃত্যুঞ্জয়স্য কবচং দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারয় ॥ ২ ॥
কবচং দেবদেবস্য ত্রৈলোক্যহিতকারকম্ ।
পঠনাদ্ধারণান্নারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ ।
নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি সুতার্থী পুত্রবান্ ভবেৎ ।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচস্য কঙ্কালভৈরবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহারুদ্রো দেবতা চিরজীবিপুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং জপধারণে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামাঙ্গনাশনঃ ।
কপালং কালিকানাথঃ কপোলৌ পাতু ভৈরবঃ ॥ ৪ ॥
নেত্রে নারায়ণসখঃ কর্ণৌ মে কালিকাপতিঃ ।
নাসিকে ভীষণঃ পাতু বদনং রক্ষসাং প্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥
দন্তান্ কপালবাগোষ্ঠাধরং পাতু ত্রিলোচনঃ ।
সোমার্দ্ধধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভুঃ ॥ ৬ ॥
কপর্দ্দী হৃদয়ং পাতু বক্ষো বুদ্ধিবিবর্দ্ধকঃ ।
হস্তৌ শূলী সদা পাতু নখান্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু স্তনাবুদরদেশকম্ ।
যোনিং দিগম্বরঃ পাতুগুদং জঙ্ঘে শশিশিখঃ ॥ ৮ ॥

কটিং দশাননশ্রীদো গুল্ফং পাহস্থিমাল্যধৃক্।
পাদাঙ্গুলীঃ পাতু শ্রীশঃ সর্ব্বাঙ্গং বিশ্বলোচনঃ ॥ ৯ ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন ধৃত্বা বামলোচনা।
পুত্রশোকবতী নিত্যং নষ্টপুষ্পা চ সা ভবেৎ ॥ ১০ ॥
তস্মাৎ রহস্যং দেবেশি ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্।
ধারণীয়ং সদা দেবি পঠনীয়ং পরাৎপরম্ ॥ ১১ ॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য কবচং শাক্তকৌষেন বেষ্টয়েৎ ॥ ১২ ॥
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে।
অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা ॥ ১৩ ॥
বিভূষাৎ কবচং দিব্যং সুরকল্পক্রমাপমম্।
যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা সোঽপি পুণ্যবতাং বরঃ ॥ ১৪ ॥
মার্কণ্ডেয় ইবাস্মৎ পুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
বায়ুতুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপমম্।
কুবের ইব বিত্তাঢ্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৫ ॥
বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ।
চিরজীবিবহুপত্যা স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ১৬ ॥
দূরাদেব পলায়ন্তে দ্বীপাদ্দ্বীপান্তরং ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥
যস্মিন্ দেশে চ কবচং গেহে বা যদি তিষ্ঠতি।
তদ্দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি সংমোহনতন্ত্রে শ্রীপার্ব্বতীশিবসংবাদে শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচং সমাপ্তম্।

অক্ষয়কবচম্।

নারদ উবাচ।

ইন্দ্রাদ্যমরবর্গেষু ব্রহ্মন্ যৎ পরমাদ্ভুতম্।
অক্ষয়ং কবচং নাম কথয়স্ব ময়ি প্রভো।
যদ্ধৃত্বা কর্ণবীরস্তু ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাদ্ভুতম্।
ইন্দ্রাদিদেববৃন্দৈশ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্॥ ২
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দো দেবতা চ সদা নারায়ণঃ প্রভু॥ ৩
পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো জঙ্ঘে পাতু জগৎপ্রভুঃ।
ঊরূ চ কেশবঃ পাতু কটিং দামোদরস্তথা॥ ৪
বদনং শ্রীহরিঃ পাতু নাড়ীদেশঞ্চ মেহচ্যুতঃ।
বামপার্শ্বং তথা বিষ্ণুর্দ্দক্ষিণঞ্চ সুদর্শনঃ॥ ৫
বাহুমূলং বাসুদেবো হৃদয়ঞ্চ জনার্দ্দনঃ।
কণ্ঠং পাতু বরাহশ্চ কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলম্॥ ৬
কর্ণৌ মে মাধবঃ পাতু হৃষীকেশশ্চ নাসিকে।
নেত্রে নারায়ণঃ পাতু ললাটং গরুড়ধ্বজঃ॥ ৭
কপোলং কেশবঃ পাতু চক্রপাণিঃ শিরস্তথা।
প্রভাতে মাধবঃ পাতু মধ্যাহ্নে মধুসূদনঃ॥ ৮
দিনান্তে দৈত্যনাশশ্চ রাত্রৌ রক্ষতু চন্দ্রমাঃ।
পূর্ব্বস্যাং পুণ্ডরীকাক্ষো বায়ব্যাঞ্চ জনার্দ্দনঃ।
আকাশে স্যাদজঃ পাতু পাতালে চ সুদর্শনঃ॥ ৯

ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥ ১০
কবচং ধারয়েদ্‌যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১১
যোষিদ্‌বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥ ১২
কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপিণম্।
যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দ্যূতে বাদে চ সাধকঃ।
সর্ব্বথা জয়মাপ্নোতি নিশ্চিতং জন্মজন্মনি॥ ১৩॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং রোগনাশস্তথা ভবেৎ।
সর্ব্বপাপপ্রমুক্তশ্চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ১৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং দেবদুর্লভং
নামাক্ষয়কবচং সমাপ্তম্।

নৃসিংহকবচ।

নারদ উবাচ।

ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে।
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচ ব্রূহি মে প্রভো।
যস্য প্রপঠনাদ্‌ বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্॥ ২
যস্য প্রপঠনাদ্‌বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্‌যতঃ॥ ৩

সর্ব্বৈর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ॥ ৪
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্‌যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ॥ ৫
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ॥ ৬
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্ব্বতোমুখম্॥ ৭
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ॥ ৮
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্॥ ৯
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশনায় চ॥ ১০
সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচদ্বয়ম্।
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম॥ ১১
তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্‌গুদং মম।
ক্লীঁ পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌঁ ক্ষ্রৌঁ চ হুঁ ফট্॥ ১২
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্।
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ম্॥ ১৩
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ।
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্॥ ১৪

ক্ষৌঁ নরসিংহায় ক্ষ্রৌঁ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥ ১৫
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহাস্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ১৬
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ১৭
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ ॥ ১৮
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুর্দ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ ॥ ১৯
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২১
যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ২২
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥ ২৩
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৪
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ॥ ২৫
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম নৃসিংহকবচং সমাপ্তম্।

সূর্য্য-কবচম্।

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং॥
যজ্জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং।
যদ্ধৃত্বা তু মহাদেবো গণানামধিপোঽভবৎ।
পঠনাদ্ধারণাদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥
কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং।
শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥
যশ আরোগ্যমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকং॥
সূর্য্যোঽব্যান্নয়নদ্বন্দ্বমাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকং।
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥
হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী।
চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকং॥
ত্র্যক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
শিবো বহ্নিসমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ॥
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
গুহ্যাদ্গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ॥
শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং সদা পাতু মনূত্তমঃ।
ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভং॥
শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনং।
কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনং॥

ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ।
বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্যেন্মনসি বর্ত্ততে॥
তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ।
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসা॥
ব্রহ্মদৈত্যাশ্চ বেতালা নৈব দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ।
দূরাদেবঃ পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ত্তনাদপি॥
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ॥
ধারয়েৎ সাধকঃ শ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী, ভবেৎ।
ত্রিলৌহমধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্দক্ষিণে ভুজে॥
শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়।
ইতি তে কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধং॥
কবচং দুর্ল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং জপেৎ সূর্য্যমনুত্তমং॥
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি।
ইতি ব্রহ্মযামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীসূর্য্যকবচং সমাপ্তম্॥

বৃহস্পতেঃ কবচম্।

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব লোকানাং হিতকারক।
যস্য প্রসাদাদ্দেবেশি সর্ব্ববিজ্ঞানিধির্ভবেৎ॥ ২
কবীনাং জ্ঞানজননং সাধুনাং সুখদায়কম্।
অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরং ব্যাধিভীতিজরাপহম্॥ ৩

অস্য শ্রীবৃহস্পতিকবচস্য আঙ্গিরসঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবৃহস্পতি-দেবতা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং শিরঃ পাতু গুরুঃ সদা।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং কণ্ঠং পাতু বৃহস্পতিঃ॥ ৪
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং নাভিং পাতু সদা গুরুঃ।
এং তং থং দং ধং নং ঐং গুরুঃ পাতূদরং মম॥ ৫
ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং পাতু বৃহস্পতির্মম।
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং অঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং দেবপূজিতঃ
নাসাদি-চক্ষুর্ব্বদনং হস্তপাদৌ ত্বচং কটিম্।
পাদাধঃ কেশপর্য্যন্তং পাতু জীবঃ সদৈব হি॥ ৭
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং গীষ্পতেঃ শুভম্।
অস্য প্রপঠনাদ্দেবি কবির্জ্ঞানী চ সাধকঃ॥ ৮
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা বীজমন্ত্রং জপেত্তু যঃ।
শতলক্ষজপেনাপি তস্য কার্য্যং ন সিদ্ধিদম্॥ ৯
যস্ত্রিসন্ধ্যং মহেশানি বিদ্যার্থী কবচং পঠেৎ।
পঠনাদ্ বর্ষমধ্যে হি বিদ্যা চ বিপুলা ভবেৎ॥ ১০
ভূর্জ্জপত্রে রোচনয়া লিখিত্বা যস্তু ধারয়েৎ।
ত্রিরাত্রমধ্যে দেবেশি বন্ধনান্মোচনং ভবেৎ॥ ১১

ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনীতন্ত্রে বৃহস্পতিকবচং সমাপ্তম্।

নবগ্রহ কবচম্।

ব্রহ্মোবাচ।

ওঁ শিরো মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিণীপতি।
মুখমঙ্গারকঃ পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ॥ ১
বুদ্ধিং জীব সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ।
জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতিনন্দনঃ॥ ২

পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বায়ুঃ সর্ব্বাঙ্গমেব চ।
তিথয়োঽষ্টৌ দিশঃ পাতু নক্ষত্রাণি বপুঃ সদা॥ ৩
অংশৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ।
এতাং রক্ষাং পঠেদ্যস্তু ভক্ত্যা স্পৃষ্ট্যাপি বা পঠেৎ।
সুচিরায়ুঃ সুখী পুত্রী যুদ্ধে চ বিজয়ী ভবেৎ॥ ৪
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
শ্রিয়ঞ্চ লভতে নিত্যং রিষ্টিস্তস্য ন জায়তে॥ ৫
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং তস্য রিষ্টির্ন জায়তে।
পঠনাৎ কবচস্যাস্য সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৬
মৃতবৎসা চ যা নারী কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ।
জীববৎসা পুত্রবতী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৭
ইতি গ্রহযামলে নবগ্রহকবচং সমাপ্তম্।

শনেঃ কবচম্।

দেব্যুবাচ।

কবচং শ্রুত্বা গীতং গ্রহাণাং দেব ভৈরব।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শনেঃ কবচমুত্তমম্॥ ১

দেব উবাচ।

সর্ব্বতন্ত্রেষু দেবেশি গোপিতং পরমাদ্ভুতম্।
কবচং দুর্ল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্॥ ২

অস্য শ্রীশনেঃকবচস্য গৌতমঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ শনৈশ্চরো দেবতা অপেক্ষদ্ধারণে বিনিয়োগঃ।

ওঁকারং মে শিরঃ পাতু ঐংকারং কণ্ঠদেশকে।
হ্রীং মে হৃদি সদা পাতু শ্রীং মে পাতু সদা মুখম্।

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরঃ পাতু মে সর্ব্বতঃ স্থিতম্ ॥ ৩
ইতি যঃ কবচং পুণ্যং ধারয়েদ্দক্ষিণে ভুজে।
কণ্ঠে বা পরমেশানি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৪
চিরজীবী ভবেন্নিত্যমরোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
তস্য তুষ্টঃ সদা সৌরিঃ পঠেদ্ যঃ সুসমাহিতঃ।
শনৈশ্চরকৃতা পীড়া নাস্তি তস্য কদাচন ॥ ৬
ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে দেবীশ্বরসংবাদে শনেঃ কবচং সমাপ্তম্।

রাহোঃ কবচম্।

শৃণুষ্ব দেবি চার্ব্বঙ্গি ত্বং মে সর্ব্বস্বরূপিণী।
স্বর্ভানুকবচং দেবি মহাতেজঃপ্রদং ভবেৎ ॥ ১
সর্ব্বগ্রহাণাং তেজস্বী সবিতা বীরবন্দিতে।
শক্তস্তমাচ্ছাদয়িতুং যঃ স রাহুর্মহাবলঃ ॥ ২
স্বর্ভানোঃ সুরপীতস্য পূজা দেবৈঃ স্বভাবতঃ।
দস্যুভয়হরোরাহুস্তেজস্বিত্ব প্রদায়কঃ ॥ ৩
সৈংহিকেয়স্য কবচধারণাদ্বরকামিনি।
মহাবীরোঽতিবলবান্ মল্লবিদ্যাবিশারদঃ।
করিকুম্ভদারণায়শক্তির্ভবতি পর্ব্বতি ॥ ৪
অস্য শ্রীমদ্রাহুকবচস্য বিরূপাক্ষঋষিঃ পঙক্তিচ্ছন্দো রাং বীজং উং শক্তিঃ স্বর্ভানুর্দ্দেবতা রাহুমহাগ্রহপ্রীত্যর্থং কবচপাঠে বিনিয়োগঃ।
ওঁ ওঁ আং আং শিরঃ পাতু হ্রীঁ আং ক্রোং পাতু ভালকম্।
ক্ষাং ক্ষীং ক্ষুং চরণং পাতু আং ঈং উং বাহুযুগ্মকম্॥ ৫
গ্লাং গ্লীং গ্লাং উদরং পাতু হ্রীঁ স্বাহা ক্লীঁ কটিং মম।
মহাগ্রহঃ পাতু মে বক্ষঃ যাং যীং যুং লিঙ্গমূলকম্ ॥ ৬

ওঁ হ্রীঁ ক্লীং মে গুদং পাতু ক্লীং স্বাহা জানুসংজ্ঞকম্।
আপাদমস্তকং দেবি স্বর্ভানুকবচং প্রিয়ে।
কবচেনাবৃতো যো হি রণমধ্যে বিশেন্মুদা।
বায়ুবহ্নিসমঃ শত্রুস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ॥ ৮
মন্দাহে রাহুবেলায়াং কবচং ত্রিঃ পঠেদ্‌যদি।
সমর্চ্চাং যঃ প্রকুর্ব্বীত তস্য রিষ্টং বিনশ্যতি॥ ৯
অমাবস্যান্তে মন্দাহে যা বেলা রাহুরূপিণী।
তস্যাং পঠিত্বা নবধা বর্ষং শত্রুবিনাশকৃৎ॥ ১০
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি রাহুমর্চ্চয়তে যদা।
বিফলং জায়তে সর্ব্বং সাধকো মৃত্যুমাপ্নয়াৎ।
পূজা-জপাদিকং যত্তু সর্ব্বং নিষ্ফলকং ভবেৎ॥ ১১

ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনীতন্ত্রে রাহুকবচং সমাপ্তম্।

দুর্গাকবচম্।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ ১
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ॥
ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয়॥ ৩
উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী।
চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী॥ ৪

সুগন্ধা নাসিকা পাতু বদনং সর্ব্বসাক্ষিনী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা॥ ৫
অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহু বজ্রধারিণী।
কণ্ঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্॥ ৬
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী।
কটিং ভগবতী দেবী দ্বাবূরূ বিন্ধ্যবাসিনী॥ ৭
মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী।
এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে।
রক্ষ মাং সর্ব্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ৮
ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যা-ফলপ্রদম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ॥ ৯
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ।
ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে॥ ১০
রণে রাজকুলে বাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥ ১১

ইতি শ্রীকুব্জিকাতন্ত্রে শ্রীদুর্গাকবচং সমাপ্তম্।

ইতি কবচ-প্রকরণ সমাপ্তম্।

ব্রত-প্রকরণ।

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত।

ব্রতবিধি।—শুদ্ধকালে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে এই ব্রত আরম্ভ করত প্রতিবর্ষীয় বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে এই ব্রত করিয়া পূর্ণাষ্ট বর্ষে উদ্‌যাপন করিতে হয়।

পূজা।—ব্রতদিবসে পুরোহিত নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিত ব্রতকারিণী শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা.—"বিষ্ণুর্ন্মোহদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে অক্ষয়াখ্যতৃতীয়া-য়াস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মনোঽভীষ্টফলপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য অষ্টবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবৈশাখীয়শুক্লাতৃতীয়ায়াং গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকসলক্ষ্মীকবাসুদেবপূজা—-যবযুক্তবস্ত্রাচ্ছাদিতবারি-পূর্ণকুম্ভদান-ভোজ্যোৎসর্গ—-কথাশ্রবণরূপভবিষ্যপুরাণোক্তাক্ষয়তৃতীয়া-ব্রতমহং করিষ্যে।"

অতঃপর পুরোহিত, সূক্ত পাঠ করিলে, ব্রতী কৃতাঞ্জলি পুরঃসর—"ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু তৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ ওঁ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে হ্যহং ম্রিয়ে। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং প্রসাদাত্তব কেশব॥" ইহা পাঠ করিবে।

অনন্তর পুরোহিত, আসনশুদ্ধি ও ভূতাপসারণ করত ঘট-

স্থাপন করিয়া—সামান্যার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক মাষভক্ত বলি প্রদান করিবেন। পরে ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস ও ব্যাপকন্যাস আদি করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। পরে,—"বাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া কুর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া বিষ্ণুর ধ্যান (১৯৮ পৃষ্ঠা ধ্যান প্রকরণ দেখুন,) করত স্বীয় মস্তকে হস্তস্থপুষ্প প্রদান পূর্ব্বক মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অঙ্গন্যাসাদি করত ধ্যান করিয়া—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবেন। অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বলভদ্রায় নমঃ" এই ক্রমে "ওঁ রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, বাসুদেবায়, দেবক্যৈ, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, বাস্তুপুরুষায়, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, অনন্তায়, ধর্ম্মায়, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ।" এইরূপে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিয়া, ব্রতকারিণী দ্বারা ভোজ্য-উৎসর্গ করাইবেন।

ভোজ্যোৎসর্গ।—প্রথমতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ" এইরূপে সচন্দন পুষ্প দ্বারা তিনবার ভোজ্যের অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত ভূমিতে চতুষ্কোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত কুশজল দ্বারা ভোজ্য অভ্যুক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া কুশতিলজলান্বিত তাম্রাদি পাত্রে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা ভোজ্য ধারণ করত বাক্য করিবে। যথা—

"বিষ্ণুর্ম্মোহস্ত বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে তৃতীয়ায়াং তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সঘৃতোপকরণা-

যায়স্তোয়ং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।” অতঃপর তোয়োৎসর্গের দক্ষিণান্ত করিয়া ঘটোৎসর্গ করিবে।

ঘটোৎসর্গ।—“এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সাচ্ছাদনোপকরণযজ্ঞোপ-বীতান্বিতসযববারিপূর্ণকুম্ভায় নমঃ” (অন্যান্য মাল্যাদি দ্রব্য থাকিলে তাহারও উল্লেখ করিবে)। “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পূর্ব্ববৎ সচন্দনপুষ্প দ্বারা অর্চনা করত উৎসর্গ করিবে। যথা,—

“অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রা শ্রীমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সাচ্ছাদনযুতোপকরণ যজ্ঞোপবীতান্বিত-যবযুক্তবারিপূর্ণকুম্ভমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।

অনন্তর ব্রতী কৃতাঞ্জলি পুরঃসর পাঠ করিবে। যথা,—

“এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ।”

ঘটে চন্দন লেপন করিয়া পাঠ করিবে,—

“ঘটস্ত্বং ধর্ম্ম-রূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥”

অতঃপর কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিবে। যথা,—

“পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু দেহিনাং॥”

পুনরপি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।—

“যথা ত্বং শীতলো নিত্যং সম্পূর্ণ-গন্ধবারিণা।
তথা মামপি সন্তপ্তং শীতলং কুরু ধর্ম্মরাট্॥”

অনন্তর ঘটদানের দক্ষিণা করিবে। যথা,—

প্রথমতঃ দক্ষিণা-দ্রব্যকে পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি— শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদনোপকরণযজ্ঞোপবীতান্বিতধবযুক্ত-বারিপূর্ণকুম্ভদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" অনন্তর কথা—

ব্রতকথা।

যম উবাচ। জলদানস্য মাহাত্ম্যং যত্ত্বয়া কথিতং পুরা। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাম্বর। শতানীক উবাচ। আসীদ্‌দ্বিজাধমঃ কশ্চিদ্ ধর্ম্মকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ। আগতস্তদ্‌গৃহে রাজন্ ব্রাহ্মণস্তৃষ্ণয়ান্বিতঃ। জলং মে দেহি বিপ্রেন্দ্র ইতিপ্রার্থনয়া যুতঃ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। অন্নং নাস্তি জলং নাস্তি মদ্‌গৃহে নাস্তি চাসনম্। অন্যত্র গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে জলং পিব যথেপ্সিতম্॥ তস্য পত্নী সুশীলা চ সুব্রতা চ পতিব্রতা। উবাচ স্বামিনং রাজন্ জলং দেহি দ্বিজাতয়ে॥ কিমর্থং ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থঞ্চ গৃহাদিকম্। স্বকীয়োদরপূর্ত্তিশ্চ কুক্কুরস্যাপি বিদ্যতে॥ এবমুক্তা তস্য পত্নী ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ। তিথেরস্যাঃ প্রভাবেন তদ্দিনে চাক্ষয়াভবৎ॥ বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়া যাক্ষয়াঃ স্মৃতা। কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতঃ সমাগতঃ। ধৃত্বা পাশং গলে বদ্ধা নীত্বা যমপুরং ততঃ। বিপ্র উবাচ জলং মে দেহি ধর্ম্মজ্ঞ তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতঃ। জলং দেহীতি শ্রুত্বা বৈ যমদূত উবাচ হ। ন দত্তং বারি বিপ্রেভ্যঃ কথং বা প্রাপ্স্যতে জলম্। ইত্যুক্ত্বা যমদূতশ্চ যমাগ্রে চ ন্যবেদয়ৎ॥ যম উবাচ। ত্যজৈনং দূত ধর্ম্মজ্ঞ অস্য পুণ্যফলং শৃণু। বৈশাখে শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং বিধানতঃ। অস্য পত্নী সুধর্ম্মজ্ঞা ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ। তদ্দানলভ্য পুণ্যেন নরকঞ্চ নিবর্ত্ততে॥ দূত উবাচ। অক্ষয়াং তিথিমাসাদ্য

কিং কর্ত্তব্যং বদ প্রভো॥ যম উবাচ। স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়-পিতৃ-তর্পণম্॥ বিষ্ণুপূজা চ বিধিবত্তদক্ষয়মুদাহৃতম্॥ ত্বঞ্চ জন্মান্তরং প্রাপ্য বিষ্ণুং সংপূজ্য যত্নতঃ। ভুক্ত্বা মনোরথান্ ভোগান্ বিষ্ণুলোকমবাপ্স্যসি॥ দূত উবাচ। যা চাক্ষয়া তিথিঃ প্রোক্তা তত্র বিষ্ণুপুরং শুভম্। তদ্বিধানং মহারাজ বদস্ব ময়ি সুব্রত॥ যম উবাচ। বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং দ্বিজোত্তম। বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্-বৎসরাষ্টৌ সমাচরেৎ॥ সম্পূর্ণে চ ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠামাচরেত্ততঃ। এবমুক্ত্বা ধর্ম্মরাজস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততো জন্মান্তরং প্রাপ্য স বিপ্রো বৈষ্ণবোঽভবৎ। ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বিবেকী দানতৎপরঃ॥ জাতিস্মরা দয়াশীলা তস্য ভার্য্যা চ সাভবৎ। অক্ষয়ায়াং ব্রতং কৃত্বা সপত্নীকো দিবং যযৌ॥ ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ বিষ্ণুবল্লভতামিয়াৎ। এবং করোতি যা নারী নরো বাপি সুসংযতঃ॥ ইন্দ্র-লোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তাক্ষয়তৃতীয়াব্রতকথা সমাপ্তা॥

অতঃপর ব্রতের দক্ষিণা করিবেন। যথা,—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদক্ষয়-তৃতীয়াব্রতাঙ্গী-ভূতসলক্ষ্মীকবাসুদেবপূজাকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎকাঞ্চন-মূল্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

ষট্‌পঞ্চমীব্রতম্।

প্রথমং স্বস্তি বাচয়িত্বা "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পঠিত্বা সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ যথা—বিষ্ণুরো। তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাংতিথা-বারভ্য ষড়্‌বর্ষং যাবৎ প্রতিমাসীয়শুক্লপঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী ধনধান্য-পুত্রসৌভাগ্যারোগ্যপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক—বিষ্ণুলোক-

গমনকামা গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-সলক্ষ্মীক-নারায়ণপূজাতৎ-কথাশ্রবণরূপষট্পঞ্চমীব্রতমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য, সূক্তং পঠেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন। ওঁ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে। সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃপাময়। ততো ভূতাপসার্য্যাসনশুদ্ধ্যাদিকং কুর্য্যাৎ। ততঃ পাশাঙ্কমালিকেত্যাদিনা লক্ষ্মীং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য স্ববামেঽর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা যথাশক্তি পাদ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা মূলমন্ত্রং জপ্ত্যা জপং সমর্প্য প্রণমেৎ। ততঃ ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা ইত্যাদিনা নারায়ণং ধ্যাত্বা সংপূজ্য মূলমন্ত্রং জপ্ত্যা জপং সমর্প্য প্রণমেৎ। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ততো ভোজ্যমুৎসৃজ্য কথাং শ্রুত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ।

অথ কথা।—সূত উবাচ। নারদস্তীর্থযাত্রাসু নদীপুলিনসংস্থিতঃ। অপশ্যৎ স্ত্রীসংমূহঞ্চ ক্রন্দিতুং দুঃখিতং ততঃ॥ তাসাং দুঃখবিনাশার্থং যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। বিনয়া-হ্যুপসংগম্য কিঞ্চিন্মধুরয়া গিরা। লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনং বিষ্ণুং পপ্রচ্ছ সাদরং॥ নারদ উবাচ। কেনোপায়েন ভগবন্নারী দুঃখং ন বিন্দতি। সৌভাগ্যমথ সৌন্দর্য্য মারোগ্য-ঞ্চাধিগচ্ছতি। ইহ লোকে সুখং ভুঙ্ক্তে ভর্ত্তৃবক্ষঃস্থলস্থিতা। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে গরুড়ধ্বজ॥ ইত্যুক্তো মাধবশ্চক্রে লক্ষ্মীমুখ-নিরীক্ষণম্। ইঙ্গিতজ্ঞা ততঃ পদ্মা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা। বল্লভাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য, প্রীতা ব্রতমুবাচ হ। লক্ষ্মীরুবাচ। ষট্পঞ্চমীব্রতং সম্যক্ শ্রূয়তাং পাপনাশনং। সৌভাগ্যারোগ্যসৌন্দর্য্য পুত্রপৌত্রধনপ্রদং। ষট্পঞ্চমীব্রতং নাম যা করোতি পতিব্রতা। সপ্তদ্বীপেশ্বরপত্নী সা ভবেদ্রাজ্ঞ

সংশয়ঃ ॥ অহং তস্যা গৃহে নিত্যং যথা নারায়ণে স্থিরা। ব্রতেনানেন দেবেশ চঞ্চলা নিশ্চলা স্বয়ং রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা। শচীব পুরুহুতস্য রতীব মদনস্য চ। হরস্য চ যথা গৌরী অহং নারায়ণে যথা। তথা সা পতিনা সার্দ্ধং সুখিনী নিবসেদ্ধ্রুবে। মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শুভা ভবেৎ। তস্যামারভ্য কর্ত্তব্যং বৎসরান্ ষড় ব্রতোত্তমং। বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ। প্রতি-মাসস্য পঞ্চ্যাং স লক্ষ্মীকং জনার্দ্দনং। পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ। আশুতয়মলবণং হবিষ্যেণ ব্রতস্তথা। পঞ্চমে কলমন্ত্রীয়াৎ ষষ্ঠে কুর্য্যাদুপোষণং ॥ সর্ব্বদেবার্চ্চনং হোমং লক্ষ্মীনারায়ণার্চ্চনং। গন্ধপুষ্পাদি-ভির্ভোজ্যং মাসি মাসি প্রদাপয়েৎ ॥ নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ তাম্বুলৈঃ সুপরিষ্কৃতৈঃ ॥ এবং কুর্য্যাচ্চ যা নারী শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ সা সপ্তকুল-মুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ। ষষ্ঠে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা ভোজয়েদ্ দ্বাদশ দ্বিজান্। কৃত্বা শৃঙ্গীং সবৎসাং গাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ষট্পঞ্চমীব্রতং সম্যক্ যা করোতি পতিব্রতা। স্বামিন্যসংশয়ং তস্যা গৃহে চাপি সুনিশ্চলা। যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য লক্ষ্মী-র্লক্ষ্মীপতের্যথা। গিরিশস্য যথা গৌরী সাপি ভর্ত্তুর্ভবেত্তথা। পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যপ্রদং ষট্পঞ্চমী-ব্রতং। যথোক্তবিধিনানেন তস্মাৎ কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ নারদস্য কথাং শ্রুত্বা স্তবমেতদুদৈরয়ৎ। নমস্তুভ্যং সদা দেবি পূজ্যা ত্বং হি নমো নমঃ ॥ এবং বিধি-বিধানেন যা করোতি ব্রতোত্তমং। লভতে স্বামিসৌভাগ্যং লক্ষ্মীস্তস্যা গৃহে স্থিরা। ততঃ স্ত্রীণাং হিতার্থায় মুনিনা কথিতং ক্ষিতৌ। ততো ভূপতিভিঃ সার্দ্ধং রাজ্ঞী চৈব ব্রতং চরেৎ। ষট্পঞ্চমীব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। কর্ত্তব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা ষড় বর্ষং ব্রতমুত্তমং। নাপি দুঃখং নৈব শোকং ন চ রোগমবাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা ষট্পঞ্চমীব্রতকথা সমাপ্তাঃ ॥

ষ্টমী-ব্রতং।

ব্রতের পূর্ব্বদিবস সংযম করিয়া, তৎপর দিবস প্রত্যুষে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে কর্ত্তা শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলে, কৃত-নিত্যক্রিয় পুরোহিত আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া সংকল্প করাইবেন।

যথা, "বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে।"

অতঃপর সংকল্প-সূক্ত পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মপতয়ে ধর্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে। উপবাসং করিষ্যামি কৃষ্ণাষ্টম্যাং নভস্যহম্। অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীং নভশ্চন্দ্রসরোহিণীম্। অর্চ্চয়িত্বোপবাসেন ভোক্ষ্যেঽহমপরেঽহনি॥ এনসো মোক্ষকামোঽস্মি যদ্ গোবিন্দ ত্রিযোনিজম্। তন্মে মুঞ্চতু মাং ত্রাহি পতিতং শোকসাগরে॥ আজন্মমরণং যাবদ্ যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। তৎ প্রণাশয় গোবিন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর॥"

অতঃপর অর্দ্ধরাত্র সময়ে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনাদি করত সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা-যোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন। যথা,—

"ওঁ মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্।
শ্রীবৎসবক্ষঃপূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া পুষ্পটী স্বীয়-মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক আধারশক্ত্যাদি পীঠপূজা করিবেন (ন্যাস দেখুন)। অনন্তর পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করত আবাহান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। পূজায় অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই "ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া দিতে হয়, কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ মন্ত্র দ্বারা তত্তৎ দ্রব্য-প্রদান করিতে হইবে। যথা,—

অর্ঘ্যমন্ত্র।—"ওঁ যজ্ঞ যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।"

স্নানীয় মন্ত্র।—"ওঁ যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ইদং স্নানীয়ং॥"

নৈবেদ্য মন্ত্র।—"ওঁ বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং।"

অতঃপর "ওঁ নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে শ্রীর পূজা করিবেন। অনন্তর যথাশক্তি জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া, বসুধারা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদ ভাবনা করত "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" বলিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিবেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, এবং বিবাহ কার্য্যাদি মনে মনে চিন্তা করিবেন। পরে—"ওঁ দেবক্যৈ নমঃ" এইক্রমে—"বসুদেবায়, যশোদায়ৈ, রোহিণ্যৈ, নন্দায়, চণ্ডিকায়ৈ, দক্ষায়, গর্গায়, চতুর্ম্মুখায়, "এই সমস্ত দেবতাদিগকে পূজা করিবেন।

অনন্তর স্বশাখোক্ত বিধানে বহ্নিস্থাপন করিয়া, প্রকৃত কর্ম্মা-রম্ভে ঘৃতযুক্ত রক্তকরবীর পুষ্প বা সমিধ্ দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যথাশক্তি হোম করিবেন। যথা,—

"ওঁ ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মপতয়ে ধর্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ স্বাহা।"

অনন্তর পুষ্প, চন্দন, জল দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দ্বারা শঙ্খে অর্ঘ্যস্থাপন করত উপবিষ্ট হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে চন্দ্রোদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান করিবেন। যথা,—

"ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥ ওঁ সোমায় সোমেশ্বরায় সোমপতয়ে সোমসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

অতঃপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে চন্দ্রকে নমস্কার করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ। নমস্তে রোহিণী কান্ত সুধাবাস নমোঽস্তু তে॥ ওঁ নভোমণ্ডলদীপায় শিরোরত্নায় ধূর্জ্জটেঃ। কলাভির্ব্বর্দ্ধমানায় নমশ্চন্দ্রায় চারবে॥"

অনন্তর বক্ষ্যমান স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবেন। যথা,—"ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমং। বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্॥ বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্য-সূদনম্। দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্॥ গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তমপরাজিতম্। অধোক্ষজং জগন্নাথং সর্গস্থিত্যন্তকারিণম্॥ অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতম্। শ্রীবৎ-সাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্॥ প্রপদ্যেঽহং সদা দেবং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্॥

ত্রাহি মাং সর্ব্বদেবেশ হরে সংসারসাগরাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো॥ সর্ব্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে। দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসার সাগরাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন রোগশোকার্ণবাদ্ধরে॥ দুর্গতাং ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ-সকৃৎ। সোঽহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ॥ পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষকঃ। যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে। তৎ পুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতু পাপং হর হলায়ুধ॥"

অনন্তর গীতবাদ্যাদি উৎসব দ্বারা রাত্রি যাপন করিবেন।

পুরোহিত পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমনাদিপূর্ব্বক যথাবিধানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত দুর্গার পূজা করিয়া কথাশ্রবণ করাইবেন। পরে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইবেন। তৎপরে "ওঁ সুবর্ণাদি চ যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণো মে প্রীয়তাং হরে" বলিয়া ব্রাহ্মণাদিগকে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া "ওঁ যং দেবং দেবকি দেবী বসুদেবাদজীজনৎ। ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥ সুব্রহ্মবসুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু উক্তা বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ॥" এই বলিয়া ব্রাহ্মণসকলকে বিদায় করিবেন। সমাপনমন্ত্র যথা,—"ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

ব্রতকথা।

একদা শ্রীকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমং। রাজা দিলীপঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ॥ দিলীপ উবাচ। ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে। কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্র-গদাধরঃ। দেবকী

জঠরে জন্ম কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা ॥ বশিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ। পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্তা ভবতে কথয়াম্যহম্। পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসারাধমতৎপরা। স্বাধিকার-প্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা। ক্রন্দিতা লজ্জিতা সাপি যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা। যত্র তিষ্ঠন্তি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ। কংসেন তাড়িতা দেব ইতি তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। বাষ্পধারাং প্রবর্ত্তন্তীং বিবর্ণাং চাবমানিতাং। ক্রন্দিতাং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ। উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দেববৃন্দৈরনুক্রতঃ ॥ আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং ক্রুধা। গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংস-নিমিত্তকম্ ॥ উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ। ঐশ্বরং তদ্বচং শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রমতাত্মভূঃ ॥ ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি। হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ ॥ তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ। সংযুক্তঃ স্তৌতি তং বাগ্‌ভিরর্থ্যাভির্ব্বাগ্‌বিদাং বরঃ ॥ নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। জগৎপালনকর্ত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে ॥ ইতি তেষাং স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ। সর্ব্বান্ ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্টা ভবতামাগমঃ কথম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাকমাগমঃ। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকপালক ॥ শূলপাণিবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ। বসুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা ॥ বরং দত্তা পুরাপ্যুগ্রো মায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ। ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা তব ॥ তস্মাদ্ গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হন্তুং দুরাসদম্। দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধ্বা গত্বা চ গোকুলম্ ॥ ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ পশোঃ পতিম্। পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অম্ব স্থিরাগমিষ্যতি ॥ উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ। উদিশ্য মথুরাকয়ে

প্রয়াণং কংসনাশনং॥ দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ। যশোদা কুক্ষিমধ্যস্থা শর্ব্বাণী মৃগলোচনা॥ নবমাসাংশ্চ বিশ্রাম্য কুক্ষৌ নবদিনাধিকান্। ভাদ্রে মাসসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিতে তিথৌ॥ রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা। ধূমযোনৌ তরিদ্‌যুক্তে বাতে বর্ষতি শোভনে॥ বৈষ্ণবীমায়য়া নিদ্রাং গতাঃ সর্ব্বে চ রক্ষকাঃ। তত্রান্তরে নিশার্দ্ধে তু রোহিণীসংযুতে তিথৌ॥ তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্বসুদেবজঃ। বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদা-জীজনৎ সুতাম্॥ পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খাদ্যায়ুধসংযুতম্। পঙ্কজাক্ষং পদ্মনাভং প্রসন্নকমলেক্ষণম্॥ রম্যং চতুর্ভুজং শান্তং শঙ্খচক্রগদাধরং। তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্টা চানকদুন্দুভিঃ। কংসরাজ-ভয়াৎ ত্রাহি উবাচ দেবকী তদা! অভূদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়েঽপি চ॥ বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র যথা নন্দনিকেতনম্। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥ তাং দৃষ্টা কংসরাজোঽপি সভায়াং ন হনিষ্যতি। তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽতিদুঃখিতঃ। অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ॥ যমুনা জলসংপূর্ণা তৎ-পথে মধ্যবর্ত্তিনী॥ অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণা ভয়কারিণী। তাং দৃষ্টা তত্তটে স্থিত্বা কুমারমবলোকয়ন্॥ বসুদেবোঽতিদুঃখার্ত্তো বিলোল-চেতনোঽভবৎ। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ॥ কথমত্র গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্। হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা॥ ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্। তেন দৃষ্টা ততঃ সাপি ক্ষীণা জানুবহাভবৎ॥ শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে। তাং দৃষ্টা হৃষ্টচিত্তঃ সন্নবলম্ব্য সরিজ্জলে। মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ॥ তং সুতং পতিতং দৃষ্টা, সূর্য্যজাজীবনে দ্বিজঃ। তদা ক্রন্দিতুমারেভে তাতে স মহেনৎ

করম্॥ বিধিনা বৈরিণা হ্যত্র দুঃখিতোঽহং প্রবর্দ্ধিতঃ। ত্রাহিং মাং জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম॥ জনকং রুক্ষিতুং দৃষ্টা কংসারিঃ কৃপয়ান্বিতঃ। জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ॥ তথা তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠো গতবান্ নন্দমন্দিরম্। সুতং দত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ॥ সুতামঙ্কে কথমপি গৃহীত্বানকদুন্দুভিঃ। নিজাগারং স্বয়ং প্রাপ্য পুনঃ প্রত্যর্পিতা সুতা॥ দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা। আনেতুং প্রেষিতো দূতঃ সুতং দুহিতরং তু বা। আগত্য কংসদূতোঽসৌ সুতাং নেতুং প্রচক্রমে। বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকী-বসুদেবয়োঃ। কংসদূতো গৃহীত্বা তাং কংসায়াদর্শয়ৎ পুনঃ॥ তাং দৃষ্টা কংসরাজোঽপি সভয়োঽভূদত্রাসদঃ। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাং॥ দৃষ্টা কংসং বিহসন্তীং বিদ্যুৎস্ফুরতলোচনাং। আদি-দেশাসুরশ্রেষ্ঠো বধং নীত্বা শিলোপরি। আজ্ঞাং লব্ধাসুরাস্তস্য নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ॥ বিদ্যুদ্রূপধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্। অন্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা সুরারিং প্রাহ পার্ব্বতী॥ হন্তং ত্বাং গোকুলে জাতঃ কেশবঃ সুরপালকঃ॥ তত্রাতিষ্ঠজ্জগন্নাথঃ কংসারিঃ সুরকৃত্যকৃৎ। ক্রীড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসমনা হি সঃ॥ প্রাপ্ত-মাত্রেণ তং কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ। এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জন্মদিনব্রতং॥ য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা যা চ নারী হরে-র্ব্রতং॥ প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্য্য মতুলমিহলোকে যথোচিতং। অন্তকালে হরেঃ স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্ত॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পারণ করিবেন।

পারণ মন্ত্র।—"ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত।

বিধি।—যে পতিব্রতা নারী ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে দূর্ব্বাষ্টমীব্রত আচরণ করে, তাহার বংশপরম্পরা সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত ক্ষয় পায় না এবং দূর্ব্বার ন্যায় নিত্যই তাহার কুল প্রসূত ও বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতিবর্ষীয় ভাদ্রশুক্লাষ্টমীতে ব্রতানুষ্ঠান করত অষ্টমবর্ষে উদ্‌যাপন করিতে হয়। এই ব্রতে ডোর ধারণ করিতে হয় এবং অষ্ট প্রকার ফল দিতে হয়।

পূজা-ক্রম।—কৃতনিত্যক্রিয় পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ব্রতকারিণী দ্বারা সঙ্কল্প করাইবেন যথা,—

"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিপ্রাপ্তিকামা (শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামা বা) অদ্যারভ্য অষ্টবর্ষং যাবৎ প্রতিবর্ষীয়ভাদ্রশুক্লাষ্টম্যাং গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজা-পূর্ব্বকদূর্ব্বাসহিত-বিষ্ণুপূজা-ভোজ্যোৎসর্গ-কথাশ্রবণরূপ-ভবিষ্যপুরাণোক্তদূর্ব্বাষ্টমী-ব্রতমহং করিষ্যে॥"

অনন্তর পুরোহিত সূক্ত পাঠ করিবেন। ব্রতারম্ভবর্ষে ব্রত-কারিণী কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ইদং ব্রতং ময়া দেবী গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যত্নপূর্ণে মৃতং ম্রিয়ে। তন্মে সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাত্তব কেশব॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

অতঃপর পুরোহিত সমান্তার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও

মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চনা করিয়া অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবেন। ধ্যান যথা,—

"নীলোৎপল-দলশ্যামং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনং। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণং বনমালিনং॥ শ্রীবৎসলক্ষণোপেতং শ্রিয়া বাণ্যা সমন্বিতং।"

এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করত আবরণ দেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক লক্ষ্মীর পূজা করিয়া দূর্ব্বার পূজা করিবেন।

দূর্ব্বার ধ্যান।—"নীলোৎপলদলশ্যামাং সর্ব্বদেবশিরোধৃতাং। বিষ্ণুদেহোদ্ভবাং পুণ্যামমৃতৈরভিষিঞ্চিতাং। সর্ব্বদেবাজরাং দূর্ব্বাসমরাং বিষ্ণুরূপিণীং॥ দিব্যসন্তানসন্দাত্রীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাং॥"

এই ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর—"ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতজন্মাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ। সৌভাগ্য সন্ততং দত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব॥ যথা শাখাপ্রশাখাভিবিস্তৃতাসি মহীতলে। তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরম্॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া—"ওঁ দূর্ব্বায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা দূর্ব্বাকে স্নান করাইয়া উক্ত মন্ত্রে যথাশক্তি উপাচারে দূর্ব্বার পূজা করিবেন। পরে ব্রতকারিণী অষ্টগ্রন্থিযুক্ত হরিদ্রাক্ত ডোরক স্বীয় বামহস্তে বন্ধনপূর্ব্বক ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—একদা তু সমাসীনং কৃষ্ণং কমললোচনং। পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ কেনোপায়েন ভগবান্ সন্তানো বর্দ্ধতে স্ত্রিয়াঃ। কথং বা লভতে মোক্ষং তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। পক্ষে ভাদ্রপদস্যাপি শুক্লাষ্টম্যাং যুধিষ্ঠির। দূর্ব্বাষ্টমী-

ব্রতং পুণ্যং বা করোতি পতিব্রতা॥ ন তস্যাঃ ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানঃ সার্ব্বপৌরুষঃ। নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলং॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কুত এষা সমুৎপন্না কস্মাৎ দূর্ব্বা চিরায়ুষী॥ কস্মাদ্বন্দ্যা পবিত্রা চ লোকে খ্যাতা মহীতলে। কেন বা তদ্‌ব্রতং দেব চরিতং কেন হেতুনা॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ক্ষীরোদসাগরে পূর্ব্বং মথ্যমানেঽমৃতার্থিনা। বিষ্ণুনা বাহুজঙ্ঘাভ্যাং বিধৃতো মন্দরো গিরিঃ। ভ্রমতা তেনবেগেন লোমানি ঘর্ষিতানি বৈ তান্যেতানিজলোর্ম্মি-ভিরুৎক্ষিপ্তানি তটৈর্ণবাৎ॥ অজায়ত শুভা দূর্ব্বা রম্যা হরিতশাদ্বলা॥ এবমেষা সমুৎপন্না দূর্ব্বা বিষ্ণুতনূরুহা। তস্যাশ্চোপরি বিন্যস্তং মথিত্বামৃত-মুত্তমম্॥ দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগৈঃ॥ ততো যেঽমৃতকুম্ভস্য নিপেতুর্ব্বারিবিন্দবঃ। তৈঃ সংস্পৃষ্টা তদা দূর্ব্বা জাতা চৈবাজরামরা॥ বন্দ্যা পবিত্রা দেবৈস্তু বন্দিতাভ্যর্চ্চিতা তথা॥ পূজয়েত্তাং প্রযত্নেন দ্রব্যৈর্নানাবিধৈরপি। অষ্টম্যাং ফলপুষ্পৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্নারিকেলকৈঃ। দ্রাক্ষামলকপিত্থৈশ্চ কর্পূরৈর্ব্বকুলৈস্তথা॥ নাগরঙ্গৈশ্চ জম্বীরৈর্ব্বীজ-পূরৈশ্চ দাড়িমৈঃ॥ দধ্যক্ষতৈঃ পয়োভিশ্চ ধূপনৈবেদ্যদীপকৈঃ॥ মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র শৃণুষ্ব কথিতং ময়া। ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ॥ সৌভাগ্যসন্ততীং কৃত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব। যথা শাখাপ্রশাখাভির্বিস্তৃতাসি মহীতলে॥ তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরম্॥ এবমেষা পুরা পার্থ পূজিতা ত্রিদশোত্তমৈঃ। তেষাং পত্নীবধূভিশ্চ ভগিনীভিস্তথৈব চ॥ পূজিতা চ তথা শচ্যা গৌর্য্যা রত্যা শ্রিয়া তথা। সরস্বত্যা গঙ্গয়া চ দিত্যাদিত্যা চ মেনয়া॥ বিন্দুমত্যা বেশবত্যা অশোদয়া সুভদ্রয়া। ইন্দুমত্যা শ্রদ্ধয়া চ মায়য়া দীক্ষয়া তথা। মর্ত্ত্যলোকে বেদবত্যা দময়ন্ত্যা সুশীলয়া। সুকেশয়া ঘৃতাচ্যা চ রম্ভয়া মিশ্রকেশয়া। সর্ব্বজনন্যা

মেনকয়া তথৈব মুনিপত্নাদিভিঃ॥ স্ত্রীভিরভ্যর্চ্চিতা দূর্ব্বা সৌভাগ্যসুখ-দায়িনী। স্নাতাভিঃ শুচিবস্ত্রাভির্চ্চিতা বহুভির্জ্জনৈঃ॥ দত্ত্বা পিষ্টানি বিপ্রেভ্যঃ ফলং হি বিবিধং তথা। অষ্টগ্রন্থিসমাযুক্তং করে বদ্ধা সুডোরকম্॥ তিলপিষ্টানি গোধূমধান্তপিষ্টানি পাণ্ডব। ভোজয়িত্বা সুহৃন্মিত্রং সম্বন্ধিস্বজনস্তথা॥ তথা ভুঞ্জীত তচ্ছেষং স্বয়ং শ্রদ্ধাসমন্বিতা। এবং করোতি যা নারী অষ্টমীব্রতমুত্তমম্॥ সা সর্ব্বসুখ-সৌভাগ্য-পুত্রপৌত্রাদিভিস্থতা। মর্ত্তলোকে চিরং স্থিত্বা ততঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥ বসতি রময়া সার্দ্ধং যাবদাহূতসংপ্লবং। মেঘাবৃতেঽম্বরতলে বিশদে চ পক্ষে, যাশ্চাষ্টমীব্রতমদো নভসীহ কুর্য্যুঃ। দূর্ব্বাং হেদক্ষততিলৈঃ প্রতিপূজয়েয়ু,—স্তাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ সকলসন্ততিবৃদ্ধিমৃদ্ধিম্॥ ইতি ভবিষ্য-পুরাণে দূর্ব্বাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

তালনবমী-ব্রত।

বিধি:—এই ব্রত ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমীতে আরম্ভ করত নয় বৎসর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়।

পূজাপ্রণালী!—পুরোহিত নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনাদি করত ব্রতচারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। যথা,—

"বিষ্ণুর্ন্মোহদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যান্তিথৌ অদ্যারভ্য নববর্ষং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী ধনধান্যসুখ-সৌভগ্যা-রোগ্যশ্রীপ্রকামা সলক্ষীকবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা লক্ষ্মী-নারায়ণপূজাকথা-শ্রবণরূপ-তালনবমী ব্রতমহং করিষ্যে।"

অতঃপর পূর্ব্বোদিত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া (ব্রতারম্ভার্থে) ব্রতকারিণীকে—"ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করাইয়া পরে স্বয়ং সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতার অর্চ্চনা করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন। যথ,—

"ওঁ বাসুদেবায় নমঃ।" এইরূপে—"কৃষ্ণায়, হৃষীকেশায় গোবিন্দায়, দামোদরায়, ত্রিবিক্রমায়, গদাধরায়, পরশুরামায়, গণপতয়ে, অনন্তায়, ব্রহ্মণে, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, সরস্বত্যৈ, দুর্গায়ৈ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ।" আদিতে ওঁ ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। তৎপরে ব্রতার্থিনী ভোজ্যোৎসর্গাদি করিয়া কথা কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত-কথা।

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং কেশবং কমলালয়া। উবাচ মধুরং বাক্যং বাসুদেবং জগৎপতিং॥ শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্য-কারণং। কিমেতদ্দুর্ল্লভং স্ত্রীণাং কিমেতৎ শুভদং ভবেৎ॥ কিং কৃতেন বিমুচ্যেত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ। তন্মে ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং ধ্রুবং॥ কেশব উবাচ। পূর্ব্বং হি মে দ্বিভার্য্যাসীৎ সত্যভামা চ রুক্মিণী। রুক্মিণী সুভগা সাধ্বী সত্যভামা চ দুর্ভগা॥ শ্রীরুবাচ। কেন কর্ম্মপ্রভাবেন দুর্ভাগ্য-খণ্ডনং ভবেৎ। এতৎ সর্ব্বং বিস্তার্য্য তত্ত্বং মে ব্রূহি কেশব॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। কেনচিদ্বাক্য-দোষেণ সত্যভামা চ দুর্ভগা। দুঃখার্ত্তা শোকসন্তপ্তা রুদতী বহুশোঽপি বা॥ কিয়ৎকাল-বিলম্বে তু ব্রজন্তী সা তপোবনং। অরণ্যে বিজনে রম্যে গত্বা মুনিবরাশ্রমে॥ আপতন্তো মুনিশ্রেষ্ঠ মদগেহে প্রত্যুপাগতাঃ॥

কল্পিত সা তু মুনয়ে সর্ব্বং দুঃখং ন্যবেদয়ৎ॥ এতচ্ছ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ সুব্রতীং শুভাং॥ মুনিরুবাচ। মাস্রোদীঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি॥ সত্যভামোবাচ। কথং মে বহুশস্তাত শরীরে দুর্ভগাফলং। হানিঃ সৌভাগ্যমেতস্মিন্ তাত ভবতা পিতঃ॥ মুনিরুবাচ। শৃণু সত্যং প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং॥ যৎ কৃত্বা-তুলসৌভাগ্যং পুত্রপৌত্রাদিকং ভবেৎ। ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী নাম কীর্ত্তিতা॥ তস্যাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ॥ সত্যভামোবাচ। বিধানং কীদৃশকাস্য কিং দানং কিঞ্চ ভোজনং। কিঞ্চাস্য পূজনঞ্চৈব ভবতা চ তদুচ্যতাং॥ মুনিরুবাচ। স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ। তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধ-পুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ॥ নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েচ্চ-বৎসলৌ॥ দেবায় পিষ্টকং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় ততঃ পরং॥ আদৌ সংপূজ্য দেবেশং পতিং সংপূজয়েত্ততঃ॥ গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ মাল্যৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সবস্ত্রকৈঃ॥ পিষ্টকঞ্চ ততো দদ্যাৎ স্বামিনে ব্রাহ্মণায় চ। স্বামিনং ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুঞ্জীত পিষ্টকং॥ এবম্প্রকারৈঃ কর্ত্তব্যা নবমী নববার্ষিকী। পুত্রপৌত্রসমাযুক্তং সৌভাগ্য-মতুলং লভেৎ। ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ॥ অভীষ্টফলমাপ্নোতি নবমীব্রতকারণাৎ॥ সংপূর্ণে তু ব্রতে ভুক্তে বিধানেন প্রতিষ্ঠয়েৎ। ব্রতঞ্চক্রে চ সা সাধ্বী মুনের্ব্বচন-গৌরবাৎ। ব্রতসংপূর্ণকালে তু কেশবঃ সমুপাগতঃ। তামুবাচ হসন্ দেবো বচনং মধুরং তথা। অসৌভাগ্যেন দুঃখং তে দুর্ভগাত্বং বিনশ্যতি। সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য যথা গৌরী হরস্য চ॥ শচীব পুরুহূতস্য রতীব মদনস্য চ। যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ভব বরাননে॥ এবং দত্ত্বা বরং তস্যৈ গৃহীত্বা তাং পুরং যযৌ॥ এতৎ করোতি যা নারী সা নারী সুভগা ভবেৎ। ব্রতেনৈকেন দেবেশি চঞ্চলা নিশ্চলা-

ভবেৎ॥ জন্মজন্মান্তরশ্চৈব অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ। পত্যৌ চ সুভগা সৌম্যা পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা। অন্তে যাতি পরং স্থানং যৎ স্থানং শাশ্বতং হরেঃ॥ ইতি কূর্ম্মপুরাণোক্তা তালনবমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

অতঃপর পুরোহিত দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

শিবরাত্রি-ব্রত।

ব্রতবিধি—পূর্ব্বদিন একবার হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক সংযত হইয়া থাকিবেন। পরদিন উপবাস করিয়া রাত্রিতে চারিপ্রহরে চারিটী শিবপূজা করতঃ। পরদিন পারণ করিবেন।

পূজাপ্রণালী—সাধক প্রথমতঃ আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সংকল্প করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্ত ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথৌ (প্রাতস্ত্রয়োদশ্যা সত্যাং—ত্রয়োদশ্যাং তিথাবারভ্য) অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা নানাসুখ-সৌভাগ্যারোগ্য-প্রাপ্তিপূর্ব্বক-শিবসাযুজ্যকামঃ (শ্রীশিবপ্রীতিকামো বা) শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর সূক্ত-পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবেন,—

"ওঁ শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলং। নির্বিঘ্নমস্তু মে দেব ত্বৎ-প্রসাদাজ্জগৎপতে॥ চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি। ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর॥"

অতঃপর পার্থিব শিবপূজার ক্রমে পূজা করিবেন। বিশেষ এই যে চারি প্রহরে চারিবার পূজা এবং চারি প্রহরে বিভিন্ন বস্তু দ্বারা স্নান করাইয়া অর্চনা করিবেন। পূজায় স্নানমন্ত্র ও অর্ঘ্যমন্ত্র পৃথক্, তাহা এইস্থলে লিখিত হইল। যথা—

প্রথম প্রহরে,—"ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ" এই মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া পুনর্জ্জলদ্বারা স্নান করাইবেন। অর্ঘ্যমন্ত্র।—"ওঁ শিব-রাত্রিব্রতং দেব পূজাজপ-পরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥"

দ্বিতীয় প্রহরে,—"ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ"—এই মন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান করাইয়া পুনর্জ্জলদ্বারা স্নান করাইবেন। অর্ঘ্যমন্ত্র।—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥"—

তৃতীয় প্রহরে—"ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ"—এই বলিয়া ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পুনর্জ্জলদ্বারা স্নান করাইবেন। অর্ঘ্যমন্ত্র।—"ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্য-মুমাকান্ত প্রসীদ মে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥"

চতুর্থ প্রহরে,—"ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ"—এই মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইবেন। অর্ঘ্যমন্ত্র।——"ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥"—এই বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবেন। অন্য সমস্তই পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজাবৎ।

পূজাশেষ করিয়া কথা শ্রবণ করিবেন। পরদিন স্নানান্তে শিবপূজা ও স্তব পাঠ করত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবেন। পারণ মন্ত্র যথা,—

"ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব।"

ব্রতকথা।—পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে। দেবদানব-গন্ধর্ব্বসিদ্ধ-চারণসেবিতে। অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যগীতবিরাজিতে।

সর্ব্বর্ত্তু কুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তু ফলশোভিতে। স্নিগ্ধচ্ছায়াক্রমাকীর্ণে সন্তান-কবনাবৃতে। পারিজাতপ্রসূনোত্থগন্ধামোদিতদিঙ্মুখে। আকাশগঙ্গা-সলিলতরঙ্গগণনাদিতে। ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষি-বদনোদ্ভূতবেদধ্বনি-নিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ॥ সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করং॥ দেব্যুবাচ। কর্ম্মণা কেন ভগবান্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ। ভগবানুবাচ। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥ তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্॥ ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥ ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ভুঞ্জীত নান্যথা। মমাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে॥ রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ। সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাকোপাস্য পশ্চিমাম্। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাব-রেঽপি চ। বিল্বপত্রৈর্ব্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ। একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ। মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণ-পুষ্পাদিভিস্তথা। ন তথা জায়তে প্রীতির্ব্বিল্বপত্রৈর্যথা মম। প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ॥ কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্প-মালাদিবিধৈস্তথা। দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা। পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং যথাশক্তি নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ॥ অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ গুচিব্রতান্। ভোজয়িত্বা

তথাভার্চ্চা পারণং স্বরলাচরেৎ ॥ এবমেতদ্ব্রতং দেবি মম প্রীতি-করং পরম্। যজ্ঞদানতপাংস্তস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ এতদ্ব্রত-প্রভাবেণ প্রাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরং পৃথ্যাং জায়তে কার-চারবান্ ॥ তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু ॥ অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা। ব্যাধস্তত্রাবসেদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ ॥ খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশরঃ। বাগুরাপাশশৈল্যাদিপ্রপূরিতগৃহান্তরঃ ॥ স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিধিবান্ পশূন। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতৌ সুষাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ ॥ অথাস্তগমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎ সুভয়প্রদা। তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরা বৃতম্ ॥ হস্তামর্ষ-ণশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে ॥ লতাপাশৈর্ব্বহুবিধৈর্মাংসভারং ববন্ধ সঃ ॥ তমেব বৃক্ষমারুহ্য স্থিতোঽসৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ। শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ ॥ জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা। দৈব যোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং ॥ শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহারঃ স লুব্ধকঃ। অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি ॥ জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ। তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ ॥ তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি। ন স্নানং ন তথা পূজা না নৈবেদ্যাদিসম্ভব ॥ তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাত্তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা। অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজমন্দিরম্ ॥ কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ। বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ ॥ পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ। অথোভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ। আক্রোষতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ। যমং সমানয়ামাস বং-

পুরদ্বারসমুজ্জ্বলম্। দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ং কথাম্॥ ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ॥ তচ্ছ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্। এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্। পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রিপ্রভাবেন নীতঃ সর্ব্বেশ-সন্নিধম্। ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ॥ কৃতাঞ্জিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ। এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি। অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রি-ব্রতং মুদা। বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়দ্ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতং॥ ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নান্যদ্ ব্রতং শিবরাত্রিসমং তথাস্তি॥ ইতি শিবরহস্যীয়-শিবরাত্রি ব্রতকথা সমাপ্তা॥ অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

কার্ত্তিকেয় ব্রত।

পূর্ব্বদিনে অধিবাসং কৃত্বা পরদিনে ধাত্বাদ্যুপাদিতে ভিত্তিকাদি-বিচিত্রকে দেশে কার্ত্তিকেয়াকৃতিং প্রতিমাং সংস্থাপ্য সায়ং সময়ে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পঠিত্বা সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। যথা অদ্যেত্যাদি মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিকরাশিস্থে ভাস্করে বিষ্ণুপদী সংক্রান্ত্যাং অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী বিশিষ্টাপত্যলাভকামা গণপত্যাদি দেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীকার্ত্তিকেয় পূজামহং করিষ্যে। অথ্যৈতৎ করিষ্যামি ইতি সঙ্কল্প

সূক্তং পঠেৎ। ততো ঘটস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ আসনশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। ততো গণেশাদিপঞ্চদেবতাঃ সংপূজ্য নবগ্রহাংশ্চ বাসুদেবং ব্রহ্মাণং মহাদেবং গৌরীং সূর্য্যং লক্ষ্মীং পূজয়েৎ। এবং সরস্বতীং ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ময়ূরঞ্চ পূজয়েৎ। কার্ত্তিকেয়স্য ধ্যানং যথা। ওঁ কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং। দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্। প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কং। ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা মানসোপচারৈঃ পূজয়েৎ। অর্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ। ইত্যষ্টধা জপ্ত্বা তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকেয়স্য হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সঃ কার্ত্তিকেয়স্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ পুনরামিত্যাদি কার্ত্তিকেয়স্য জীব ইহ স্থিতঃ পুনরামিত্যাদি কার্ত্তিকেয়স্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি পুনরামিত্যাদি কার্ত্তিকেয়স্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতি-র্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা-মোং প্রতিষ্ঠ। ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ময়ূরস্যাপি। পুনর্ধ্যাত্বা-বাহয়েৎ। ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। দেবসেনাপতে শ্রীমান্ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ কার্ত্তিকেয় সমাগচ্ছ স্বকীয়স্থানকাদিহ। পার্ব্বতীনন্দন তিষ্ঠ যাবৎ পূজাং করোম্যহং। ওঁ কার্ত্তিকেয় ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ইত্যাবাহ্য সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদিনা কুশোদকেন আপাদ্যং ষোড়শোপচারৈঃ সংপূজ্য স্তুতিং পঠেৎ। ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ গৌরি-হৃদয়-নন্দন। পূজাং গৃহাণ দেবেশ বাঞ্ছিতার্থঞ্চ দেহি মে

ইতি। ততো যথাশক্তি-মূলমন্ত্রং জপ্‌ত্বা জপং সমাপ্য ভোজ্যাদিকং উৎসৃজ্য প্রণমেৎ। কার্ত্তিকেয়ং নমস্তামি গৌরীপুত্রং স্বতপ্রদং। ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্প নিসূদনং। ততো ময়ূরং সংপূজ্য হোমাদিকং কুর্য্যাৎ। ততো গীতবাদ্যাদিভিঃ শেষকালং নয়েৎ। ইরে পূরয়েৎ। ততো দক্ষিণান্তং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী পুত্রলাভকামনয়া কৃতৈতৎ কার্ত্তিকেয় পূজা-কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে॥

অথ কথা।

বাসুদেবঃ সমাসীনং নারদং মুনিসত্তমং। সংপূজ্য বিধিনা ভক্ত্যা প্রপচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ॥

বাসুদেব উবাচ।—দেবক্যাঃ সুতাজাতা যে যে কংসেন তে হতাঃ। অধুনাস্যাঃ কুমারশ্চ কেনোপায়েন সত্তম। চিরজীবী ভবেৎ চ তাং তদব্রূহি যদি রোচতে॥

নারদ উবাচ।—পুরাসীৎ সুভগো বিপ্রো ধার্ম্মিকশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ। তস্যাসীদ্দক্ষিণা পত্নী ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী। দম্পতী পুত্রদুঃখেন দুঃখিতৌ তৌ বভূবতুঃ॥ ততোঽসৌ সুভগো বিপ্রো দুঃখিতঃ প্রযযৌ বনং। পত্যুর্বৈ দক্ষিণা পশ্চাৎ দুঃখিতা চ জগাম সা। ফলমূলঞ্চ ভুক্ত্বা তৌ গচ্ছেতাং দিবসত্রয়ং। ততো বিপ্রঃ সভার্য্যশ্চ সুদূরাৎ দদৃশতুঃ। তত্রৈবেষ্টনং পদ্মং নির্ম্মায় প্রতিমাং তত্তাং ত দেশে প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিজো ব্রতং। তাং দক্ষিণা দেবী প্রপচ্ছ বিনয়ান্বিতা। যাস্যঃ কিং প্রকুর্ব্বন্তি তৎ সর্ব্বং কথ্যতাং। কার্ত্তিকেয়ব্রতমিতি প্রোচুস্তাঃ স্ত্রীনারীগণাঃ। দক্ষিণা তথাচঃ

শ্রুত্বা পুনঃ পপ্রচ্ছ সাদরং। "কিং ফলং কিং বিধানঞ্চ সর্ব্বং ব্রূহি ময়াগ্রতঃ॥ স্ত্রিয় উচুঃ॥ বৃশ্চিকস্থ তু সংক্রান্ত্যাং পুত্রকামাব্রতং চরেৎ। ধান্যাঙ্কুরান্বিতে দেশে শুণ্ডিকাভির্ব্বিচিত্রিতে। তন্মধ্যে-ষ্টদলং পদ্মং সৌবর্ণীং প্রতিমাং শুভাং। রাজতীং বা তাম্রময়ীং মৃণ্ময়ীং বা প্রযত্নতঃ। কার্ত্তিকেয়াকৃতিং সাধ্বি সমারোপ্য ঘটং তথা। গণেশং বাসুদেবঞ্চ ব্রহ্মাণঞ্চ মহেশ্বরং। গৌরীং লক্ষ্মীং তথা বাণীং লোকপালান্ নবগ্রহান্। ময়ূরঞ্চ সমভার্য্যা ধ্যায়েৎ স্কন্দং যথাবিধি। ধ্যাত্বা সংপূজ্য নৈবেদ্যৈর্দত্ত্বাম্মৌর্ব্বীং গুণান্বিতাং। লৌহখড়্গাং প্রযত্নেন দত্ত্বাচ্চৈব বরাননে। প্রহরে প্রহরে পূজা কথাশ্রবণপূর্ব্বিকা। কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরো পরিসংস্থিতম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং-শক্তিহস্তং বরপ্রদং। দ্বিভুজং শক্রহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতং। প্রসন্ন-বদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কং। সায়ংকালে সমারভ্য প্রাতঃকালে বিসর্জ্জয়েৎ। বাদ্যঞ্চ বিবিধং কৃত্বা কার্ত্তিকেয়ং প্রপূজয়েৎ। গীতনৃত্যৈ-র্নিশাং নীত্বা ন কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ। বর্ষচতুষ্টয়ং কৃত্বা ব্রতোদ্যাপনমা-চরেৎ। সৌবর্ণীং রাজতীঞ্চৈব তাম্রীঞ্চৈব বিশেষতঃ। লৌহশক্তিঞ্চ ভোজ্যানি রবিসংখ্যানি যত্নতঃ। দত্ত্বাৎ বস্ত্রং প্রযত্নেন ডল্লকানাং চতু-ষ্টয়ং। এতদ্‌ব্রতঞ্চ যা নারী করোতি ধর্ম্মতৎপরা। পুত্রপৌত্রান্বিতা ভূত্বা পরত্রেহ চ মোদতে। পুত্রদঃ কার্ত্তিকেয়ো বৈ নান্যো দেবঃ কথঞ্চন। কৈবল্যদো যথা বিষ্ণুঃ জ্ঞানদশ্চ যথা শিবঃ। আরোগ্যদো যথা সূর্য্যস্তথা স্কন্দঃ সুতপ্রদঃ। ততস্তাসাং বচঃ শ্রুত্বা জগাম হৃষ্টা নিজং গৃহং। চকার বিধিনা তেন দক্ষিণাব্রতমুত্তমম্। ততো ব্রতপ্রসাদেন পুত্রপৌত্রান্বিতা ভবেৎ। তস্মাত্ত্বং দেবকী পত্নী কৌমারং ব্রতমুত্তমম্। করোমি প্রাপ্স্যসি সুতং জয়িনং চিরজীবিনং।

ইতি স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় ব্রতং সমাপ্তং॥

সুবচনী-ব্রত।

পূজাবিধিঃ। স্বস্তিবাচ্য "সূর্য্যঃ সোম" ইতি পঠিত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী দাসী বা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-মনোঽভীষ্টসিদ্ধিকামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক (সুবচনী) শুভচণ্ডী-দুর্গাপূজাতৎকথাশ্রবণমহং করিষ্যে", ইতি সংকল্প্য গণেশাদি-দেবতাঃ সংপূজ্য (সুবচনীং) শুভচণ্ডীং ধ্যায়েৎ—"ওঁ রক্তাঙ্গী চ চতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না রক্তাম্বরালঙ্কৃতা। পীনোত্তুঙ্গকুচা শুক্লবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা। ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা ভীতিপ্রদানোৎসুকা, ধ্যেয়া সা শুভকারিণী সুবচনা সর্ব্বাপদুদ্ধারিণী॥ "এবং ধ্যাত্বা ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ।" এবং হংসাদীন্ সংপূজ্য কথাং শৃণুয়াৎ।

ব্রতকথা।

বন্দমাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিত পাবনী পুরাতনী। বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে, শুন আপনার ব্রতবাণী॥ প্রণমিয়া দেবগুরু বিপ্রের চরণে। সুবচনী মাতা বন্দ আনন্দিত মনে॥ প্রজা ল'য়ে রাজ্য করে কলিঙ্গ ঈশ্বর। সেই দেশে অনাথা ব্রাহ্মণী করে ঘর॥ সবে মাত্র এক পুত্র পড়ে পাঠশালে। ভিক্ষা মেগে যজ্ঞসূত্র দিল যথাকালে॥ পাঠশালে পড়ে সব নানা দ্রব্য খায়। দ্বিজপুত্র দুঃখী সবাকার পানে চায়॥ মনে কল্পে আঁজি করা করে ঘরে যায়। পরিপূর্ণ করে মৎস্য মাংস অন্ন খায়॥ ঘরে গিয়া পুত্র জননীর কাছে বলে। উত্তম সুখাদ্য খায় বালক সকলে॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র ইহা কন হেসে হেসে। পরম আনন্দে জননীর কোলে বসে॥ অন্যের বালক খাগো নানা দ্রব্য

খায়। মৎস্য আদি পক্ষী মাংস খেতে সাধ যায়॥ ব্রাহ্মণী বলেন বাছা আমি কোথা পাব। তনয় বলেন কাল আমি এনে দিব॥ উঠিয়া প্রভাতে তবে দ্বিজের তনয়। নগর ভ্রমণ করে ত্যজিয়া আলয়॥ হংসশালে নৃপতির আছে যত হাঁস। দিবা রাত্রি রক্ষক আছয়ে বারমাস। হংস সব চরে সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে। পাছু ছিল খোঁড়া হাঁস দ্বিজ পুত্র ধরে॥ আছাড়িয়া মেরে জননীর কাছে দিল। রন্ধন করিয়ে মাংস গোপনে খাইল॥ প্রাতঃকালে দেখে খোঁড়া হাঁস নাই। রাজার শাসনে দুত চলে ধাওয়াধাই॥ রাজা বলে আজি খোঁড়া হাঁস খুঁজে আন। খোঁড়া হাঁস না পাইলে বধিব পরাণ॥ ভয়ে ব্যগ্র হ'য়ে খুঁজে যত হংসচর। ঘাট বাট মহারণ্য সবাকার ঘর॥ হংসের সন্ধান কোন মতে নাহি পায়। ব্রাহ্মণীর বাটীর নিকট দিয়া যায়॥ সেই হংস পাখা দেখে বিপ্র ভস্মকুণ্ডে। দ্বিজপুত্রে ধরে সবে বজ্র পাড়ে মুণ্ডে॥ ব্রাহ্মণীরে যথোচিত তিরস্কার করে। তার পুত্রে ধরে দিল রাজার গোচরে॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া কলিঙ্গের অধিকারী। ক্রোধে পরিপূর্ণ করে আস্ফালন করি॥ রাজা বলে বেটা এত বড় অহঙ্কার। হংস মেরে খাইয়াছ পাবে ফল তার॥ আজ্ঞা দিল রাজা দ্বিজে রাখ বন্দিশালে। বক্ষেতে পাথর দেও ভূমিতলে ফেলে॥ বন্দিশালে রাখে দুত নৃপ আজ্ঞা পেয়ে। ব্রাহ্মণীরে সবে সমাচার দিল গিয়ে॥ শুনিয়ে আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে। তারিণী ব্রাহ্মণী বলে দ্বিজ মাতা কান্দে॥ ভয়ে দ্বিজ মাতা কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, অচেতনে পড়ে ভূমিতলে। করে হাহাকার রব, শুনি খেয়ে এল সব, আহা! আহা! উঠ বলি তোলে॥ ব্রাহ্মণের নহে ধর্ম, করেছ কুৎসিত কর্ম, যোগ্য ব্রাহ্মণের ছেলে বটে। সাধ্য যোগ

নৃপ ক্রোধ, সবে গিয়া উপরোধ, রাজারে করিব করপুটে॥ কেহ ষের উপদেশ, কহি শুন সবিশেষ, কান্দিলে না হবে কিছু আর। কা হতে কিছু না হয়, শাস্ত্রেতে এমত কয়, ভাল মন্দ কর্ম্ম দেবতার॥ আর কেহ নাহি যার, সুবচনী মাতা তার, একভাবে পদ ভাব তার॥ ভেবে হারা মরা পায়, এবা কোন বড় দায়, তব পুত্রে করিবেন উদ্ধার॥ সেই গ্রামে এক ঘরে, সুবচনী পূজা করে, তথা যায় এও নারীগণ॥ শুনিয়া পূজার কথা, ব্রাহ্মণী গেলেন তথা, এক ভাবে করয়ে মানন॥ আমার পুত্র রাজদ্বারে, উদ্ধারিয়া এলে ঘরে, সুবচনী মায়েরে পূজিব॥ সবে বল সিদ্ধ হোক, মায়ের মহিমা রোক, মিথ্যা হ'লে পরাণ ত্যজিব॥ ব্রাহ্মণী কাতর দেখি, সকলে সজল আঁখি, করপুটে করিছে মানন। উর মাতা নিজ গুণে, মুক্ত কর়য়া ব্রাহ্মণে, নিজ পূজা করহ গ্রহণ॥ দেবী জানলেন কানে, রাজা শুয়ে যেই স্থানে, মহানন্দে কাছে ছয়রাণী। উদ্ধারিতে দ্বিজবরে, দেবী গিয়া সেই ঘরে, রাজারে কহিছে স্বপ্নবাণী॥ শুন রাজা তোরে কই, কার মন্দকারী নই, এলাম হিত কথা কহিবারে। মেরেছে যে খোঁড়া হাঁস, সে আমার ব্রতদাস, বন্দশালে রেখেছ তাহারে॥ হ'লে তার অপমান, ব্যথা বড় পায় প্রাণ দেখ তোর সর্ব্বনাশ হয়। হবে রক্ত অগ্নি বৃষ্টি, নষ্ট হবে সব সৃষ্টি, পুরী সব হবে ভস্মময়॥ যদি বল খোঁড়া হাঁস, ব্রাহ্মণ করেছে নাশ, সে কেবল লোকের লাগান। কালি প্রাতঃকাল হ'লে, তুমি গিয়া হংসশালে খোঁড়াকে দেখিবে বিদ্যমান॥ দ্বিজ পুত্রে ক'রে মুক্ত, তবে তার উপযুক্ত, ঐ রাজ্য দিয়া কর মান। মোর কথা সত্য জানে, মিথ্যা না ভাবিহ মনে, শকুন্তলা কন্যা দিবে দান॥ তবে রাজা মান্য হবে, দেশে দেশে কীর্ত্তি রবে,

এত বলি দেবী অন্তর্দ্ধান। এ সব দেবীর মন্দ, ভূপতির নিদ্রাভঙ্গ, ভয় পেয়ে রাণীকে জাগান। উঠ উঠ উঠ রাণী, শুনহ স্বপ্নের বাণী, স্বপ্ন দেখি পরাণ বিকল। নিদ্রাবশে যে দেখিনু, বুঝি সব হারাইনু, রাজ্য ধন পুত্রাদি সকল॥ কারাগারে দ্বিজসুতে, ক্লেশ দিনু বিধিমতে, সে দেবীর বরপুত্র হয়। সেই অধর্ম্মের ফলে, রাজ্যপুত্রাদি সকলে, বুঝি সুবচনী করে ক্ষয়॥ শুনিয়া স্বপ্নের কথা, রাণী মনে পায় ব্যথা, অতিশয় চঞ্চলা হইল। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণেক রাজার পাশে, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল॥ বলিতে কহিতে নিশা, পোহাইয়া হইল উষা, উঠি রাজা হংসশালে যান। নৃপতির কাছে কাছে, মৃত খোঁড়া হাঁস নাচে, দেবীবরে পেয়ে প্রাণদান॥ দেখে রাজার হৈল বোধ, নৃপতির গেল ক্রোধ, বৈসে এসে বাহির দালানে। উদ্বেগ উঠিছে মনে, পাত্র মিত্র বন্ধুগণে, ত্বরা করে ডাকাইয়া আনে॥ বন্দিশালে আছে বিপ্র, মুক্ত করে আন ক্ষিপ্র, তাহারে অর্পিব মম রাজ্য। তাহার আশ্রয় লব, শকুন্তলা কন্যা দিব, আজ সমাপিব শুভ কার্য্য॥ নৃপ-আজ্ঞা পাবা মাত্র, নৃপতির পাত্র মিত্র, বিপ্রপুত্রে মুক্ত করে আনে। দিব্যবস্ত্র পরাইয়া, নানা আভরণ দিয়া, আপনারে ধন্য করি মানে॥ নৃপ দ্বিজের নিকটে দাঁড়াইয়া করপুটে, স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে। হয়ে মোরে অবতংশ, রক্ষা কর মোর বংশ, সবান্ধব শরণাগতেরে॥ চিনিতে নারিলাম তোমা, অপরাধ কর ক্ষমা, যত দুঃখ তোমারে দিলাম। দিয়া কন্যা রাজ্য দানে, রাখিব তোমার মান, আজি হইতে আশ্রয় নিলাম॥ পরে রত্নসিংহাসনে, বসাইয়া সে ব্রাহ্মণে, নিজ হস্তে চরণ ধুয়ায়। মুক্ত গিয়া ত্বরা করে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে, সেইক্ষণে সভায় আনায়॥

জ্যোতিষশাস্ত্রের মত, দিন করি আনন্দিত, শুভ লগ্ন করিলেন স্থির। তবে কলিঙ্গ ঈশ্বর নিজরাজ্যে করে ঘর, শোভা করে সভার মন্দির॥ দেখে দিন শুভলগ্নে, স্ত্রীগণে ডাকিয়া আনে, তৈল হরিদ্রা দিতে গায়। বসন ভূষণ পরি, নানাবর্ণে বেশ ধরি, সীমন্তিনী সারি সারি যায়॥ শুনি বিবাহের রব, যাজকের যত সব, রাজার রাজ্যেতে বাস ছিল। যত্ন সুমিলন করি, সবে বেশ ভূষা করি, রাজার পুরীতে প্রবেশিল। এককালে বাদ্যধ্বনি, সবে চমকিত শুনি, ক্ষিতিতে বৈসেছে লোক যত। বাজিতেছে জগঝম্প, শব্দে হয় ভূমিকম্প, শুনি রাণী হৈল আনন্দিত॥ এয়ো সব হল জড়, অন্তরে আহ্লাদ বড়, যত নারী হরিদ্রা মাখায়। শঙ্খরব হুলাহুলি, সব সিমন্তিনী মিলি, সরোবরে স্নান জন্য যায়॥ ঘটেতে পূরিয়া বারি, লইল মস্তকোপরি, রাজরাণী অঞ্চলে লুটায়ে। প্রবেশি নিজ মন্দিরে, ঘটেরে প্রণাম করে, রত্নদীপ বাসরে জ্বালিয়ে॥ জিজ্ঞাসয়ে রাজরাণী, শুন সব সীমন্তিনী, হাই আমলা বাটিবেক কে। স্বামী ধরিবেক ছাতা, নাহি পাবে কোন ব্যথা, পতির প্রেয়সী হবে যে॥ কাছে ছিল বিপ্রসুতা, বড় রূপ গুণযুতা, পতির প্রেয়সী সেই ধনী। তাহারে আদেশ করি, সঙ্গে বহু সহচরী, হাই আমলা বটাইল রাণী। ব্রাহ্মণীর পুত্র লয়ে, মঙ্গলাচার করিয়ে, করাইল স্নান অধিবাস। সন্ধ্যাবি লইয়া বরে, তারা স্ত্রী-আচার করে, নানামতে করি পরিহাস॥ ছাদনার দোঁহে লয়ে, পুরোহিত ডাকাইয়ে, শুভকর্ম্ম করে আরম্ভন। দুহার একত্রে লয়ে, বাক্যে পুষ্পমালা দিয়ে, রাজরাণী আনন্দে মগন॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা গৃহে লয়ে, বাসরঘরে করে জাগরণ। সব সখীগণ সঙ্গে, নানা মত খেলে রঙ্গে, প্রাতঃকালে উঠে দুইজন। ব্রাহ্মণীর পুত্র কয়, বিলম্ব উচিত নয়, বিদায় করহ ক্ষমা করি

দুকুল আসনোপরে, বসাইল কন্যা বরে, রূপ হেরে যত পুর নারী। ব্যাকুল্যা হৈয়ে যায়ে, রতি যেন শোভা পায়ে, মায়ামৃগে শোভে শিশুরত্ন। শচী যেন আখণ্ডলে, হৈমবতী হয় কোলে, মুনিচিত্তে উৎকণ্ঠী যথা॥ ধান্য দূর্ব্বা দিয়ে শিরে, সবে আশীর্ব্বাদ করে, হাতে তুলে কন্যা সঁপে রাণী। ধরি জামাতার হাতে, শকুন্তলার হস্ত রাখে, দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥ মনে না করিবে রোষ, ক্ষমা কর সব দোষ, শকুন্তলা ল'য়ে কর ঘর। কন্যার বিদায় কালে, রাণী ভাসে অশ্রুজলে, আজি হৈতে বাছা হৈল পর। করে হাহাকার ধ্বনি, দুঃখান্তরে কান্দে রাণী, ধুলায় ধূসর হয়ে যায়। শুনিয়া ক্রন্দন ধ্বনি, দুঃখান্তরে নৃপমণি, সভামধ্যে কান্দে উভরায়॥ নানাবাদ্য শব্দ উঠে, আগে পিছে লোক ছুটে, পদে পদ নাহি পায় পথ। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, ব্রাহ্মণীর পুত্র আইল, ধনে পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ॥ ধেয়ে গিয়া কহে লোক, ঠাকুরাণী ত্যজ শোক, দেখ সে তোমার যত ঘুচলো। বন্দি পুত্র কারাগারে, বিবাহ করিয়া ঘরে, রাজার তনয়া ল'য়ে এলো। শুনে এই শুভ বাণী, আনন্দিত ঠাকুরাণী, মনে করে এমন কি হবে। সুবচনী মাতা বুঝি, হাতে তুলে দিল নিধি, হারাধন ঘরে বসে পাব॥ এতেক বলিয়া উঠে, বাত ভরে সন্নিকটে, আনন্দ সাগরে যেন ভাসে। অঙ্গের অম্বর তায়, খসয়া হইল তায়, অমনি খাইল এলোকেশে॥ পুত্র আসিয়া নিকটে, দাঁড়াইয়া করপুটে, জননীরে করিল প্রণাম। ব্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগিনীর কোলে বসো, দেবী পুরাইল মনস্কাম॥ তবে জলধারা দিয়ে বধূ কন্যা গৃহে লয়ে, আঙ্গিনায় পূজে সুবচনী। চারিকোনা করি ঘর, কাটিল আঙ্গিনাপর, আলিপনা দিলেন ব্রাহ্মণী॥ চিত্র বিচিত্র করি, ঘোড়াহাঁস সারি সারি, লিখি তায় আলেপনা ছাঁদে। মাঝে

দাঁড়ী পূর্ণধারি, হুক্লেতে শঙ্খের পুড়ি, দিয়া শোভা পড়িনী পালাতে; সুবচনী পূজা শব, সাজপূরে সমারব, তবে সবে রওবং হবে। এয়োরা করবে দান, নাড়ু গজা গুয়া পান, তৈল সিন্দুর সবে দিয়ে। সীমন্তিনী সারি সারি, দাণ্ডাইল শোভা করি, ব্রাহ্মণী চরণে দিল ধান। অঞ্চল লোটায়ে তাতে, দিল পুত্র বধূ সাথে, মনোবাঞ্ছা হইল সফল॥ প্রসাদীয় দ্রব্য যাহা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাহা ব্রাহ্মণী আপনি বাটি দিল। একান্ত মনে সকলে, বিস্তার করি অঞ্চলে, ভক্তিভাবে সকলে লইল॥ দক্ষিণান্ত সমাপিয়া, ঘট বিসর্জিয়া পুরোহিত করিল গমন। তবে পুত্রবধূ লয়ে, হেম ঘট কক্ষে দিয়ে, গৃহমধ্যে প্রবেশে তখন॥ ইতি সুবচনী ব্রতকথা সমাপ্ত।

বীরাষ্টমী-ব্রত।

বিধি।—আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমীতে—অর্থাৎ মহাষ্টমীর দিবস এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অষ্টমবর্ষে ব্রতের উদ্যাপন করিতে হয়। ইহাতেও অষ্ট পুষ্প ও অষ্ট ফল প্রদান করিয়া অষ্টগ্রন্থিযুক্ত কুঙ্কুমাক্ত বা হরিদ্রাক্ত ডোর ধারণ করিতে হইবে। প্রতিবৎসর সতোজ্যাচ্ছাদনযুক্ত জলপূর্ণ একটি কলসী ব্রাহ্মণকে দিতে হয়।

পরে বিধিমত দুর্গার পূজা করিয়া—"দুর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি ব্রতপূর্ত্তিমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলেঽহং বরং দেহি যশোদিতম্॥" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ডোর ধারণ করত সজোজ্য-ঘটোৎসর্গ ... কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত-কথা।

নারদ উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ লক্ষীকান্ত ... কেনোপায়েন দেবেশ বীরাণাং উৎপত্তির্ভবেৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি অহং বীরাষ্টমীব্রতম্। যৎ কৃত্বা বনিতাঃ সর্ব্বাঃ পুত্রবীরপ্রসূতা ভবেন্॥ নারদ উবাচ। কেন বাচরিতং পূর্ব্বং ব্রাহ্

মে পরমেশ্বর। বিধানং চাস্য কিং দেব কৃত্বা কিং ফলমাপ্যতে॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। পুরৈকা ব্রাহ্মণী রম্যা সুন্দরী ভর্ত্তৃবল্লভা। অপুত্রা সর্ব্বরত্নাঢ্যা ধর্ম্মস্নেহস্য ভাবিনী॥ স চ তাং ব্রাহ্মণীং দৃষ্ট্বা প্রত্যুবাচ সুদুঃখিতঃ। ন ভবেত্তব পুত্রোঽপি ন মে বংশো ভবিষ্যতি॥ বিবাহং প্রকরোমীতি পুত্রার্থং যদি মন্যসে। ন ভবেত্তব দোষস্তৎ কথং তস্মাদ্ ভবিষ্যতি॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ। সেব্যতাং পার্ব্বতী দেবী দেবানাময়তপ্রদা। সা তুষ্টা সর্ব্বতুষ্ট্যর্থং পুত্রপৌত্রং দদাতি বঃ॥ বলিহোমপরো ভূত্বা সহ পত্ন্যা ব্রতং চরেৎ। ফলমূলাশনো ভূত্বা নিরাহারো দৃঢ়ব্রতঃ॥ জগাম শরণং ভক্ত্যা জজাপ মন্ত্রমত্তমম্। পরিতুষ্টা যদা দেবী বরৌ তাভ্যাং দদৌ পুনঃ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। শৃণু বীরাষ্টমী নাম ব্রতং সর্ব্বফলপ্রদম্। আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে মহাষ্টম্যাং পতিব্রতা॥ প্রাতরেবাষ্টমীকৃত্যঃ প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রি করৌ মুখম্। শুক্লাম্বরধরা নারী স্থাপয়েৎ সম্মুখে ঘটং॥ সর্ব্বান্ দেবাংশ্চ সম্পূজ্য মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্। অষ্টপুষ্পাণি দেয়ানি ফলান্যষ্টৌ তথৈব চ॥ অষ্টগ্রন্থিসমাযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকম্। মন্ত্রেণানেন তো বিপ্র বিন্যসেদ্বাহুমূলকে॥ দুর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি ব্রতসূত্রমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলেঽহং বরং দেহি যথেপ্সিতং॥ কলসং গন্ধপুষ্পাভ্যামর্চ্চিতং জলপূরিতম্। দক্ষিণাসহিতং ভোজ্যং দত্বা বিপ্রায় ভাক্তিতঃ॥ সম্পূর্ণে চাষ্টমে বর্ষে কুম্ভানষ্টৌ প্রদাপয়েৎ। বস্ত্রভক্ষ্য-সংযুক্তান্ কুম্ভোপরিসংস্থিতান্॥ অনেনৈব বিধানেন কুর্য্যাৎ পুত্র-ফলপ্রদম্। ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ কৃত্বা তু মাধবী নাম্নী ব্রাহ্মণী সুপ্রজাভবৎ। যা চেদং কুরুতে নারী ব্রতমেতদনুত্তমম্। জন্মান্তরে সুপ্রজা স্যাৎ স্বামিচিন্তানুবর্ত্তিনী॥ ইতি নারদীয়পুরাণে বীরাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

সত্যনারায়ণ-ব্রত।

পূজাপদ্ধতি। যে কোন দিনে সন্ধ্যাসময়ে সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক—তাম্রপাত্রে তিল, তুলসী, ত্রিপত্র ও ফল এবং জল লইয়া উত্তরমুখ হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবেন যথা—

"বিষ্ণুর্ঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকসৌভাগ্যবর্দ্ধন-মনোগতাভীষ্টসিদ্ধিশ্রীসত্যনারায়ণ-প্রীতিকামঃ স্কন্দপুরাণীয়-রেবা-খণ্ডোক্ত-শ্রীসত্যনারায়ণপূজনতৎ-কথা-শ্রবণমহং করিষ্যে।"

পরে স্বশাখোক্তসংকল্পসূক্ত পাঠ, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, জল-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, সম্পাদন করতঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজাপূর্ব্বক অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিয়া সত্যনারায়ণের ধ্যান করিবেন যথা—

"ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতং।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং বিভুং॥
ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরং।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতং।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুং।

এইরূপ ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক—পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে পুষ্পটি শালগ্রামে স্থাপন করিয়া ষোড়শোপচারে (অশক্ত হইলে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে) "ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবেন। কাঁচাসিন্নী প্রদানে বিশেষ মন্ত্র যথা—

"এতদ্ গোধূমচূর্ণদুগ্ধরম্ভাশর্করাদ্যেকীকৃতনৈবেদ্যং ওঁ সত্য-নারায়ণায় নমঃ।"

পরে বামকরে গ্রাসমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক—দক্ষিণকরের কনিষ্ঠা ও অনামিকাদ্বারা "প্রাণায় স্বাহা" তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে "অপানায় স্বাহা," মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ-যোগে—"সমানায় স্বাহা," তর্জ্জনী মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—"উদানায় স্বাহা," অঙ্গুলি-পঞ্চকযোগে—"ব্যানায় স্বাহা" বলিতে হয়। পরে পানার্থোদক পুনরাচমনীয়, তাম্বূল ইত্যাদি দিয়া যথাশক্তি জপান্তে "গুহ্যাতি" ইত্যাদি মন্ত্রে জলনিক্ষেপ পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া জপসমর্পণ করিবেন। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া স্তব পাঠ করিবেন। যথা—যন্ময়া ভক্তিযোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্‌গৃহাণানুকম্পয়া। ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে। গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে। অমোঘং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদন। হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্। সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্। জনার্দ্দনং জনানন্দং জানকীজীবনং হরিং। প্রণমামি সদা দেবং পরং ভক্ত্যা জগৎপতিং। দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুণা পরিপীড়িতে। নিস্তারয়তু সর্ব্বেষু তথানিষ্টভয়েষু চ॥ নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য ইপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ। সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং প্রভুম্। লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥" অনন্তর পুষ্পাদি হস্তে করিয়া কথা বা পাঁচালী শ্রবণ করিতে হয়।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

পয়ার।

একদিন নারায়ণ যুধিষ্ঠির সাথে।
মহারঙ্গে বন্ধু সঙ্গে পুরি হস্তিনাতে॥
নানামতে কৌতুকেতে আছে গদাধর।
মনে প’ল কলি র’ল বলির নগর॥
দ্বাপরের অন্তে তার রাজ্যপ্রাপ্তি হবে।
ভাবি মনে নারায়ণ কহিছে পাণ্ডবে॥
চল ভূপ অপরূপ শুনিতে সুশ্রাব।
বলি পাশ ইতিহাস ধর্ম্মের প্রস্তাব॥
রাজা বলে কুতুহলে চল দয়াময়।
তুমি যার বন্ধু তার কোন কর্ম্ম রয়॥
চলিলেন দুইজন হ’য়ে পদ গতি।
পদে পদে পাপ ছেদে পুণ্য বসুমতী॥
পুণ্য যায় পায় পায় অশ্বমেধ পাত।
মহি বলে কুতুহলে আজি সুপ্রভাত॥
চলিলেন দুইজন পরম সাহ্লাদ।
দেখিছেন সেইস্থানে দুয়ের বিবাদ॥
এক চাষা অতি খাসা খেত করে চাষ।
স্বর্ণ ভাণ্ড খণ্ড খণ্ড তাহাতে প্রকাশ॥

পে'য়ে ধন সেইজন ব্রাহ্মণকে কয়।
তব ভূমে মোর শ্রমে ধন লভ্য হয়॥
লও ধন নিকেতন ঠাকুর গোঁসাই।
বিপ্র বলে মূর্খ মেলে আর ঠেকি নাই॥
পেয়েছিস্ তুই দিস্ মোরে কি কারণ।
আমি নিলা হব ইহা পাপের ভাজন॥
চাষা বলে ত্রেতাকালে শুনেছি শ্রবণে।
ভূমি যার বিত্ত তার লিখেছে পুরাণে॥
সীতা পেয়ে চাষা যে'য়ে দিলা জনকেতে।
প্রভু বুঝি মোরে আজি ঠেকালে পাপেতে॥
শুনি কাণে দুই জনে চলিল ত্বরিতে
দ্রুতগতি উপস্থিত বলীর পুরীতে॥
ধর্ম্ম দেখি কহে ডাকি কলি অবতার।
মহারাজা মোর সাজা দেখ একবার॥
বহুকাল বদহাল মোর নাম কলি।
বিনা দোষে বাঁধি পাশে রাখিয়াছে বলি॥
ধর্ম্ম সুত অদ ভূত এই ভিক্ষা চাই।
মোর প্রাণ দাও দান ধর্ম্মের দোহাই॥
রাজা শুনি কৈলাপুণি করিব মোচন।
সবিদিত উপনীত বলির সদন॥
অয়ে অয়ে পুণ্যে পুণ্যে হইল মিলন।
বলি কাছে ভিক্ষা যাচে পাণ্ডুর নন্দন॥
মহাশয় পুণ্যময় এত পুণ্যকার।
আমি চাই ভিক্ষা পাই কলি অবতার॥

চক্রপাণি চক্রমানি আজ্ঞা দিল বলি।
অনুচরে মুক্ত করে হ'য়ে কুতুহলী॥
মুক্ত হ'য়ে কলি যে'য়ে রাজা হ'ল স্থিত।
কম্পমান নিয়া প্রাণ দ্বাপর অতীত॥
বলি সঙ্গে নানারঙ্গে বিদায় হইল।
তুষ্ট মনে দুইজনে গমন করিল॥
সেই পথে সেই ক্ষেতে সেই চাষা সাথে।
সেই দ্বিজ নিরানন্দ বিপরীত তাতে॥
বিপ্র বলে কোন কালে হ'য়েছে এমন।
ক্ষেত মোর বিত্ত তোর একথা কেমন॥
ওরে বেটা চাষা ঠেটা ধন মোরে দে।
চাষা বলে বাক্যচ্ছলে তুই বেটা কে॥
খিচড়ামি করি তুমি ধন বুঝি পে'লে।
ভাগ্য তোর হেথা মোর নাহি জ্যেষ্ঠ ছেলে॥
কলিরাজ নিজ সাজ ধরিয়া ত্বরায়।
উচ্চ বুক দীর্ঘ মুখ হাসি হাসি যায়॥
শিরে নারী করে ধরি জননীর কেশ।
মাতা প্রতি কটু অতি অশেষ বিশেষ॥
ওলো বুড়ি আটকুড়ি নাহি তোরে যম।
কত আর লব ভার পাপিষ্ঠা অধম॥
পক্ক-কেশী খ্যাসকাশী পেচক লোচনী।
দন্তহীনা কুরূপিনী পাপিনী তাপিনী॥
নারী প্রতি ভক্তি অতি মিষ্টকথা কয়।
সাবধান ওলো প্রাণ খ্যাসো পাছে হয়॥

দীর্ঘ কেশ কটিদেশ সিংহের আকার।
পদ্ম আঁখি পদ্ম মুখী পদ্মিনী আমার॥
সচকিত বিপরীত দেখি যুধিষ্ঠির।
থর থর কলেবর হইলা অস্থির॥
যুড়ি কর নৃপবর হরির সাক্ষাৎ।
জিজ্ঞাসল একি লীলা কহ জগন্নাথ॥
হরি কয় মহাশয় জিজ্ঞাস কি রীত।
মহিপাল কলিকাল দ্বাপর অতীত॥
শুন ভূপ অপরূপ যুগ ধর্ম্ম ফল।
অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইবে সকল॥
রাজা সনে প্রজাগণে করিবে ছলন।
প্রাণিগণ অনুক্ষণ পরদারে মন॥
নারী সবে কামী হবে পতি প্রতি দ্বেষ।
পর পতি প্রতি অতি সরস আবেশ॥
ধনলোভে প্রাণী সবে মিথ্যা সাক্ষী দিবে।
ছলনায় সর্ব্বদায় পাপ উপার্জ্জীবে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্মামর্ম্ম পাইবে বিনাশ।
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে অধর্ম্ম প্রকাশ॥
অসম্ভব শুনি সব হরির বদনে।
রাজা কয় দয়াময় কহত এক্ষণে॥
এই মত হবে যত জীবের দুর্দ্দশা।
বল শুনি চক্রপাণি কি হবে ভরসা।
হরি কহে শুন যাহে জীবের নিস্তার।
অসত্যতে মিথ্যাযুতে তরিবে সংসার॥

সত্য মূর্ত্তি হ'য়ে কীর্ত্তি করিব অচল।
নাম বলে কুতুহলে তরিবে সকল॥
এত বলি বনমালী করিলা গমন।
গঙ্গাতীরে তীরে ফিরে পতিতপাবন॥
দ্বিজ মূর্ত্তি হ'য়ে কীর্ত্তি প্রকাশ কারণ।
ভ্রমিছেন তীরে যেন প্রভাত তপন॥
সেই পথে প্রাণ দিতে এক দ্বিজ যান।
গঙ্গারাম তার নাম দরিদ্র প্রধান॥
বৃদ্ধ বিপ্র গতি ক্ষিপ্র যজ্ঞসূত্র গলে।
গঙ্গা মাটী পরিপাটী দীর্ঘ ফোঁটা ভালে॥
যষ্টি হাতে দীন দাঁত বায়ুতে হেলায়।
ঘন শ্বাস ক্ষুদ্র কাশ টালু মালু চায়॥

লঘু ত্রিপদী।

কহে গদাধর, ওহে দ্বিজবর,
কোথা যাও মহাশয়।
ক্ষীণ দেখি দেহ, সঙ্গে নাহি কেহ,
না কর জীবন ভয়॥
বিপ্র বলে বাপু, মোর এই বপু,
বাঘে সাপে নাহি খায়।
কোন দৈব বাদে, ঘোর অপরাধে,
ত্যজিয়াছে বিধাতায়॥
কি জিজ্ঞাস তুমি, জন্ম দুঃখী আমি,
তাই বন্ধু নাহি একা।

বান্ধব সকলে, অন্য পথে চলে,
মোর সঙ্গে হ'লে দেখা ।
কাঙ্গালী দেখিয়া, হাতাতালি দিয়া,
লোকে দেয় খেদাইয়া ।
ঘরে যদি যাই, প্রিয় বাক্য নাই,
নারী ডাকে অভাগিয়া ॥
ভাবিয়াছি মনে, এ ছার জীবনে,
বাঁচিয়া কি ফল আর ।
পাপ বিনাশিনী, তাপ বিমোহিনী,
যদি মোরে কর পার ॥
শুনি দুঃখ রাশি, প্রভু কহে হাসি,
এ আর কতেক দায় ।
সত্যনারায়ণ, করিলে পূজন,
দুঃখ না রহিবে তায় ॥
ধন পুত্রজন, প্রবাল কাঞ্চন,
অনায়াসে দিতে পারি ।
দরিদ্রের ধন, সত্যনারায়ণ,
ভবার্ণবের কাণ্ডারি ॥
আটারম্ভা পয়, গুড় আদি চয়,
এ সব রচনা দিয়া ।
সোয়া পরিমিতে, মনে যা লয়েছে,
সন্ধ্যাকালেতে পূজিয়া ॥
পুরাণোক্ত তন্ত্রে, নারায়ণ মন্ত্রে,
বিষ্ণুকে করিবে ধ্যান ।

পড়িয়া পাঁচালী, দ্বিজে দিবে ডালি,
ভক্তিতে করিবে পান॥
গঙ্গারাম কয়, ওহে মহাশয়,
তুমি কে বল তা শুনি।
প্রভু কহে আমি, ত্রিভুবন স্বামী,
মোর ভাবে সুরমুনি॥
তব ভাগ্যফলে, আসিয়াছি ছলে,
মহিমা করিতে দান।
দ্বিজ তবে ভনে, শুনেছি পুরাণে,
চতুর্ভুজ ভগবান॥
সেইরূপ যদি, বর গুণনিধি,
তবে সে প্রত্যয় হয়।
গোলক বিহারী, চতুর্ভুজধারী,
হইলেন সে সময়॥
চারি কর মাঝে, আভরণ সাজে,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে।
বিনতা নন্দন, পরে নারায়ণ,
পীতাম্বর কটী বন্ধে॥
কমলা ভারতী, দুই পার্শ্বে স্থিতি,
শ্বেত রক্ত বর্ণ কায়।
জলধরোপর, স্থির ঘনতর,
চপলা যেন খেলায়॥
দেখি গঙ্গারাম, করিছে প্রণাম,
প্রণতিতে স্তব স্তুতি।

শুভাদৃষ্ট কলে, হৃদি পদ্ম দলে,
সরস্বতী হৈল স্থিতি।
তুমি হরিহর, তুমি দিবাকর,
তুমি দিবস শর্ব্বরী।
তুমি পদ্ম যোনী, তুমি সুরমণি,
তুমি বিনোদবিহারী॥
আগম পুরাণ, নিগম বিধান,
তুমি দিক দশধারী।
তুমি মহামেরু, তুমি কল্পতরু,
তুমি সূক্ষ্ম মোক্ষধারী॥
তুমি দাও মুক্তি, তুমি সর্ব্বশক্তি,
তুমি শঙ্করের গৌরী।
কৃষ্ণ বলরাম, শ্রীদাম সুদাম,
তুমি সুরাসুর সৌরি॥
জঠর যাতন, যমের তাড়ন,
তোমার নামেতে তরি।
তুমি সুধাকর, সর্ব্ব ঘটে চর,
হর যোগী নামধারী॥
হীনজন প্রতি, অখিলের পতি,
দয়া কৈলা যদি তারী।
শমন আগার, নিজগুণে তার,
তবে যেন নাহি ঘুরি॥
কহে ভগবান, অন্ত কালে স্থান,
দিব চরণ উদ্ধারি।

দিয়া বরদান, হন অন্তর্দ্ধান,
শিবচন্দ্র অনুসারী॥

পয়ার।

উপদেশ পেয়ে বিপ্র যাইয়া ভবনে।
পূজিলেন দীননাথে অনেক যতনে॥
হইলেক মহা সুখ হরির কারণ।
দাসদাসী হস্তী ঘোড়া রত্ন সিংহাসন॥
যে নারী কহিত কটু উদর জ্বালায়।
মিষ্টকথা হাস্যমুখ সদা সর্ব্বদায়॥
নিত্য নিত্য করে পূজা বিবিধ বিধানে।
উপনীত এক কাঠুরিয়া সেই স্থানে॥
কাষ্ঠ আঁটি রাখি মাটী করিয়া আসন।
শুনিছে মহিমা গুণ ভরিয়া শ্রবণ॥
মানস করিল মনে প্রসাদ খাইয়া।
পরদিন পুজিলেক গৃহেতে যাইয়া॥
ভক্তিতে দিলেন শৌর্য্য বীর্য্য ভগবান
নিত্য করে সত্য সেবা বিবিধ বিধান॥
নদীতীরে পূজা করে সব কাঠুরিয়া।
উপনীত এক সাধু তরণী বাহিয়া॥
কামাখ্যাতে ঘর ধনপতি নাম তার।
মহাচীনে গিয়াছিল করিতে ব্যাপার॥
সমারোহ দেখি তটে উঠে সদাগর।
জিজ্ঞাসে পূজার কথা সবার গোচর॥

কাঠুরিয়া বলে সত্যনারায়ণ হরি।
পূজিলে মানস সিদ্ধি পরলোকে তরি॥
সাধু বলে সুতাসুত মোর যদি হয়,।
লক্ষ তঙ্কা দিয়া পূজা করিব নিশ্চয়॥
এবমস্তু এবমস্তু বলে কাঠুরিয়া।
সাধু চলে নিজ দেশে মানস করিয়া॥
কত দিনে উত্তরিলা সাধু নিজাগার।
সে দিবস ঋতু স্নান সাধুর জায়ার॥
প্রকাশ কমলে বিন্দু হইল পতন।
মুদিত কমল দল গর্ভের লক্ষণ॥
হইল পূর্ণিত দশমাস অবসান।
প্রসবিল এককন্যা রোহিণী সমান॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশীকলা।
শশিমুখী নাম রাখে দেখিয়া বিমলা॥
দশম বৎসর হইল বয়স কন্যার।
মিষ্টকথা হাস্য মুখ সদা রসভার॥
দেবদত্ত কন্যা মত্ত কুঞ্জরগামিনী।
অঙ্গ আভা যেন শোভা স্থির সৌদামিনী॥
দীর্ঘ কেশ কটিদেশ সিংহের সমান।
দেখি তারে পঞ্চশরে নিত্য মোহ যান॥
সম্পূর্ণ ষোড়শী নেত্র যেন নীলোৎপল।
সুধাকর নিন্দি তার বদন-মণ্ডল॥
গলে দোলে সারি সারি মালা মুকুতার।
লোক সবে অনুভবে পদ্মিনী আকার॥

কেহ বলে ছলে বুঝি উর্ব্বশী আইলা।
কিবা ফিরে জনকের জানকী জন্মিলা॥
ছাড়িপতি বুঝি রতি গতি পুনর্ব্বার।
রুক্মিণী দ্রৌপদী কিম্বা মাদ্রীর আকার॥
ধনপতি কন্যা দেখি সুখী সর্ব্বদায়।
সম্বন্ধ করিল স্থির ঘটক দ্বারায়॥
মহারাষ্ট্রে ঘর বর হরিশ্চন্দ্র নাম।
রূপে গুণে কুলে শীলে অতি অনুপাম॥
হরিশ্চন্দ্র চন্দ্র সম বদন আকৃতি।
তার স্থানে কন্যা দান কৈলা ধনপতি॥
কতদিন সুখে আছে জামাতা লইয়া।
সত্য সেবা পাসরিল সুখেতে ভুলিয়া॥
হরির হইল কোপ সাধুর চরিতে।
মনোগত কৈল সাধু বাণিজ্যে যাইতে॥
জামাতা যাইবে সঙ্গে দিন স্থির হৈল।
উষাতে করিবে যাত্রা সকলে জানিল॥
পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ দিক সুপ্রকাশ।
দিনমণি আগমনে নক্ষত্র বিনাশ॥
বাসায় থাকিয়া পাখী ডাকিছে তৎকাল।
কোকিল করিছে কুহুরব সুরসাল॥
উষা পেয়ে যাত্রা করে সাধু ধনপতি।
ইষ্টদেব স্মরিয়া নৌকায় কৈল গতি॥
নারায়ণ পাসরিয়া সাধুর গমন।
কি ঘটে কপালে দেখ শিবচন্দ্র কন॥

একাবলী-ছন্দ।

ধনপতি যেয়ে উঠিল নায়। খুলিল বহর দক্ষিণ বায়॥ সিংহলে যাইতে করিল মনে। বাহিছে তরণী রজনী দিনে। কামাখ্যা হইতে ছাড়িল তরী। আশে পাশে রাখে কতেক গিরি॥ ব্রহ্মপুত্র তীর্থ রাজ সুগভীর। সুঠাম সুগতি উজ্জ্বল নীর॥ যার দরশনে মুকতি পায়। তারোপ'রে তরি বাহিয়া যায়॥ যোগী ঘোকা আদি রাখিয়া পাছে। উপনীত কর-তোয়ার কাছে। কর্ণধারে সাধু জিজ্ঞাসে কথা। ক'দিনের পথ আসিছ হেথা॥ কর্ণধার বলে দিকর হ'তে। এসেছি শতেক যোজন পথে। পাঁচ দিনে এনু বাদামকলে। বিশেষ তোমার ভাগ্যের ফলে॥ শুনি সদাগর হরিষ তায়। ঘোড়া ফেলি দিল কাণ্ডারী পায়॥ পরশুরামের বাড়ী দেখিয়া। খুলিল বহর হরিষ হইয়া॥ ব্রহ্মপুত্র ছাড়ি লক্ষাতে পড়ি। আটিয়া বাঁধিল বাদাম দড়ি॥ মেঘনাতে ডিঙ্গা ধরিল বলে। বদর বদর নেয়েরা বলে॥ কত নদ নদী নগর ছাড়ি। দাড়ী মাঝিগণ গাহিছে সারী॥ উত্তরিলা যে'য়ে কপিলাশ্রমে। উঠে সদাগর অতি সম্ভ্রমে॥ গঙ্গা সাগরেত করিয়া স্নান। তথা হ'তে ত্বরা করে প্রস্থান॥ সাধু কহে কর্ণধারের তরে। নিলাচল পাব ক'দিন পরে॥ ঝর ঝর বারি আঁখিতে ঝরে॥ পুনঃ পুনঃ সাধু জিজ্ঞাসা করে॥ কর্ণধার বলে ধনেশ ধীর। সমুদ্রের বড় উথার নীর॥ সাগর সঙ্গম হইতে ছাড়ি। মাসেকের পথ ঠাকুর বাড়ী॥ কেন বারি ঝরে কমলনেত্রে। সাত দিনে নিব বিমলাক্ষেত্রে॥ শুনি কহে সাধু গভীর রবে। হেন শুভভাগ্য মোর কি হবে॥ তীর সম তরী বাদামে চলে। নশ্বর ঘোটক

মিশিয়া ছিলে॥ নৌকাগণে জান নৌকাতে পাক। সরোবরে যেমত হংসের ঝাঁক॥ সপ্তম দিবস হইল পূর্ণিত। কর্ণধার হৈল মনেতে ভীত॥ দূরবীণ ধরি পশ্চিমদিকে। এক আঁখি দিয়া দেখিতে লাগে॥ ধু ধু বলি কোঠা দেখিয়া চোখে। কর্ণধার ত্বরা সাধুকে ডাকে॥ ওহে সদাগর দেখহ আসি। নীলাচলোপরি গোলকবাসী॥ কথোপকথনে মনে উল্লাসে। তরী লাগে যেয়ে দক্ষিণ পাশে॥ ধনপতি স্মরি জগতনাথ। উঠিলেন যেয়ে জামাতা সাথ॥ দাঁড়ি মাঝি সঙ্গে এক হাজার। দ্বিগুণ বন্ধু বান্ধব তার। সাধু সঙ্গে চলে সঙ্গীর যত। হরিশ্চন্দ্র স্বর্গ গমন মত॥ আঠার নালাতে কৈল পয়ান। পাণ্ডা মিলে আসি সাধুর স্থান॥ গলে দিব্য মালা তিলক নাকে। করে বেত্রাঘাত প্রভুকে ডাকে॥ বেত্রাঘাত করে সাধুর পরে। ধনপতি ভাগ্য প্রসংশা করে॥ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা আনিয়া। আঠার নালায় চৌকিতে দিয়া॥ ধনপতি সুখী পথ গমনে। শিবচন্দ্র সেন সরস ভণে॥

লঘু ত্রিপদী।

চলে ধনপতি, অতি দ্রুতগতি,
জগন্নাথ দরশনে।
কুবের জোড়নী, প্রথমেতে কিনি,
পান করিছে যতনে॥
কত দূর হাটি, দেখে পরিপাটি,
অন্নের হাট বাজার।
কিনি সাধুগণ, করিছে ভোজন,
ব্যাঞ্জন কত প্রকার॥

পিষ্টক পায়স, আদি ছয় রস,
করম্বা বাউ খিচরী।
কাঙ্গালী সকল, হ'য়ে কুতুহল,
করিতেছে কাড়াকাড়ি॥
চণ্ডালে আনিয়া, আঁটিয়া কিনিয়া,
দিতেছে ব্রাহ্মণ মুখে।
পেয়ে বিপ্রগণ, হর্ষিত মন,
খাইতেছে মহা সুখে॥
কুকুর বদন, হইতে তখন,
অন্ন যদি হয় পাত।
তাহা খাইবার, কাক অবতার,
দেবগণ সাথে সাথ॥
দেখি সদাগর, হরিষ অন্তর,
বাজার কিনিয়া লয়।
বিবিধ প্রকার, করিয়া ভাণ্ডার,
অন্ন কল্পতরু হয়॥
সিংহ দরজায়, যাইয়া ত্বরায়,
অক্ষয় বট দেখিয়া।
দীনবন্ধু প্রতি, করিলেক নতি,
পুলকে পূর্ণিত হিয়া॥
গোলক বিহারী, সুভদ্রা কুমারী,
বলরাম দৃষ্টি করি।
আধ কলেবর, সুখে গরগর,
নয়নে বহিছে বারি॥

লক্ষ্মীর পুরীতে, যাইয়া ত্বরিতে,
সকল দেখিয়া যায়।
উদর ভরিয়া, ভোজন করিয়া,
উঠিলেন যেয়ে নায়॥
নীলাচলোপর, দেখে যেই নর,
দারু ব্রহ্ম অবতার।
সে যায় গোলকে, জিনিয়া ত্রিলোকে,
কাটাইয়া ভবভার॥
প্রভুর মহিমা, দিতে নারি সীমা,
স্মরিতে কলুষ ক্ষয়।
সর্ব্বতীর্থ আসি, হয় মিশামিশি,
যেখানে প্রসঙ্গ হয়॥
তথা হইতে গতি, কৈলা ধনপতি,
সেতুবন্ধে উপনীত।
রামেশ্বর নাম, অতি অনুপাম,
শিবলিঙ্গ বিরাজিত॥
কাণ্ডারী গোচর, কহে সদাগর,
শুন কর্ণধার ভাই।
মনের উল্লাস, এক রাত্রি বাস,
করিব এ পুণ্য ঠাঁই॥
শুনেছি পুরাণে, সেতুবন্ধ স্থানে,
যে করে নিশিতে বাস।
শমন দমন, প্রসঙ্গে শুন,
জঠর যাতনা নাশ॥

সে নিশি বঞ্চিয়া, শিবকে অর্চ্চিয়া,
খুলিল সাধু বহর।
বামে লঙ্কা রাখি, কর্ণধারে ডাকি,
কহিতেছে সদাগর ॥
সমুদ্রেতে নাও, খরতর বাও,
সাবধান লাগে শঙ্কা।
সব নৈরাকার, অপার পাথার,
দরশন মাত্র লঙ্কা ॥
সেতুবন্ধ হ'তে, সিংহলে যাইতে,
চারিমাসে সবে যায়।
হরির চক্রেতে, বায়ুর বেগেতে,
চাবি প্রহবে লাগায় ॥
দেখিয়া নগব, অতি মনোহর,
উঠিলেন ধনপতি।
অশেষ বিশেষ, এই কোন দেশ,
জিজ্ঞাসে সবার প্রতি ॥
বলিছে সকলে, আসিছ সিংহলে,
কোথা যাবে মহাশয়।
শুনি সদাগর, হরিষ অন্তর,
নিতান্ত বিস্মিত হয় ॥
কর্ণধার তরে, কহে সদাগরে,
কি শুভ যাত্রার ফল।
চারি মাস পথ, দিনেতে আগত,
বাণিজ্যে হবে মঙ্গল ॥

মহানন্দ মনে,　　জামাতার সনে,
　　বাস। করিলেন হিত।
অট্টালিকা পর,　　বালাখানা ঘর,
　　মনোহর বিরাজিত॥
সিংহল নগর,　　বর্ণিতে দুষ্কর,
　　ধর্ম্মশীল সত্যবাদী।
মহা মহীপাল,　　প্রতাপে বিশাল,
　　নিষ্পাপ বিহীন ব্যাধি॥
রূপসী সুন্দরী,　　পদ্মিনী নাগরী,
　　ঘরে ঘরে প্রকাশিত।
ছয় ঋতু বর,　　প্রতি দিনে স্মর,
　　বসন্ত সদা উদিত॥
কমলিনীগণ,　　কখন কখন,
　　কটাক্ষ ভঙ্গিমা করে।
ধনু ছাড়ি কাম,　　অমনি বিশ্রাম,
　　রতিরে মনে বিস্ময়ে॥
হীরা মুক্তা চুনি,　　হেম নীলমণি,
　　রাখিছে ভরি ভাণ্ডার।
তারা ধনিরাতে,　　সমযোগ্য তাতে,
　　তুল্য ওজনে ব্যাপার॥
দেখি ধনপতি,　　হরষিত অতি,
　　মনে মনে আশা করে।
এবার আমার,　　সাধের ব্যাপার,
　　দিয়াছেন মহেশ্বরে॥

শিবচন্দ্র কয়, আশা অস্থির,
যথা তথা অমঙ্গল।
স্বর্ণমৃগ দেখি, আশায় জানকী,
পেয়েছেন প্রতিফল॥

একাবলী ছন্দ।

যে দিবসে সাধু গেল সিংহলে। রাজপুরি চুরি হৈল বিরলে॥ রাণীর গলার মতির হার। চোরে বেচিবারে নিল বাজার॥ মনোহর হার সাধু জানিয়া। জামাতার গলে দিল কিনিয়া॥ সভাতে কোটালে আনিয়া ভূপে। ভর্জ্জন করিছে অশেষ রূপে॥ হেনকালে হরি সর্ব্বজ্ঞ বেশে। উপনীত হ'ল রাজার বাসে॥ শুভ্র যজ্ঞসূত্র গলেতে দোলে। হর হর হর বদনে বলে॥ সূর্য্য সমতেজ বিরাজে কায়। জাহ্নবী মৃত্তিকা ভূষিত গায়॥ দেখি মহারাজ করে প্রণাম। জিজ্ঞাসে প্রভুর কোথায় ধাম॥ হরি কহে ধাম হরির দ্বার। যাইব সাগর সঙ্গম পার॥ যোগ বলে আমি সকলই জানি। চোর সাধু সব দেখিলে চিনি॥ রাজা বলে প্রভু কহিতে ডরি। হার চোর মোরে দেহত ধরি॥ ভূমে খড়ি পাতি কহিছে হরি। শুন চোর নাম নৃপ কেশরী॥ নাম ধনপতি কামাখ্যাবাসী। বাসা করিয়াছে নগরে আসি॥ হরিশ্চন্দ্র নামে জামতা তার। তারা চুরি করি নিয়াছে হার॥ কোটাল ছুটিল নগরী পাশে। ধরে যেয়ে সাধুর নাম উদ্দেশে॥ জকিবে ফুকারে হরির পায়। চোর ধরা গেছে সহিত হার॥ রাজা বলে হার আন গোচরে। চোর নিয়া রাখ মশান ঘরে॥ হরি নাম ভুলি হরির সঙ্গে। সাধু হ'ল বন্দী জামাতা সঙ্গে॥ দেশে দুরদৃষ্ট সাধুর বাড়ী। হ'ল গৃহ

দাহ অগ্নিতে পুড়ি। মহাদুঃখ হ'ল সাধু জামার। দিনান্তে না ঘটে আহার তার॥ বিরলে বসিছে সাধু রমণী। শ্রবণে শুনিল হরির ধ্বনি॥ স্মরণে পড়িল মানস কথা। যে দেব আরাধিয়া জন্মিল সুতা॥ মানস করিল দেবের ঠাঁই। প্রভু আন দেশে সঙ্গে জামাই॥ ভক্তি দেখি হরি দয়াল নাথ। সিংহলে চলিল রাজ সাক্ষাত॥ স্বপনে রাজাকে কহেন কাণে। সাধু দুইজন কেন মশানে॥ কোথাকার জানি ব্রাহ্মণ দুষ্ট। তার বাক্যে দাও এতেক কষ্ট॥ মহাজ্ঞানবান সেবক মোর। হায় কিনি হ'ল এ দেশে চোর॥ শীঘ্র ছাড়ি দাও সিংহলনাথ। না হ'লে সবংশে হবে নিপাত॥ প্রভাতে উঠিয়া সিংহলপতি। কম্পিত স্বপন ভয়েতে অতি॥ আনি দুই সাধু করি মোচন। নৌকা পূরি দিল হীরা কাঞ্চন॥ দেশে চলে সাধু হরিষ পায়। দিবানিশি নাহি ভেদ তাহায়॥ সত্যনারায়ণ করিলা লীলা। নদীতীরে দিব্য সন্ন্যাসী হৈলা॥ গৈরিকের বস্ত্র কটিতে আটা। প্রয়াগের রুলি কপালে ফেঁটা॥ শিরে জটাভার কুণ্ডল কাণে। ঢুলু ঢুলু আঁখি বিজয়া পানে॥ সাধুকে জিজ্ঞাসে মধুর স্বরে। সদাগর যাবে কোন সহরে॥ কিবা দ্রব্য তুমি ভরেছ নায়। সাধু শুনি কহে কুপিয়া তায়॥ মাটীতে পুরেছি তরণী আমি। পুনঃ পুনঃ কেন জিজ্ঞাস তুমি। প্রভু কহে হাসি মাটির ভরা। মোর বাক্য ফলে হউক ত্বরা॥ সাধু দেখি মাটী সকল নায়। কান্দি পড়ে যেয়ে সন্ন্যাসীর পায়॥ স্তব স্তুতি করে অতি স্মরণ। ভগবান হৈলা ক্ষবেতে মগ্ন॥ হাসি কহে হরি সাধুর পাশে। সত্য সেবা ভুলিয়াছ কি দোষে॥ দুহিতা কারণে মানস ছিল। কন্যা বিয়া দিয়া পূজা না হ'ল॥ সিংহলেতে দুঃখ তাহার দোষে। পূজা কর গিয়া আপন দেশে॥

পূর্ব্বমত ভরা হইবে নায়। উঠ যে'রে সাধু দিবস যায়॥
অন্তর্দ্ধান হ'ল প্রভু তথায়। ধনপতি হ'ল ত্রাসিত তায়॥
বান্ধা রাখে রত্ন সেবা কারণ। নৌকাপরে উঠি করে গমন॥
বহুকালে তরী লাগিল ঘাটে। সাধুর পুরীতে সংবাদ রটে॥
সাধু সুতা সত্য সেবার পরে। লইছে প্রসাদ খাইতে করে॥
সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদ ভরে। ফেলিল প্রসাদ কতেক দূরে॥
নারায়ণ হৈলা তাহে কুপিত। ডুবিল জামাতা নৌকা সহিত॥
সাধু মোহ হৈল দেখিয়া তায়। পুরে অমঙ্গল শুনিতে পায়॥
সাধু নারী শুনি সুতার সাথ। বিনা মেঘে হৈল বজ্রাঘাত॥
ক্রন্দনের রোল সাধুর দেশে। শিবচন্দ্র ভণে লাচারি শেষে॥

ত্রিপদী লাচারী ছন্দ।

শুনিয়া নির্ঘাত বাণী. সাধু সুতা সুবদনী,
পড়িল কান্দিয়া ধরাপ'র।
কমল যুগল করে, হানিছে মস্তকোপরে,
নয়নেতে ধারা খরতর॥
ওহে প্রভু প্রাণনাথ, বজ্রাঘাত অকস্মাৎ,
নিজ নারী পরেতে হানিলা।
হাইতে প্রবাস-পথে, কত বুঝাইনু তাতে,
ঘাটে আসি সব বিস্মরিলা॥
চিরকাল পরবাস, মনেতে ক'রেছি আশ,
দেখিব বদন শশধর।
আশা মুখী হৈয়া দূর, যৌবনের গর্ব্ব চুর,
হেলাতে করিলা প্রাণেশ্বর॥

নারীর জীবন পতি, পতি রমণীর গতি,
নারীর বসন ভূষা পতি।
কান্দিছে সাধুর বালা, ধরণী করিয়া আলা,
মদন বিরহে যেন রতি॥
ক্ষণে পড়ে ধরাতলে, ঝাঁপ দিতে চাহে জলে,
ক্ষণে ক্ষণে বলিছে বদনে।
কোথা গেলা প্রাণেশ্বর, আসিয়া দেখহ ঘর,
অবলার দুর্গতি নয়নে॥
ভাবিতে পরাণ ফাটে, সমুদ্র তরিয়া ঘাটে,
বিনা মেঘে নৌকা হ'ল তল।
না দেখিয়া পারাবার, উপায় ক'রেছি সার,
বুঝি হরি করিয়াছ ছল॥
ওহে প্রভু গদাধর, বিরহ-অগ্নির শর,
বিদিত তোমার কলেবর।
ত্রেতাযুগে অবতার, নাশিতে ক্ষিতির ভার,
জন্মেছিলা অযোধ্যা নগর॥
পিতার প্রতিজ্ঞা ছলে, বনবাস কুতুহলে,
জানকী লক্ষ্মণ সঙ্গে করি।
উপজিল দুঃখজাল, পরিয়া গাছের ছাল,
শিরে জটা হাতে ধনু ধরি॥
ছিলা পঞ্চবটি বন, তথা হৈতে দশানন,
সীতা হরি নিল লঙ্কাপুরী।
বিরহে হইয়া ছন্ন, বিবর্ণ হইল বর্ণ,
ব্যাকুল হইয়া বনে ঘুরি॥
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতারি, সুগ্রীবেরে সখা করি,
বালি বধ বিনা অপরাধে।
সমুদ্র তোমার সৃষ্টি, পাষাণ করিয়া বৃষ্টি,
অলজ্জা বাঁধিলা শোক বাদে॥
অতি শোকে কোপরাশি, সুবংশে রাবণে নাশি,
সীতা সঙ্গে হৈল দরশন।

করিয়া হইয়া রঙ্গে, বানর ভল্লুক সঙ্গে,
সুখে কৈলা অযোধ্যা গমন ॥
আমি বালা বল শুন্য, শরীরে নাহিক পুণ্য
পুণ্যহীনে দেবতা নির্দ্দয়।
অধম অজ্ঞান জানি, দয়া কর চক্রপাণি,
তব নাম দীন দয়াময় ॥
লোচনে বহিছে ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা,
নারায়ণ স্মরে বারে বার।
বিপত্তিতে অভিরাম, শ্রীমধুসূদন নাম,
শিবচন্দ্র কহিছে পয়ার ॥

পয়ার।

এইরূপে ক্রন্দন কত করে সাধুবালা। রাহুতে গ্রাসিছে যেন পূর্ণ শশিকলা॥ নিতান্ত দুর্গতি দেখি সত্যনারায়ণ। করিলা আকাশ বাণী শুনে সর্ব্বজন॥ আহ্লাদে ত্যজিয়াছিলে প্রসাদ আমার। ভক্তিভরে খাও যেয়ে দুঃখ হবে পার॥ আকাশ বাণীতে যেন পেয়ে হারাধন। পরম ভক্তিতে খায় প্রসাদ তখন॥ উঠিল ভাসিয়া নৌকা হরিশ্চন্দ্র সনে। জয় জয় শব্দ হয় সাধুর ভবনে॥ ধনপতি জামাতাকে সঙ্গেতে লইয়া। পুরে প্রবেশিলা সুখ সাগরে ডুবিয়া॥ ধনপতি মহাসুখী কৈলা ভগবান। জন্মিলেক দুহিতার অপূর্ব্ব সন্তান॥ যুগে যুগে অবতার হৈয়া মনোহর। এরূপ মহিমা প্রকাশিলা গদাধর॥ কলিতে জাগ্রত দেব সত্যনারায়ণ। অপুত্রকে পুত্র দেন দরিদ্রকে ধন॥ রোগযুক্ত হয় মুক্ত শঙ্কটে নিস্তার। কারাগারে বন্দী পায় মানসে উদ্ধার॥ বোবা জন কথা কয় মুর্খে বিদ্যা পান। কি না কারে দিতে নারে দেব ভগবান॥ হরিবল হরিবল হরিবল ভাই। নারায়ণ বিনা অন্তকালে কেহ নাই॥ ভাই বন্ধু নারী আদি সকলই অসার। ভবসিন্ধু তরিবারে তরি নাহি আর॥ গেল দিন মিছে কাজে শিবচন্দ্র কয়। হরি হরি ধ্বনিতে যমের নাহি ভয়॥

শনৈশ্চর-ব্রতের পূজা প্রণালী

কোন শনিবারে সন্ধ্যাকালে ঘট বা নারায়ণ শিলার উপর নানাবিধ উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়। ষোড়শোপচারে পূজা করিলে নীলবস্ত্র লৌহ আসনাঙ্গুরীয় প্রয়োজন।

পূজাপদ্ধতি।—সাধক যথাকালে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করতঃ সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকশনৈশ্চরকৃতপীড়া-নিবারণকামো গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকশনৈশ্চরপূজনমহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠপূর্ব্বক আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজাপূর্ব্বক—"হ্রাং নমঃ" বলিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা এবং "শনৈশ্চরায় নমঃ" বলিয়া শুদ্ধোদক দ্বারা স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে শনৈশ্চরের পূজা করিবেন। যথা—"শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া—"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং পূর্ব্বাস্যং চতুরঙ্গুলং। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং [illegible] চতুর্ভুজং। [illegible] সমাযুক্তং। যমাধিদেবতং [illegible] প্রজাপতিপ্রত্যধিদেবতং॥" এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করতঃ "ওঁ ক্রেং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবেন। পূজায় উপচারদানে বিশেষ মন্ত্র যথা,—"শ্রীপাদ্যায় নমঃ" বলিয়া পাদ্য, "[illegible] নমঃ" বলিয়া [illegible], "[illegible] নমঃ" বলিয়া [illegible], "[illegible]" বলিয়া [illegible], "[illegible]" বলিয়া [illegible], "[illegible]" বলিয়া [illegible], "[illegible]" বলিয়া

অলঙ্কার, "নিত্যায়" বলিয়া গন্ধ, "নিত্যধূর্ত্তায়" বলিয়া অক্ষত, "সদাতৃপ্তায়" বলিয়া পুষ্প, "মন্দায়" বলিয়া ধূপ, "নিস্পৃহায়" বলিয়া দীপ, "তামসায়" বলিয়া নৈবেদ্য, "নীলোৎপলায়" বলিয়া পুনঃ আচমনীয়, "কৃষ্ণবপুষে" বলিয়া করোদ্বর্ত্তন, "দীর্ঘদেহায়" বলিয়া তাম্বূল "মন্দগতয়ে" বলিয়া দক্ষিণা দান, "জ্ঞাননেত্রায়" বলিয়া প্রদক্ষিণ এবং "সূর্য্যপুত্রায়" বলিয়া নমস্কার করিবেন। পূজানন্তর করযোড়ে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"কোণস্থঃ পিঙ্গলো বভ্রুঃ কৃষ্ণো রৌদ্রান্তকো যমঃ। সৌরিঃ শনৈশ্চরো মন্দঃ পিপ্পলাদেন সংস্তুতঃ॥ এতানি শনিনামানি জপেদশ্বত্থসন্নিধৌ। শনৈশ্চরকৃতা পীড়া ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি॥" তৎপরে যথাশক্তি জপাদি করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করত নিম্ন মন্ত্রে নমস্কার করিবেন।

মন্ত্র যথা—নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥

অতঃপর কথা শ্রবণ করিবেন।



শনির পাঁচালী।

ওঁ নমো শনৈশ্চরায় নমঃ।

বন্দনা।

সর্ব্বসিদ্ধি দাতা জয় পার্ব্বতী নন্দন
যাঁর নাম স্মরণে হয় বিঘ্ন-নিবারণ॥
বিঘ্নহারী গজাননে করি নমস্কার।
শনির পাঁচালী ভবে করিব প্রচার॥
গ্রহরাজ শনৈশ্চরে করিয়া বন্দন।
আর যত দেবগণে করিয়া স্মরণ॥
স্কন্দপুরাণের মত করিয়া গ্রহণ।
রচিল পাঁচালী দ্বিজ শ্রীকালী মোহন॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান

পদ্মালয়া ব্যস্ত হইয়া চলে একদিন।
শনৈশ্চর সেই স্থানে এল দৈবাধীন॥
বলে শনি, শুন ধনী, চ'লেছ কোথায়
এত দ্রুত যাও কোথা বল না আমায়॥

লক্ষ্মী বলে শনৈশ্চরে শুন গ্রহেশ্বর।
ভক্তিভাবে যেই ডাকে যাই তার ঘর
আমার প্রসাদে নর কত সুখ পায়।
ভক্তিভাবে সবে তাই ডাকিছে আমায়॥
কত নরে কত রূপে পূজা করে মোরে।
দ্রুতগতি যাই আমি তাহাদের ঘরে॥
এ কথা শুনিয়া শনি বলে উপহাসে।
এত অহঙ্কার ধনী কর তুমি কিসে॥
তোমার দয়ার কথা সব আমি জানি।
কভু কারে রাজা কর কখন নির্ধনী॥
আমি দৃষ্টিপাত করি যাহার উপরে।
সাধ্য কিবা আছে তব রক্ষিতে তাহারে॥
শনি বাক্য শুনি লক্ষ্মী অগ্নি হেন জ্বলে।
ক্রোধ করি কটুবাক্য শনৈশ্চরে বলে॥
ওরে মূর্খ কিছু বোধ নাহি কি তোমার।
কেমনে বলিস্ কথা সম্মুখে আমার॥
আমি যারে ত্যাগ করি চলি যাই ছেড়ে।
তব দৃষ্টি হয় জানি তাহার উপরে॥
যতক্ষণ আমি থাকি কি করিতে পার।
আমি ছেড়ে গেলে তার হয় ছারখার॥
এইরূপে শনি লক্ষ্মীর মহা ঝগড়া হয়।
পরস্পরে কেবা বড় না হয় নির্ণয়॥
দু'জনে কলহ করি হ'য়ে এক মতি।
বিচারের ভার দিল শ্রীবৎসের প্রতি॥

দুর্বুদ্ধি শ্রীবৎস রাজার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল।
কৌশলে লক্ষ্মীকে রাজা শ্রেষ্ঠ যে বলিল॥
শনির হইল ক্রোধ রাজার উপর।
রাজা-প্রতি কোপ-দৃষ্টি করে শনৈশ্চর॥
রাজ্যে অমঙ্গল হয় শনির দৃষ্টিতে।
ছারখার হ'লো রাজ্যে দেখিতে দেখিতে॥
রাজা রাণী রাজ্য ছাড়ি পলাইয়া গেল।
সহায় থাকিতে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীছাড়া হ'ল॥
বনবাসে বহু ক্লেশ রাজা রাণী পায়।
দিনান্তে না ঘটে অন্ন উপবাসে যায়॥
অদৃশ্যে থাকিয়া শনি বলিছে রাজায়।
চিনিতে কি রাজা তুমি পার না আমায়॥
এত দুঃখ পাইতেছ কিসের কারণ।
লক্ষ্মী কেন নাহি করে দুঃখ নিবারণ॥
শুনি রাজা মনে মনে ভাবিছে তখন।
শনি কোপে এত দুঃখ হ'লো সংঘটন॥
উদরের দায় রাজা কাঠুরিয়া সনে।
কাষ্ঠ ভাঙ্গিবার জন্য যায় মহাবনে॥
শনৈশ্চর লীলা করি রাণীকে হরিল।
রাণীকে না দেখি রাজা কাঁদিতে লাগিল॥
অনাহারে অনিদ্রায় কাটায়ে বহুকাল॥
রাণীর সন্ধান তবে করে মহীপাল॥
দুঃখ পেয়ে মনে মনে শ্রীবৎস রাজন।
দিবানিশি ভাবে মনে গ্রহ নারায়ণ॥

ভক্তি দেখি শনৈশ্চর সদয় হইয়া।
রাজ-দুঃখ নিবারিতে চলিল ধাইয়া॥
যখন রাজার প্রতি শুভদৃষ্টি কৈল।
অমনি সকল দুঃখ দূরে চলি গেল॥
রাণী সহ পুনঃ রাজার হইল মিলন।
মহানন্দে স্বরাজ্যেতে করিল গমন॥
শনৈশ্চর মহা সুখী কৈল মহারাজে।
নিরবধি মহারাজ শনৈশ্চরে পূজে॥
শনিগ্রহে ভক্তি কর ভাই বন্ধুজন।
সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিবে গ্রহ নারায়ণ॥

সুমঙ্গল দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

সুমঙ্গল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নানারূপ শাস্ত্র তার ছিল অধ্যয়ন॥
দরিদ্র বিধায় দ্বিজ ভিক্ষা করি খায়।
কভু বা মিলিছে ভিক্ষা কভু নাহি পায়॥
শনি গ্রহের কোপদৃষ্টি তার প্রতি ছিল।
সে কারণে নানা দুঃখ পাইতে লাগিল॥
ভিক্ষার কারণ দ্বিজ গেল রাজপুরী।
জ্ঞানবান দেখি রাজা বলে যত্ন করি॥

ভিক্ষা করি খাও দ্বিজ কিসের কারণ।
রহিবে পরম সুখে আমার ভবন॥
আমার বালকগণে বিদ্যা শিক্ষা দিবে।
তণ্ডুলাদি সব দ্রব্য প্রতি দিন পাবে॥
রাজার বাক্যেতে দ্বিজ আনন্দিত মনে।
পড়ায় বালকগণে রাজার ভবনে॥
তণ্ডুলাদি যত দ্রব্য রাজবাড়ী পায়।
হৃষ্টমনে প্রতিদিন গৃহে ল'য়ে যায়॥
ছলেতে সকল তার শনি লয় হ'রে।
গৃহে যে'য়ে শূন্য ঝুলি বিস্ময় হেরে॥
শূন্য ঝুলি দেখি দ্বিজ ভাবে মনে মনে।
ঝুলির সকল দ্রব্য নিল কোন জনে॥
এত দ্রব্য দিয়াছিল হ'তে রাজবাড়ী।
পথের মাঝেতে সব বুঝি গেল পড়ি॥
শূন্য ঝুলি দেখি সেই ব্রাহ্মণ রমণী।
ক্রোধ করি ব্রাহ্মণকে বলে কটুবাণী॥
এমন অভাগার হাতে পড়িয়াছি আমি।
ইহা হ'তে ছিল ভাল না থাকিলে স্বামী॥
পরিতে নাহিক বস্ত্র পেটে নাহি ভাত।
এমন অভাগা স্বামী হয় না নিপাত॥
পত্নীর কুবাক্য শুনি দ্বিজ সুমঙ্গল।
ভাবিতে লাগিল মনে হইয়া চঞ্চল॥
পতি অনুগতা স্ত্রীর এই কি বচন।
বুঝেছি সকল হয় দৈবের ঘটন॥

গ্রহরূপী নারায়ণ যার বাম হয়।
এরূপ দুর্দ্দশা তার ঘটিবে নিশ্চয়॥
এইরূপে সুমঙ্গল আছে কত দিন।
পাইতে লাগিল দুঃখ আর প্রতিদিন॥
প্রতিদিন রাজবাড়ী যাহা কিছু পায়।
শনৈশ্চর ছল করি হরি ল'য়ে যায়॥
মোহন বলিছে দ্বিজ হও সাবধান।
শনি রুষ্ট হ'লে তার নাহি পরিত্রাণ॥

ত্রিপদী।

একদিন দ্বিজ, ভাবি দুঃখ নিজ,
চলিছে রাজ ভবন।
ছল করি শনি, আইল তখনি,
হইয়ে এক ব্রাহ্মণ॥
কহে সেই দ্বিজ, ওহে দ্বিজরাজ,
কোথা যাও মহাশয়।
বিরস বদন, করি নিরীক্ষণ,
কিবা দুঃখ তব হয়॥
শুনি বিপ্র কয়, শুন মহাশয়,
আমার দুঃখের কথা।
শুনে সে কাহিনী, পরাণে এখনি,
পাইবে নিশ্চয় ব্যথা॥

মম সম আর, ধরণী মাঝার,
দুঃখী নাহি কোন জন।
বান্ধব সকলে, যায় দূরে চলে,
নাহি দেয় দরশন ॥
আত্ম পরিজন, বিরূপ এখন,
কেহ নাহি কথা কয়।
ঘরের রমণী, কহে কটু বাণী,
সে দুঃখ না প্রাণে সয় ॥
শাস্ত্র দরশন, করি অধ্যয়ন,
শিখিলাম বিদ্যা কত।
কিন্তু ভাগ্য গুণে, কেহ নাহি মানে,
সর্ব্ব গর্ব্ব হ'লো হত ॥
রাজার নন্দন, করে অধ্যয়ন,
নিত্য রাজপুরী যাই।
মহারাজ মোরে, কত যত্ন করে,
কত দ্রব্য তথা পাই ॥
আমার ভাগ্যেতে, না পারি বুঝিতে,
কেবা সব লয় হরি।
আসিয়া বাটীতে, ঝুলির মাঝেতে,
শূন্যময় সব হেরি ॥
দুঃখের কাহিনী, শুনি সব শনি,
মনে মনে হাসি কয়।
শনি গ্রহ রুষ্ট, তাহে পাও কষ্ট,
শুন দ্বিজ মহাশয় ॥

বিদ্যাশিক্ষা মোরে, দেহ যত্ন ক'রে,
দুঃখ দূর হবে তব ।
শিক্ষা-গুরু ব'লে, পৃথিবী-মণ্ডলে,
সদা তব নাম লব ॥
শুনিয়া তখন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
বিদ্যাশিক্ষা দেয় তারে ।
অতি অল্পদিনে, নানা বিদ্যা ধনে,
হৃষ্টমনে শিক্ষা করে ।
এইরূপে শনি, গুরু বলি মানি,
ব্রাহ্মণকে কৃপা করে ।
কিছুদিন পর, গ্রহ শনৈশ্চর,
বিদায় প্রার্থনা করে ।
গুরু বলি দ্বিজে, ভক্তিসহ পূজে,
বিনয় করিয়া কয় ।
কি গুরু দক্ষিণা, দিব তা বল না,
তুমি গুরু মহাশয় ॥
চাহ যেই বর, দিব তা সত্বর,
বল মোরে চাহ কিবা ।
শুনি দ্বিজ কয়, বলহ নিশ্চয়,
ছদ্মবেশী তুমি কেবা ॥
দিতে চাহ বর, দেব কি কিন্নর,
বুঝিতে নাহিক পারি ।
তুমি কোন জন, বলহ এখন,
মম প্রতি কৃপা করি ॥

বলে শনৈশ্চর, আমি গ্রহেশ্বর,
শুন দ্বিজ সমাচার।
তব ভাগ্যফলে, আসিয়াছি ছলে,
করিতে পূজা প্রচার ॥
দ্বিজ তবে বলে, যদি দেখা দিলে,
দেহ মোরে এই বর।
আমার উপর, কোপ-দৃষ্টি ছাড়,
শুভ নেত্রে দৃষ্টি কর ॥
শনি বলে আর, দৃষ্টি তবোপর,
একবর্ষ মাত্র আছে।
দিনু এই বর, একবর্ষ পর,
না রহিব তব কাছে ॥
কিন্তু এই দিনে, রবে সাবধানে,
নতুবা বিপদ হবে।
বসি এক মনে, ভাব নারায়ণে,
নিশ্চয় বিপদ যাবে ॥
এই বলে শনি, চলিল তখনি,
বিপ্র হ'ল মনে ভীত।
ভাবিতে ভাবিতে, রাজার পুরীতে,
হ'ল যেয়ে উপনীত।
বহু রত্ন ধন, রাজা বিতরণ,
সে দিন ব্রাহ্মণে কৈল।
মহা আনন্দেতে, আপন বাসেতে,
দ্বিজ উপনীত হ'ল ॥

দ্বিজের বনিতা, ছিল গর্ব্ভান্বিতা,
বিপ্র পাশে আসি কয়।
আজি বহু ধন, দিল কোনজন,
বল দেখি মহাশয়॥
বাজারেতে যাও, ভাল যাহা পাও,
নিয়ে এস ক্রয় করে।
করিব রন্ধন, সুস্বাদু ব্যঞ্জন,
আজি বহুদিন পরে॥
শুনি দ্বিজবর, সভয় অন্তর,
মনে মনে চিন্তা করে।
গ্রহদেব রুষ্ট, তাহে পাই কষ্ট,
জেনেছি মম অন্তরে॥
কহে বনিতারে, একদিন তরে,
রহ প্রিয়ে সাবধানে।
একদিন পরে, যাহা বল মোরে,
দিব তব সন্নিধানে॥
শুনিয়া বনিতা, হ'লো ক্রোধান্বিতা,
মনে বিপ্রে দুঃখ করে।
বুঝেছি মনেতে, আমার জন্যেতে,
কি দুঃখ তব অন্তরে॥
আমি গর্ভবতী, মনেতে সংপ্রতি,
কত মত সাধ হয়।
কিন্তু ভাগ্যগুণে, মরি মনাগুণে,
মনো আশা মনে লয়॥

শুনি পত্নী কথা, মনে পেয়ে ব্যথা,
বিপ্র হীন হুম্বল।
মায়ায় মোহেতে, গেল বাজারেতে,
ভুলিয়া দুঃখ সকল॥
বলিছে মোহন, অবোধ ব্রাহ্মণ,
বনিতা বাক্যেতে চলে।
গ্রহদেব রুষ্ট, পাবে বহু কষ্ট,
গ্রহরাজ শনি ছলে॥

......

একাবলী ছন্দ।

হর্ষান্তরে বিপ্র যেয়ে বাজারে।
মৎস্যমুণ্ড ক্রয় করে সত্বরে॥
শনৈশ্চর হ'ল কুপিত তায়।
দিতে প্রতিফল সত্বর যায়॥
মনো সুখে রাজকুমারগণ।
বনে বনে সবে করে ভ্রমণ॥
হেনকালে ছলে আসিয়া শনি।
রাজাকে কহিল অদ্ভুত বাণি॥
তোমার কুমারদ্বয়ে বধিয়া।
ব্রাহ্মণ চলিছে মস্তক নিয়া॥
দুষ্ট বিপ্রে দিলে শিক্ষার তায়।
বধিল গোপনে তব কুমার॥
শুনি রাজা সেই দারুণ বাণি।
পুত্রশোকে কাঁদি বলে অমনি॥

শুনরে কোটাল আমার বাণি "
পুত্রের সম্বাদ লও এখনি ॥
ধরি আন সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণে।
দেখি সত্য কি বধিল নন্দনে ॥
কোটাল ছুটিল রাজ-আদেশে।
দ্রুতগতি চলে দ্বিজ উদ্দেশ্যে ॥
বাজারের পথে দ্বিজে দেখিয়া।
ধরে যেয়ে তাকে ক্রোধ করিয়া ॥
রাজপুত্র মুণ্ড ঝুলিতে আছে।
দেখিতে পাইল ব্রাহ্মণ কাছে ॥
বন্দি করিয়া তখন ব্রাহ্মণে।
পাঠায় কোটাল রাজসদনে ॥
পুত্র মুণ্ড দেখে রাজা ও রাণী।
উচ্চৈস্বরে করে রোদন ধ্বনি ॥
সকাতরে দ্বিজে বলিছে বচন।
কি দোষে বধিলে মম নন্দন ॥
ক্রোধ করি দ্বিজে বধিতে চায়।
দ্বিজ বলি ক্ষান্ত হইল তায় ॥
কারাগারে নিতে ব্রাহ্মণে কৈল।
শনি ছলি বন্দী ব্রাহ্মণ হৈল ॥
বলে দীন-দ্বিজ কালীমোহন।
তুলনা কথন শনির চরণ ॥

ত্রিপদী।

বিপ্র হ'য়ে বন্দী, বলে মনে কান্দি,
কি হ'লো আমার হায়।
ভুলি শনৈশ্চরে, এনু বন্দী ঘরে,
বুঝি মম প্রাণ যায়॥
একদিন তরে, প্রতিজ্ঞা না করে,
এই দশা হ'লো মম।
বাক্যে পিতার, আসিনু বাজার,
অভাগা কে মম সম॥
গ্রহদেব রুষ্ট, তাহে পাই কষ্ট,
ভুলি ইষ্ট নারায়ণ।
ওহে গ্রহপতি, দীনহীন প্রতি,
কর কৃপা বিতরণ॥
রাখ মোরে পায়, তোমার কৃপায়,
সকল হইতে পারে।
আমি অভাজন, না জানি ভজন,
ভকতি নাহিক অন্তরে॥
দীনহীন বলে, ও চরণ-তলে,
স্থান দেও রবিসুত।
করিব প্রচার, ভুবন মাঝার,
অর্চনা তব অদ্ভুত॥
দ্বিজের রোদন, করিয়া শ্রবণ,
সদয় হইল শনি।

দ্বিজ প্রতি বলে, ঘোর নিশাকালে,
করিয়া আকাশ-বাণী ॥
শুন সুমঙ্গল, ইচ্ছিলে মঙ্গল,
শনির অর্চ্চনা কর ।
দুঃখ দূর হবে, মম কোপ যাবে,
রজনী হইলে ভোর ॥
কহিবে রাজকে, পূজিতে আমাকে,
পূজার বিধান বলি ।
শনির বাসরে, সন্ধ্যা হ'লে পরে,
ভক্তিতে দিবে অঞ্জলি ॥
আটা রম্ভা আদি, দুগ্ধ গুড় যদি,
মিলে দিবে তাহা দিয়া ।
নতুবা বাতাসা, নানা ফল খাসা,
দিবে ভক্তিযুত হৈয়া ॥
গণেশাদি দেবে, পূজি ভক্তিভাবে,
অর্চ্চনা করিবে মোরে ।
পঞ্চ জাতি ফল, পাঁচটী কেবল,
লাগিবে অর্চ্চনা-তরে ॥
নিমন্ত্রণ কারে, নাহি কভু করে,
পূজার কথা জানাবে ॥
যে নাহি আসিবে, কোপেতে পড়িবে,
তব সম ফল পাবে ॥
প্রসাদ আমার, বাসি ব্যবহার,
অভক্তিতে যেবা করে ॥

সব অমঙ্গল, পাবে প্রতিফল,
প্রসাদ দী দিবে ঘরে ॥
এই সব বলে, শনি গেল চলে,
বিপ্র হ'লো মনে ভীত।
ভাবিছে অন্তরে, দেব গ্রহেশ্বরে,
হইল নিশি প্রভাত ॥
দ্বিজ কালী বলে, রবিসুতে ভুলে,
দুঃখ পে'লে সুমঙ্গল।
তাব ছায়াসুতে, ভক্তিযুক্ত চিতে,
যাবে সব অমঙ্গল ॥

একাবলী ছন্দ।

প্রাতে উঠি মনে ভাবে ভূপতি।
পুত্রশোকে হ'য়ে কাতর অতি ॥
দরবারে রাজা বসিয়া আছে।
হেনকালে দেখে কুমারে কাছে ॥
পুত্রে দেখি রাজা বিস্ময় মনে।
বলে তোরা কোথা ছিলি দু-জনে ॥
সত্য করি বল সকল কথা।
বিনা দোষে দিনু ব্রাহ্মণে ব্যথা ॥
রাজ-পুত্র বলে রাজ-সদনে।
নিদ্রানন্দে মোরা ছিলাম বনে ॥
শুনি রাজা মনে চিন্তিত হ'ল।
ব্রাহ্মণে আনিতে আদেশ কৈল ॥

রাজ-দূত রাজ আদেশ পেয়ে ।
সত্বর আনিল ব্রাহ্মণে যেয়ে ॥
করযোড়ে রাজা বলে ব্রাহ্মণে ।
তব স্থানে মৃত এলো কেমনে ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ রাজারে বলে ।
হেন দুঃখ পাই শনির ছলে ॥
মম প্রতি হন শ্রীশনি রুষ্ট ।
তাহাতে পাইনু এতেক কষ্ট ॥
রাজা বলে শীঘ্র কহ ত মোরে ।
কিরূপে পূজিব শনি দেবেরে ॥
পূজিলে তাহাকে হয় কি ফল ।
কহ মোরে দ্বিজ সেই সকল ॥
শুনি দ্বিজ কহে রাজার কাছে ।
পূজার যতেক বিধান আছে ॥
বিধি লিখি দ্বিজে বিদায় কৈল ।
বহুতর অর্থ ব্রাহ্মণে দিল ॥
তুষ্ট হ'য়ে দ্বিজ গেল ভবনে ।
শনৈশ্চর চিন্তা করিয়া মনে ॥
পত্নী আসি কাছে জিজ্ঞাসে তায় ।
কাল রাত্রে তুমি ছিলে কোথায়
সারারাতি আমি ভাবিয়া মরি ।
এই বুঝি এলে রাজার করি ॥
পত্নীকে বলিল সকল কথা ।
শনি-কোপে পে'ল যতেক ব্যথা

আসিত হইল দ্বিজ রমণী।
শনিকে পূজিতে বলে তখনি॥
শনিবারে পূজা শনির করে।
ক্রমে ক্রমে তার ঐশ্বর্য্য বাড়ে
পূজ শনি সবে বলে মোহন।
সব দুঃখ দূর হবে তখন॥

......

সদাগরের উপাখ্যান।

এইরূপে পূজা করে দ্বিজ সুমঙ্গল।
দিনে দিনে দুঃখ দূর হইল সকল॥
শনিবার পেয়ে দ্বিজ দৃঢ় ভক্তি ক'রে।
নানাবিধ উপচারে পূজে শনৈশ্চরে॥
বাণিজ্যে চলিয়াছিল এক সদাগর।
দৈবাধীন এলো সেই ব্রাহ্মণের ঘর॥
পূজা দেখি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসে তখন।
কোন দেবে পূজিতেছ বলহ ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজ বলে পূজিতেছি সূর্য্যের নন্দনে
পূজিলে মানসসিদ্ধি হইবে তখনে॥
এমন প্রত্যক্ষ দেব নাহি ধরাতলে।
প্রত্যক্ষ পাইবে ফল শনিকে পূজিলে॥
সাধু বলে বাণিজ্যেতে লাভ হয় যদি।
ভক্তিভাবে শনৈশ্চরে পূজি নিরবধি॥
দ্বিজ বলে পূর্ণ তব হবে মনস্কাম।
শনিপূজা প্রচার হইবে ধরাধাম॥

মানস করিয়া সাধু বাণিজ্যেতে গেল ।
পাটনেতে যে'য়ে সাধু উপনীত হ'ল ॥
মহা সুখে পাটনেতে বিকি-কিনি করে ।
অল্পদিনে তার ধন চতুর্গুণ বাড়ে ॥
বাণিজ্যেতে লভ্য হয় ধর্ম্ম বহুতর ।
ধন পেয়ে সাধুসুত ভুলে শনৈশ্চর ॥
শনির হইল কোপ সাধুর চরিতে ।
দৈবাধীন হ'ল চুরি রাজার পুরীতে ॥
কোটালে ডাকিয়া রাজা বলিছে তখন ।
রাজ-বাড়ী হ'লো চুরি কেমন শাসন ॥
শীঘ্র করি চোর ধরি আনরে কোটাল ।
নতুবা তোমার জে'নো ভেঙ্গেছে কপাল ॥
রাজার আদেশ পেয়ে কোটাল ছুটিল ।
রাজ্যের সকল স্থানে খুঁজিতে লাগিল ॥
রত্নময় হার আদি চুরি করে চোরে ।
অল্পমূল্য লয়ে তাহা বেচেছে বাজারে ॥
অল্পমূল্যে পেয়ে সাধু বহুমূল্য ধন ।
চোর স্থানে ক্রয় করে করিয়া যতন ॥
সন্ধান করিয়া তবে ধরে সদাগরে ।
চোরাই সকল দ্রব্য পায় তার ঘরে ॥
দ্রব্যাদি সহ কোটাল বাঁধি সদাগরে ।
তখনি লইয়া গেল রাজার গোচরে ।
রাজা বলে রাখ চোরে আজি কারাগারে
দিব যে উচিত শাস্তি যা হয় বিচারে ॥

সাধুযুক্ত শনি তুলি যায় কারাগারে।
কালী বলে হেলা নাহি ক'র গ্রহেশ্বরে

......

ত্রিপদী।

যে'য়ে বন্দীঘর, ভাবে সদাগর,
কি হেতু এমন হলো।
কি পাপ করিনু, কেন বন্দী হৈনু,
ধন প্রাণ সব গেল॥
আসিতে পাটনে, বিপ্রের ভবনে,
শনিকে মানস করি।
মানস করিয়া, আসিনু চলিয়া,
পূজা না হ'লো তাঁহারি॥
বুঝেছি মনেতে, শনির কোপেতে,
এ দশা আমার হ'লো।
এবার আমার, যা হ'লো ব্যাপার,
সব সহ প্রাণ গেল॥
প্রাণে বাঁচি যদি, তবে নিরবধি,
পূজিব শনি চরণ।
দয়া কর শনি, সুত দিনমণি,
চরণে ল'নু শরণ॥
তুমি দয়াময়, লইনু আশ্রয়,
ভক্তি শক্তি কিছু নাই।
কৃপা করি দীনে, রাখ শ্রীচরণে,
বিপদে উদ্ধার পাই॥

দ্বিজ কালী বলে, যে সম্পদ পে'লে,
হয় আত্ম বিস্মরণ।
এমি দশা তার, ঘটে বারম্বার,
সুখে হয় দুর্ঘটন॥

পয়ার।

সাধুর দেখিয়া ভক্তি ছায়ার নন্দন।
নিশিতে পাটনেশ্বরে দেখায় স্বপন॥
ধার্ম্মিক সুজন তুমি হইয়া রাজন।
মম ভক্তে দুঃখ কেন দাও অকারণ॥
উপযুক্ত মূল্যে সাধু দ্রব্য ক্রয় করে।
অবিচারে রাখ তুমি তাবে-বন্দী-ঘরে॥
বিদেশী বণিক হয় সাধু মহাজন।
কিরূপে জানিবে চোর আর চোরা ধন
ইথে অপরাধী তার না পার করিতে।
মম বাক্যে মুক্ত তার করিও ত্বরিতে॥
শনৈশ্চর গ্রহ আমি মম বাক্য ধর।
নতুবা তোমার রাজ্য হবে ছারখার॥
আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন।
সাধু হ'তে বিধি-লিখি করিবে অর্চ্চন॥
মম পূজা তব রাজ্যে করিবে প্রচার।
পূজিলে মানস সিদ্ধি হইবে সবার॥
স্বপ্ন দেখি নরবর চিন্তিত হইল।
প্রভাতে উঠিয়া ত্বরা সাধুরে আনিল॥

বন্দীভাবে সাধু আসি নিকটে রাজার।
মনে ভাবে বুঝি প্রাণ যাইবে এবার॥
রাজার নিকটে আসি করযোড়ে রয়।
রাজা বলে বন্দী তুমি নহ মহাশয়॥
বন্দী করি অপরাধ করিয়াছি আমি।
মম অপরাধ এবে ক্ষমা কর তুমি॥
শনির পূজার বিধি লিখে দাও মোরে।
মম রাজ্যে শনি পূজা করিব সত্বরে॥
রাজার আদেশ পেয়ে সাধুর নন্দন।
পূজা বিধি লিখে সব দিলেক তখন॥
বহু ধন দিয়া রাজা সাধুর নন্দনে।
বিদায় করিল তাকে অনেক যতনে॥
বহু ধন পেয়ে সাধু নিজ দেশে যায়।
শনির কৃপায় সাধু বহু সুখ পায়॥
প্রতি শনিবারে সাধু পূজে দেব শনি।
শনৈশ্চর প্রীতে সবে কর হরিধ্বনি॥
শনির পাঁচালী গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
শনি-ভ্রাতা যম তার কি করিতে পারে॥
অভক্তের যম শনি ভক্তে দয়াময়।
ভক্তজনে দেন তিনি সর্ব্বদা অভয়॥
মোহন রচিল এই পাঁচালীর শেষ।
পূজা অন্তে এ মাহাত্ম্য শুনে সর্ব্বদেশ॥

সংবিদা বা বিজয়া (সিদ্ধি) শোধন। (তন্ত্রমতে)।

ওঁ সংবিদে ব্রহ্মসম্ভূতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে। ভৈরবানাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং পবিত্রা ভব সর্ব্বদা॥ ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নম স্বাহা॥১॥

ওঁ সিদ্ধিমূলিক্রিয়ে দেবি হীনবোধ-প্রবোধিনি। রাজপ্রজাবশঙ্করি শত্রুকণ্ঠত্রিশূলিনি॥ ঐং ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা॥ ২॥

ওঁ অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নি-জ্ঞানাগ্ন্যুজ্জলরূপিণি। আনন্দস্যাহুতিং মত্বা সম্যগ্‌ জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে॥ হ্রীং বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা॥৩॥

ওঁ নমস্যামি নমস্যামি (মহামায়ে) যোগমার্গ-প্রবোধিনি। ত্রৈলোক্যবিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব॥ শ্রীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা॥৪॥

সিদ্ধি চারিপ্রকার, মিশ্রিত থাকে বলিয়া জানা যায় না; এই জন্য চারিটী মন্ত্র দ্বারা শোধন করিতে হয়।

পরে—ওঁ হ্রীং অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতম্ আকর্ষয় আকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি শ্রীং অমুকীং দেবতাং মে বশমানয় স্বাহা।

পানমন্ত্র (তন্ত্রমতে) ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব। সর্ব্বতত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা।

মৎস্যশোধন মন্ত্র,—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। এই বলিয়া পঞ্চমৎস্যের উপরে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে।

মাংসশোধন মন্ত্র,—ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরোগিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। এই বলিয়া মাংসের উপরে জলাভ্যুক্ষণ দিবে।

মুদ্রাশোধন মন্ত্র,—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ তদ্বিপ্রাসোবিপন্যবোজাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥ এই বলিয়া মুদ্রার উপরে জলাভ্যুক্ষণ দিবে। লুচি, রুটি এবং ভ্রষ্ট (ভাজা) দ্রব্যকে মুদ্রা বলে। এইরূপে দ্রব্য শোধন করিয়া পরে অন্নাদি সমস্ত নিবেদন করিবে।

(ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি সামবেদীয়)।

পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যাকালে প্রতিমাতে অধিবাস করিয়া পরদিনে প্রাতঃকৃত্য ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করত শুদ্ধচিত্তে আচমন করিয়া প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সম্পন্ন করত ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিবে। পরে পুনরায় আচমন করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করাইয়া স্বস্তি বাচন করত 'ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিবে। পরে বিষ্ণু-স্মরণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (স্ত্রীলোক হইলে, অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী, শূদ্রা হইলে অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দাসী, শূদ্র হইলে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদাসঃ) এতদ্বর্ষনিষ্পাদিত অমুক-ব্রতসাফল্যকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে কামা) অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে" (উদ্যাপন হইলে প্রতিষ্ঠাং স্থলে উদ্যাপনং বলিবে)।

এইরূপ সংকল্প করিয়া তজ্জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া সংকল্প সূক্ত পাঠ করিবে। অতঃপর ব্রতাঙ্গ দান (ষোড়শদান) উৎসর্গ করিবে। অশক্ত পক্ষে দ্বাদশ ভোজ্য ও জলপূর্ণ ঘট দান করিবে। যদি পুরুষের ব্রতপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে মাতৃকাপূজা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও করিবে।

অতঃপর বেদীতে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ঘট আরোপণ করত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্রে রজতময়ী বিষ্ণুর প্রতিমা এবং স্বর্ণময়ী লক্ষ্মী প্রতিমা স্থাপন করিবে। পরে, যজমান পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করত উত্তরমুখ হইয়া ব্রহ্মবরণাদি করিয়া আচার্য্য রূপ গুরুকে নমস্কার করিবে। যথা,—

"ওঁ বাসুদেবস্বরূপস্ত্বং সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো। ত্বৎপ্রসাদাৎ গুরো যজ্ঞং প্রাপ্নোমি যন্ময়োপ্সিতং। ত্রাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং সংসার-সাগরাৎ। দেবতাস্থাপনেনাস্তু মম শান্তিং কুরু প্রভো॥ ত্বৎ-প্রসাদাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকানুগ্রহকারক। চিরং মে শাশ্বতী কীর্ত্তি-স্ত্রৈলোক্যেহপি ভবিষ্যতি। তস্মাৎ কুরু প্রতিষ্ঠাং মে গুরো শাস্ত্র-প্রচোদিতাং। যথাহং মুক্তিমাপাস্থ ত্বৎ প্রসাদাৎ সুপুষ্কলাৎ॥"

অতঃপর গুরুরূপী আচার্য্য বলিবেন "উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রন্তে মৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ানঘ। প্রাপ্তব্যং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং দুষ্প্রাপং যৎ সুরাসুরৈঃ॥"

অতঃপর আচার্য্য পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক মণ্ডল ও যজ্ঞভূমি প্রোক্ষণ করিয়া মণ্ডল মধ্যে পঞ্চঘট স্থাপন করিবেন। (১০০পৃঃ দেখ)। পরে ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া ঘটে বা শালগ্রামে গণেশাদি দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিয়া বিষ্ণু, রুদ্র ও দুর্গার পূজা করিবে।

অতঃপর প্রতিমাদ্বয়ের শিল্পদোষনিবারণার্থ গোময় ভস্মদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া "ওঁ তেজোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত ম্রক্ষণ করিয়া চন্দনাদি দ্বারা "ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ। উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াম্বৃদ্ধিমুত্তমাং।" এই মন্ত্র পড়িয়া উদ্বর্ত্তন করিবে। অতঃপর স্নান করাইবে। যথা,—বল্মীক মৃত্তিকাদ্বারা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" বলিয়া স্নান করাইবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্রদ্বারা, "গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়, "দধিক্রাবে্ণ" ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, "ঘৃতবতী ভুবনানাং ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত, "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ "দেবস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক, "ইদং বিষ্ণোঃ" মন্ত্রে, গঙ্গোদক, "যাঃ ফলিনী" মন্ত্রে ফলোদক, "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চামৃত বা

সর্ব্বৌষধি জলদ্বারা স্নান করাইয়া "সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে স্নান করাইবে।

পরে বস্ত্রদ্বারা প্রতিমাস্থ জল অপনয়ন করিয়া আধারে স্থাপন করতঃ বাসুদেব ও লক্ষ্মীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে (১০৯পৃঃ দেখ।) পরে অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে।—"ওঁ বিশুদ্ধস্ফটিকাভাসং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভং। কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তং চরাচরং। লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চন্তমিহ সর্ব্বতঃ। সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাং। ভূষিতং মালয়া ভব্যং দীপিতং মুনিলাঞ্ছনৈঃ। শ্রীপুষ্টিগরুড়াদ্যৈশ্চ সমন্তাত্তু পরিপ্লুতং॥"

লক্ষ্মীর ধ্যান।—"ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং পদ্মবীণা-ধরাং শুভাং। পদ্মস্থিতাং স্মেরমুখীং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥"

শিবের ধ্যান।—"ওঁ ঈশং সুধাকরনিভং বৃষভাসনস্থং সৌম্যং ত্রিনেত্রযুতমিন্দুকলার্দ্ধমৌলিং। ব্যাঘ্রাজিনাম্বরকটিং দ্বিভুজং যুবানং। স্মেরাননাভয়করং বরদং ভজামঃ।"

দুর্গার ধ্যান।—"ওঁ উদ্যাজনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাং স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীং।"

প্রণাম।—"ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর পার্ব্বতী। ত্বৎ প্রসাদাদবিঘ্নেন মমাস্তু সফলং ব্রতং। সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববিঘ্ন-ভয়াপহাং। ব্রহ্মরূপবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদাশিবাং। দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং মঙ্গলাং মঙ্গলাম্বিকাং। সর্ব্বলোকপ্রহৃষ্টিঞ্চ প্রণমামি সতীং উমাং॥ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।"

অতঃপর যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে। (ষোড়শোপ-চার-পূজা, পূজা পদ্ধতি দেখ) পরে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া

বাসুদেবাদির পূজা করিবে। পরে লক্ষ্মীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া সরস্বতী, শিব ও দুর্গার পূজা করত মণ্ডলমধ্যে অগ্ন্যাদিকোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে তদ্বাহ্যে,—"ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এই ক্রমে শাস্ত্যৈ, পুষ্ট্যৈ, সঙ্কর্ষণায়, সত্যৈ, প্রদ্যুম্নায়, বসুমত্যৈ, অনিরুদ্ধায়, রত্যৈ," ইহাদিগের আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর দ্বাদশকেশবের পূজা করিবে। যথা,—"যোদকদ্বারা "ওঁ কেশবায় নমঃ।" ধাত্রীফলদ্বারা "নারায়ণায়। ঘৃতদ্বারা "মাধবায়।" দধি ও শর্করা দ্বারা "গোবিন্দায়।" তাম্বুলদ্বারা "বিষ্ণবে।" মধুদ্বারা "মধুসূদনায়।" চম্পক পুষ্পদ্বারা—"ত্রিবিক্রমায়।" বিল্বফল দ্বারা—"বামনায়।" পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা "শ্রীধরায়।" পদ্মপুষ্পদ্বারা "হৃষীকেশায়।" নবনীত দ্বারা—"পদ্মনাভায়।" রজ্জুদ্বারা "দামোদরায়" বলিয়া প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে।

পরে "ওঁ চক্রায় নমঃ।" এই ক্রমে,—"শঙ্খায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, কৌস্তুভায়, বনমালায়ৈ, কুণ্ডলায়, কিরীটায়, গরুড়ায়" বলিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর স্বশাখোক্ত ক্রমে ব্রহ্মস্থাপনান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া হোমের চরু পাক করিবে।

পরে ভূমিজপাদি ও বিরূপাক্ষজপাদি কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া "অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি বলিয়া নামকরণাদি করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু গ্রহণ করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং' ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিবে পরে মহাব্যাহৃতি হোম, "ওঁ তদ্বিপ্রাসো" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম, দিক্‌পাল হোম, নবগ্রহ হোম ও পায়স-বলি প্রদান করিবে।"

অতঃপর নিম্নলিখিত রূপে সঙ্কল্প করিয়া অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক পলাশ কিম্বা যজ্ঞডুমুরের সমিধ্ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটী করিয়া হোম করিবে। সংকল্পবাক্য যথা,—

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (হোতার গোত্র ও নাম উল্লেখ করিবে) অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকাম ইয়দ্বর্যনিষ্পাদিতঅমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং-সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম স্বাহা"—ইতি মন্ত্রেণ ইয়ংসংখ্যক-সাজ্যোড়ুম্বরসমিদ্ভির্হোমমহং করিষ্যামি।

অতঃপর "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া চরু-হোমোক্ত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবগ্রহ হোম পর্য্যন্ত যে সমুদয় মন্ত্রে চরু-হোম করা হইয়াছে, সেই সমুদয় মন্ত্রে পুনরায় ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত তিনটী মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া পরে পুরুষ-সূক্ত মন্ত্রে হোম করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণো অরুণস্যাসু মহঃ প্রণো বোচো বিতথা জাতবেদসে বৈশ্বানরায় মতির্ন্নব্যবসে শুচিঃ সোম ইব পবন্তে চারুরগ্নয়ে স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রকাব্যমুশনো ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তিমহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদাবরেহোহভ্যেতি রেভন্ স্বাহা ॥ ৩ ॥"

অতঃপর তিলযুক্ত ঘৃত দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে। পরে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে হোম করিয়া তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে হোম করিবে। যথা,—

ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূয়বসিনী মনবেদশস্যাঃ। ব্যস্কভ্না

রোদসীদম বিষ্ণুরেতো। বাধতু পৃথিবীমভিতো 'ময়ূখৈঃ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্ম'মুখাগ্নিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুমুখাগ্নিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ইশানামুখাগ্নিভ্যঃ স্বাহা।"

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ হোম মন্ত্রে ও দিক্‌পাল হোম মন্ত্রে তিলমিশ্রিত ঘৃত দ্বারা একবার হোম করিবে। তৎপরে—"ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা" এই বলিয়া তিলমিশ্রিত ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া সামান্য কুশণ্ডিকোক্ত উদীচ্য কর্ম্মাদি সমাপ্ত করিবে এবং "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণ হোম প্রদান করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা ও তিলকান্ত কর্ম্ম করিবে।

পরে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া "অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষ-নিষ্পাদিত-অনুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইদং সোপকরণডল্লকমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এই বাক্যে বিষ্ণু উদ্দেশ্যে ডালা উৎসর্গ করিয়া লক্ষ্মী-সম্প্রদানক বাক্যে অপর ডালা উৎসর্গ করিবে। সধবা স্ত্রীর ব্রত হইলে উক্ত প্রকারে ডালা উৎসর্গ করিয়া পরে স্বামীর হস্তে ডালা প্রদান করতঃ প্রার্থনা করিবে। যথা,—"নাধিকারোঽস্তি মে নাথ উপবাসব্রতাদিষু। ভবদাজ্ঞাবিহীনায়াস্তস্মাদাজ্ঞাপয় প্রভো। অকালে যদ্‌ব্রতং চীর্ণং যত্তু মন্ত্রবিবর্জ্জিতং। ধূপাদ্যাদিভিহীনং তৎ সর্ব্বং-পূর্ণতাং নয়।"

পরে অঞ্জনাধার ও সিন্দুরাদিসংযুক্ত পেটীকা লক্ষ্মীকে প্রদান করিয়া, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে। বিষ্ণু-প্রণাম মন্ত্র যথা,—"নমস্তে জলদাভায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥ নমো নমস্তে সুররাজরাজ নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস। কুরুষ্ব সংপূর্ণফলং মমাস্তু নমোঽস্তু তুভ্যং পুরুষোত্তমায়॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়—ইত্যাদি।” এবং “ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। স্থিরা ভব মহাদেবি মম জন্মনি জন্মনি।” এই বলিয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে।

অনন্তর দেবতাগণের উপরি প্রতিমাদ্বয় স্থাপন করিয়া মস্তকে ধারণ করত “ওঁ নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরং। পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতং॥ শ্রীবৎসাঙ্কং জগন্নাথং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিং। নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য প্রত্যর্থং প্রার্থয়েদ্ধরে। ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসারবন্ধনাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বতঃখঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো॥ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ত্রাহি পতিতংমা ভবার্ণবে। দুর্গতেস্ত্রাহি মাং বিষ্ণো ত্বাং স্মরামি পুনঃপুনঃ। সোঽহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্তস্ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ নিম্ন মন্ত্রদ্বারা পুনরায় প্রণাম করিবে। যথা,—“ওঁ যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥”

অতঃপর দক্ষিণা করিবে। যথা,—“অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতদ্দিন সর্বনিষ্পাদিত অমুকপুরাণোক্তব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-মূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।” এই বলিয়া দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে। পরে “ক্ষমস্ব” মন্ত্রে প্রতিমা বিসর্জ্জন করত আচার্য্যকে প্রদান করিবে। তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া পাঠ করিবে;—“ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥”

পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া ব্রতাঙ্গ উপবাস, হবিষ্য বা যথাসম্ভব ভোজন করিবে।

উদ্‌যাপন কার্য্যে স্বস্তিবাচনাদি করত গুরুর পূজান্ত কর্ম্ম করিয়া

প্রতিষ্ঠা তন্ত্রোক্ত চরু-হোম না করিয়া-স্বগৃহোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া জলতিল দ্বারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয় এবং লক্ষ্মীদেবীর হোম করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত-হোমাদি বামদেব্য-গানান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া জলকাদি উৎসর্গ করাইবে। উদ্যাপনে ইহাই বিশেষ।

যজুর্ব্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ।

ব্রতকারিণী রমণী পূর্ব্বদিবস উপবাসী থাকিয়া পরদিবস নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সমাপনপূর্ব্বক দেবতার প্রীতিহেতুক যথাশক্তি দানাদি করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করাইয়া বিষ্ণু-স্মরণ করতঃ সংকল্প করিবে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া পুরোহিতের দ্বারা সঙ্কল্প পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করিবে।

অতঃপর হোতা পঞ্চগব্য শোধন করত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক সমস্ত একত্রিত করিয়া "ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যায়তে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা" এই মন্ত্র পড়িয়া অথবা গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদী অভ্যুক্ষণ করত তদুপরি সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে পঞ্চঘট ও শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবেন। পরে "ওঁ বিতান এষ দিবো মধ্যাস্ত আপঃ প্রবরান্ রোদসী অন্তরীক্ষং সবিশ্বাচীরভিতিষ্ঠদ্ঘৃতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুং।" এই মন্ত্রে বেদীর উপর বিতান বন্ধন করিবে।

অতঃপর ঘটস্থাপন (১০২ পৃঃ দেখ) করত সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন পূর্ব্বক ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া প্রথমঘটে,—গণেশ ও সূর্য্য; দ্বিতীয়ঘটে,

—শিব ও দুর্গা; তৃতীয়ঘটে,—বিষ্ণু ও লক্ষ্মী; চতুর্থঘটে,—অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপালগণ, কার্ত্তিকেয় ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়; পঞ্চমঘটে, নবগ্রহ ও দিকপালগণের পূজা করিবে।

অনন্তর প্রতিমাদ্বয় আনয়ন করত পঞ্চগব্য দ্বারা সেই সেই মন্ত্রে স্নান করাইবেন। পরে গঙ্গাজলদ্বারা "ওঁ এতন্মিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং" ইত্যাদি শুদ্ধপত্তিসূক্ত দ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি। "ওঁ আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি। "ওঁ যো বঃ শিবতমোঃ" ইত্যাদি। "ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো" ইত্যাদি। "ওঁ সমুদ্রোঽস্মি ভস্মনার্দ্রস্থু শম্ভুময়ো ভুবভিমাবাহি স্বাহা" মন্ত্রে স্নান করাইবেন। পরে গন্ধোদক-দ্বারা—"ওঁ গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি। পুষ্পোদক দ্বারা "ওঁ শ্রীশ্চ তে" ইত্যাদি। ফলোদকদ্বারা—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা" ইত্যাদি। "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইয়া শ্রীসূক্ত (১৮৭ পৃ দেখ) পুরুষসূক্ত (১৮৬ পৃ দেখ) এবং পাবমানী-সূক্ত দ্বারা স্নান করাইবেন।

অতঃপর "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।" এই মন্ত্র-পাঠ করিয়া ভদ্রাসনে প্রতিমাদ্বয় স্থাপন করিবেন। পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া "ওঁ নমস্তেঽর্চ্চ্যে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্র্যৈ নিত্যং নমো নমঃ। ত্বয়ি সংপূজয়ামীশ নারায়ণমনাময়ং। রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব।" ইহা পাঠ করিবেন। অনন্তর লক্ষ্মীর জীবন্যাসপূর্ব্বক বিষ্ণুর ধ্যান করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া মণ্ডলমধ্যে পীঠন্যাসক্রমে পীঠশক্তির পূজা করিবেন। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করত আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে তৎপূজা করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি লক্ষ্মীর ধ্যান করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত-

বিধানে ব্রহ্মস্থাপনান্ত কুশণ্ডিকা করিয়া চরু পাক করিবেন। অনন্তর "আজ্যভাগান্ত হোম শেষ করিয়া অগ্নির ধ্যান করত সাহস নামক অগ্নির আবাহন করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিরা মেক্ষণা দ্বারা চরুগ্রহণ করত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিয়া "ইদং বিষ্ণবে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে এবং "ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়"বলিয়া আহুতি প্রত্যাহুতি দিবেন। অতঃপর দেবতার স্বাহান্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া আহুতি দিয়া "ইদং সূর্য্যায়" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন। অনন্তর "ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং স্বাহা—ইদং বিষ্ণবে, ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবা ভূমিং জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা—ইদং বিষ্ণবে। ওঁ অগ্নিমীলে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বায়বে। ওঁ অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি স্বাহা—ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ শন্নো দেবী ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বরুণায়। ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা। ওঁ দ্যৌঃ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। ওঁ মহারাজায় স্বাহা। ইহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যাহুতি দিবে।

অতঃপর দিক্পাল-হোম ও নবগ্রহ-হোম করিতে হইবে।

দিক্পালহোম।—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রং হ্বয়ামি। শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা—ইদমিন্দ্রায় ॥ ১ ॥ ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়ে আপ্রয়াত পরাবত অগ্নিরুক্থেন বাহসা। উপয়াম গৃহিতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষতে যোনির্বৈশ্বানরায় ত্বা স্বাহা—ইদমগ্নয়ে॥ ২ ॥ ওঁ অসিযমোঽস্যাদিত্যো অর্ব্ব-

ষসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন অসি সোমেন সময়াবিপৃক্তো আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা—ইদং যমায় ॥৩॥ ওঁ যস্তে দেবী নির্ঋতিরা-ববন্ধ্রুপাশং গ্রীবাসু বিবৃত্যং। তস্তবিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈনঞ্চ পিতু-মদ্ধি প্রসূতো নমো ভূত্যৈ এদকচকার স্বাহা।—ইদং নির্ঋতয়ে ॥৪॥ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বরুণায় ॥৫॥ ওঁ বাতো বাবো মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিংশতি তে অগ্রেসময়ং স্তেহস্তি ন ভয়-মাদধুঃ স্বাহা—ইদং বায়বে ॥৬॥ ওঁ কুবিদঙ্গযবমন্তোযবঞ্চি যুথা-দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিপূয় ইহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং ন জগ্মুঃ স্বাহা—ইদং কুবেরায় ॥৭॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং বিরিঞ্চিমবসে হুমহে বয়ং পূষানো যথা বেদ সামসদ্বৃধে রক্ষিতাসৌ পায়ুররদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা।—ইদমীশানায় ॥৮॥ ওঁ আব্রহ্মন্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জায়তামাবাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যো ইতি ব্যাধীমহারথো জায়তাং স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে ॥৯॥ ওঁ নমোহস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা। —ইদমনন্তায়" ॥১০॥

নবগ্রহ হোম।—"আকৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং আদিত্যায় ॥১॥ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সোমায় ॥২॥ ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃপৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা—ইদং মঙ্গলায় ॥৩॥ ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথাময়ঞ্চ অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা।—ইদং বুধায় ॥৪॥ ওঁ বৃহ-স্পতে অতি যদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতিক্রতুমজ্জনেষু যদ্দীদয়চ্ছবসা ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা।—ইদং বৃহস্পতয়ে ॥৫॥ ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতোরসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং

প্রজাপতিশ্চ তেন সত্যমিন্দ্রিয়ং। বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা।—ইদং শুক্রায় ॥ ৬ ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং শনৈশ্চরায় ॥ ৭ ॥ ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং রাহবে ॥ ৮ ॥ ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেষো-মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।—ইদং কেতবে ॥ ৯ ॥"

এই প্রকারে চরুহোম শেষ করিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে চরুশেষ দ্বারা দশদিকে বলি প্রদান করিবে। যথা—

"এষ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ।" এই রূপে—"আগ্নেয়ৈ দিশে নমঃ। যাম্যৈ, নৈর্ঋত্যৈ, প্রতীচ্যৈ, বায়ব্যৈ, উদীচ্যৈ, ঐশান্যৈ, ঊর্দ্ধদিশে, অধোদিশে।"

অনন্তর পলাস-সমিধ্ তদভাবে উড়ুম্বর-সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ইত্থর্বনিষ্পাদিত সঙ্কল্পিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি সাজ্য উড়ুম্বরসমিদ্ভিঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতসংখ্যকহোমমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া প্রতিবারে "ইদং বিষ্ণবে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে এবং লক্ষ্মীর হোম করিয়া পূর্ব্বোক্ত চরুহোম-মন্ত্রে সেই সেই সমস্ত দেবতার আজ্যহোম করিবে। অতঃপর পুরুষ-সূক্তোক্ত "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি "সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ" পর্য্যন্ত যোলটী মন্ত্রদ্বারা (১৮৬ পৃ ৬পং দেখ।) আজ্যহোম করিয়া "ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী" ইত্যাদি (৪২৫ পৃ ২৮ পং দেখ) আজ্যহোম করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ ও দিক্‌পালমন্ত্রে একবার আহুতি

দিয়া তিলযুক্ত ঘৃত দ্বারা "ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ নদীভ্য স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।" বলিয়া আহুতি প্রদান করত মহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবেন। তদর্থে সঙ্কল্প যথা,—"অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (হোতার গোত্র ও নাম) অস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় "ওঁ ত্বন্নোহগ্নে" ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করত "ওঁ ত্বন্নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্ দেবান প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা।—ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ॥ ১ ॥ ওঁ সত্বন্নোহ-গ্নেহবমো ভবতী নেদিষ্ঠোহস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ণো বরুণঞ্চ ররাণো বীহিমৃলিকং সুহবো ন এধি স্বাহা ॥ ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ॥ ২ ॥ ওঁ অয়াশ্চাগ্নেহস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্থ ময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজং শতক্রতো স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৩ ॥ ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভির্নোহদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা ॥—ইদং বরুণায়ঃ॥ ৪ ॥ ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসোহদিতয়ে স্যামঃ স্বাহা।—ইদং বরুণায়" ॥ ৫ ॥

অনন্তর "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং" ইত্যাদি বৌষড়ন্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া আচার বশতঃ "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" বলিয়া অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া তিলকান্তকর্ম্ম করিবে।

তৎপর ব্রতকর্ত্রী ডালা উৎসর্গ করিবে। যথা,—ফলবস্ত্রাদিযুক্ত ডালা সম্মুখে আনয়ন করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সবস্ত্রোপকরণভক্ষ-

কায় নমঃ” বলিয়া তিনবার ডালা অর্চনা করত “এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী কৃতৈতৎ অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিদং সবস্ত্রোপকরণ-ভল্লকং বিষ্ণুদৈবতং ভগবতে অমুকদেবায় অহং দদে।” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এইরূপে অপর দুইটী ডালা লক্ষ্মী ও গুরুকে দান করিয়া বিষ্ণুপ্রভৃতিকে নমস্কার (৫২৬ পৃঃ ২০ পং দেখ) করত “মৎকৃতামুকব্রতং শ্রীমতি ভগবতি বিষ্ণৌ ত্বয্যহং উপযেমে” বলিয়া ডালা মস্তকে ধারণ করিবে।

অতঃপর যথাশক্তি দানাদি করিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া আচার্য্যদক্ষিণা করিবে। যথা,—“কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুক-পুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।”

অনন্তর তন্ত্রধার ও সদস্য দক্ষিণা করিবে। পরে আচার্য্য “ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্তেমহে উপপ্রযান্তু মরুতঃ সদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবাসচা” এই মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ উত্থাপিত করিয়া “ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাং। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বোদানীং সুপূজিতাঃ।” বলিয়া পূজিতা দেবতাগণকে বিসর্জ্জন করিবেন।

তৎপর আচার্য্য অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করত শান্তিকুম্ভস্থ জলদ্বারা শান্তি করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবে।

এই দিবস ব্রতকর্ত্রী চরুশেষ ভোজন করিবে, তদভাবে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

ঋগ্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সম্পন্ন করত পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক যজুর্ব্বেদীয়বৎ সংকল্পাদি ও ব্রহ্মবরণাদি করিবে। তৎপর হোতা যজুর্ব্বেদী ব্রত-প্রতিষ্ঠাক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া স্বপদ্ধতিক্রমে বহ্নি স্থাপনাদি বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা নির্ব্বাহ করিয়া অগ্নির ধ্যানপূর্ব্বক সাহস নামা অগ্নির আবাহন ও পূজা করত প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া চরুহোম হইতে (৪৬৩পৃ ১৯ পং হইতে) আরম্ভ করিয়া "ওঁ মহারাজায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম পর্য্যন্ত (৪৩০ পৃঃ ১৭ পং পর্য্যন্ত) যাবতীয় কার্য্য যজুর্ব্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা ক্রমে সম্পন্ন করিয়া দিক্পাল হোম ও নবগ্রহ হোম করিবেন।

দিক্পাল হোম।—ওঁ যত ইন্দ্রঃ ভয়ামহে ততো ন অভয়ং কৃধি মঘবন্ সগ্ধি তবয় ঊতিভির্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি স্বাহা।—ইদমিন্দ্রায় ॥১॥ ওঁ অগ্নিং দূতং পুরোদধে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ২ ॥ ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহোতা হবিঃ। যমোহয়জ্ঞো গচ্ছত্বমগ্নিং দূতো অরঙ্কৃতঃ স্বাহা।—ইদং যমায় ॥ ৩ ॥ ওঁ মোষুণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দ্দুর্হনাবধীত পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ স্বাহা।—ইদং নির্ঋতয়ে ॥ ৪ ॥ ওঁ ত্বন্নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসি সীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা।—ইদং বরুণায় ॥৫ ॥ ওঁ তববায় ঋতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুতঃ অবাংস্যা বৃণীমহে স্বাহা।—ইদং বায়বে ॥ ৬ ॥ ওঁ সোমো ধেনুং সোমোহর্ব্বন্তমাশুং সোমোবীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি সাদনং সীমত্থ্যং সাভয়ং পিত্‌ শ্রবণং যো দদাসদস্মৈ স্বাহা।—ইদং কুবেরায় ॥৭ ॥ ওঁ

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং ঈশানায় ॥৮॥ ওঁ ব্রহ্ম যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিষীমতঃ সুরুচোবেণ আব ঃ। সবুধ্না উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৯ ॥ ওঁ কালিকো নাম সর্পোনবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদেশো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ স্বাহা। ইদমনন্তায় ॥ ১০ ॥

নবগ্রহ হোম।—"ওঁ আকৃষ্ণেন ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সূর্য্যায় ॥১॥ ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং সোমায় ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং মঙ্গলায় ॥ ৩ ॥ ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং বুধায় ॥ ৪ ॥ ওঁ বৃহস্পতে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং বৃহস্পতয়ে ॥ ৫ ॥ ওঁ শুক্রঃ শুক্রং উষোন জাবঃ পপ্রাসমীচীদিবো ন জ্যোতিঃ। কৃত্বা বভূব ভুবো দেবানাং পিতা-পুত্রঃ সন্ স্বাহা।—ইদং শুক্রায় ॥ ৬ ॥ ওঁ সমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছন্নস্তপতু সূর্য্যঃ। সংবাতো বধ্বব পাত্যপাস্মধঃ স্বাহা।—ইদং শনৈশ্চরায় ॥ ৭ ॥ ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদা-বৃধঃ সখা কয়া সচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা।—ইদং রাহবে ॥৮॥ ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং কেতুভ্যঃ ॥" ৯ ॥

অতঃপর যজুর্ব্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা ক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া পুরুষসূক্তোক্ত ১৮টী মন্ত্রদ্বারা আজ্যহোম করিবে। পরে ঘৃতাক্ত তিল দ্বারা "ওঁ ইরাবতী" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম (যজুর্ব্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ অয়াশ্চাগ্নে ইত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে" এই প্রকার সংকল্প করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম (৪৬৬ পৃঃ ১৯ পং দেখ)

করিবে। অতঃপর স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিয়া সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত যাবতীয় কার্য্য সমাপন করিবে। অনন্তর দক্ষিণাদি করিয়া ডালা উৎসর্গ প্রভৃতি (যজুর্ব্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

শান্তি স্বস্ত্যয়ন।

অদৃষ্টের উপর আত্মনির্ভর করিয়াই এই সংসার চলিতেছে। পুরুষকার তাহার একটী অঙ্গ। মন্দগ্রহ বা অদৃষ্টবশে অমঙ্গল সংঘটন হইলে তন্নিবারণার্থে দেবতা আরাধনা প্রভৃতি করার নামই স্বস্ত্যয়ন এবং গ্রহদেবতাদির প্রসাদলাভ করিয়া অমঙ্গল নিবারণের নামই শান্তি। এই কার্য্যকরণার্থ পুরুষকারের প্রয়োজন,—স্বস্ত্যয়নই পুরুষকার।

গ্রহ ও দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবান্ অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

শুভগ্রহার্কবারেষু মৃদ্বক্ষিপ্রধ্রুবেষু চ।
শুভরাশিবিলগ্নেষু শুভশান্তিকপৌষ্টিকম্॥

শুক্র, সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং রবিবারে, শুক্লপক্ষে, শুভরাশি ও লগ্নে, শুভ তিথি, যোগ এবং করণে, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

পঠেচ্চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
কারয়েদ্ধরিনামানি কলৌ কার্য্যং চতুষ্টয়ম্॥

চণ্ডীপাঠ, দুর্গানামজপ, মৃন্ময় শিবলিঙ্গপূজা এবং হরিনামকীর্ত্তন, এই চারিটী কার্য্য কলিতে অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন।

চণ্ডীপাঠ, দুর্গামন্ত্রজপ, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা, নারায়ণে তুলসীদান ও মধুসূদন মন্ত্র জপ,—ইহাকেই পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়ন বলে।

চণ্ডীপাঠ করিবার পূর্ব্বে চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিয়া পরে সঙ্কল্প-পূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ করিতে হয়।

দুর্গানাম জপের পূর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া যথাশক্তি দুর্গার পূজা করিয়া পরে জপ করিতে হয়। সঙ্কল্প যথা,—

"অস্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বদোষপ্রশমন-সর্ব্বারিষ্টভঞ্জনসর্ব্বাভিচারশান্তিপূর্ব্বক-এতজ্জীববাঞ্ছরীরাবিরোধেন ঝটিত্যুপশমনকামঃ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো বা শ্রীমদ্দুর্গায়া ইয়দক্ষরমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপমহং করিষ্যামি।"

পার্থিব শিবপূজার সংকল্প—অস্তেত্যাদি অমুককামঃ (ইয়ৎ সংখ্যক) পার্থিবশিবলিঙ্গপূজনমহং করিষ্যামি।

তুলসীদানের সংকল্প—অস্তেত্যাদি ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ বিষ্ণবে ইয়ৎসংখ্যক-সচন্দনতুলসীপত্রদানমহং করিষ্যামি।

মধুসূদনমন্ত্রজপের সংকল্প—বিষ্ণুরোমিত্যাদি শ্রীমৎ মধুসূদনদেবস্য "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" তিমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপমহং করিষ্যামি।

নবগ্রহশান্তি।

নবগ্রহের মধ্যে যে গ্রহ প্রতিকূল হইয়াছে, নিম্নলিখিত প্রকারে পূজা, জপ হোমাদি করিলে, তাঁহার শান্তি হইয়া থাকে। সঙ্কল্পাদি পার্থিব শিবপূজা বিধানে করিতে হয়। এইস্থলে প্রত্যেক গ্রহের মন্ত্র, ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি লিখিত হইতেছে।

সূর্য্যের ধ্যান—ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কলিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং। পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং। শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যধিদৈবতম্॥

মন্ত্র— ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়। প্রণাম—জবাকুসুমসঙ্কাশমিত্যাদি।

রবিগ্রহের জপ ছয় হাজার, হোম ছয় শত, তর্পণ ষাইট, অভিষেক ছয় ও ব্রাহ্মণ ভোজন এক সংখ্যক। আকনের সমিধ্, তাম্র মূর্ত্তি। উর্দ্ধহস্ত হইয়া জপ, গুড় মিশ্রিত অন্ন বলি, রক্তচন্দন ও গুগ্গুল ধূপ, কপিল নামক অগ্নি, পুষ্প ভূষণ, মাল্য বস্ত্র। রবি কলিঙ্গদেশজ। ইনি কাশ্যপগোত্র, ক্ষত্রিয় জাতি।

অধিদেবতা শিব দক্ষিণে এবং প্রত্যধিদেবতা বহ্নি বামে অবস্থিত। ইনি রক্তবর্ণ বর্ত্তুল মণ্ডল মধ্যস্থিত। দক্ষিণা ধেনু, এবং দানীয় দ্রব্য রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, প্রবাল, তাম্র ও উপবীত।

চন্দ্রের ধ্যান—ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরং। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরং। দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতং। জলপ্রত্যধিদেবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহ্বয়েত্তথা॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়। প্রণামমন্ত্র—দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্।

সোমগ্রহের জপের সংখ্যা পনর হাজার। অধোহস্তে শক্তিমাতার

জপ। হোম এক হাজার পাঁচশত। তর্পণ একশত পঞ্চাশ। অভিষেক পনর। দুইজন ব্রাহ্মণ ও কাপালিকদ্বয় ভোজন করাইবে। পলাশ বৃক্ষের সমিধ্। রজত বর্ণ মূর্ত্তি। সোম অগ্নিকোণস্থিত সমুদ্রজাত, যমুনা দেশজ এবং অত্রিগোত্র, বৈশ্য জাতি। শুক্ল পুষ্প, বস্ত্র, মাল্য, আভরণ। শ্বেতচন্দন ও সরলকাষ্ঠ ধূপ, সঘৃত পায়স বলি। পিঙ্গল নামক অগ্নি। অধিদেবতা উমা, প্রত্যধিদেবতা জল। দক্ষিণা—শঙ্খ। দান—শুক্ল পট্টবস্ত্র, শুভ্র ধেনু, ক্ষীরপূরিত শঙ্খ ও রজতনির্ম্মিত চন্দ্র।

মঙ্গলের ধ্যান—ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্। আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজং। দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরং। আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ। স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতি-প্রত্যাধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রুং শ্রীং মঙ্গলায়। প্রণাম—ধরণী-গর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎ-পুঞ্জসমপ্রভং। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥

ঊর্দ্ধকরে শিবমালায় ৮০০০ হাজার জপ। হোম ৮০০। অভিষেক ৮। ব্রাহ্মণভোজন ১। তাম্রবর্ণ মূর্ত্তি। খদির বৃক্ষের সমিধ্। ধূমকেতুনামক অগ্নি। মঙ্গল দক্ষিণ দিকস্থ, অবন্তীদেশজ, ভরদ্বাজ গোত্র এবং ক্ষত্রিয় জাতি।

ইঁহার অধিদেবতা স্কন্দ, প্রত্যধিদেবতা ক্ষিতি। কুঙ্কুম, চন্দন, রক্তবর্ণ পুষ্পাদি এবং দেবদারু ধূপ। ইঁহার পূজায় রক্তবর্ণ বৃষ দক্ষিণা এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র, প্রবাল, রক্তবর্ণ বৃষ, মসূর ও তাম্র দানীয় দ্রব্য।

বুধের ধ্যান—ওঁ মাগধং ধ্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজং। বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্মগদাবরদখড়্গিনং। সূর্য্যাস্তং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়। প্রণাম—প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং। সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং॥

সঙ্কোচিত হস্ত করিয়া ১৭০০০ হাজার জপ করিবে। হোম ১৭০০। তর্পণ ১১৭। অভিষেক ১৭। ব্রাহ্মণভোজন ২। শিশু ভোজন এক। ইহাঁর সুবর্ণ মূর্ত্তি। অপামার্গের সমিধ্। ইনি ঈশানকোণে স্থিত, ধনুরাকৃতি। ইহাঁর পূজায় পীতপুষ্প, সরল কাষ্ঠ, গন্ধ ও ঘৃতযুক্ত দেবদারু ধূপ দিবে। ইনি মগধদেশজ, অত্রিগোত্র। বৈশ্যজাতি। জঠরনামা অগ্নি। নারায়ণ অধিদেবতা এবং বিষ্ণু প্রত্যধিদেবতা। দক্ষিণা সুবর্ণ। দানীয় দ্রব্য—কুসুমবাসিত বস্ত্র, যজ্ঞসূত্র কাঞ্চন ও চন্দন।

বৃহস্পতির ধ্যান—ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলং। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজং। দক্ষোর্দ্ধদক্ষবরদ-কর়কাদণ্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবতং সূর্য্যাস্তমিন্দ্র-প্রত্যধিদৈবতং॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে। প্রণাম—দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥

জপের সংখ্যা উনিশ হাজার। সঙ্কোচিত করে জপ করিতে হয়। হোম উনিশ শত। তর্পণ একশত নব্বই। অভিষেক উনিশ। ব্রাহ্মণভোজন দুই ও জ্যোতির্ব্বিদ্ ভোজন এক। শিখি-নামা অগ্নি, অশ্বত্থ সমিধ্। সুবর্ণ প্রতিমা। পীতবর্ণ পুষ্পবস্ত্রাদি। চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুম এই চতুর্গন্ধ, দশাঙ্গ ধূপ। ইনি সিন্ধুদেশজ, আঙ্গিরস গোত্র। অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধিদেবতা ইন্দ্র। দক্ষিণা,—পীতবর্ণ বস্ত্রযুগ্ম। দান—মুক্তা, কাঞ্চন, পীত বস্ত্র, পীতবর্ণ অশ্ব, যজ্ঞোপবীত ও ফল।

শুক্রের ধ্যান—ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলং। পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজং। সদাক্ষবরকরকাদণ্ড-হস্তং পিতাম্বরং। শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছচীপ্রত্যধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়। প্রণাম—হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥

স্ফটিকমালায় জপ। জপের সংখ্যা একুশ হাজার। হোম একুশ শত। তর্পণ দুইশত দশ। অভিষেক একুশ। ব্রাহ্মণভোজন ও শৈবভোজন তিন। উড়ুম্বর সমিধ্, ইনি রজত মূর্ত্তি, পূর্ব্বদিকস্থ, শুক্লবর্ণ এবং চতুষ্কোণাকৃতি। ইহাঁর অর্চনায় শুক্ল পুষ্পাদি। শ্বেত চন্দন, অগুরু ধূপ। ইনি ভোজকদেশজ ভরদ্বাজগোত্র, ব্রাহ্মণ-স্বভাব এবং পুষ্যানক্ষত্র। হাঠকনামা অগ্নি। অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যধিদেবতা চন্দ্র। দক্ষিণা ঘোটক। দানদ্রব্য শুক্লবর্ণ অশ্ব, শুক্লবর্ণ বস্ত্র, স্বর্ণ ও মুক্তা।

শনৈশ্চরের ধ্যান—ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাভং চতু-রঙ্গুলং। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজং। ভবাণধরং শূলধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়। প্রণাম—ওঁ নীলাঞ্জনচয়-প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈ-শ্চরম্॥

জপের সংখ্যা দশহাজার। শিবমালায় জপ। হোম এক হাজার। তর্পণ একশত, অভিষেক দশ। ব্রাহ্মণভোজন এক। উর্দ্ধকরে জপ। একটী নগ্ন ভোজন। শমীকাষ্ঠের সমিধ্। মহাতেজোনামা অগ্নি। মৃগনাভি গন্ধ। কালাগুরু ধূপ। কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প বস্ত্রাদি। অধিদেবতা যম, প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি। দান—কৃষ্ণবর্ণা

গাভি, বস্ত্রযুগ্ম, কৃষ্ণবর্ণ কম্বল, মহিষ, শুদ্ধ লৌহ। ইহার দক্ষিণা সীসক।

রাহুর ধ্যান—ওঁ রাহুং মলজরং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলং। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ। চতুর্ব্বাহুং খড়্গবর-শূলচর্ম্মকরস্তথা। কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্পপ্রত্যাধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে। প্রণাম—ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং। সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥

জপের সংখ্যা বার হাজার। উর্দ্ধপাণিতে বক্রভাবে জপ। হোম বারশত। তর্পণ একশত কুড়ি। অভিষেক বার। দূর্ব্বা সমিধ্। লৌহ প্রতিমা। ইনি নৈর্ঋত দিকস্থ, মকরাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ। পদ্মকাষ্ঠ ও গুড়ত্বক্ ধূপ। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, পুষ্পাদি। ইনি শাকদ্বীপ জাত, পৈঠীনস গোত্র এবং শূদ্রজাতি। ইহাঁর অধিদেবতা কাল, প্রত্যধিদেবতা সর্প। হুতশেষনামা অগ্নি। দক্ষিণা লৌহ খড়্গ। দান—তীক্ষ্ণখড়্গ, পট্টবস্ত্র, বারিসের তিনছটাক পরিমিত লৌহ এবং চন্দন।

কেতুর ধ্যান—ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলং। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননং। সূর্য্যাস্যং ধুম্রবসনং বরদং গদিনস্তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যাধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে। প্রণাম—ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারা-গ্রহবিমর্দ্দকং। রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥

অধঃপাণি ও বক্রভাবে শিবমালাতে ১২০০০ হাজার জপ। হোম ১২০০। তর্পণ ১২০। অভিষেক ১২। ব্রাহ্মণভোজন ১। চণ্ডাল ভোজন ১টা। কুশ সমিধ্। হুতশেষ নামক অগ্নি। লৌহ

প্রতিমা। শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, সরল কাষ্ঠ, অগুরু, মৃগনাভি, পদ্ম কাষ্ঠ, এই সমুদয় মিশ্রিত গুড়ত্বক্ ধূপ। ইনি সর্পাকৃতি, বায়ুকোণে অবস্থিত, ধূম্রবর্ণ। ধূম্রবর্ণ পুষ্পবস্ত্রাদি। ইনি কুশদ্বীপজাত, জৈমিনি গোত্র, শূদ্রজাতি। ইহাঁর চিত্রগুপ্ত অধিদেবতা প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মা। দক্ষিণা ছাগ। দান—কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, ছাগ, চন্দন ও লৌহ।

ত্রিপুষ্কর যোগ।

ভদ্রপাদেঽপি নক্ষত্রে ভৌমার্কশনিবাসরে ভদ্রাতিথিসমাযোগে ত্রিপুষ্কর ইতি স্মৃতঃ॥ বারে শস্যসুতং হন্তি তিথৌ গোধনমেবচ। নক্ষত্রে গোত্রহানিঃ স্যাৎ সর্ব্বং হন্তি ত্রিপুষ্করে। পুষ্করত্রয়দোষেণ বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি॥

ভদ্রপাদে—পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, মৃগশিরা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও বিশাখানক্ষত্রে, শনি, মঙ্গল ও রবিবারে দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথির সমাযোগ হইলে ত্রিপুষ্কর যোগ হয়। বারদোষে শস্য ও পুত্রহানি, তিথিদোষে গো এবং নক্ষত্রদোষে গোত্রনাশ হয়, আর তিনদোষ একত্র হইলে সমস্ত নষ্ট করে। এমন কি বাস্তু বৃক্ষ পর্য্যন্তও জীবিত থাকে না।

এবং ত্রিপুষ্করে যোগে দোষো জীবনসংশয়ঃ। পুত্রো ভগিনী কন্যা চ পিতৃমাতৃসহোদরাঃ॥ পিতৃভ্রাতা মাতুলশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ সপিণ্ডনঃ। সর্ব্বাভাবে। রিষ্টদোষোবাস্তবৃক্ষো ন জীবতি॥ মাসে মাসে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেঽপি বা। অবশ্যং মরণং তত্র নাস্তি যোগো নিরামিষুঃ॥ তস্মাত্রিষ্টোপশান্ত্যর্থং হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।

ত্রিপুষ্কর যোগে কাহারো মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র, ভগিনী, কন্যা, পিতা, মাতা, সহোদর, পিতৃব্য, মাতুল, জ্ঞাতি, সপিণ্ড ইহাদের জীবন নষ্ট হয়। এমন কি বাস্তবৃক্ষ পর্য্যন্তও জীবিত

থাকে না। সেই মাসে, ত্রিপক্ষে (৪৫ দিনে), ছয় মাসে বা বৎসরের মধ্যে কথিত অনিষ্ট সকল ঘটিবে। এই যোগ কখনই নিষ্ফল হয় না। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহার শান্তির জন্য হোম করিবেন।

নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত "ওঁ তৎসৎ" ইহা বলিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে অর্চনা করত পুণ্যাহ-বাচনাদি করিয়া তিল কুশ জল গ্রহণ করত সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ ত্রিপুষ্করযোগফলনিবারণজন্যপ্রেতানিষ্টপ্রশমনকামোঽহং শান্তিং করিষ্যে।

অনন্তর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদস্য বরণ করিবেন। তৎপরে পঞ্চগব্য তত্তন্মন্ত্রে শোধন করিয়া সেই মিলিত পঞ্চগব্য দ্বারা বেদী শোধন করত ঘট স্থাপন করিবেন। অনন্তর ঘটে গণেশাদি দেবগণের পূজা করিয়া গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহের পূজা করত দশদিক্‌পালগণের পূজা করিবেন।

অতঃপর মণ্ডলের উপরে চারিটী কলসী স্থাপন করিয়া প্রথম কলসীর উপর ব্রীহি-যবপূরিত লৌহপাত্র রাখিয়া, তাহাতে লৌহময়ী যম-প্রতিমা কৃষ্ণবস্ত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় কলসীর উপরে তিলপূর্ণ তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহা শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক তাম্রময়ী ধর্ম্মপ্রতিমা রাখিবেন। তৃতীয় কলসীর উপরে যবপূরিত কাংস্যপাত্র রাখিয়া পীতবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কাংস্যরচিত চিত্রগুপ্তপ্রতিমা স্থাপন করিবেন এবং চতুর্থ কলসোপরি গোধূমপূরিত রৌপ্যময়ী পুষ্করপ্রতিমা স্থাপন করিবেন।

অতঃপর যমরাজকে পঞ্চামৃতদ্বারা স্ব স্ব মন্ত্রে স্নান করাইয়া

প্রত্যেকের আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া পূজা করত প্রণাম করিবেন। যথা—

ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তভ্যং কালদণ্ডধর প্রভো। বৈবস্বত নমস্তে হস্তু প্রেতরিষ্টং বিনশ্যতু ॥

পরে "ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ"—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে, এবং ধর্ম্মকে আবাহনাদি করিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—

ওঁ ধর্ম্ম ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি নির্ম্মোমোঽসি নিরঞ্জনঃ। প্রেতরিষ্টমিদং দেব নাশয় ত্বং মম প্রভো।

"ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। অনন্তর চিত্রগুপ্তের আবাহন পূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করত পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

ওঁ যম-মন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ। প্রেতরিষ্টপ্রশমনং কুরু দেব নমোঽস্তু তে ॥

পরে "ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ"—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে অতঃপর পুরুষের পূজা করিয়া মৃত্যুদিনের তিথি, বার ও নক্ষত্র পূজা করিবে। পরে স্বগৃহোক্ত অগ্নিস্থাপন করিয়া চরু পাক করিবে। পরে "ওঁ যমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে বিকঙ্কত (কণ্টকযুক্ত গুল্ম বিশেষ) সমিধ দ্বারা হোম করিবে। অনন্তর "ধর্ম্মায় স্বাহা" "ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা" এই মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্ম এবং চিত্রগুপ্তের চরু ও অশ্বত্থ দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণকে যব, তিল ও গাভী দান করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

গোভিল বলেন, ত্রিপুষ্করশান্তিকরণ জন্য প্রথমতঃ ব্রাহ্মণকে, সুবর্ণদান করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে, এবং মধু ও আজ্যমিশ্রিত তিল দ্বারা হোম করিবে। ইতি পুষ্কর শান্তি

সূর্য্যার্ঘ্য দানবিধি

পুরোহিত প্রথমত স্বস্তিবাচনাদি করত সংকল্প করিবেন। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুকরোগ উপশমনকামঃ হংসাদিসংপ্রীতিনাম্না অর্ঘ্যদান-মহং করিষ্যামি।" অতঃপর সূক্তপাঠ করিয়া যে স্থানে সূর্য্যের উদয়াস্ত দৃষ্ট হয়, এইরূপ স্থানে বসিয়া অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করতঃ পদ্মের পূর্ব্বদলে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্যের আকৃতি আঁকিবে এবং অগ্নিকোণে—রবি, দক্ষিণে—বিবস্বান্, নৈর্ঋতে—ভগ, পশ্চিমে—বরুণ, বায়ুকোণে—মিত্র, উত্তরে—আদিত্য, ঈশানকোণে—বিষ্ণু এবং মধ্যস্থলে ভাস্করমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পুষ্প ও তণ্ডুলদ্বারা ইহা-দিগের আবাহন করত পূজা করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা এবং মধ্যে ছায়ার পূজা করিবে।

তৎপর তাম্রপাত্রে পদ্ম, জবা বা করবীরপুষ্প ও তিল, তণ্ডুল, কুশোদক এবং চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহা মস্তকে ধারণ করত জানুদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করিয়া "ওঁ দিশি দিশি তপনো মহোগ্রতাপোজ্জ্বলতি হুতাশনঃ দীপ্তস্তেজসং। তিমিরকরণংকুর্ব্বক প্রচক্রং দিবসকরং শরণমুপৈমি সূর্য্যং॥ ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্ত্যা গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপর কর-যোড়ে "ওঁ নমোহস্তু সূর্য্যায় সহস্রভানবে নমোহস্তু বৈশ্বানর জাত-বেদসে। ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেবাদিদেবায় নমোহস্তু তুভ্যং।

নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে। দত্তমর্ঘ্যং মহাভানুং ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে। হিরণ্ময় তমোময় রসময় চ বৈ নমঃ। কুম্ভময় চ দেবায় তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ। হরিতহয়রথং দিবাকরং কনকাম্বাম্বুজরেণুপিঞ্জরং।" এই স্তব করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে। এইরূপ সর্ব্বস্থানে।—ওঁ হংসায়। ১। ভানবে। ২। সহস্রাংশবে। ৩। তপনায়। ৪। তাপনায়। ৫। রবয়ে। ৬। বিকর্ত্তনায়। ৭। বিবস্বতে। ৮। বিশ্বকর্ম্মণে। ৯। বিভাবসবে। ১০। বিশ্বরূপায়। ১১। বিশ্বকর্ত্রে। ১২। মার্ত্তণ্ডায়। ১৩। মিহিরায়। ১৪। অংশুমতে। ১৫। আদিত্যায়। ১৬। উষ্ণগবে। ১৭। সূর্য্যায়। ১৮। অর্য্যম্নে। ১৯। ব্রধ্নায়। ২০। দিবাকরায়। ২১। দ্বাদশাত্মনে। ২২। সপ্তরথায়। ২৩। ভাস্করায়। ২৪। অহস্করায়। ২৫। খগায়। ২৬। সূরায়। ২৭। প্রভাকরায়। ২৮। বিভাকরায়। ২৯। লোকচক্ষুষে। ৩০। গ্রহেশ্বরায়। ৩১। ত্রিলোকেশায়। ৩২। লোকসাক্ষিণে। ৩৩। তমোহরয়ে। ৩৪। শাশ্বতায়। ৩৫। শুচয়ে। ৩৬। গভস্তিহস্তায়। ৩৭। তীব্রাংশবে। ৩৮। তরণয়ে। ৩৯। সুমনোহরায়। ৪০। হরিদশ্বায়। ৪১। রশ্ময়ে। ৪২। অর্কায়। ৪৩। ভানুমতে। ৪৪। ভয়নাশায়। ৪৫। ছন্দোগায়। ৪৬। বেদবেদ্যায়। ৪৭। ভাস্বতে। ৪৮। পূষ্ণে। ৪৯। বৃষাকপয়ে। ৫০। একচক্ররথায়। ৫১। মিত্রায়। ৫২। তমিস্রঘ্নে। ৫৩। দৈত্যঘ্নে। ৫৪। পাপহর্ত্রে। ৫৫। ধর্ম্মায়। ৫৬। ধর্ম্মপ্রকাশায়। ৫৭। হেলিকায়। ৫৮। চিত্রভানবে। ৫৯। কলিঘ্নায়। ৬০। তার্ক্ষবাহনায়। ৬১। দিক্পতয়ে। ৬২। পদ্মিনীনাথায়। ৬৩। কুশেশয়করায়। ৬৪। হরয়ে। ৬৫। দিবিষদে। ৬৬। দুর্নিরীক্ষ্যায়

। ৬৭ চণ্ডাংশবে । ৬৮ । মাদহ্বার॰ । কশ্যপাত্মজ ॥ ৭০ ॥

অনন্তর নমস্কার করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি রবেন।

সূর্য্যার্ঘ্যদানবিধি সমাপ্ত।

আসন ও মুদ্রা।

আসনং ;—পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনন্তথা।

বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম্ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন,—যোগসিদ্ধি বিষয়ে এই পাঁচ প্রকার আসন কথিত হইয়াছে।

দক্ষিণ উরুর উপরি বাম পদতল এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পায়ের তল বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামাঙ্গুষ্ঠ ও বাম হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করত উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয়।

দক্ষিণ জানু ও উরুর অভ্যন্তরে বাম পদতল এবং বাম উরু ও জানুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পদতল প্রবিষ্ট করিয়া সরলভাবে উপবিষ্ট হইলে স্বস্তিকাসন হয়।

সীবনীর (লিঙ্গাগ্র হইতে গুহ্যস্থানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) উভয়পার্শ্বে গুল্‌ফ্‌দ্বয় বিন্যস্ত করিয়া কোষের অধোভাগে উভয় পার্শ্বে হস্ত দ্বারা পদদ্বয় বন্ধ করিবে। ইহাকেই যোগিগণ ভদ্রাসন বলেন।

উরুদ্বয়ের উপরি পাদদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া জানুদ্বয়ের উপরি হস্তদ্বয় রাখিবে। এইরূপ আসনকে বজ্রাসন বলে।

এক পাদ ভূমিতে রাখিয়া অপর পাদ উরুর উপরি রাখিবে। এই আসনকেই বীরাসন বলে।

মুদ্রা-প্রকরণ।

দেবতার আবাহনে আবাহনী প্রভৃতি নয়টী মুদ্রা আছে।

১। আবাহনী—চিৎভাবে অঞ্জলি করিয়া অনামাদ্বয়ের মূল-পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিবে।

২। স্থাপনী—ঐরূপে হস্তদ্বয় অধোমুখ করিবে।

৩। সন্নিধাপনী—হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ একত্র উন্নত করিবে।

৪। সংবোধনী—ঐরূপ মুষ্টির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রবেশিত করিবে।

৫। সম্মুখীকরণী—ঐ মুদ্রা উত্তান (চিৎ) করিবে।

৬। সকলীকরণী—দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।

৭। অবগুণ্ঠনী—বামমুষ্টির তর্জ্জনী দীর্ঘ ও অধোমুখ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইবে।

৮। অমৃতীকরণী বা ধেনু—হস্তদ্বয়ের কনিষ্ঠা ও অনামা এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমার পরস্পরের মুখে যুক্ত করিবে।

৯। পরমীকরণী বা মহামুদ্রা—হস্তদ্বয় মিলিত করিয়া প্রসারণ-পূর্ব্বক দুই অঙ্গুষ্ঠ গ্রথিত করিবে।

শিবের মুদ্রা।

১। লিঙ্গমুদ্রা—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল দ্বারা বন্ধন করিবে।

২। যোনিমুদ্রা—কনিষ্ঠাদ্বয় মিলিত করিয়া দুটী তর্জ্জনী দ্বারা অনামাদ্বয় বদ্ধ করিবে, পরে দুটী অনামার অগ্রে মধ্যমাদ্বয়যোগ করিয়া প্রসারণ করিবে, পরে মধ্যমার মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন করিবে।

৩। ত্রিশূল—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ কনিষ্ঠাদ্বয় যোগ করিয়া অপর তিনটী অঙ্গুলি যোগ করিয়া ঊর্দ্ধভাবে প্রসারিত করিবে।

৪। অক্ষমালা—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে তর্জ্জনী যোগ করিয়া অপর তিনটী অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে।

৫। বর—দক্ষিণ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অধোমুখ

৬। অভয়—বাম অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অধোমুখ করিবে।

৭। মৃগ—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যুক্ত করিয়া মধ্যমার অগ্রে যোগ করিবে, আর অন্য অঙ্গুলি উন্নত করিবে।

৮। খট্বাঙ্গ—দক্ষিণ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া যুক্ত করিবে।

৯। কপাল—বামহস্ত বামাঙ্গে পাত্রের ন্যায় রাখিয়া (কপাল পাত্র বা ঠোঙ্গা) উন্নত করিবে।

১০। ডমরু—শিথিলভাবে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি করিয়া মধ্যমা ঈষৎ উন্নত করিয়া দক্ষিণ কর্ণদেশে চালনা করিবে।

দৌর্গী মুদ্রা।

১। পাশমুদ্রা—বাম মুষ্টির তর্জ্জনী দক্ষিণ মুষ্টির তর্জ্জনীতে মিলিত করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রে ও বামাঙ্গুষ্ঠ বাম তর্জ্জনীর অগ্রে যুক্ত করিবে।

২। অঙ্কুশ—দক্ষিণ মধ্যমা উন্নত এবং তর্জ্জনী ঈষৎ কুঞ্চিত (আঁকুশীর ন্যায়) আর সমস্ত অঙ্গুলি হস্ততলে সংলগ্ন করিবে।

৩। বর, ৪ অভয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৫। খড়্গ—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠা ও অনামা বন্ধন পূর্ব্বক দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা মিলিত করিয়া প্রসারিত করিবে।

৬। চর্ম্ম—বামহস্ত বক্র করিয়া প্রসারিত করত অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে।

৭। মূষল—বাম মুষ্টির উপর দক্ষিণ মুষ্টি স্থাপন করিবে।

৮। দুর্গা—মূষল মুদ্রা মস্তকোপরি রাখিবে।

৯। মৎস্য—দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠে বামহস্ততল রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় চালিত করিবে।

১০। কূর্ম্ম—বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা আর দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে এবং বামহস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে যুক্ত করিবে। পরে বাম হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্য-ভাগে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে যুক্ত করিবে, আর দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিবে।

১১। মুণ্ড—বাম মুষ্টির মধ্যে বামাঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট করিয়া দক্ষিণ-হস্তের মধ্যমা ধারণপূর্ব্বক তর্জ্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলি মিলিত করতঃ বাম মুষ্টিতে সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ ভাগে প্রদর্শন করিবে।

১৩। তর্জ্জনী মধ্যম ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধাঙ্গুলী সংযোগ করত কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিবেম

১৩। মহাযোনি—হস্তদ্বয়ের তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী, ধ্যমার সহিত মধ্যমা, অনামার সহিত অনামা ও কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা যুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যুক্ত করিবে।

১৪। আকর্ষণী—মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামা সমভাবে রাখিবে, পরে মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামার উপর কনিষ্ঠা যোজিত করিবে।

১৫। ভূতিনী—যোনিমুদ্রার মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় বক্র করিয়া উহার উপরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিবে।

১৬। কুম্ভ—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ বামাঙ্গুষ্ঠে বন্ধন করিয়া দুই হস্ত এক মুষ্টিতে বদ্ধ করিবে।

১৭। সংহার—বামহস্ত অধোমুখ দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধমুখ করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল গ্রথিত করিয়া হস্ত পরিবর্ত্তন করিবে।

১৮। গালিনী—দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অঙ্গুষ্ঠে আর বাম হস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে যোগ করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অভুগ্ন করিয়া সরলভাবে যুক্ত করিবে।

১৯। তত্ত্ব—বৃদ্ধা ও অনামা মিলিত করিয়া যোগ করিবে।

২০। নারাচ—দুই হস্ততল পরস্পর মর্দ্দন করিবে (দড়ি-পাকানের ন্যায়)।

২১। প্রার্থনা—বামকরতলের উপর দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া বক্ষস্থলের নিকট স্থাপন করিবে।

২২। গ্রাস—বাম তর্জ্জনী প্রভৃতি চারিটী অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া ঈষৎ অবনত করিবে যেন অবকাশ থাকে (গ্রাসের ন্যায়)।

২৩। গো-যোনী—দক্ষিণ করমুষ্টির কনিষ্ঠা মূলের সমুচিত স্থান।

প্রাণাদি মুদ্রা।

১। প্রাণ—তর্জ্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

২। অপান—মধ্যমা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৩। ব্যান—কনিষ্ঠা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৪। উদান—কনিষ্ঠা অনামা মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৫। সমান—সমস্ত অঙ্গুলি যোগ।

(তন্ত্রমতে) প্রাণাদি মুদ্রা।

১। প্রাণ—কনিষ্ঠা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

২। অপান—তর্জ্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৩। ব্যান—মধ্যমা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৪। উদান—কনিষ্ঠা তর্জ্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৫। সমান—সমস্তাঙ্গুলি যোগ।

ধারণার্থ রুদ্রাক্ষ-সংস্কার।

নিশ্ছিদ্র ও সুপক বীজগুলি পুচ্ছে পুচ্ছে ও মুখে মুখে গ্রথিত করিবে। পরিমাণ যথা—কণ্ঠে ১০, মস্তকে ৪০, কর্ণে ৬, হস্তে ১২, বাহুতে ১৬, শিখায় ১, বক্ষে ১০৮, ইহার যে কোন নিয়মে বা সকল নিয়মেই হউক, ধারণ করিবে।

সমভাগ পঞ্চামৃত এবং সমভাগ পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া, এই মন্ত্র পড়িবে। নমঃ শিবায়। ১। অথবা ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি-বর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। ২। ওঁ হৌঁ অঘোরে হ্রীঁ ঘোরে হুঁ ঘোরঘোরতরে, ওঁ হ্রৈং হ্রীং শ্রীং ওঁ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তেহস্তু রুদ্ররূপিণে হুং হুং। ৩।

অথবা রুদ্রাক্ষের মুখের সংখ্যানুসারে এই মন্ত্র পড়িলেও হয় যথা —একমুখ হইলে—ওঁ ওঁ ভৃশং নমঃ। ১। এইরূপ যথাক্রমে মন্ত্র—ওঁ ওঁ নমঃ। ২। ওঁ ওঁ নমঃ। ৩। ওঁ হ্রীঁ নমঃ। ৪। ওঁ হুং নমঃ। ৫। ওঁ হুং হুং নমঃ। ৬। ওঁ হুং হুং নমঃ। ৭। ওঁ হুং নমঃ। ৮। ওঁ হ্রীং নমঃ। ৯। ওঁ হং নমঃ। ১০। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১১। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১২। ওঁ ক্ষাং ক্ষৌং নমঃ। ১৩। ওঁ নমো নমঃ। ১৪।

ধারণার্থ তুলসীমালা সংস্কার।

প্রথমে পঞ্চগব্যে ক্ষালন করিয়া তাহাতে ৮ বার মূল মন্ত্র গায়ত্রী জপিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিবে।

যজুর্ব্বেদোক্ত পঞ্চামৃত ও তন্মন্ত্র।

১। শর্করা (চিনি)—গায়ত্রী দ্বারা। ২। দুগ্ধ—ওঁ অপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্য ভবা বাজস্য সঙ্গথে। ৩। ঘৃত—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি। ৪। দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণোঽকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভিনো মুখাকরোৎ প্রণআয়ূংষি তারিষৎ। ৫। মধু—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাংঅস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

যজুর্ব্বেদোক্ত পঞ্চগব্য ও তন্মন্ত্র।

১। গোমূত্র—গায়ত্রী দ্বারা। ২। গোময়—গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ৩। দুগ্ধ—পূর্ব্বমন্ত্র। ৪। ঘৃত—পূর্ব্বমন্ত্র। ৫। দধি—পূর্ব্বমন্ত্র। ৬। কুশোদক (দিবারও বিধি আছে)—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো র্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যা মাদদে।

সামবেদোক্ত পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য। শোধনের মন্ত্র।

গোমূত্র—পূর্ব্ববৎ। গোময় শোধন—ওঁ গাবশ্চিদ্ঘাসমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবান্ধবঃ রিহতে কুকুভো মিথঃ।

দুগ্ধ শোধন—ওঁ গব্যো সুনোঽথা পুরা অশ্বয়োথরথয়াবরিবস্যামহোনাম্। দধি—পূর্ব্ববৎ।

ঘৃত শোধন—ওঁ ঘৃতবতীভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বীপৃথী মধুদুঘে সুপেষসাদ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণাবিষ্কভিতে, অজরেভূরিরেতসা।

কুশোদক মন্ত্র—ওঁ স্তোরাপঃ কণি ক্রদাৎ সিঃক্কোরাপো মরুত্তো শ্বাদরস্তাৎ ঘর্ম্মজ্যোতিঃ।

পরে গায়ত্রী দ্বারা সমস্ত একত্রীকরণ।

ঋগ্বেদোক্ত পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র।

গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। গোময় শোধন—সামবেদোক্তবৎ।

দুগ্ধ শোধন—ওঁ আপোহস্মান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বা। নগ্ন আগহি তম্মা সংসৃজবর্চ্চসা।

দধি-শোধন মন্ত্র—ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিধ্বং বহবঃ সলিলা দধিক্রামগ্নিমুষশ্চ দেবী মিন্দ্রাবতঃ স্বস্তিতে পারয়ন্তীয়।

ঘৃত শোধন মন্ত্র—ওঁ অগ্নিবস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতম্ম আসন্ অর্কস্ত্রিধাতো-রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মনাং।

কুশোদক মন্ত্র—ওঁ যোগেযোগেতরস্তরং বাজে বাজে হবামহে সখায় ইন্দ্রমুতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ।

একত্রীকরণ মন্ত্র—ওঁ গায়ত্রেণত্বাচ্ছন্দসা মন্থামি ত্রৈষ্টুভেনত্বা চ্ছন্দসা মন্থামি অনুষ্টুভেনত্বাচ্ছন্দসা মন্থামি জাগতেনত্বাচ্ছন্দসা মন্থামি ভূর্ভুবঃ স্বস্তরীষতে॥

যজ্ঞোপবীত ধারণ মন্ত্র।

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বামস্কন্ধে ধারণ করিবে।

কুশণ্ডিকা-প্রকরণ।

সামবেদীয়-সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী কুশণ্ডিকা। *

সকল প্রকার আহুতিযুক্ত কর্ম্মেই কুশণ্ডিকাপরিশুদ্ধ অগ্নির আবশ্যক। প্রথমে হোমকার্য্যে তিলকাদিদ্বারা ললাট ভূষণ ও মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিবে।

পূর্ব্ব ও উত্তর দিগভাগ কিঞ্চিৎ নত অথবা সমান, বিতান-যুক্ত চারিহস্ত পরিমিত † চতুষ্কোণ ভূমি গোময় দ্বারা লেপন করিয়া বালুকা ব্যাপ্ত করিবে। তৎপরে আচমন করতঃ কুশসহিত আসনে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবে। পরে উত্তরদিকে অভ্যুক্ষণের জন্য কুশপুষ্পযুক্ত জলপাত্র রাখিয়া দক্ষিণ হাঁটু মৃত্তিকাতে পাতিয়া অগ্নি-স্থাপন পর্য্যন্ত উত্তরাগ্র কুশোপরি বামহস্ত চিৎ করিয়া ভূমিতে স্থাপন করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীধৃত কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিলের দক্ষিণভাগে নিজের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দ্বাদশ আঙ্গুল দীর্ঘ পূর্ব্বাভিমুখে একটী রেখা অঙ্কিত করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা।" অনন্তর ঐ রেখার মূলপ্রদেশ হইতে একবিংশ অঙ্গুলী দীর্ঘ নিম্নলিখিত মন্ত্রে উত্তরাগ্র আর একটী রেখা দিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা।" তৎপরে প্রথম দ্বাদশাঙ্গুল রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ আঙ্গুল রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ আঙ্গুল রেখার সহিত যুক্ত করিয়া, "ওঁ রেখেয়ং প্রজা-

---

* নিম্নে যে কুশণ্ডিকা লিখিত হইল বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্ত বৈদিককার্য্যেই এই কুশণ্ডিকা হইয়া থাকে।

† নিজের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলীতে এক হস্ত হয়।

পণ্ডিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।" এই মন্ত্রে প্রাদেশ * প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী আর একটী রেখা পাত করিবে। অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী রেখার সাত অঙ্গুলী ব্যবধানে একবিংশ অঙ্গুলী রেখার সহিত সংযুক্ত করিয়া "ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।" এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ অঙ্গুলী পরিমিত রেখার সহিত যুক্ত করিয়া "ওঁ রেখেয়ং সোম দেবতাকা শুক্লবর্ণা।" এই মন্ত্রে পূর্ব্বাভিমুখী আর একটী রেখা অঙ্কিত করিবে।

পরে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা ক্রমান্বয়ে রেখায় মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নি দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঈশানকোণে অরত্নি † প্রমাণ ব্যবধানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর পূর্ব্বস্থাপিত জলদ্বারা রেখা সমুদয়কে অভ্যুক্ষণ করিয়া সন্নিহিত অগ্নি হইতে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া § "প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতুরিপ্রবাহঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিবে। পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতি-দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পূর্ব্বমুখী তৃতীয় রেখার উপর আত্মাভিমুখ

* অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর প্রসারণ পরিমাণকে প্রাদেশ কহে।

† দক্ষিণ হস্তের কনুই হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণকে অরত্নি বলে।

§ কাংস্য পাত্র বা নূতন শরাবে অগ্নি লইয়া অগ্নি স্থাপন করিবে।

করিয়া স্থাপন করিবে। পরে বামহস্ত উঠাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে, যথা,—"ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরো-মুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।"

পরে "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।" এই মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি।" (বিবাহে যোজকনামাসি) * এই প্রকারে অগ্নির নাম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতযুক্ত সমিধ ‡ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে বক্ষ্যমাণক্রমে ব্রহ্মস্থাপন

* ক্রিয়া বিশেষে অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ নাম করণ করিতে হয়। কোন কার্য্যে কি নাম উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা সেই সেই স্থানেই দ্রষ্টব্য। সংজ্ঞা গ্রহণার্থ এই স্থলে নামগুলি উদ্ধৃত হইল।

অগ্নির নাম।—লৌকিককর্ম্মে পাবক, গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্র, শুঙ্গাকর্ম্মে শোভন, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে প্রগল্ভ, নামকরণে পার্থিব, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকরণে সভ্য, ব্রতাদেশে সমুদ্ভব, গো-দানে সূর্য্য, কেশান্তে অগ্নি, বৃষোৎসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থীহোমে শিখী, ধৃতিহোমে অগ্নি প্রায়শ্চিত্তহোমে বিধু, পাবকযজ্ঞে (চরুপাকে) সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মৃড়, শান্তিকর্ম্মে বরদ, পৌষ্টিককার্য্যে বলদ, অভিচারে ক্রোধ, বশকর্ম্মে শমন, বরদানে অভিদূষক, কোষ্ঠে জঠর, শ্মশানে ক্রব্যাদ এবম্বিধ কার্য্যে ক্রব্যাদ নামকরণ করিয়া আবাহন ও পূজাদি করিয়া কার্য্য করিবে।

‡ যজ্ঞ ডুমুরের তথা সাধারণ সমিধ

করিবে যথা,—সমাগ্র পঞ্চাশ গাছ কুশ সার্দ্ধদ্বয় (আড়াই) বেষ্টন দ্বারা নির্ম্মিত কুশময় ব্রাহ্মণ, অথবা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ, কিম্বা দূর্ব্বা, উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) অথবা কমণ্ডলুকে ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া হোমকর্ত্তা পূর্ব্বরক্ষিত জলপাত্র হইতে জলধারা দিয়া, অগ্নির উত্তর হইতে দক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে অরত্নি পরিমিত দূরে পূর্ব্বাভিমুখী জলধারা দিয়া তাহার উপর পূর্ব্বাগ্র কুশ সমূহ পাড়িয়া পশ্চিমাভিমুখে অনুপবিষ্ট অবস্থায় বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্রিত করিয়া পূর্ব্ববিস্তৃত কুশপত্রের এক গাছ কুশ গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র ঐ কুশ পত্রটী দক্ষিণ পশ্চিমকোণে (নৈঋত কোণে) নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো-ঽগ্নির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" পরে জলস্পর্শ করিয়া দক্ষিণপদ দ্বারা বামপদ আক্রমণ করতঃ উত্তরমুখ হইয়া পূর্ব্বস্থাপিত কুশজলদ্বারা অভ্যুক্ষিত ব্রহ্মরূপে কল্পিত ব্রাহ্মণাদিকে ধারণ করতঃ "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো-ঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশরচিত ব্রাহ্মণাদিকে পূর্ব্বাগ্রভাবে স্থাপন করিবেন। ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা করিলে তাঁহাকে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবেন এবং তাঁহার উপর কুশ জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ কুশ ও পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। ব্রহ্মরূপে যদি ব্রাহ্মণ স্থাপিত থাকেন তবে তিনি "ওঁ সীদামি" এই কথা বলিবেন। পরে হোতা পৃষ্ঠপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক অযজ্ঞীয়বাগ্বচন (যজ্ঞাতিরিক্ত বাক্য প্রয়োগ জন্য) মন্ত্র পাঠ করিবেন। যদি ব্রাহ্মণ-রূপ ব্রহ্মা যজ্ঞাতিরিক্ত কোন কথা বলেন, তবে তিনি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। ব্রহ্মা কুশাদিদ্বারা নির্ম্মিত

হইলে কৃত বা অকৃত ইত্যাদি দর্শন-রূপ ব্রহ্মকার্য্যের অন্ত হোতাই পাঠ করিবেন। "প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা অজ্ঞাতস্বাধ্বরনিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্যপাংশুলে।"

যে কার্য্যের উদ্দেশে কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই কার্য্যে যদি "চরুহোম" থাকে, তবে এই সময় চরু পাক করিয়া, (বিবাহে চরুহোম নাই, সুতরাং চরু পাকের আবশ্যক নাই) পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূমিজপ করিবে। যথা,—অধোমুখ দক্ষিণহস্তের উপর, অধোমুখ বামহস্ত বিপরীতভাবে স্থাপনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করিয়া, এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—"পরমেষ্ঠী ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহে ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং। পরা সপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্।" যদি রাত্রিতে কুশণ্ডিকা করিতে হয়, তবে মন্ত্রস্থ 'ধনং' শব্দ স্থানে 'বসু' এইরূপ পাঠ করিবেন। তৎপরে দক্ষিণহস্ত দ্বারা কয়েক গাছ কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃণাদিমার্জ্জনপূর্ব্বক তিনবার স্থান শোধন করিবেন। মন্ত্র যথা—"কৌৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা পৃষ্ঠস্থ বড়হস্থ যষ্ঠেহহঃস্বগ্নিমারুতে শস্তে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ।" (এই ঋষিচ্ছন্দটী তিনটী মন্ত্রের প্রত্যেকটীর পূর্ব্বেই পাঠ্য। "ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব (১)। ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ং। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব (২)। ওঁ শকেম ত্বা সমিধং

সাধয়া খদির-স্বে দেবা হবিরদস্ত্যাহুতিং স্বামাহিত্যা যাবচ্চতান্ তাংশ্চ স্বরে সংখ্যা মারিষামা বয়স্তব (৩)।" পরে কুশসমূহ ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর অগ্নির পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক দিয়া দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত অনেকপত্রচ্ছিন্নমূলকুশসমূহ পূর্ব্বাগ্রভাবে অগ্রদ্বারা মূল আচ্ছাদন করত তিনবার আস্তরণ করিবেন। এইভাবে দক্ষিণদিক পূর্ব্বদিক দিয়া পশ্চিমপর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিকপর্য্যন্ত, উত্তরদিকে পূর্ব্বদিক দিয়া পশ্চিমদিকপর্য্যন্ত এইক্রমে আস্তরণ করিবেন।

তৎপরে পূর্ব্বাদিদিকক্রমে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দশদিকে আতপ-তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।" অতঃপর খদির (খয়ের), পলাশ, যজ্ঞডুমুর, ইহাদিগের কোন কাষ্ঠের প্রাদেশপ্রমাণ বিংশতি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে ঘৃতধারা দিয়া প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করিয়া হোতা কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেন। পরে আস্তরণ কুশ হইতে সাগ্র দুইগাছি কুশ লইয়া তাহা অপর কুশদ্বারা বেষ্টন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্রভাগের প্রাদেশ রাখিয়া নিম্নভাগের অধিকাংশটুকু নখব্যতীত কুশী বা অন্য কোন দ্রব্যের সাহায্যে কাটিয়া ফেলিবেন। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" পরে "প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করতঃ তাম্রাদি পাত্রে উক্ত পবিত্র স্থাপন-

করিয়া তাহাতে হোমার্থ ঘৃত স্থাপন করিবেন। তৎপরে উক্ত কুশপত্রদ্বয়ের (পবিত্রের) অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা এবং মূলদেশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করিয়া অধোমুখ বামহস্তের উপরিভাগ দিয়া বামহস্তের সমভাবে দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া "প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে কুশপত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত আলোড়িত করত অগ্নিতে একবার আহুতি দিবেন এবং উক্ত ঘৃত দ্বারা অমন্ত্রক দুইবার আহুতি দিবেন। তৎপরে উক্ত কুশপত্রদ্বয়কে জলের অভ্যুক্ষণ করত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর ঘৃত সহিত তাম্রপাত্রকে জল দ্বারা মার্জ্জন, অগ্নির উপর স্থাপন এবং অগ্নি হইতে অবতরণ করিয়া উত্তর দিকে মৃত্তিকায় স্থাপন করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে আজ্যসংস্কার হয়। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমিত খাতযুক্ত খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুর নির্ম্মিত অরত্নিপ্রমাণ স্রুব (হোমের পাত্রবিশেষ) গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বলিখিত আজ্য সংস্কারের নিয়মানুসারে তিনবার উহার সংস্কার করিবে। ইহাকে স্রুবসংস্কার বলে।

যে কার্য্যে চরু-হোম আছে, সেই কার্য্যে অগ্নির পশ্চিমভাগে চরুস্থালী অবতারণ করিয়া আস্তরণ কুশের উপরে প্রথমতঃ আজ্যস্থালী, পরে চরুস্থালী স্থাপন করিবে। পরে হোতা দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত "প্রজাপতিঋষিরদিতিদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেহনুমন্যস্ব।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ-ভাগে পশ্চিম-দিক্ হইতে দক্ষিণ দিক

পর্য্যন্ত ঐ অঞ্জলিস্থজল ধারা দিবে। পুনর্ব্বার "প্রজাপতিঋষিরনু-মতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽনু-মন্যস্ব।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিম-দিগভাগে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত এবং "প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী-দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব।" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত অঞ্জলি-স্থিত জল-ধারা দিবে। পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু।" এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। পরে হোতা দক্ষিণজানু ভূমি হইতে তুলিয়া দক্ষিণহস্ত উপরে ও বামহস্ত নীচে রাখিয়া ফলপুষ্পযুক্ত কুশ-মুষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিরূপাক্ষ জপ করিবে। যদি কাম্য-কর্ম্মের অঙ্গীভূত কুশণ্ডিকা হয়, তবে পূর্ব্বে এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে। যথা,—ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবন্তু।" যদি কাম্যকর্ম্মার্থ কুশণ্ডিকা না হয়, তবে কেবল বিরূপাক্ষ জপ করিবে। মন্ত্র যথা,—

"পরমেষ্ঠী ঋষীরুদ্ররূপোঽগ্নির্দ্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে গৃহাস্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যস্মিন্ কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতং সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাস্তে ত্বা সম্বৎসরে সম্বৎসরেণ কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপযন্তি ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণো-

ইন্দ্রাদ্যা মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপধাবামি জপন্তং যা মা প্রতিজাগীর্জুহ্বন্তং যা মা প্রতিহোষীঃ কুর্বন্তং যা মা প্রতিকার্ষীস্ত্বাং প্রপদ্যে ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি, তন্মে রাধ্যতাং, তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্ম উপপদ্যতাং। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মাহনুজানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোহনুজানাতু শ্বাত্রো মা প্রচেতা মিত্রাবরুণোহনুজানাতু তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বগৃহীত কুশমুষ্টি দক্ষিণের ঈশানকোণে ত্যাগ করিবেন ফল ও পুষ্প ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে।

ইতি সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী কুশণ্ডিকা।

সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম (যে কর্ম্মের উদ্দেশে সাধারণ কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠিত হইতেছে যথা,—বিবাহ উপনয়ন ইত্যাদি) করিবেন। প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অনবুক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিহোম করিবে।

মহাব্যাহৃতিহোম যথা,—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা।" এই তিনটী মন্ত্র দ্বারা তিনবার ঘৃতাহুতি দিয়া পরে "প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে একবার ঘৃতাহুতি দিবে।

অনন্তর বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতিতে বিহিত হোম (প্রকৃত কর্ম) শেষ করিয়া পুনরপি পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বোক্ত মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। এইরূপে প্রকৃত কর্ম্ম শেষ করিয়া বৈগুণ্য-সমাধানার্থ নিম্নলিখিত প্রকারে বামদেব্যগানান্ত শাট্যায়নহোম করিবে। এই হোমকে উদীচ্য-কর্ম্ম বা উত্তর-কুশণ্ডিকা বলে।

উদীচ্য-কর্ম্ম। (উত্তর-কুশণ্ডিকা)।

প্রথমে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্তসমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং কুর্ব্বীয়।

পরে যোড়হস্তে "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া অগ্নির ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

পরে "বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি বলিয়া আবাহন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবিঃ ওঁ বিধু নামাগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া অগ্নির পূজা করিবে। তৎপরে অগ্নিতে একটী ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া ঘৃত দ্বারা শাট্যায়নহোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে। যথা,—

"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নোঽগ্ন এনসে স্বাহা। প্রজাপতিঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা। প্রজাপতিঋষির্বিভাবসুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা। প্রজাপতিঋষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা

প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অব্যাং পাহি শতক্রতো স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নোঽগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জ্জাং পতে পাহি চতসৃভির্ব্বসো স্বাহা। প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহরয্যা নিবর্ত্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া বিশ্বপ্স্যা বিশ্বতঃ পরি স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা। প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।”

পরে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া নবগ্রহ-হোম করিবেন। যথা,—

“ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ১। ওঁ আপ্যায়স্ব স মে তু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা। ২। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্‌ অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। ৩। ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো-ঽমর্ত্ত্য আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা। ৪। ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রা অপবাধমানঃ প্রভঞ্জন্‌

সেনাঃ প্রমুণো বুধা অযম্যাক্ষেণবিত্তো ক্ষণানাং স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ ত্বমগ্নেহস্মদবধত্মেহনমীবৃক্ষপেহহনী জৌবিবানি। বিষ্ণু কি মায়া ত্তুবসি স্বধাবান্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা ॥ ৮ ॥ ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভি-রজায়থাঃ স্বাহা"।

তৎপর ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের হোম করিবেন। যথা,—

"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ নৈঋতায় স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঐশানায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ অনন্তায় স্বাহা।"

অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতায় হোম করিবেন, যথা,—"ওঁ নারায়ণায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা। ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা। ওঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা"। পরে একটী ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া জলাঞ্জলিগ্রহণপূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্রে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যোগন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি বেষ্টন করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ পাঠ করিবেন যথা,—

"প্রজাপতিঋষিরদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব"।

উক্ত মন্ত্রে স্থণ্ডিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিক্ পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলিধারা দিবেন। পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমান মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষির-নুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থাঃ"।

এইমন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমদিক্ হইতে দক্ষিণ-দিক্ দিয়া উত্তর-দিক্ পর্য্যন্ত গৃহীতজলাঞ্জলির ধারা দিবে।

"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতীদেবতা উদকাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ"।

এই মন্ত্রে জলাঞ্জলিদ্বারা অগ্নির উত্তর-ভাগে পশ্চিম-কোণ হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জল ধারা দিবে।

অনন্তর হোম-কর্ত্তা উত্তান (চিৎ) হস্তদ্বয় দ্বারা মুট করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কতিপয় আস্তরণ-কুশ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশগুলির অগ্র, মধ্য এবং মূলে ঘৃত লাগাইবে। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়োদেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্ত বয়ঃ।"

পরে ঐ কুশগুলিতে জলের অভ্যুক্ষণ দিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে দর্ভজুটিকা হোম করিবে। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকা-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতীরুদ্রস্তন্তিচরোবৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসী রেতদস্তু হুতং তব স্বাহা"।

উক্তমন্ত্রে কুশসমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরে পূর্ণাহুতি দিবে। যথা,—"অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া আবাহন করতঃ গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ও তাম্বুলাদিদ্বারা অগ্নির পূজা

করিয়া ফলপুষ্পযুক্ত স্রুত কুশিতে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আহুতি দিবে। মন্ত্র যথা,—

"প্রজাপতিঋষির্ব্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্ত যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।"

তৎপর ব্রহ্ম-দক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবে যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কুশজলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করত "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক কর্ম্মাঙ্গভূত-হোম কর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং দদে"। এইরূপে দক্ষিণান্ত করিয়া "চতুর্ব্বদন-সমস্ত-চতুর্ব্বেদ-কুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠানসৎকর্ম্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে। ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তু তে।" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

পরে "ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব" বলিয়া কুশব্রাহ্মণকে বিসর্জ্জন করিবে। অতঃপর "অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করত "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দিবে।

তৎপরে স্রুবদ্বারা যজ্ঞকুণ্ডের ঈশান কোণ হইতে ভস্ম আনিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলক করিবে। মন্ত্র যথা,—

ললাটে—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" কণ্ঠে—"ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং"।

বাহুমূলে—"ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং"। হৃদয়ে—"ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষং"।

অতঃপর পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া "মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তি-কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতি সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাঃ স্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষো-হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া শান্তি করিবে। পরে দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

অথ যজুর্ব্বেদীয়-সাধারণ-কুশণ্ডিকা।

প্রথমে হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল কুশদ্বারা তিনবার মার্জ্জনা করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিবেন। পরে কুশদ্বারা পূর্ব্বমুখে প্রাদেশ-প্রমাণ তিনটী রেখা দিবেন। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা রেখা-মৃত্তিকা তিনবার উত্তোলন করিবেন। অনন্তর কাংস্যপাত্র-স্থিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নিম্নমন্ত্রে জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে একখানি কাষ্ঠ দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।"

পরে নিম্নমন্ত্রে স্থণ্ডিলের উপর অগ্নিস্থাপন করিবেন, মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইহৈবায়মিতরোজাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন।"

পরে নিম্নমন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। ধ্যান যথা—

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ। পীনাঙ্গ জঠরোরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রাগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।" অনন্তর ব্রহ্মবরণ করিবেন, যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক কর্ম্মাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রহ্মা "ওঁ বৃতোঽস্মি"। কর্ত্তা—"ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু"। ব্রহ্মা—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।"

(কুশময় ব্রাহ্মণপক্ষে বরণ করিতে হয় না) পরে আস্তৃত-কুশে "ব্রহ্মন্ ইহোপবিশ্যতাং" বলিয়া ব্রাহ্মনকে বসাইয়া কুশ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। পরে অগ্নির উত্তর ভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন করিয়া অচ্ছিন্ন-কুশদ্বারা অগ্নির ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি আস্তৃত করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণদিক হইতে যথাক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল আসাদান করিবেন। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্র, (আজ্যস্থালী, যে স্থলে চরুহোম থাকে, সে স্থলে চরুস্থালী) ছয়গাছ সম্মার্জ্জন কুশ, তের গাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশে প্রমাণ তিনটি সমিৎ, স্রুব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, পূর্ণপাত্র। এই সকল দ্রব্য আসাদন করিয়া পবিত্রচ্ছেদনার্থ পূর্ব্বস্থাপিত তিনটী কুশ দ্বারা "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে প্রাদেশপ্রমাণ দুইটী পবিত্রচ্ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" এই মন্ত্রে ছিন্ন পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জলদ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করত তন্মধ্যে প্রণীতা পাত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তের উপরিভাগে প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী জলদ্বারা প্রোক্ষণী-পাত্র ও অন্যান্য পাত্রকে অভ্যুক্ষিত করিয়া প্রণীতাপাত্রের নিকট প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন।

অতঃপর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন করিয়া পূর্ব্বাসাদিত ঘৃত স্থাপন করিবেন। যদি চরুহোম থাকে, তবে চরুস্থালীতে প্রণীতাপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া আসাদিত তণ্ডুল স্থাপন-পূর্ব্বক দুগ্ধদ্বারা অগ্নিতে চরুপাক করিবেন। পরে স্থণ্ডিল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে তিন-বার আজ্যস্থালী বেষ্টন করিয়া ঐ অগ্নিকে স্থণ্ডিলস্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। পরে পূর্ব্বাসাদিত স্রুব গ্রহণ করিয়া উহা বহ্নিতে অধোমুখ ভাবে প্রতপ্ত করিয়া সম্মার্জ্জন কুশদ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণীতাপাত্রস্থ জল দ্বারা স্রুবকে অভ্যুক্ষিত ও পূর্ব্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে। প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র গ্রহণ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে আজ্যস্থালী হইতে পাত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত উঠাইয়া আজ্য ও প্রোক্ষণী জল দর্শন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ"।

পরে হোতা ঐ পবিত্র প্রোক্ষণী-পাত্রে স্থাপন করিয়া হোম-সমাপ্তি পর্য্যন্ত বামহস্ত-দ্বারা উপযমন কুশ গ্রহণ করত দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিতে পূর্ব্বাসাদিত তিনটী সমিধ প্রক্ষেপ করিয়া উপবেশন করিবে; পরে পবিত্রের সহিত প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল লইয়া উহাদ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। পরে নিম্ন মন্ত্রে অগ্নির সম্মুখীকরণ করিবে। যথা,—

"ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতো মুখঃ।"

পরে প্রণীতাপাত্রে পবিত্র স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নির উত্তরে আহুতিশেষ প্রদানার্থ প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। তৎপরে হোতা দক্ষিণ-জানু ভূমিতে পাতিয়া স্রুবদ্বারা ঘৃত লইয়া প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করত "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃত দিয়া "ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রে প্রত্যাহুতি দিবে। (এইরূপ সকল আহুতিতেই প্রত্যাহুতি দিবে)। পরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে"। "ওঁ সোমায় স্বাহা—ইদং সোমায়"। এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। পরে বিবাহ প্রভৃতিতে কথিত হোম শেষ করিয়া উত্তর কুশণ্ডিকা করিবে।

অথ উত্তর-কুশণ্ডিকা।

প্রকৃত কর্ম্ম শেষ করিয়া, "ওঁ ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ"। ওঁ ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ"। "ওঁ স্বঃ স্বাহা,—ইদং স্বঃ"। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা—ইদং ভূর্ভুবঃ স্বঃ।" এই মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে। সঙ্কল্প যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্ব্বীয়।" পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণপূর্ব্বক আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসি সীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্ দেবান্ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা।" এই মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিয়া "ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং" বলিয়া হুতশেষ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে "ওঁ স ত্বন্নোঽগ্নে ঽবমো ভবতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষনো বরুণঙ্ক ররাণো বীহি মৃলীকং

স্বহবো ন এধি স্বাহা”—(ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং)। ১ ॥ ওঁ অয়াশ্চাগ্নেহস্য নভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বা ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজং শতক্রতো স্বাহা।”—(ইদমগ্নয়ে)। ২ ॥ ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভির্নোহস্য সবিতোতবিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা।”—(ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যশ্চ)। ৩ ॥ ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়, অথ বয়মাদিত্যব্রতে তবা-নাগসোহদিতয়ে স্যাম: স্বাহা।”—(ইদমগ্নয়ে)। ৩ ॥

পরে ব্রহ্মদক্ষিণা করিবে। তৎপর “অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া আবাহন পূজা করত ‘ঘৃত ফল (রম্ভা), তাম্বুল গ্রহণ করিয়া যজমানসহ উঠিয়া নিম্ন-মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। যথা—“ওঁ মূর্দ্ধানং দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর-মৃত আজাতমগ্নিং। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবা স্বাহা।” পরে অগ্নি বিসর্জ্জন করিয়া “ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব” বলিয়া অগ্নিতে দুগ্ধাদি দিবে। পরে হোমভস্মদ্বারা তিলক দিবে। ইতি যজুর্ব্বেদীয়-সাধারণ-কুশণ্ডিকা।

ঋগ্বেদীয়-সাধারণ-কুশণ্ডিকা।

সংস্কৃত-অগ্নিতে হোমের বিধান আছে বলিয়া যে যে কর্ম্মে হোমের বিধান আছে সেই সেই কর্ম্মেই কুশণ্ডিকা করিতে হয়।

কর্ত্তা, নিত্যক্রিয়া-সমাপনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া—প্রথমতঃ বাহুপরিমিতস্থণ্ডিল, গোময়-দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে কুশ কিংবা যজ্ঞীয়দ্রব্যখণ্ড দ্বারা প্রাদেশপরিমিত ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিবেন। স্থণ্ডিলের পশ্চাৎভাগে একটী রেখা উত্তরাগ্র, তাহার উপরে ও নীচে পূর্ব্ব রেখার সহিত অসংলগ্নভাবে

দুইটি পূর্ব্বাগ্র এবং তাহার মধ্যে তিনটি পূর্ব্বাগ্র অঙ্কিত করিবেন। সকল রেখাই পরস্পর অসংলগ্ন ও জলসিক্ত করিবেন। ঐ রেখা-সমূহ অভ্যুক্ষণ করতঃ সকল রেখা পরিষ্কৃত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রানুসারে সন্নিহিতস্থানে অগ্নিস্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা সন্নিহিতস্থানে অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ং তেযোনির্ঋত্বিজো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আ সীদাথা নো বর্দ্ধয়া গিরঃ।"

তৎপরে নিম্নমন্ত্রে স্থাপিত-অগ্নি হইতে প্রজ্বলিত-কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা,—

"বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা পূর্ব্বার্দ্ধেন ক্রব্যাদংশপরিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ" তৎপরে "বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা উত্তরার্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যংবহতু প্রজানন্" এই মন্ত্রে প্রজ্বলিত-অগ্নি গ্রহণ করিয়া বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোডাশং জাতবেদাঃ প্রাতঃসাবে ধিয়াবসো। প্রজাপতিঋষিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" বলিয়া তৃতীয় রেখার উপরে আত্মাভিমুখে সংস্থাপন করতঃ প্রচুরতর-কাষ্ঠাদিদ্বারা ঐ অগ্নিকে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত করিবে। অর্থাৎ কর্ম্মশেষ-পর্য্যন্ত ঐ অগ্নিকে রাখিতে হইবে। তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র সংস্থাপন করিয়া "রং" এই বহ্নি-বীজদ্বারা ভূতশুদ্ধি, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করতঃ পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"বামদেব্য ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।" এই ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। যথা—

"বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদব্ধঃ সুপুরএতা ভবা নঃ।৹ অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে য জামহে সৌমনসায় দেবান্।" "অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি" এই মন্ত্রে অগ্নির যথাবিহিত নাম করিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর হোতা, কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নমন্ত্রে অগ্নি-উপস্থান করিবে। যথা "গোপায়না সৌপত্যানা বন্ধুঃ স্ববন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্বিপ্রবন্ধুঃ ঋষয়ো দ্বিপদা ঋষয়ো বিরাট্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। অগ্নে ত্বন্নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবাবরূথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছানক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িন্দাঃ। ওঁ স নো বোধি শ্রুধী হবমুরুষ্যা ণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ। ওঁ তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ"।

অনন্তর ঘৃতযুক্ত দুইটি সমিধ অমন্ত্রক পূর্ব্বাগ্র করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। পরে বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রে অগ্নির পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক্-পর্য্যন্ত জলধারা-দ্বারা তিনবার অগ্নিবেষ্টন করিবে, ইহা দ্বারা হোমীয় দ্রব্যাদিরও জলবেষ্টন সম্পন্ন করিতে হইবে। মন্ত্র যথা,—

পূর্ব্বদিকে—"ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ, সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে ভূয়াঃ, সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ, অক্ষতমসি মা মে ক্ষেষ্ঠাঃ। অত্রামুষ্মিন্ লোকে * দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তাং।" দক্ষিণদিকে—"মাসাঃ

* এই মন্ত্রটী প্রত্যেক মার্জ্জন মন্ত্রের পূর্ব্বে পাঠ্য

পিতরো মার্জ্জয়ন্তাং” পশ্চিমদিকে—“গৃহাঃপশবো মার্জ্জয়ন্তাং।” উত্তরদিকে—“ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জ্জয়ন্তাং; ঊর্দ্ধদিকে—“যজ্ঞঃ সম্বৎসরঃ প্রজাপতির্মার্জ্জয়ন্তাং।”

তৎপরে অগ্নির পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-দিকে; তিন-গাছি কুশদ্বারা নৈঋতকোণ পর্য্যন্ত মূলের দ্বারা মূল আচ্ছাদন করিয়া এবং পশ্চিমদিক্ হইতে উত্তরাদিক্রমে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত তিন-তিন-গাছি কুশ অগ্রেরদ্বারা অগ্র-আচ্ছাদন করিয়া দিবেন, কিন্তু সকল কুশেরই অগ্র পূর্ব্বদিকে রাখিতে হইবে। অনন্তর ব্রহ্মবরণ করিবে, যথা—

‘অগ্নির দক্ষিণ-দিকে পূর্ব্বাগ্র-বিস্তৃত কুশসমূহদ্বারা ব্রহ্মার আসন কল্পনা করিয়া—“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ” বলিয়া গন্ধ-পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিবে, তৎপরে “বিষ্ণুরোমতৎ অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রামুকবেদান্তর্গতামুক-শাখৈকদেশাধ্যায়িনং অমুকদেবশর্ম্মাণমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য অমুক-কর্ম্মাঙ্গীভূত-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে।” ব্রহ্মা “ওঁ বৃতোঽস্মি” বলিবেন। হোতা “যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু” বলিলে, ব্রহ্মা “ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি” বলিবেন।

তৎপরে ব্রহ্মা, অনুষ্ঠানের সমস্ত দ্রব্যের প্রতি সবিশেষ অবলোকন করতঃ মৌনব্রতী হইয়া বিস্মরণবশতঃ যে সকল যজ্ঞীয়-দ্রব্যের সংগ্রহ করা হয় নাই বা অনাবশ্যকীয় সংগ্রহ করা হইয়াছে তৎসংশোধনার্থ সংস্কৃতভাষায় যথাসম্ভব বাক্যপ্রয়োগ করিবেন। যে স্থলে ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণ বরণ করা না হইবে, সেইপক্ষে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যানির্ম্মিত কুশময়-ব্রহ্মাকে বরণ-বাক্য না করিয়া স্থাপন করিবে। তদনন্তর হোমকর্ত্তা, ব্রহ্মার আসন হইতে একটী কুশপত্র গ্রহণ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে। যথা—

"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।"

তৎপরে হোতা "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমর্ব্বাবসোঃ সদনে সীদ।" বলিলে, ব্রহ্মা "ওঁ সীদামি" বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। কুশময় ব্রহ্মাস্থলে স্বয়ং হোতাই "ওঁ সীদামি" বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। কুশময় ব্রহ্মাস্থলে স্বয়ং হোতাই "ওঁ সীদামি" বলিবে। তৎপরে হোতা, গন্ধাদিদ্বারা ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর হোতা, এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে বৃহস্পতির্যজ্ঞং গোপায় স যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি॥"

তৎপরে ব্রহ্মা "ওঁ গোপায়ামি বলিবে। কুশময় ব্রহ্মার পক্ষে হোতাই "ওঁ গোপায়ামি" বলিবে।

তৎপরে উত্তরাগ্র কুশের উপরে হোমের পাত্রাদি-সকল স্থাপন করিবে। প্রোক্ষণী, প্রণীতা, আজ্যস্থালী, দর্ব্বী, চরুস্থালী, আজ্য, আতপতণ্ডুল, কমণ্ডলু, স্রুক্‌, স্রব, বর্হি, * ইধ্ম, § সম্মার্জ্জনকুশ ত্রয়, উপযমন কুশ ত্রয়োদশ এবং যথাসম্ভব অন্যান্য দ্রব্য। বর্হি ও ইধ্ম পাত্রদ্বয়, অসংশ্লিষ্ট-হস্তদ্বয়-দ্বারা ধারণ করিয়া অধোমুখে স্থাপন করিবে। অতঃপর অনামিকা অঙ্গুলীতে কুশ বন্ধন করতঃ, প্রোক্ষণী-

---

* কুশমুষ্টির নাম বর্হি।

§ পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত, অসম্ভবে, অন্য যজ্ঞীয়-কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহুপরিমাণ পঞ্চদশ কাষ্ঠকে ত্রিগুণীকৃত নবপত্র কুশ দ্বারা একবার মাত্র বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধন করিলে, উহাকে ইধ্ম বলে।

পাত্র ও অন্যান্য সমস্ত পাত্র উঠাইবেন। প্রোক্ষণী পাত্র জলপূর্ণ করিয়া পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ হেলাইয়া রাখিবেন। যেন উহা হইতে একটু জল গড়াইয়া পড়িতে পারে। তৎপরে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া পাত্র সকল অভ্যুক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্র ও সযব পুষ্প প্রদান করিয়া বারত্রয় তাহা উঠাইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবে। যথা—

"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা অপপ্রণয়নার্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি। ওঁ পবিত্রং বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে বৃহস্পতের্যজ্ঞং গোপায় সযজ্ঞং পাহি স মাং পাহি।"

অনন্তর ব্রহ্মা, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব বৃহস্পতে প্রসূত।"

তৎপরে কুশ-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রকে ব্রহ্মার সম্মুখে অগ্নির নিকট স্থাপন করিবে। পরে আজ্যস্থালী হইতে ঘৃত লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর স্থাপন করতঃ ঘৃতকে দ্রব করিয়া জ্বলিত-কুশ-দ্বারা অগ্নিবেষ্টনপূর্ব্বক দুইগাছি কুশ ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্যসংস্কার করিবে। পুনর্ব্বার জ্বলিত-কুশ-দ্বারা ঘৃতবেষ্টনপূর্ব্বক সম্মুখে অগ্নিস্থাপন করিবে। পূর্ব্ব-আনীত অঙ্গার অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া আজ্যোৎপবন করিবে। যথা,—

সাগ্র-গর্ভশূন্য-প্রাদেশপরিমিত-কুশপত্রদ্বয় হস্তে লইয়া "প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" বলিয়া নখভিন্নচ্ছেদনপূর্ব্বক বামহস্তে লইয়া, "প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র-মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ।" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর

পরম্পর অসংশ্লিষ্ট পবিত্র দুগাছায় অগ্রে বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী-দ্বারা উত্তানরূপে ধারণ করিয়া আজ্য মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক, তাহা দ্বারা ঘৃত লইয়া প্রক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র যথা—

"হিরণ্যস্তূপঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দঃ সবিতা দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতু র্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।"

পরে সেই পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে ক্ষেপণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ সবিতুর্বা" ইত্যাদি উল্লিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। এককালে স্রুক্-স্রুব প্রক্ষালন করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কুশ-দ্বারা মার্জ্জন করিবেন এবং পুনঃ ধৌত করিয়া কতিপয় কুশোপরি স্থাপন করিবেন। যদি প্রকৃতকর্ম্মে চরু-হোম থাকে তবে এইকালে চরু-পাক করিবেন।

তৎপরে "বসুশ্রুতঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা অগ্ন্যর্চ্চনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাং। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। বেদা যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাং। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উলোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনং। অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি।"

এই মন্ত্রে অর্ঘ, গন্ধ ও তাম্বুলাদিদ্বারা অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবেন। যদি এক কালীন আজ্য ও চরুহোম করিতে হয় তবে স্রুক্ ও স্রুব অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া চরুপাক সমাধা করিয়া তাহার প্রসাধন পূর্ব্বক, "প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতিছন্দোঽগ্নির্দেবতা ইধ্মপ্রক্ষেপণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রত্যুষ্টং রক্ষ প্রত্যুষ্টং অরাতয়োনিষ্টপ্তং রক্ষ-

নিষ্টপ্তমাচক্তেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া, "ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রসাধনপূর্ব্বক ইধ্মরজ্জু বামহস্তে বেষ্টন করিয়া, তাহার মূল মধ্য ও অগ্রে ঘৃত দিয়া, "বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ইধ্মদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্বচেদ্ধির চাস্মান্ প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা।"

এই মন্ত্রে ইধ্ম অগ্নিতে প্রদান করিয়া, "অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদং" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন। পরে স্রুব দ্বারা স্রুচে চারিবার ঘৃতধারা দিয়া মনে মনে প্রজাপতিকে চিন্তা করত অমন্ত্রক অগ্নির বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণপর্য্যন্ত অচ্ছিন্নভাবে আজ্যধারা দিবেন। পুনরায় স্রুচে চারিবার ঘৃত দিয়া ইন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করত অগ্নির নৈঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ-পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-ঘৃতধারা দিবেন। পরে অগ্নির উত্তর দিকে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা," এবং দক্ষিণে "ওঁ সোমায় স্বাহা" বলিয়া আজ্যাহুতি দিবেন। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তহোম করিবেন। যথা—

অয়াশ্চেতিমন্ত্রস্য "বামদেবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্য নভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়া অসি। অয়সা বয়সা কৃতোয়াসনহব্যামূহিষেঽয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। অগ্নয়ে অয়সে ইদং। অতো দেবা ইতি মন্ত্রস্য মেধাতিথিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা ইদং দেবেভ্যঃ। ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রস্য মেধাতিথিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে

স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥ প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ বিদ্যায় মহতে চ স্বাহা—ইদং ভূরগ্নয়ে॥ প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুরন্তরীক্ষনক্ষত্রা দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবো-বায়বে চান্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা—ইদং ভুবোবায়বে॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ-সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা—ইদং স্বঃ-সূর্য্যায়॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রনক্ষত্রদিশো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা—ইদং বায়বে॥ ত্রিতঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ যৎপাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্তাসঃ। অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্বিজান-ন্যজিষ্ঠো দেবা ঋতুশো যজাতি স্বাহা—ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরু মনসো বা প্রযুতী দেবহেলনং অরাবা যো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনো বসবো নি ধেতন স্বাহা—ইদং সূর্য্যায়॥ ওঁ পুরুষসম্মিতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষসম্মিতঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা—ইদমগ্নয়ে॥" এই মন্ত্রসমূহে আজ্য দ্বারা আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিবেন। পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবেন, যথা,—

যদস্যেতি মন্ত্রস্য "হিরণ্যগর্ভঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নিস্বিষ্টিকৃদ্দেবতা স্বিষ্টিকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদস্য কর্ম্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরং অগ্নিষ্টৎস্বিষ্টিকৃদ্ বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্বপাপপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিয়া ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন।

"ওঁ রুদ্রায় স্বাহা" বলিয়া ইধ্মরজ্জু ঘৃতযুক্ত করিয়া অগ্নিতে দিবেন। স্বয়ং যজমান হোমকর্ত্তা হইলে প্রণীতপাত্রস্থ জল হইতে কুশদ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"মেধাতিথিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপোদেবতা আপো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং। দেবশ্রবাঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।" অনন্তর পরিস্তরণ কুশদ্বারা স্রুক্ স্রুব বারত্রয় মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিয়া পরে পূর্ণাহুতি দিবেন। যথা,—

পূর্ণাহুতিতে "মৃড়"-নামা অগ্নিকে আবাহনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া, "ভরদ্বাজঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বৈশ্বানরো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। বামদেবঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দ আপো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্ম্মিং স্বাহা—ইদমদ্ভ্যঃ॥"

এই দুই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি শেষ করিয়া অগ্ন্যুপস্থাপন করিবেন; যথা—

বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্বিপ্রবন্ধুর্গোপায়না ঋষয়ো বিরাট্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা যে যজ্ঞো পচতে মনশ্চরন্তে নূনং তস্মৈ তদুপয়ন্তে রিক্তং তস্মৈ তে নমঃ। ওঁ যজ্ঞং যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিমভিগচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো

যজ্ঞপতে সহস্বক্তয়া কস্বধীরং জুহস্ব স্বাহা।" এই মন্ত্রানুসারে অগ্ন্যুপস্থাপন করিয়া, পরমন্ত্রে নমস্কার করিবেন।—"ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন॥" তৎপরে পাকস্থালী-স্থিত ঘৃত দ্বারা সকল পরিস্তরনকুশ অভিষিক্ত করিয়া "ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন। অগ্নিসমীপস্থ ভস্ম স্রুবাগ্রে লইয়া তাহা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বারা ভস্ম গ্রহণ করিয়া, "কোৎসঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা রক্ষাকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধির্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে' এই সূক্তে দক্ষিণাবর্ত্তে উহা অভিমন্ত্রিত করিয়া, "ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" বলিয়া কপালে "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া হৃদয়ে, "ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া বাহুমূলে, "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং বলিয়া কণ্ঠে "ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে তিলক দিবেন। অনন্তর ব্রহ্ম-দক্ষিণা করিবেন। কর্ত্তা স্বয়ং কর্ম্ম করিলে পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবেন। অতঃপর নিম্নমন্ত্রে অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন। যথা,—

"হবতঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিবিসর্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অত্যারমিদগ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু অবতস্য বিসর্জ্জনে॥"

চরুপাকপ্রণালী যথা, চরুস্থলী তাম্রময়ী বা মৃণ্ময়ী করিতে হয়। কুশণ্ডিকোক্ত পদ্ধতিতে উপলেপনাদি আজ্যপ্রতপনান্ত কার্য্য সমাধা করিয়া চরুস্থালী আত্মসম্মুখে স্থাপন করিয়া গর্ভরহিত সাগ্র প্রাদেশপরিমিত কুশপত্রদ্বয় উত্তরাগ্র করিয়া তদুপরি স্থাপন করিবেন। তৎপরে ঘৃতমিশ্রিত তণ্ডুল আনিয়া "অমুষ্মৈ দেবতায়ৈ

স্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি” বলিয়া উহাতে চারিমুষ্টি তণ্ডুল প্রদান করিয়া “অমুষ্মৈ দেবতায়ৈ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি” বলিয়া, উহা প্রোক্ষণ করিবেন। পরে উপযুক্ত দুগ্ধ ও তণ্ডুল পাত্রমধ্যে প্রদান করত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল দিয়া চরুপাক করিবেন। চরু এইরূপে সম্পন্ন করিবেন যে উহাতে মণ্ড না থাকে এবং দগ্ধও না হয়। তৎপর ইধ্মদানাদি কর্ম্ম করিবেন। পূর্ব্বের ন্যায় আঘারাজ্যভাগ-হোম করিয়া স্রুচ-মধ্যে ঘৃত দিয়া, চরুমধ্য হইতে মেক্ষণ দ্বারা বারদ্বয় অন্ন লইয়া স্রুচে স্থাপন করিবেন, এবং তদুপরি ঘৃতস্রুব দিয়া হোম করিবেন। যে কার্য্যে যে দেবতার উল্লেখ আছে, তাহার নামেই সেই কার্য্যে হোম করিবেন। চরুহোমের বিধি এইরূপই জানিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয় হোম পদ্ধতি।

সংক্ষেপে তান্ত্রিকহোম-পদ্ধতি।

দীর্ঘ-প্রস্থে একহস্ত পরিমিত স্থানে চতুরস্র অঙ্কিত পূর্ব্বক তন্মধ্যে বালুকা বিক্ষিপ্ত করিয়া উহার মধ্যস্থানে বিন্দুসমন্বিত একটী ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করত তদুপরি আর একটী ত্রিকোণ-মণ্ডল আঁকিয়া ষট্‌কোণাকার মণ্ডল করিবে। তৎপর উহার বাহিরে একটী গোলাকার বৃত্ত করিয়া তাহার বহির্ভাগে অষ্টদলপদ্ম-সমন্বিত একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। তৎপরে তাহার বাহিরে দুইটী রেখা অঙ্কিত করত প্রান্তস্থানের চারিদিকে দ্বারচতুষ্টয় অঙ্কিত করিয়া বজ্রভূপুর অঙ্কন করিবে এবং স্থণ্ডিলের বহির্ভাগে উত্তরাগ্র ও পূর্ব্বাগ্র করিয়া তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে।

এইরূপে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া, মূলমন্ত্রে অবলোকন, “ফট্”

এই মন্ত্রে তাড়ন এবং মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া "হুং" এই মন্ত্রে পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিবে।

তৎপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "ওঁ কুণ্ডায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করত পূর্ব্বে যে পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয় দেওয়া হইয়াছিল তাহার দক্ষিণাদিক্রমে নিম্নমন্ত্রে পূজা করিবে। "ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দায় নমঃ." তৎপর উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে,—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ," এইক্রমে পূজা করিতে হইবে। অনন্তর "ওঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমের সমস্ত দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া বহ্নির যোগপীঠ অর্চ্চনা করিবে। প্রথমে কর্ণিকার উপর "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিপীঠ-দেবতাভ্যো নমঃ।" চতুঃকোণে "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ," পূর্ব্বদিকে—"ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ," মধ্যে—ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, কেশরে—ওঁ পীতায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ, ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ, ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, মধ্যে—"রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ।" তৎপর নিম্ন-ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চ-উপচারে পূজা করিবে।

ধ্যান যথা,—

"ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাং।
বাগীশ্বরেণসংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্॥"

তৎপর বিধিবোধিত অগ্নি সংগ্রহ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত ও অবলোকন করিবে। তৎপর "হুং ফরন্ত" মূলমন্ত্রে ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর "ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ।" চতুর্দ্দিকে—"ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্রৈ নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ," ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতা কুণ্ডায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান পূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে বহ্নিসংরক্ষণ "হুং" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া দুই হস্ত দ্বারা বহ্নি ধারণ করত কুণ্ডোপরি তিনবার পরিভ্রমণপূর্ব্বক জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া "হ্রৌং" বীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যস্থলে অগ্নিস্থাপন করিবে। তৎপর "হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া "রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে বহ্নির চৈতন্য সংযোজন করিয়া,—"ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে।

পরে "ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং॥" এই মন্ত্রে বহ্নির উপস্থাপন করিয়া অগ্নির উত্তর ভাগে "অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।" এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

তৎপরে স্রাবের্গ্রমাণ কুশ-পত্রদ্বয় ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ধ্যানপূর্ব্বক ক্রমতঃ আজ্যপাত্রের বাম-দক্ষিণ ভাগ হইতে লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবে এবং বাম-ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করত "ওঁ সোমায় স্বাহা" বলিয়া নেত্রে হোম করিবে। তৎপর মধ্যভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা" বলিয়া বহ্নির ললাটস্থনেত্রে হোম করিবে। পুনরায় দক্ষিণ-ভাগ হইতে "ওঁ নমঃ" এই মন্ত্রে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে। অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। যথা,—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা"।

তৎপর "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে বারত্রয় হোম করিয়া পীঠদেবতাসহ মূলদেবতার পূজা করত সেই দেবতার মুখে ঘৃত দ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার হোম করিবে। অনন্তর বহ্নি ও দেবতার ঐক্যচিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি দিবে। পরে "ওঁ মূলমন্ত্র স্বাঙ্গ দেবতাভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। সমর্থ হইলে অঙ্গদেবতার প্রত্যেকের এক একবার আহুতি প্রদান করা বিধেয়। তৎপর সংকল্প করিয়া যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা যথোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। পরে মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্ম দক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবে। "ওঁ অগ্নেত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" এইমন্ত্রে অগ্নি বিসর্জ্জন করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে "ওঁ পৃথিব্বং শীতলা ভব" এই মন্ত্রে কাঁচা দুগ্ধ কিংবা দধি দিবে। পরে ভস্ম গ্রহণ করত তিলক প্রদান করিবে; যথা ললাটে—ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং, কণ্ঠে—"ওঁ

বামদণ্ডে ত্র্যায়ুষং” দুই বাহুমূলে—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। বক্ষে—“ওঁ তন্তেহস্ত ত্র্যায়ুষং”। তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

ইতি তন্ত্রোক্ত-কুশণ্ডিকা সমাপ্ত।

সামবেদীয় বিবাহ।

অথ সম্প্রদান।—বিবাহদিনে সম্প্রদাতা নিত্যকর্ত্তব্য স্নান সন্ধ্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া শ্রাদ্ধপ্রকরণোক্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ শেষ করিবে, পরে শুভলগ্নে সম্প্রদান-স্থলে গমন করিয়া তাহার উত্তরদিকে একটী গাভী বন্ধন করিবে, পরে বিষ্টরাদি একত্র করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবে * অনন্তর বর সমাগত হইলে কন্যাদাতা আচমন করিয়া কুশ হস্তে বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা,—

“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।”

পরে গণেশাদি দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে, যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে

---

* দাতা উত্তরমুখ গ্রহীতা পূর্ব্বমুখ, অথবা দাতা পশ্চিমমুখ ... পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবে. এই উভয় প্রকারই শাস্ত্রসম্মত, মঃ, ওঁ পদ্মান্ত...সারে যে দেশে যেরূপ ব্যবহার সেই দেশে সেইরূপ ও ধ্বজাস্ত্রেভ্যো ...। প্রমাণ—প্রাঙ্মুখায়াভিরূপায় বরায় শুচি সন্নিধৌ। দাতা-ক্ষণে দক্ষিণসংযুক্তে।—উদ্বাহ-তত্ত্ব।

ওঁ মৎস্যাদি রূপাবতারেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

অতঃপর সম্প্রদাতা কুশীতে তণ্ডুল লইয়া বলিবে, "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।" ব্রাহ্মণগণ তিনবার "ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং" এইরূপ বলিবে। পুনরায় দাতা বলিবে—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।" পরে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববৎ 'ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি" বলিবে। পরে সম্প্রদাতা বলিবে, "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।" তৎপরে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণগণ বলিবে 'ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং।"

তদনন্তর কন্যাদাতা "ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি-মন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" এই মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া বরাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে, "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং"। বর—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" দাতা "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।" বর "ওঁ অর্চ্চয়।" পরে দাতা * আচারানুসারে জামাতার হস্তে নিরবাক্যে গন্ধ, পুষ্প, অঙ্গুরীয়ক, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্র দিবে,

---

* দেশাচার অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জামাতাগণের বরণ করিয়া নূতন জামাতার বরণ করিবে।

"এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞোপবীতাঙ্গুরীয়কবাসাংসি ওঁ বরায় নমঃ।" পরে জামাতা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবে। বরকে এই সময়ে যজ্ঞোপবীত, নূতন বস্ত্র ও অঙ্গুরীয়ক পরিধান করাইবে।

পরে দাতা পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা বরের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া বলিবে—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদগু অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীং অমুকীদেবীং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" বর—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" সম্প্রদাতা—"ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু।" জামাতা—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।"

অনন্তর দাতা সম্প্রদানস্থলের উত্তরভাগে একটি গাভী বন্ধন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। পরে স্ত্রীগণ বরকে অন্তঃপুরে লইয়া স্ত্রী-আচার করিবেন এবং সেইস্থানে অথবা সম্প্রদানস্থানে বরকন্যার পরস্পর মুখদর্শনও করাইবেন।

পরে সম্প্রদাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽর্হণীয়া গৌর্দ্দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্হণাঃ পুত্রবাসসা, ধেনুরভবদ্ যো মে সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্। পরে জামাতা "প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিরাড়্ দেবতা উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইদমহমিমাং পত্যাং বিরাজমন্বাত্তায়াধিতিষ্ঠামি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন।

অনন্তর সম্প্রদাতা একটী বিষ্টর * লইয়া "ওঁ বিষ্টরো-বিষ্টরো-বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং" বলিয়া জামাতার হস্তে অর্পণ করিবেন এবং জামাতা "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া বিষ্টর গ্রহণ করতঃ "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্যাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাস্তামহ্মস্মিন্নাসনেঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামতা আপনার আসনে উত্তরাগ্র বিষ্টর রাখিয়া তদুপরি উপবেশন করিবেন। পরে সম্প্রদাতা আর একটী বিষ্টর লইয়া পুনর্ব্বার বলিবেন,—"ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং" এবং জামাতা পূর্ব্ববৎ "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রহণ করতঃ "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌-ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদয়োরধস্তাদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বেষ্টিতাঃ পৃথিবীমনু তা মহ্যমস্মিন্‌ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত" এই মন্ত্রে উভয় পদতলে উত্তরাগ্র বিষ্টর অর্পণ করিবে। পরে সম্প্রদাতা কুশীতে জল লইয়া বলিবেন,—"ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" জামাতা সেই কুশীসহ জল-গ্রহণ করিয়া বলিবেন "ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামি" এই মন্ত্রে কুশী ভূমিতে স্থাপন করিয়া দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"প্রজাপতিঋষির্ব্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ পাদ-

* সাগ্র পঞ্চবিংশতি কুশপত্র দ্বারা বামাবর্ত্তে অধোমুখ ক্রমে দুইবার বেষ্টন করিলে বিষ্টর হয়। ঊর্দ্ধকেশো ভবেদ্‌ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ। দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ॥

প্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যা-ম্যাপস্ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু ॥”

পরে জামাতা ঐ জল হস্তে লইয়া—

“প্রজাপতিঋষির্ব্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত জল বামপদে দিবেন। পুনর্ব্বার এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপাদে প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা,—

“প্রজাপতিঋষির্ব্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা দক্ষিণপাদ-প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি”।

পুনরপি এক অঞ্জলি জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে উভয় পদে জল দিবে। মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষির্ব্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ব্বমন্যমপরমন্যমুভৌ পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥”

অনন্তর সম্প্রদাতা দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল মিশ্রিত জলরূপ অর্ঘ্য তাম্রপাত্রে লইয়া,—“ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, জামাতার হস্তে দিবেন, জামাতা “ওঁ অর্ঘ্যং প্রতি-গৃহ্ণামি।” বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিরর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্য-প্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রীরসি রাষ্ট্রীস্তে ভূয়াসং।” এই মন্ত্রে গৃহীত-অর্ঘ্য নিজমস্তকে দিবেন।

পরে সম্প্রদাতা পুনর্ব্বার এক কুর্শী জল লইয়া -“ওঁ আচমনীয়-মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং” বলিয়া জামাতাকে দিবেন। জামাতা ঐ জল গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন,—“প্রজা-

পতিঋষিরাচমনীয়ং দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশোঽসি যশো ময়ি ধেহি"।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ উত্তরাস্য হইয়া ঐ জল দ্বারা আচমন করিবেন।

পরে দাতা কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক * গ্রহণ করিয়া তাহা পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতি-গৃহ্যতাং" এই মন্ত্রে জামাতাকে দিবেন। জামাতা "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্ণামি" বলিয়া মধুপর্ক গ্রহণপূর্ব্বক "প্রজাপতিঋষির্ম্মধুপর্কো দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো যশোঽসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত মধুপর্ক ভূমিতে স্থাপন করতঃ প্রজা-পতিঋষির্ম্মধুপর্কোদেবতা অর্হণীয়মধুপর্কপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো ভক্ষ্যোঽসি মহসো ভক্ষ্যোঽসি শ্রীর্ভক্ষ্যোঽসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি।" এই মন্ত্রে তিনবার মধুপর্ক আঘ্রাণ করিবে, পরে অমন্ত্রক একবার আঘ্রাণ করিবে। অনন্তর গোরোচনা কুঙ্কুমাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যলিপ্ত বরের দক্ষিণ হস্তের উপর মাঙ্গলিক দ্রব্যলিপ্ত কন্তার দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী রমণী উলুধ্বনি করতঃ "ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দদতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।" এই মন্ত্রে কুশদ্বারা বা পুষ্পমালা দ্বারা উভয়ের হস্ত এক যোগে বন্ধন করিয়া ঘটের উপর স্থাপন করিবে। ঐ হাতের উপর কন্যাচ্ছাদনের গামছা দিবে।

পরে সম্প্রদাতা শুদ্ধচিত্তে কুশ, তিল তুলসী ও পুষ্পযুক্ত জলপাত্র গ্রহণ করিয়া বামহস্তে কন্তার হস্তের উপরে প্রদত্ত গামছাখানা

* ঘৃত, মধু ও দধি এই তিন দ্রব্যের একত্র মিশ্রণকেই মধুপর্ক বলে। তথাচ "দধিমধু ঘৃতং কাংস্যেষু পিহিতং কাংস্যেন।

ধারণ করতঃ কুশস্থ জল দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন; যথা,—"ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" এই বাক্যদ্বারা তিনবার কন্যার হস্তের উপরে জল দিয়া পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া কন্যার উপর একটী গন্ধপুষ্প দিবেন, পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানায় বরায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্চ্চনা করিবেন।

তৎপরে দাতা পূর্ব্বপাত্রস্থ জল দ্বারা "ওঁ বিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া বামহস্ত দ্বারা কন্যাকে ধারণ করত দক্ষিণহস্ত কোশার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোঁ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ" * "অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায়। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্য

* অন্য কোন কামনা থাকিলে তাহার উল্লেখ করিবে যথা—পিতুঃ স্বর্গকাম ইত্যাদি—

অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যাভিধানাং কন্যাং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রী অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী অমুকীদেব্যাভিধানাং কন্যাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং সালাঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকামহং সম্প্রদদে।

এই বলিয়া দাতা বর-কন্যার হস্তদ্বয়ের উপর ত্রিপত্র ও তিলসংযুক্ত জল দিবে।

পরে বর—"ওঁ স্বস্তি" বলিয়া একবার গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক "ওঁ কস্তেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা" বলিয়া কামস্তুতি পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।"

পরে দাতা দক্ষিণা করিবে। যথা—বিষ্ণুরোঁ। [illegible] অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক[illegible] অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈ[illegible]দানকর্ম্মণঃ

সম্প্রদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

পরে জামাতা,—"ওঁ স্বস্তি" বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবে। এই সময় দাতা "এতানি যৌতুকদ্রব্যাণি ওঁ বরায় নমঃ" বলিয়া যৌতুক দ্রব্যাদি জামাতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে কোন পতিপুত্রবতী স্ত্রী বধূ ও বরের বস্ত্রদ্বয়ের অগ্রভাগ একত্র করিয়া একটী গাঁইট বাঁধিয়া দিবে।* পরে দাতা কুশগ্রন্থি খুলিয়া ভর্ত্তার দক্ষিণে কন্যাকে উপবেশন করাইবেন, এবং এই সময় বর-কন্যাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া পরস্পরের মুখদর্শন করাইবে। তৎপরে নাপিত "গৌর্গৌঃ" শব্দ উচ্চারণ করিলে, বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।—

"প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্দ্বিষন্তং মেহাভধেহি তং জহ্যমুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু তৃণানি পিবতূদকং।" পরে নাপিত গো-বন্ধন খুলিয়া দিলে জামাতা পুনর্ব্বার পাঠ করিবে— "প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগামনাগা-মদিতিং বধিষ্ট।

অনন্তর দাতা "কৃতৈতৎ কন্যা দানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া

* কোন কোন দেশে গ্রন্থিবন্ধনে একটী মন্ত্র পঠিত হয় যথা,— ওঁ শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ। রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে। যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী। যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি।

অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন, পরে "ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ কন্যাদান-কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে"। এইরূপ বাক্য করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া দাতা, বর ও কন্যা নারায়ণকে প্রণাম করিবে। সম্প্রদান সমাপ্ত।

বিবাহ-হোম।

সম্প্রদানান্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে যোজক নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত (৪৫৭ পৃঃ দেখুন) কুশণ্ডিকা করিবে।

পরে জামাতার কোন বয়স্য (বন্ধু) জল-প্রপূরিত জলাশয় হইতে একটী জল পূর্ণ কুম্ভ হস্তে করিয়া নিজ-শরীর বস্ত্রাবৃত করত নির্ব্বাক্ হইয়া অগ্নির পূর্ব্বদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়া, উত্তরাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে। পরে অন্য বয়স্য পাচনদণ্ড হাতে লইয়া পূর্ব্ববয়স্যের ন্যায় গমন করত জলকলসধারী বয়স্যের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

পরে জামাতা অগ্নির পশ্চিমদিকে গমন করিয়া উত্তরভাগে চারি অঞ্জলি পরিমিত লাজ (খই) একখানি শূর্পে (কুলায়) রাখিয়া তৎসন্নিধানে শিলা ও শিলাপুত্র (নোড়া) স্থাপন করিয়া তৎপশ্চিম-ভাগে বীরণ-পত্র-রচিত বস্ত্রাবৃত একখানি কট (চেটাই) স্থাপিত করিয়া গৃহপ্রবেশ-করণানন্তর নূতন ধৌতবস্ত্র ও উত্তরীয় বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে জায়াকে পরিধান করাইবে। মন্ত্র যথা,—

"প্রজাপতিঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা অধোবস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ।" "ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যোঽন্তানভিতোঽততন্থ তাস্ত্বা দেব্যো। জরসা সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং

পরিধৎস্ব বাসঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জায়াকে অধোভাগে বস্ত্র পরাইবে। পরে—“প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো-দেবতা উত্তরীয়-বস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষাং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা বসূনি চার্য্যো বিভজাসি জীবন্॥” এই বলিয়া যজ্ঞোপবীতের আকারে জায়াকে উত্তরীয়-কাপড় পরিধাপন করাইবে।

পরে স্বামী পত্নীকে অগ্নি অভিমুখী করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্ন্যাঃ কন্যানয়ন জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে। রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদদদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং।” তৎপরে পত্নী অগ্নির পশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক দক্ষিণ পদ-দ্বারা বীরণ (বেণা বা বীরা) পত্র-রচিত বস্ত্র-বেষ্টিত কটকে আস্তরণ-দেশের নিকট আনয়ন করিলে, জামাতা পত্নীকে এই মন্ত্র পড়াইবে,—“প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা কটপাদ-প্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রমে পতি-যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং।” যদি লজ্জাবশতঃ স্ত্রী উক্ত মন্ত্র পাঠ না করেন, তবে জামাতা স্বয়ং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে,—

“প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দ্দেবতা কন্যা-কট-পাদ-প্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাস্যাঃ পতি-যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ।” পরে স্ত্রী পতির দক্ষিণ-ভাগে কটের পূর্ব্বাঙ্কে এবং জামাতা বধূর উত্তরদিকে উপবিষ্ট হইলে প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করণার্থ জামাতা একটী সমিধ সমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে (৩৬৫ পৃষ্ঠা)। পরে পত্নীর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বামীর দক্ষিণ-স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান

হইলে জামাতা পরবর্ত্তী ছয়টী মন্ত্রে ছয় বার আহুতি দিবে। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষি-রতিজগতী ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষি-রতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ স্তনন্ধয়ন্তে পুত্রান্ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদ্‌-বৃহস্পতির্বিশ্বেদেবাশ্চাভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা। ৩॥ প্রজাপতির্ঋষি-রতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু। মা ত্বং রুদত্যুর আবধিষ্ঠা জীবপত্নীপতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তি প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা। ৪॥ প্রজাপতির্ঋষির্নিরুপরিষ্টাদ্‌বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতা আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ্রজস্যং পৌত্রমর্ত্ত্যং পাপ্মানমুতবা অঘং শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা। ৫॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যোঽনুপরে হি পন্থা যত্র নোঽন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা। ৬॥" এই নিয়মে ছয়টী আহুতি প্রদান করিয়া পরে ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবে (৪৬৫ পৃষ্ঠা)। তৎপরে, বর স্রুব-দ্বারা গৃহীত-ঘৃত চারিবার

ক্রকের উপর দিয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নির উত্তরাংশে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃত-ধারা দিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-ক্রমে ঘৃত লইয়া,—'ওঁ সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ-ভাগে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাভিমুখী আজ্য ধারা দিবে।

অথ লাজ-হোম।

বধূর সহিত বর উত্থিত হইয়া বধূকে বরের সম্মুখে আনিয়া বধূর পৃষ্ঠ-দেশস্থ জামাতা দুই হস্ত নিজের দুই হস্ত-দ্বারা অঞ্জলি রূপে ধারণ করিবেন, পরে বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব স্থাপিত সমীপস্থ-মিশ্রিত লাজ (খৈ) লইয়া বধূকে পুরোভাগে অবস্থিতশিলায় দক্ষিণপদ প্রেরণ করাইবেন। জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং বিষতামধঃ।" পরে জামাতা বধূর অঞ্জলিতে একবার ঘৃতধারা দিবে, পরে কন্যার মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ বধূর অঞ্জলির উপর চারিবার লাজ (খৈ) প্রদান করিলে পতি সেই অঞ্জলিতে দুইবার ঘৃতধারা দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বধূর অঞ্জলি অভিন্ন রাখিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরুপরিষ্টাজ্জ্যোতিষ্মতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা লাজ-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতেঽগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা"। পরে বর বধূকে সম্মুখে রাখিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিবে। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা

দেবতা কন্যা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট। কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।”

পতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখে দাঁড়াইবে এবং পূর্ব্ববৎ বধূকে শিলারোহণ করাইলে, জামাতা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ”। মন্ত্র পাঠ করা হইলে পরে স্বামিদত্ত ঘৃতধারাযুক্ত অঞ্জলির উপর ভার্য্যার মাতা ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ-দ্বারা পূর্ব্ববৎ গোত্র-প্রবরানুসারে খৈ দেওয়া হইলে, জামাতা ঐ খৈর উপর দুইবার ঘৃত দিয়া, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাদ্‌বৃহতীচ্ছন্দোঽর্য্যমা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা।” অনন্তর জামাতা কন্যাকে অগ্রে রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিবেন। যথা,—প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।” পরে পূর্ব্ববৎ বধূ অঞ্জলি গ্রহণ করিবেন, কন্যার মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ শিলা আক্রমণ করাইলে, বর মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ।” পরে পূর্ব্বক্রমানুসারে বধূর অঞ্জলিতে বক্ষ্যমাণ

মন্ত্র পড়িয়া খৈ ও ঘৃতধারা দিলে পূর্ব্ববৎ হোম করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা।" পরে জামাতা কন্যাকে অগ্রে করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিতেং জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।"

পরে জামাতা শূর্পের (কুলার) উত্তর-ভাগে একবার ঘৃতধারা দিবেন। তৎপরে অবশিষ্ট লাজ (খৈ) শূর্পে স্থাপন করিয়া তদুপরি দুইবার ঘৃত দিয়া পূর্ব্ববৎ অভেদে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে শূর্পস্থ লাজ সমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

মন্ত্র যথা—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।"

অথ সপ্তপদীগমন।

ঈশান-কোণে সাতটী মণ্ডলিকা দিয়া জামাতা বামপদদ্বারা ক্রমে সেই সাতটী মণ্ডলিকায় বধূর দক্ষিণ পদ আক্রমণ করাইবে। বধূর বাম পদ সে স্বয়ং টানিয়া লইবে। জামাতা বধূকে বলিবেন "সা বামপাদেন দক্ষিণং পাদমাক্রাময়"। পরে জামাতা নিম্নলিখিত একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটী মণ্ডলিকায় বধূর দক্ষিণ চরণ লইয়া যাইবেন। মন্ত্র সাতটী যথা—"প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষির্দ্বিপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা

দ্বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্বে ঊর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চতুষ্পাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা চতুষ্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ ষট্‌পাদ্‌বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা ষট্‌পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ষড্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৬ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সপ্তপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা সপ্তপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্তসপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ॥ ৭ ॥"

পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সাম্নিকী পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যন্তে গমেয়ং। সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।" পরে বিবাহ দর্শনার্থ-সমাগত-ব্যক্তিদিগকে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহ্বান করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ আশাস্যমানা দেবতা বিবাহ-প্রেক্ষক-জনামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতন।" পরে পূর্ব্বস্থাপিত জল-কলস-ধারী বন্ধু অগ্নির পশ্চিমদিক্‌ দিয়া সপ্তপদী-স্থানে আসিয়া পূর্ব্বরক্ষিত কলস হইতে জল লইয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিবেন, জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা

সঙ্কাতা সমুদেষ্ট্রী দদাতু নৌ।” অতঃপর জামাতা উক্তমন্ত্রে বধূকে অভিষেক করিবেন।

অথ পাণিগ্রহণ।

অনন্তর জামাতা অধোমুখস্থিত বামহস্তদ্বারা কন্যার অঞ্জলি এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা উত্তানভাবাপন্ন বধূর অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ কর গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোভগাদয়ো দেবতা গৃহীত-কন্যা-পাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরোন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূ-র্জীবসূ-র্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায়-সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে॥ ৩॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ়্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু॥ ৪॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীত-কন্যা-পাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব অধিদেবৃষু॥ ৫॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা গৃহীত-কন্যা-পাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে

হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥ ৬॥ পরে বধূর সহিত বর অগ্নি-সমীপে আসিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। (৪৬৫ পৃঃ দেখুন)।

অথ উত্তর-বিবাহ।

জামাতা পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টী মন্ত্রে ছয়টী আহুতি দিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা উত্তরবিবাহে পাণি-গ্রহণস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা॥ ১॥ * ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা॥২॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা। ৩॥ ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা। ৪॥ ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা। ৫॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা। ৬॥"

অনন্তর বর বধূর সহিত বাহিরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া ধ্রুব দর্শন করাইবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋষির্বিরাট্ পছন্দো ধ্রুবোদেবতা ধ্রুব-দর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্॥ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীঅমুকী দেবী

---

* অপর পাঁচটী মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বেও প্রজাপতিঋষি ইত্যাদি পাঠ করিবে।

অহং *। বর পুনর্ব্বার পত্নীকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া অরুন্ধতী দর্শন করাইবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা অরুন্ধতী-দর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাঽস্মি॥" অনন্তর বধূকে দর্শন করিতে করিতে বর এই মন্ত্র পড়িবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।"

পরে বধূ পতির গোত্র উচ্চারণ করিয়া বক্ষ্যমাণরূপে তাঁহাকে অভিবাদন করিবে, যথা,—"অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেব্যহং ভো অভিবাদয়ে"। পরে পতি পত্নীকে প্রত্যভিবাদন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"আয়ুষ্মতী ভব সৌম্যে।"

অনন্তর পতিপুত্রবতী রমণীগণ আম্রপল্লবান্বিত জল-পূর্ণ কলস হইতে জল লইয়া কন্যা ও বরকে স্নান করাইবেন। পরে জামাতা অগ্নিতে সমিধ নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।

অথ ভোজন-ধৃতি-হোম।

জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে ক্ষারলবণ-বর্জ্জিত হবিষ্যান্নভোজন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্ন ভোজনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপ্রাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা। বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥ প্রজাপতির্ঋষির-নুষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যোর্হৃদয়ৈক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদেতদ্‌হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥ প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্নস্তৌ

---

* অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্থলে বধূ স্বামীর নাম ও "অমুকী দেবী" স্থলে নিজের নাম উল্লেখ করিবেন।

বিনিয়োগঃ। ওঁ. অন্নং প্রাণস্য পঙ্‌ক্তিশস্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ॥ (অসৌ স্থলে পত্নীর সম্বোধনান্ত নাম বলিবেন।)

পরে বর ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট স্ত্রীকে দিবেন। ঐ দিন হইতে ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত দম্পতি অক্ষারলবণ ভোজন করিবেন এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন। পরে বর নিম্ন-মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূকে রথারোহণ করাইয়া স্বগৃহে গমন করিবেন। "যথা—প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দঃ কন্যা দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণ-বর্ণং সুকৃতং সুচক্রং। আরোহ সূর্য্যেহমৃতস্য নাভিং স্যোনং পত্যে বহন্তং কৃণুষ॥"

পরে বর পত্নীর সহিত গমন-কালে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া চতুষ্পথ প্রভৃতিকে প্রার্থনা করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ পন্থানো দেবতাঃ চতুষ্পথাষ্টমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী সুগেভির্দুর্গমতীতা মপদ্রান্ত্বরাতয়ঃ।" পরে যান হইতে অবতরণ করিয়া বামদেব্য-গান করতঃ বধূকে গৃহপ্রবেশ করাইবেন।

তৎপরে সৌভাগ্যশালিনী পুত্রবতী সধবা ব্রাহ্মণরমণীগণ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র আস্তৃত রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপর কন্যাকে উপবেশন করাইলে, বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। "যথা,—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ ছন্দো গবাদয়ো দেবতা অনডুচ্চর্ম্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহো পুরুষা ইহো সহস্রো দক্ষিণোঽপি পূষা নিষীদন্তু॥"

পরে ব্রাহ্মণ-স্ত্রীগণ কন্যার ক্রোড়ে কোন সুলক্ষণ ব্রাহ্মণ কুমারকে বসাইয়া তাহার হস্তে শালুক-মূল বা ফল প্রদান করিবে।

অনন্তর জামাতা পত্নীর ক্রোড় হইতে কুমারকে উঠাইয়া পূর্ব্বোক্ত কুশণ্ডিকা-বিধানে ধৃতি নামক অগ্নিস্থাপন, সমিধ্ প্রক্ষেপ ও ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া নিম্নলিখিত আটটী মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা, "প্রজাপতিঋষির্ব্বৃহতীছন্দো বধূর্দ্দেবতা ধৃতি-হোমে বিনিয়োগঃ। * ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা। ১॥ ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা। ২॥ ওঁ ইহ রতিঃ স্বাহা ৩॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা। ৪॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা। ৫॥ ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা। ৬॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা। ৭॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা। ৮॥

পরে বর ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন এবং ভার্য্যাকে "অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী ভো অভিবাদয়ে" এই বাক্য বলাইয়া পতিগোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার দ্বারা শ্বশুর প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবেন। পরে বর ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া সর্ব্ব-কর্ম্ম-সাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম (৪৬৯ পৃঃ দেখুন) সমাপন করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

অথ চতুর্থী-হোম।

প্রথমতঃ বর, § "ওঁ অগ্নেত্বং শিখিনামা ভব" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিবেন, পরে অমন্ত্রক অগ্নিতে একটী সমিধ নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করত দক্ষিণ ভাগে স্ত্রীকে উপবেশন করাইয়া কুশ-পুষ্প-সমন্বিত জল-পাত্র দক্ষিণে রাখিয়া বক্ষ্যমাণ

* আটটী মন্ত্রের পূর্ব্বেই এই ঋষিচ্ছন্দটী পাঠ করিবেন।

§ যদি বিবাহ দিন হইতে চতুর্থ দিনে চতুর্থীহোম করা হয় তবে প্রথমে বর বিরূপাক্ষজপান্ত সাধারণ কুশণ্ডিকা করিয়া সমিধ দিবেন।

মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে কুড়িবার ঘৃতাহুতি দিবেন এবং প্রত্যেক আহুতি শেষ স্রুব-সংলগ্ন ঘৃতবিন্দু জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ২॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ৩॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ৪॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র সূর্য্যাশ্চত্বারো দেবতা-শ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপহত স্বাহা। ৫॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ৬॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ৭॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্য-

মাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ৮॥ প্রজাপতির্ঋষি র্ব্যামন্ত্রামাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ৯॥ প্রজাপতির্ঋষিব্যামন্ত্রামাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যা শ্চত্বস্রো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা। ১০॥ প্রজাপতির্ঋষিব্যামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১১॥ প্রজাপতির্ঋষিব্যামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১২॥ প্রজাপতির্ঋষিব্যামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১৩॥ প্রজাপতির্ঋষিব্যামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্থা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১৪॥ প্রজাপতির্ঋষিব্যামন্ত্র্যমাণা অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা শ্চত্বস্রো দেবতা শ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ॐ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি

যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা। ১৫॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১৬॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোবায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১৭॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথ-কাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১৮॥ প্রজাপতির্ঋষি রামন্ত্র্যমানঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ১৯ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ু চন্দ্র-সূর্য্যা শ্চত্বারো দেবতা-শ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যা প্রায়শ্চিত্তে যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ২০ ॥

তৎপরে বধূরসহিত বর উঠিয়া উভয়ে একটু উত্তরদিকে যাইয়া জলপূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত জল-দ্বারা বধূকে অভিষেক করাইবেন। তৎপরে দেশাচারবশতঃ জামাতা বধূর সীমন্তে সিন্দুর, তিলক ও বস্ত্রাদি দিবে।

পরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, পরে মহাব্যাহৃতি হোম ও শাট্যায়ন হোমাদি [illegible] সমাপন করিয়া কর্ম্মকারয়িত-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

ইতি বিবাহকর্ম্ম।

অথ নামকরণ।

গৃহ্যসূত্রানুসারে জননানন্তর একাদশাহে, শতদিবসে বা সংবৎসরে নামকরণের কর্ত্তব্যতা অবধারিত হইলেও আচারবশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিক শতদিবসে অথবা জন্মদিনে নামকরণ করিবেন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে পিতা, স্নান পূজা সমাপ্ত করিয়া শ্রাদ্ধপ্রকরণোক্ত পদ্ধতি-অনুসারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে "অগ্নে ত্বং পার্থিবনামা ভব" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা-শেষ করত অগ্নিতে অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ প্রক্ষেপ্ করিয়া মহাব্যাহৃতি"হোম করিবেন। পরে মাতা, শুদ্ধবস্ত্র দ্বারা কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া স্বামীর দক্ষিণভাগে উপস্থিত হইয়া উত্তরশিরা বালককে স্বামীর হস্তে দিবেন। পরে পতির পৃষ্ঠদেশ দিয়া উত্তর দেশে গমন করত পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন।

তৎপর পিতা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা," মন্ত্রে একবার ঘৃতাহুতি দিয়া কুমারের জন্মতিথি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং জন্মনক্ষত্র ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতায় হোম করিবেন, যথা—

প্রতিপদে জন্মিলে, ওঁ প্রতিপদে স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। দ্বিতীয়ায়,—ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা। তৃতীয়ায়,—ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ জনার্দ্দনায় স্বাহা। চতুর্থীতে,—ওঁ চতুর্থ্যৈ স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা। পঞ্চমীতে,—ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা। ষষ্ঠীতে,—ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা, ওঁ কুমারায় স্বাহা। সপ্তমীতে,—ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা, ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা। অষ্টমীতে,—ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা, ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা। নবমীতে,—ওঁ নবম্যৈ স্বাহা, ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা। দশমীতে—ওঁ দশম্যৈ স্বাহা, ওঁ ধর্ম্মায়

স্বাহা। একাদশীতে,—ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা, ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। দ্বাদশীতে,—ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা। ত্রয়োদশীতে,—ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা; ওঁ কামদেবায় স্বাহা। চতুর্দ্দশীতে,—ওঁ ওঁ চতুর্দ্দশ্যৈ স্বাহা, ওঁ যক্ষেভ্যঃ স্বাহা। পূর্ণিমায়,—ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। অমাবস্যাতে,—ওঁ অমাবস্যায়ৈ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা।"

নক্ষত্রহোম যথা,—ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। রোহিণীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা।" (পরে প্রত্যেক নক্ষত্র ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার আদিতে "ওঁ" ও অন্তে "স্বাহা" যোগ করিয়া হোম করিবেন,—"আর্দ্রায়ৈ, রুদ্রেভ্যঃ। পুনর্ব্বসবে, অদিতয়ে। পুষ্যায়ৈ, বৃহস্পতয়ে। অশ্লেষাভ্যঃ, সর্পেভ্যঃ। মঘায়ৈ, পিতৃভ্যঃ। পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং, ভগায়। উত্তরফল্গুনীভ্যাং, অর্য্যম্নে। হস্তায়ৈ, সবিত্রে। চিত্রায়ৈ, ত্বষ্ট্রে। স্বাত্যৈ, বায়বে। বিশাখাভ্যঃ, ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং। অনুরাধাভ্যঃ, মিত্রায়। জ্যেষ্ঠায়ৈ, ইন্দ্রায়। মূলায়ৈ, নৈঋতায়। পূর্ব্বাষাঢ়াভ্যঃ, অদ্ভ্যঃ। উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। শ্রবণায়ৈ, বিষ্ণবে। ধনিষ্ঠাভ্যঃ, বসুভ্যঃ। শতভিষাভ্যঃ, বরুণায়। পূর্ব্বভাদ্রপদাভ্যাং, অজৈকপাদায়। উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং, অহির্ব্রধ্ন্যাং। রেবত্যৈ, পূষ্ণে। অশ্বিন্যৈ, অশ্বিনীকুমারাভ্যাং। ভরণ্যৈ, যমায়।" যে বালক যে নক্ষত্রে জন্মিয়াছে, তাহার নামকরণকালে সেই নক্ষত্রের হোম করিবেন।

পরে পিতা খড়ি দ্বারা প্রস্তরে রাশ্যাশ্রিত ও দেবতাশ্রিত দুইটী নাম লিখিয়া দুইটী ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিবেন। পরে দুইটী দীপশিখায় নাম কল্পনা করিবেন এবং যে নামে প্রদীপ

অধিক প্রচলিত হয়, তাহাই কুমারের নাম হইবে। পরে পিতা সন্তানের মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটী পাঠ করিবেন,—"প্রজাপতিঋষিরহর্পতির্দ্দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কোঽসি কতমোঽস্তেষোঽস্যমৃতোঽস্তাহস্পত্যং মাসং প্রবিশ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্। ১॥ প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বারাত্রৈ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদতু ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায় পরিদদতু সম্বৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাতু শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্। ২॥

অনন্তর পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে বলিলেন, শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মায়ং তে পুত্রঃ।" কুমারের দক্ষিণকর্ণে বলিবেন, শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মনামাসি।"

পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুকে দিয়া পিতা মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া, অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিধ নিক্ষেপ করত শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কর্ম্ম করিবেন, পরে কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

অথ অন্নপ্রাশন।

পুত্রের জন্মদিন হইতে সাবন-গণনায় ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং কন্যার উক্ত সাবনগণনায় পঞ্চম বা সপ্তম মাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে অন্নপ্রাশন করিতে হয়।

প্রথমে পিতা স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন, পরে, "অগ্নে ত্বং শুচিনামাসি," এইরূপে অগ্নির নামকরণ করিয়া

বিরূপাক্ষজপান্তকুশণ্ডিকা শেষ করত প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত একটি সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করিবেন; পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋর্ষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্ত চতুষ্পথে অগ্না-ব্যাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং বৈ একচ্ছন্দস্য-মন্নং হ্যেকং ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্ত চতুষ্পথে অগ্নাবাদিত্যাভি-মুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীর্ব্বা এষা যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্ব-মবদধাতু স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋর্ষির্ব্বৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্ত চতুষ্পথে অগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্য ঘৃতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো জুহোমি স্বাহা। ৩ ॥ প্রজাপতিঋর্ষিঃ ক্ষুদ্দেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধে স্বাহা। ৪ ॥ প্রজাপতিঋর্ষিঃ ক্ষুৎপিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্তৃড্‌ঢোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা। ৫ ॥ ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ৬ ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা। ৭ ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা। ৮ ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা। ৯ ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ১০ ॥

অনন্তর পুনর্ব্বার মহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত একটি সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কর্ম্ম করিবেন। পরে "প্রজাপতিঋর্ষির্ব্বৃহতীচ্ছন্দোঽন্নপতির্দ্দেবতা কুমারস্যান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহি অনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রপ্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা।" এই মন্ত্রে বালকের মুখে অন্ন দিবেন। তৎপরে একখানি রেকাবের উপরে মস্যাধার (দোয়াত) লেখনী, মৃত্তিকা ও টাকা রাখিয়া বালকের সম্মুখে ধরিবেন। বালক

স্বেচ্ছায় যেই বস্তুটী সযত্নে গ্রহণ করিবে সেইটাই তাহার জীবনের প্রবল অবলম্বন জানিবেন। ইতি সামবেদী অন্নপ্রাশন।

অথ চূড়া-করণ।

কুলাচার অনুসারে প্রথম বা তৃতীয়বর্ষে চূড়া করিবেন। যদি যথাকালে চূড়া অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উপনয়ন-দিনে পূর্ব্বে চূড়া করিয়া পরে উপনয়ন দিবেন।

চূড়াকরণে পিতা প্রথমতঃ নিত্যকার্য্য শেষ করিয়া বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবেন। পরে "অগ্নে ত্বং সত্যনামা ভব" এই নামকরণ করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করতঃ একবিংশতি দর্ভপিঞ্জলী কাংস্যপাত্রে উষ্ণজল, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর ভদভাবে দর্পণ এবং লৌহ-ক্ষুর-হস্ত নাপিত, এবং অগ্নির উত্তরভাগে বৃষ-গোময়, তিল, তণ্ডুল, মাষকলায়, সর্ষপ ও তিল-তণ্ডুল ও মাষকলায়পূর্ণপাত্রত্রয় স্থাপন করিবেন। পরে মাতা কুমারকে শুচিবস্ত্র পরিধান করাইয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করত অগ্নির পশ্চিমদিকে স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্ব-মুখে উপবেশন করিবেন। পরে পিতা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতি-হোম করিবেন। তৎপরে পিতা গাত্রোত্থান করত পত্নীর পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত থাকিয়া ক্ষুর-পাণি নাপিতকে দেখিয়া তাহাকে সূর্য্যরূপে ভাবনা করিয়া পাঠ করিবেন, যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ও আয়মাগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ" পরে, কাংস্যপাত্রস্থিত শীতোষ্ণজল

দর্শন করিয়া বায়ুকে মনে মনং চিন্তা করিয়া পাঠ করিবেন, "প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি।"

পরে কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণজল দক্ষিণহস্তে লইয়া "প্রজাপতির্ঋষি-রাপো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে।" এই মন্ত্রে কুমারের দক্ষিণ-কপুষ্টিকা * দেশ আর্দ্র করিবেন। তৎপরে ক্ষুর দর্শন করত, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, "প্রজাপতির্ঋষি-র্বিষ্ণুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোঽসি"। অতঃপর সপ্তদর্ভপিঞ্জলী গ্রহণ করিয়া আর্দ্রদক্ষিণ-কপুষ্টিকাদেশ ঊর্দ্ধমূল করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করত বাঁধিবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং।" পরে বামহস্ত গৃহীত দর্ভপিঞ্জলীসহিত কপুষ্টিকাস্থানে দক্ষিণ-হস্তস্থিত ক্ষুর স্পর্শ করাইবেন। মন্ত্র যথা—

"প্রজাপতির্ঋষি স্বধিতির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" নিম্নলিখিত মন্ত্রে উক্ত কপুষ্টিকাস্থানে ক্ষুর স্পর্শ করাইবেন। মন্ত্র যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতের্বায়োরিন্দ্রস্য চাবপৎ তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে।"

তৎপর অমন্ত্রক ঐরূপে দুইবার ক্ষুর স্পর্শ করাইয়া লৌহক্ষুর দ্বারা কপুষ্টিকাদেশস্থ কেশ ছেদন করিয়া দর্ভপিঞ্জলীর সহিত গোময়োপরি নিক্ষেপ করিবেন।

---

* শিখাস্থানের নিম্ন, দক্ষিণ ও বামকর্ণের ঊর্দ্ধবর্ত্তী স্থানকে কপুষ্টিকা বলে।

পরে কুমারের কপুচ্ছল (মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে শিখাস্থানের নিম্ন স্থানকে কপুচ্ছল বলে) দেশস্থিত কেশ পূর্ব্ববৎ উষ্ণোদক-দ্বারা আর্দ্র করিবেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুর দর্শন করিয়া মন্ত্র জপ, দর্ভপিঞ্জলী-বন্ধন, ক্ষুরস্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া পূর্ব্ববৎ গোময়োপরি স্থাপন করিবেন। বাম-কপুষ্টিকা-দেশেও দক্ষিণ-কপুষ্টিকার ন্যায় কার্য্য করিবেন।

পরে পিতা কুমারের মস্তক দুই হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দো যমদগ্নিকশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং। ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। ওঁ তন্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।"

পরে বস্ত্রমাল্যভূষিত নাপিত উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য কুমারের মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেশ সকল বাঁশবনে মৃত্তিকাগর্ত্তে বা সুদূর বনমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং এই সময় নাপিত কুমারের কর্ণবেধ করিয়া দিবে। পরে, পিতা পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন।

অথ উপনয়ন।

"গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং"—গর্ভ হইতে অথবা জন্ম হইতে অষ্টমবর্ষ ব্রাহ্মণের উপনয়নের প্রধান কাল; তৎপরে পনর বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত উপনয়নের গৌণকাল, অতঃপর সাবিত্রীপতন হয়। অষ্টমবর্ষের পরে পনের বৎসর তিন মাসের

মধ্যে উপনয়ন দিলে "মহাব্যাহৃতি" হোম প্রায়শ্চিত্ত, অতঃপর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত।

জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে, পিতা অথবা পিতৃবৃতব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াশেষ করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে "অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি" এইরূপ নামকরণ করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে "অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি"। এইরূপ নামকরণ করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ মহাব্যাহৃতিহোম করিবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌চ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা।

পরে মাণবককে শিখার সহিত মুণ্ডিত করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে বসাইবেন। পরে আচার্য্য বুক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পাঁচটী ঘৃতাহুতি দিবেন, যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা। ১॥ প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা। ২॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়ন হোমে

বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা। ৩॥ প্রজাপতিঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা। ৪॥ প্রজাপতিঋষিরিন্দ্রো দেবতা উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা। ৫॥"

হোমান্তে আচার্য্য অগ্নির পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্র কুশের উপর কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং মাণবক অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যে আচার্য্যাভিমুখে উত্তরাগ্র কুশোপরি কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। পরে মাণবকের দক্ষিণস্থ কোন মন্ত্রবান্ ব্রাহ্মণ মাণবকের ও আচার্য্যের অঞ্জলি জল দিয়া পূর্ণ করিবেন। পরে আচার্য্য গৃহীতাঞ্জলি-মাণবককে দর্শন করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নি-বায়ু সূর্য্য-চন্দ্রেন্দ্রাদয়ো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্রসুমর্ত্ত্যং যুযোতন অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং।" পরে আচার্য্য জলাঞ্জলিগ্রহণ করতঃ মাণবককেও জলাঞ্জলি গ্রহণ করাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

"প্রজাপতিঋষিরাচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবক-পাঠনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব।" তৎপরে আচার্য্য "প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবক-

মানপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কো নামাসি।" এই মন্ত্রে মাণবকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, মাণবক নিম্ন মন্ত্রে নাম বলিবে, যথা,—

"প্রজাপতিঋষির্মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য স্বনামকথনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মনামাস্মি।" পরে আচার্য্য এবং মাণবক উভয়ে পূর্ব্ব-গৃহীত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন। অতঃপর আচার্য্য দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা মাণবকের অঙ্গুষ্ঠ সহিত দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন, যথা,—

"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিত্রশ্বি-পূষাণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণামি শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মন্।" আচার্য্য পূর্ব্ববৎ নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা,—

"প্রজাপতিঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে গৃহীতমাণবক-হস্তাচার্য্যস্যজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব।"

তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া মাণবককে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্বমুখ করিবেন, যথা—

"প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্যাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তস্ব শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" অতঃপর আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ-স্কন্ধ স্পর্শ করত দক্ষিণহস্তদ্বারা অব্যবহিত নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া পড়িবেন। যথা,—

"প্রজাপতিঋষির্নাভ্যস্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারি-নাভিদেশ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্।" পরে নাভির উপরিভাগ স্পর্শ করিয়া আচার্য্য পাঠ করিবেন, যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশ-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্তক ইদন্তে পরিদদামি শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মাণম্।" আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাণবকের হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিঃ কৃশানুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়-দেশ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদামি শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মাণম্। আচার্য্য নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণ-হস্তদ্বারা মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ ধারণ করিবেন, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্। অতঃপর আচার্য্য বামহস্তদ্বারা মাণবকের বামস্কন্ধ ধারণ করিয়া পড়িবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-বাম-স্কন্ধ-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" তৎপরে আচার্য্য নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে সম্বোধন করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচারি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" অনন্তর আচার্য্য নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মাণবককে সমিধ আহরণাদির জন্য নিয়োগ করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-প্রৈষে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমিধমাধেহি। ওঁ আপোশানং কর্ম্ম কুরু। ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ।" ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্রই "বাঢ়ম্" বলিবে। অতঃপর আচারবশতঃ মাণবক কৌপীন পরিধান করিবে।

তৎপরে আচার্য্য অগ্নির উত্তর দেশে উত্তরাগ্রকুশোপরি পূর্ব্বাভি-মুখী হইয়া উপবেশন করিবেন এবং মাণবকও দক্ষিণ জানুদ্বারা

ভূমি স্পর্শ করিয়া উত্তরাগ্রকুশোপরি আচার্য্যাভিমুখী হইয়া বসিবে। পরে আচার্য্য মাণবককে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া ত্রিগুণীকৃত মেখলা পরিধাপন জন্য নিম্ন মন্ত্র দুইটী পড়াইবেন,—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মেখলা দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে আচার্য্যস্য মাণবক-বাচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং। ১ ॥ ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্তমভিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম"। ২ ॥ পরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাণবককে যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন। যথা,—প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি।" পরে কৃষ্ণসার-চর্ম্ম-যুক্ত যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতিঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দোঽজিনং দেবতা উপনয়নেঽজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বী স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহতস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাজ্যজিনং দধেয়ং।" অনন্তর মাণবক নিয়মমন্ত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন, "প্রজাপতিঋষি-রাচার্য্যো দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবাননুব্রবীতু।"

তৎপরে সমীপবর্ত্তী মাণবককে আচার্য্য নিয়ক্রমে সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইবেন। যথা,—বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং"। "বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা" জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ

"ভর্গোদেবস্ত ধীমহি।"

তৎপরে পূর্ব্ববৎ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" পরে উক্ত ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া "ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি।" এই পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করাইবেন। তৎপর ঐ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এই উত্তরার্দ্ধ পাঠ করাইয়া পূর্ব্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া সমস্ত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন। যথা—"ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥" পরে আচার্য মাণবককে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ওঁকারযুক্ত মহাব্যাহৃতি পাঠ করাইবেন যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ। প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দোবায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ। তৎপরে আচার্য্য প্রণব-ব্যাহৃতিযুক্ত ও প্রণবান্ত সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্ত ধীমহি ধিয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

অনন্তর আচার্য্য মাণবক-পরিমিত বিল্ব বা পলাশদণ্ড মাণবককে দান করিয়া মন্ত্র পড়াইবেন যথা—"প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো দণ্ডো দেবতা উপনয়নে মাণবকদণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু। যথাত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা দেবেষেবমহং সুশ্রবঃ সুশ্রবাব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং।"

অনন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ মাতার নিকটে ভিক্ষা

প্রার্থনা করিবে। "ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" মাতা ভিক্ষা প্রদান করিলে, গ্রহণ করিয়া "ওঁ স্বস্তি" বলিবে। পরে মাতৃ-বন্ধু স্ত্রী, পিতা এবং অন্যান্যের নিকটও ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। পুরুষের নিকট ভিক্ষা গ্রহণে "ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিবে এবং স্ত্রীলোকের নিকটে "ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিবে। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান করিবে। পরে আচার্য্য ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত-সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন, এবং সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণীয়-শাট্যায়ন-হোমাদিবামদেব্যগানান্ত-উদীচ্য—কর্ম্ম-সমাপন করিবেন।

অনন্তর সন্ধ্যা সময়ে মাণবক সন্ধ্যা করিয়া, কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে "অগ্নে ত্বং শিখিনামা ভব" এইরূপে শিখিনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" এই মন্ত্র পাঠ করত ভূমিতে জানু রাখিয়া, উদকাঞ্জলি-সেক করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ ক্রমে সমিধ্ হোম করিবে, যথা,—একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া অপর একটী সমিধ্ লইয়া নিম্ন মন্ত্রে আহুতি দিবে, যথা— "প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা অগ্নৌ সমিদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্বৈব-মহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা।" পরে আর একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, কর্ম্মশেষোক্ত বিধানে অগ্নি-পর্য্যুক্ষণ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর-ক্রমে উদকাঞ্জলি-সেক করিবে। তৎপরে ব্রহ্মচারী কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভো ভবন্তমভিবাদয়ে" বলিয়া অভিবাদন করতঃ "ওঁ সমুখ" এইমন্ত্রে অগ্নির নিকটে

করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ত্রিকালব্যাপ্ত অন্ন জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জলপান করিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী-গৃহীত অন্ন "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া পাঁচবার ভক্ষণ করিয়া পাঁচবারই আহুতিশেষ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ভোজন সমাপ্ত হইলে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয় এক গণ্ডুষ জলপান করত আচমন করিবে *।

অথ সাবিত্রী-চরু-হোম।

উপনয়নের চতুর্থ দিবসে অথবা তৎপ্রতিনিধি আচার্য্য সমুদ্ভব-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া ব্রহ্ম স্থাপন পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ করিয়া চরু-পাকের জন্য কুলার উপর চাউল স্থাপন করিয়া ঐ চাউলে জলের অভ্যুক্ষণ করত উদূখলে চাউল লইয়া "ওঁ সবিত্রে ত্বা যুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া মুষলদ্বারা আঘাত করত, অমন্ত্রক আর দুইবার আঘাত করিয়া, সূর্পে তিনবার প্রস্ফোটন করিবে, পরে উক্ত তণ্ডুলগুলি তিনবার ধৌত করিয়া চরুস্থালীতে উত্তরাগ্রকুশময়পবিত্র স্থাপন করিয়া উক্ত তণ্ডুল দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ জল দিয়া চরুপাক শেষ করিবে। পরে চরু মধ্যে দুইবার ঘৃতধারা দিয়া পূর্ব্বাদি দিক্‌চিহ্নিত চরু অবতরণ করত: উত্তরভাগে কুশের উপরে স্থাপন করিবে; পরে উহার মধ্যে

* শিখিনামক বহ্নিস্থাপন হইতে বহ্নি বিসর্জ্জনান্ত কার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে করিবে এবং যাবজ্জীবন এই নিয়মে ভোজন করিবে।

ঘৃতধারা দিবে। উৎপরে তুষ্ণিজপাদি শ্রুবসংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপনান্তে অগ্নির পশ্চিমস্থ আস্তরণকুশের উপরে প্রথমে ঘৃত পরে চরু স্থাপন করিয়া অঞ্জলিস্থ জল সেক করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা (৪৫৭ পৃঃ) সমাপনান্তে অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে চরু-মধ্যে ঘৃত-শ্রুব দিয়া মেক্ষণ দ্বারা একবার অন্নগ্রহণ করিয়া "ওঁ সবিত্রে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে চরু আহুতি দিবে। পরে মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতিহোম-সমাপনান্তে অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণীয় শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্য-গানান্ত (৪৬৬ পৃঃ দেখ) উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। যদি পিতাই আচার্য্য হন, তবে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

অথ সমাবর্ত্তন।*

উপনয়নের পর গুরুগৃহে যথারীতি বেদাধ্যয়ন শেষ হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তন করিতে হয়।

সমাবর্ত্তন দিনে আচার্য্য "অগ্নে ত্বং তেজোনাম্না ভব" এইরূপ

---

* উপনয়নে "অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং" বলিয়া যে বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছিল, ঐ নিয়মে ব্রহ্মচর্য্যসহকারে দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। পরে গুরুর কৃপায় পাঠ শেষ হইলে, যিনি গৃহস্থ-ধর্ম্ম প্রতিপালনেচ্ছু তিনি "সমাবর্ত্তন" অর্থাৎ সম্যক্ প্রকার আবর্ত্তন (ফিরিয়া আসা) করিয়া দার পরিগ্রহ করিবেন; "অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহং" ইহাই

নামকরণ করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত সাধারণ কুশণ্ডিকা § করতঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। পরে মাণবককে নিজের দক্ষিণে রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাঁচবার ঘৃতাহুতি দিবে। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা। ১॥ প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা। ২॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা। ৩॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা। ৪॥ প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা

সমাবর্ত্তনের তাৎপর্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানকালের দুর্ব্বল অধিকারী আমরা—তাদৃশ নিয়মের অধিকার আমাদের নাই—তাই সমাবর্ত্তন ঐ ভাবে না হইলেও কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে, এইজন্য বর্ত্তমানকালে উপনয়ন দিনেই সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে।

§ এক দিনে চূড়া, উপনয়ন, সাবিত্রী চরুহোম, সমাবর্ত্তন স্থলে একবার মাত্র বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা করিয়া তত্তৎ কার্য্যে বিহিত অগ্নির নামকরণ করত প্রকৃত কার্য্যের হোমাদি করিবে এবং উদীচ্য কর্ম্ম ও সকল কার্য্যের শেষে একবারমাত্র করিলেই হইতে পারে।

সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা। ৫।

পরে মানবক পূর্ব্বমুখী হইয়া উত্তর-মুখোপবিষ্ট আচার্য্যের বামদিকে উত্তরাগ্র কুশোপরি উপবেশন করিবে। অনন্তর আচার্য্যকর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচারী যব, মাষ, মুদ্গ প্রভৃতি ওষধি যুক্ত চন্দনাদিদ্বারা সুগন্ধীকৃত পাত্রান্তরস্থিত শীতল ও উষ্ণ জলদ্বারা অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অঞ্জলিস্থ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতিঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেহপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্য মনোকো মনোহাঃ খলো বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা অতি তান্ সৃজামি॥" পুনরপি পূর্ব্ববৎ জলাঞ্জলি লইয়া ভূমিতে ত্যাগ করিবে। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতিঋষির্নির্ঋতিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহপাং ঘোরক্রূরাশান্তরূপাণি দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলি-ত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরং যদপামশান্তমতিতৎ সৃজামি॥" পরে মানবক পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি আপন মস্তকে দিবে। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতিঋষীরোচনোহগ্নির্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিযোগঃ। ওঁ যে রোচনস্তামিহ গৃহ্ণামি তেনাহং মামভিষিঞ্চামি।" পুনরপি ঐরূপ করিয়া অঞ্জলি পূরণ ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিজ শরীরে অভিষেক করিবে,—"প্রজাপতিঋষী রোচনোহগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিযোগঃ। ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায় বলায় ইন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায় অন্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্যায়াপচিত্যৈ॥" পুনরপি অঞ্জলিপূর্ণজল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে ঐরূপ নিজশরীরে অভিষেক করিবে। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতিঋষিঃ ককুভো মহাপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো হবিষ্মৌ

দেবতে সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন শ্রিয়মকৃণুতং যেনাপা মৃষতং সুরাং যেনাক্ষানভ্যবিষিঞ্চতং যেনেমাং পৃথিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনা যশস্তেন, মামভিবিষিঞ্চতং॥” পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ জলাঞ্জলি লইয়া অমন্ত্রক আপন মস্তকে অভিষেক করিবে। অতঃপর, ব্রহ্মচারী সূর্য্যের দিকে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে, যথা,—“প্রজাপতি-ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রোমরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ব্বাত্বাবিশাম্যাবিশ।১॥ প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো-মরুদ্ভিরস্থাৎ সাস্তপনেভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বা-ত্বাবিশাম্যাবিশ।২॥ প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা আদি-ত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ং যাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বাত্বাবিশা-ম্যাবিশ।৩॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্মন্তবে পাপ্মানং জহি সোমস্বা রাজা অবতু নমস্তেহস্তু মা মাং হিংসীঃ।৪॥” অনন্তর ব্রহ্মচারী নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত দেহের নিম্নদেশ দিয়া মেখলা মোচন করিবে। মন্ত্র যথা,—“শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণো দেবতা মেখলামোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোহদিতয়ে স্যাম।”

তৎপরে আচার্য্য বিল্বদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিবেন।

তৎপরে ব্রহ্মচারী নিম্ন-মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত-দ্বয় ধারণ করত কৃষ্ণসার-যুক্ত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে এবং কালান্তরে যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হইলে শোধন করিয়া নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতিঋষির্যজ্ঞোপবীতং দেবতা সমাবর্ত্তনে যজ্ঞোপবীত-দ্বয়-পরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনহ্যামি।"

পরে অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া পরবর্ত্তিমন্ত্রে মস্তকে মাল্য বন্ধন করিবে। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতিঋষিঃ শ্রীর্দেবতা স্রগ্বন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।" পরে নিম্ন-মন্ত্রে চর্ম্মপাদুকা-যুগল পরিধান করিবে। যথা—"প্রজাপতিঋষিরুপানহৌ দেবতে উপানৎপরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেত্র্যৌ স্থো নয়তং মাং।" অনন্তর স্বপ্রমাণ বংশদণ্ড লইয়া ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র পড়িবে,—"প্রজাপতিঋষির্দণ্ডো দেবতা দণ্ড গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গন্ধর্ব্বোঽস্যুপ মা অব। এই সময় কৃষ্ণসারাজিন যুক্ত যজ্ঞোপবীত ও মেখলা উক্ত দণ্ডের অগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকট যাইয়া আচার্য্যকে দর্শন করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র পড়িবে, যথা—"প্রজাপতিঋষিরাচার্য্যপরিষদৌ দেবতে আচার্য্যপরিষদ্বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসং।" অনন্তর ব্রহ্মচারী দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলীদ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিয়া প্রাণবায়ু-স্পর্শ করত মন্ত্র পড়িবে, যথা—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখ-প্রাণ-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তপরিমিতঃ পবিরন্তর্জিহ্বে। মা বিহ্বলো বাচং চারুমাদ্যেহ বাদয়।" পরে আচার্য্য গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিবেন। পরে ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র পড়িবেন,—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো রথো

দেবতা রথাভিমর্ষণারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বনস্পতে বীড়ঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোসি বীড়য়স্ব।”

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। যথা—“প্রজাপতি-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো রথো দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আস্থাতা তে জয়তু ক্ষেত্রাণি। পরে আচার্য্য অর্ঘ্য বা গন্ধপুষ্প দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবেন।

অথ যজুর্ব্বেদীয়-বিবাহ।

স্মৃতি ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত শুভদিনে বর ও কন্যার পিতা নিত্যকৃত্য শেষ করত গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিবেন। পরে বিবাহ-লগ্ন উপস্থিত হইলে বর ও কন্যাদাতা স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিবেন; পরে উভয়ে গণেশাদি দেবতাকে গন্ধপুষ্প দিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা জামাতৃবরণার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবেন। যথা,—“ওঁ সাধু ভবানাস্তাং।” জামাতা—“ওঁ সাধ্বহমাসে।” সম্প্রদাতা—“ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।” জামাতা—“ওঁ অর্চ্চয়।” অতঃপর সম্প্রদাতা জামাতার হস্তে নববস্ত্র ও যজ্ঞোপবীতাদি প্রদান করিবেন। (এই সময় জামাতা বস্ত্রাদি পরিধান করিবেন)। অনন্তর সম্প্রদাতা দক্ষিণ-হস্তে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ করত পাঠ করিবেন। যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ

প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং, অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং বরং। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেব শর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যাভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহায় দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।"

জামাতা—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" সম্প্রদাতা—"ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু।" জামাতা—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।"

এই সময়ে স্ত্রী আচার করিতে হয়, পরে বর ও কন্যাকে বিবাহস্থানে আনিয়া কন্যাকে পশ্চিমমুখে (দেশভেদে উত্তরমুখে) বিচিত্র-আসনে বসাইবেন, বরও বিচিত্র-পীঠে পূর্ব্বমুখে বসিবেন। পরে সম্প্রদাতা কুশনির্ম্মিতবিষ্টর লইয়া জামাতার হস্তে দিবেন। মন্ত্র যথা,—'ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং।" "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া জামাতা বিষ্টর গ্রহণ করত "ওঁ বর্ষ্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্টর নিজের দক্ষিণ পদের নীচে পাতিয়া দিবেন এবং সম্প্রদাতা অপর একটী বিষ্টর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমন্ত্রে বরের হস্তে প্রদান করিলে, জামাতা পূর্ব্বমন্ত্রে গ্রহণ করিয়া বামপদের নীচে রাখিবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং বলিয়া জামাতাকে পাদ্য প্রদান করিবেন। জামাতা "ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া পাদ্য গ্রহণ করত তাহা ভূমিতে রাখিয়া একটু জল অঙ্গুলিতে লইয়া "ওঁ বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহ-মশীয় ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজো দোহঃ।" এই মন্ত্র পাঠ

করিয়া দক্ষিণ-পাদে দিবেন। * দাতা পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্রে পাদ্য দান করিবেন এবং জামাতা পূর্ব্ব মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বাম-পাদে পাদ্য দান করিবেন। †

অনন্তর কন্যাদাতা অর্ঘ গ্রহণ করত,—"ওঁ অর্ঘোঽর্ঘোঽর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাং।" এই বলিয়া জামাতার হস্তে দিবেন। পরে জামাতা "অর্ঘং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া অর্ঘ গ্রহণ করত "ওঁ আপঃ স্থাযুষ্মাভিঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নবানি।" এই মন্ত্রে মস্তকোপরি অর্ঘ দিয়া সেই অর্ঘজল ত্যাগ করত মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভীচ্ছত। অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপয়ঃ।" পরে দাতা আচমনীয় জল লইয়া "ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।" এই মন্ত্রে বরের হস্তে আচমনীয় জল দিলে, জামাতা "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি বলিয়া, আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবেন, যথা—

"ওঁ আমাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চ্চসা তং মা কুরু। প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টং তনূনাম্।"

অতঃপর কন্যাদাতা কাংস্য-পাত্রস্থিত মধুপর্ক নিম্ন বাক্যে বরের হস্তে প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং।" জামাতা—"ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া, মধুপর্ক লইয়া—"ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে।" বলিয়া মধুপর্ক দর্শন করিয়া,—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তমাদদে।"

* শূদ্র বামপাদে দিবে।

† শূদ্র দক্ষিণপাদে দিবে।

এই বলিয়া মধুপর্ক বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহা আলোড়ন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ নমস্ত্যা বাস্থায়াম্নশনে যৎ ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্কৃন্তামি।" অতঃপর তিনবার অমন্ত্রক ভূমিতে কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া পরে—"ওঁ যন্মধুনো মধব্যং পরমং রূপমন্নাদ্যং তেনাহং মধুনোমধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽসানি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার ঘ্রাণ লইবেন। পরে বর আচমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবেন। যথা—"ওঁ বাঙ্ম আস্যেঽস্তু" বলিয়া মুখ। "ওঁ নসোঃ প্রাণো মেঽস্তু"—নাসিকা। "ওঁ অক্ষোর্মে চক্ষুরস্তু"—চক্ষুর্দ্বয়। "ওঁ কর্ণয়োর্মে শ্রোত্রমস্তু"—কর্ণদ্বয়। "ওঁ বাহ্বোর্মে বলমস্তু"—বাহুদ্বয়। "ওঁ ঊর্ব্বোর্মে ওজোঽস্তু"—ঊরুদ্বয়। "ওঁ অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনূস্তন্বা মে সহ সন্তু" বলিয়া মস্তকাদি পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন। এই সময়ে কন্যাদাতা একটী গো স্থাপন করিবেন। অতঃপর নাপিত "গৌঃ গৌঃ গৌঃ" বলিলে জামাতা নিম্নমন্ত্রে গোমোচন করিবেন, যথা,—"ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রনু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট মম চামুষ্য চ পাপ্মা হত সমুৎসৃজতু তৃণান্যত্তু।"

§ এই সময়ে বর স্থণ্ডিল করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে যোজকনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার ধ্যান, আবাহন ও

§ যে দেশে রাত্রিতেই অগ্নিস্থাপন করিয়া সম্প্রদানের ব্যবহার আছে, সেই দেশে উল্লিখিত ক্রমে বহ্নি স্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিবেন। যাঁহাদের পরদিনে কুশণ্ডিকা হয়, তাঁহারা সম্প্রদানে

অর্চ্চনা করিবেন। পরে জামাতা, কন্যাকে বস্ত্র পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা.—

"ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তি পাবা। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা রয়িঞ্চ পুত্রাননুসংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।" অনন্তর নিম্নমন্ত্রে কন্যাকে উত্তরীয় পরাইবে, মন্ত্র যথা—
"ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেবীস্তন্তূনভিতোঽততন্থ। তাস্ত্বা দেবীর্জ্জরসে সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।"

পরে কন্যাদাতা কন্যাকে পশ্চিমাভিমুখে বসাইয়া কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা, কন্যা ও বরকে "ওঁ সমী ভবেথাম্" এই বাক্য বলিয়া বর-কন্যার মুখাবলোকন করাইলে, বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা, —

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবা সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।" অনন্তর কুশদ্বারা বর ও কন্যার দক্ষিণ হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া "ওঁ এতস্যৈ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ।" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানায় বরায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবেন। পরে বরকন্যাকে প্রোক্ষণপূর্ব্বক, তিল, কুশ ও জল গ্রহণ করত নিম্নোক্ত সম্প্রদান বাক্য পাঠ করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে

শেষ করিয়া বর কন্যাকে ঘরে লইয়া যাইবেন ও পরদিন কুশণ্ডিকা করিবেন।

পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ * অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায়। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যাভিধানাং কন্যাং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকদেব্যাভিধানাং কন্যাং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকী দেব্যাভিধানাং কন্যাং সালঙ্কৃতাং বাসোযুগ্মাচ্ছাদিতাং প্রজাপতিদৈবতাকামিমাং সম্প্রদদে।"

* অন্য কামনা থাকিলে তাহার উল্লেখ করিবেন।

এই মন্ত্রে বরের হস্তে জল দিবেন, বর "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গায়ত্রীপাঠ করিবেন। তৎপরে দাতা—"ওঁ কন্তেয়ং প্রজাপতি-দেবতাকা" এই কথা বলিলে বর কামস্তুতি পাঠ করিবেন। যথা,—

ওঁ কোঽদাৎ কস্মাঽদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে তব কাম সতা ভুক্ষানহৈ। ওঁ দ্যৌস্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু।"

অতঃপর অন্য কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক হস্তলেপদ্রব্য দ্বারা বধূ ও বর উভয়ের হস্তে লেপ প্রদান করিবেন। *

অথ যজুর্ব্বেদীয়-বিবাহ হোম।

যজুর্ব্বেদোক্ত সামান্য-কুশণ্ডিকা § করিয়া বর, বধূর ধারণ করতঃ অগ্নির পশ্চিমে গমন করিয়া পাঠ করিবেন যথা—

"ওঁ যদৈষি মনসা দূরং, দিশো হু পবমানো বা হিরণ্যবর্ণো বৈকর্ণঃ সত্বা মনসা করোমি শ্রীঅমুকি-দেবি।" ‡

পরে কন্যার পিতা উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন। ওঁ

* একমাষা পরিমিত বলা, ময়ূরশিখা, অপরাজিতা, শুলফা, ত্রিপুরমালীপুষ্প, যক্ষধূপ, মোম, কুঙ্কুম, চন্দন, কুঁচ, কর্পূর, মদন-কোষ, মধুপুষ্প, কাকোলীলতা, কস্তুরী, জায়ফল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী মেদ, মহামেদ, জীবক, বাসক ও ঘৃত দ্বারা, বর ও কন্যার হস্তদ্বয়ে লেপ প্রদান করিয়া, উভয়ের হস্ত একত্র করত কুশবেণী দ্বারা বন্ধন করিবেন।

§ উত্তর-কুশণ্ডিকা, বিবাহ-হোমের শেষে কর্ত্তব্য।

‡ বধূ-নাম।

অন্যোহন্যং সমীক্ষেথাং" পরে বরকন্যার পরস্পর মুখাবলোকন হইলে বর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ অঘোর চক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে। সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরস্তৃতীয়োহগ্নি ষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ সোমোহদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোহদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং সা নঃ পূষা শিবতমা মৈরয়ৎ সা ন উরূ উষতীবিহ যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেফং যস্যামু কামা বহবো নিবিষ্টৈ।"

জয়া-হোম,—ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা, (ইদং চিত্তায়)। ওঁ চিত্তিশ্চ স্বাহা, (ইদং চিত্ত্যৈ)। ওঁ আকূতঞ্চ স্বাহা, (ইদমাকূতায়)। ওঁ আকূতিশ্চ স্বাহা, (ইদমাকূতয়ে)। ওঁ বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা, (ইদং বিজ্ঞাতায়)। ওঁ মনশ্চ স্বাহা, (ইদং মনসে)। ওঁ শক্করী চ স্বাহা, (ইদং শক্কর্য্যৈ)। ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা, (ইদং দর্শায়)। ওঁ পৌর্ণমাসশ্চ স্বাহা, (ইদং পৌর্ণমাসায়)। ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা, (ইদং বৃহতে)। ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা, (ইদং রথন্তরায়)। ওঁ প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণে প্রাযচ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জয়েষু। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্ব্বাঃ স উগ্রঃ স হি হব্যো বভূব স্বাহা, (ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানামধিপতয়ে)।

অষ্টাদশাহুতি,—ওঁ অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে)॥ ১॥ ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদমিন্দ্রায় জ্যৈষ্ঠানামধিপতয়ে)। ওঁ যমঃ পৃথিব্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্

ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং যমায় পৃথিব্যানামধিপতয়ে)। ২॥ ওঁ বায়ুরন্তরীক্ষাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং বায়বে অন্তরীক্ষস্যাধিপতয়ে) ॥ ৩॥ ওঁ সূর্য্যো দিবোঽধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে) ॥ ৪॥ ওঁ চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধিপতয়ে) ॥ ৫॥ ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণোঽধিপতয়ে)॥ ৬॥ ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে)॥ ৭॥ ওঁ বরুণোঽপামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং বরুণায় অপামধিপতয়ে)॥ ৮॥ ওঁ সমুদ্রঃ স্রোতসামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা (ইদং সমুদ্রায় স্রোতসামধিপতয়ে)। ৯॥ ওঁ অন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিস্তন্মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদমন্নায় সাম্রাজ্যানামধিপতয়ে)। ১০॥ ওঁ সোম ওষধীনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং সোমায় ওষধীনামধিপতয়ে।

১১॥ ওঁ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে)। ১২॥ ওঁ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপতয়ে)॥ ১৩॥ ওঁ ত্বষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং ত্বষ্ট্রে রূপাণামধিপতয়ে)। ১৪॥ ওঁ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং বিষ্ণবে পর্ব্বতানামধিপতয়ে)। ১৫॥ ওঁ মরুতো গণানামধিপতয়ঃ তে মাবন্ত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং মরুদ্ভ্যো গণানামধিপতিভ্যঃ) ।১৬॥ ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে ততাস্ততামহাস্তে ইহ মামবন্ত্বস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্মিন্ দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেভ্যোঽবরেভ্যস্ততামহেভ্যঃ)। ১৭॥ ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘন্নরোদাৎ স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে ॥ ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা। ওঁ স্বস্তিনোঽগ্নে দিব্যা পৃথিব্যা বিশ্বানিধেহ্যযথা যজত্র যদস্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তস্মাদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা। (ইদং বৈশ্বদেবায়)

সুগং নু পন্থাঃ প্রদিশন্ন এধি। জ্যোতিষ্মদ্ধ্যেহ্যজরন্ন আয়ুঃ।

অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্‌বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতু নঃ স্বাহা। (ইদং বৈবস্বতায়)॥ ওঁ পরং মৃত্যোঽনুপরেহি পন্থা যস্তেহন্ত ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা। (ইদং মৃত্যবে)॥

অনন্তর বধূর ভ্রাতা কিংবা অন্য কেহ শমীপত্র-মিশ্রিত লাজ (খৈ) সূর্পে চারিভাগ করত বর কন্যার একীকৃত অঞ্জলিতে আজ্যধারা দিয়া এক ভাগ লাজ বধূর অঞ্জলিতে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতধারা দিলে বর, বধূর সহিত উত্থিত হইয়া নিম্ন-মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবেন, যথা—"ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যাগ্নি-মযক্ষত স নোঽর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা।— (ইদমর্য্যম্নে)। ১॥ ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা। (ইদমর্য্যম্নে)। ২॥ ওঁ ইমান লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণাংস্তব॥ মম তুভ্যং চ সম্বননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ং স্বাহা। (ইদমর্য্যম্নে)। ৩॥ পরে বর, কন্যার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া নিম্ন-মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সং। ভগোঽর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্য সোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।"

অতঃপর বর, বধূকে দক্ষিণ পদদ্বারা শিলাতে আরোহণ করাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"ওঁ আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অভিতিষ্ঠ পৃতন্যো-তোহবধস্ব পৃতনায়তঃ।"

বর, কন্যাকে শিলার উপরে আরোহণ করাইয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ সরস্বতী প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতি, যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রগায়ামস্যাগ্রতঃ। যস্যাং ভূতং সমভবদ্যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ। তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ॥"

পরে বধূর সহিত বর অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন—

"ওঁ তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো যায়াদগ্নেপ্রজয়া সহ।"

তৎপরে বধূর ভ্রাতা বা অন্য কেহ ঘৃতসহ খৈ বধূর অঞ্জলিতে দিবে, পরে বর, নিম্নমন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপান্তিকা। আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)।"

পরে পূর্ব্বোক্ত মতে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া হোম করিবেন, মন্ত্র যথা,—

"ওঁ ইমান্ লাজান্ বপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণাং তব। মম তুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ং স্বাহা।"

পরে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন।

অতঃপর পূর্ব্বাবশিষ্ট চতুর্থ লাজভাগ শূর্পকোণ যোগে, "ওঁ ভগায় স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া,—"ইদং ভগায়" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন।

তৎপরে বর, প্রাজাপত্য হোম করিবেন,—যথা "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা (ইদং প্রজাপতয়ে.)। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে)।" অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে সাতটী মণ্ডলে নিম্নলিখিত এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যার দক্ষিণপদে গমন করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ১॥ ওঁ দ্বে ঊর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ২॥ ওঁ ত্রীণি রায়স্পোশায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৩॥ ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৪॥ ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৫॥ ওঁ ষড়ৃতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৬॥ ওঁ সখে সপ্তপদা ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৭॥

অনন্তর বর, বন্ধুর হস্তস্থিত কুম্ভস্থ জল-দ্বারা নিম্ন মন্ত্রে বধূর অভিষেক করিবেন। যথা—"ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজং।"

"ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তান ঊর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে।"

তৎপরে নিম্ন-মন্ত্রে বর, বধূকে সূর্য্য-দর্শন করাইবেন। "ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।"

অনন্তর বর স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা পত্নীর দক্ষিণ-স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া হৃদয়স্পর্শ করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং।"

পরে নিম্নমন্ত্রে পত্নীকে অভিমন্ত্রিত করিবেন, —"ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেত ন।"

অতঃপর অগ্নির উত্তরদিকে কোন গুপ্তস্থানে কোন সমর্থ-পুরুষ

কন্যাকে রক্তবর্ণ চর্ম্মোপরি উপবেশন করাইলে বর, তথায় উপবেশন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ ইহ গাবো নিষীদন্ত্বিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ। ইহ সহস্রদক্ষিণোযজ্ঞ ইহ পূষা নিষীদতু।"

তৎপরে বর, স্বিষ্টিকৃৎহোম করিবেন। যথা "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে)।

পরে আচমন করত নিম্ন মন্ত্রে বধূকে ধ্রুবদর্শন করাইবেন। যথা,—"ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যাময়ি মহ্যং। ত্বাদাদ্বৃহস্পতির্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতং" ।॰ কন্যা "পশ্যামি" বলিবে।

অথ চতুর্থী-হোম।

বর "অগ্নে ত্বং শিখিনামাসি"—বলিয়া শিখি-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া মহাব্যাহৃতি-হোম করিবেন। পরে পাঁচটি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। যথা,—"ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)। ১॥ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ প্রজাঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। (ইদং বায়বে)। ২॥ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পশুঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। (ইদং সূর্য্যায়)। ৩॥ ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ গৃহঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। (ইদং চন্দ্রায়)। ৪॥ ওঁ গন্ধর্ব্ব

প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি ধাস্যৈ যশোঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। (ইদং গন্ধর্ব্বায়)" ৮৫॥

অনন্তর যথাবিধি চরুপাক * করিয়া—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। (ইদং প্রজাপতয়ে)॥" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া পূর্ব্বস্থাপিত আহুতিশেষ-জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে কন্যাকে অভিষিক্ত করিবেন, যথা—"ওঁ যা তে পতিঘ্নী প্রজাঘ্নী পশুঘ্নী গৃহঘ্নী যশোঘ্নী নিন্দিতা তনুর্জ্জারঘ্নীং তামেনাং করোমি সা জীর্য্য ত্বং ময়া সহ শ্রীঅমুকি দেবি।" †

অতঃপর কন্যা, চরুর ঘ্রাণ লইলে বর, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন, "ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচা ত্বচং।" অনন্তর স্থালী হইতে চরু লইয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিয়া "ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" এই বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন।

পরে কুশণ্ডিকোক্তবিধানে মহাব্যাহৃতি-হোমাদি ব্রহ্মদক্ষিণান্ত কার্য্য সমাপন করিয়া বর, শান্তি করিয়া শান্তিজলদ্বারা নিজেকে ও বধূকে অভিষিক্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-হোম।

অথ গর্ভাধান।

বিহিত-দিনে পূর্ব্বাহ্নে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজাদি করিয়া পতি, পত্নীকে স্বকীয় বামপার্শ্বে

---

* চরুপাকের ব্যবহার সর্ব্বত্র নাই।

† সম্বোধনান্তে বধূর নাম বলিবে।

উপবেশন করাইয়া তাহার দক্ষিণ-স্কন্ধের উপর দিয়া হস্তদ্বারা হৃদয়দেশ স্পর্শপূর্ব্বক "ওঁ পূষা ভগং তে সবিতা দধাতু রুদ্রকল্পতাং যে কল্পয়তু সাবধং ত্বষ্টা রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো দধাতু। ওঁ গর্ভং ধেহি সীনিবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বা ধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।" তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে শোধিত পঞ্চগব্য ভক্ষণ করাইবেন। যথা,—

"ওঁ রেতোঽমৃতং বিজহাতি যোনিং প্রবিশদিন্দ্রিয়ং। গর্ভো জরায়ুণা বৃত উল্বং জহাতি জন্মনা। ওঁ যত্তে সুসীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।"

অথ নামকরণ।

বিহিত কালে পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুভসময়ে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণের তৃপ্তি-সাধনের জন্য তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। যথা—

"অদ্যেত্যাদি মদীয়াভিনবজাত-কুমারস্য নামকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভব বেদগোত্রশাখানামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং ভক্ষ্যোপায়িকমহমুৎসৃজে।"

অনন্তর কুশাসনে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত পত্নীকে আপনার বামভাগে বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে গোরোচনা-কুঙ্কুম-ভূষিত-কুমারকে অর্পণ করিয়া, আচারবশতঃ জলপূর্ণঘটে গণপতি, নবগ্রহ ও দিক্পালের পূজা করিয়া দুইটী ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া খড়িদ্বারা প্রস্তরে

রেখা অঙ্কিত করত সমুজ্জল রেখা ও সমুজ্জল দীপকে নামরূপে কল্পনা করিয়া কুমারের দক্ষিণকর্ণে—"শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাসি" এই নাম বলিবেন। কন্যা হইলে বামকর্ণে—"শ্রীঅমুকী দেব্যসি।" এই নাম বলিবেন।

অনন্তর শান্তি-জলদ্বারা কুমারকে অভিষিক্ত করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। ইতি নামকরণ।

অথ অন্নপ্রাশন।

স্মৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তকালে শুভদিনে পিতা, নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া কুশণ্ডিকা শেষ করত প্রোক্ষণী-পাত্রে পবিত্র প্রদানপূর্ব্বক প্রোক্ষণীজলদ্বারা সর্ব্বদ্রব্য প্রোক্ষিত করিয়া প্রোক্ষণী-পাত্র স্বস্থানে স্থাপন করিবেন।

তৎপরে চরু-পাক করিবেন, যথা.—"ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি" বলিয়া তণ্ডুল গ্রহণপূর্ব্বক—"ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া ঐ চাউল উদূখলে স্থাপন, তদনন্তর মুষল দ্বারা আঘাত করিয়া শূর্প (কুলা) দ্বারা ঝাড়িয়া,—"ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।" বলিয়া, প্রক্ষালন করত চরুস্থালীতে তণ্ডুল ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া চরুপাক করিবেন।

পরে আজ্যসংস্কারাদি আঘারাজ্যভাগ-হোমপর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা করিয়া ব্রহ্মসংলগ্ন কুশ পরিত্যাগ করিবেন। পরে "অগ্নে ত্বং শুচির্নামাসি"—এই ক্রমে অগ্নির নামকরণ আবাহনাদি করিয়া পূজা করত ঘৃতদ্বারা হোম করিবেন। যথা,—

"ওঁ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। সা নো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্ব্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈতু নঃ স্বাহা। [ইদং বাচে]। ওঁ বাজো নোহদ্য প্রসুবাতি দানং বাজো দেবান্ ঋতুভিঃ কল্পয়তি। বাজো হি মা সর্ব্ববীরং চকার সর্ব্বা আশা বাজপতির্জ্জয়েয়ং স্বাহা। [ইদং বাচে]॥" পুনরপি উক্ত দুইটী মন্ত্রদ্বারা একবার আহুতি দিবেন। পরে চরু গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা হোম করিবেন যথা—

"ওঁ প্রাণেণান্নমশীয় স্বাহা। [ইদং প্রাণায়]"। "ওঁ অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা। [ইদং অপানায়]। "ওঁ চক্ষুষা রূপাণ্যশীয় স্বাহা। [ইদং চক্ষুষে]"। "ওঁ শ্রোত্রেণ যশোহশীয় স্বাহা [ইদং শ্রোত্রায়]॥" "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। [ইদমগ্নয়েস্বিষ্টিকৃতে]।"

অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে মহাব্যাহৃতি-হোম ও প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া, "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। [ইদং প্রজাপতয়ে]।" এই মন্ত্রে হোম করিয়া ব্রহ্ম-দাক্ষিণা করিবেন। অনন্তর কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়ন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্ন প্রাশন করাইবেন। *

যথা—অন্ন দুইটী পাত্রে পরিবেশন করিয়া, একটী নান্দাদির জন্য ও একটী বালকের জন্য রাখিয়া তৎপরে "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে গণ্ডূষজলপান করাইয়া,—"ওঁ প্রাণায় স্বাহা; ওঁ সমানায় স্বাহা; ওঁ উদানায় স্বাহা; ওঁ ব্যানায় স্বাহা; বলিয়া মুখে অন্নস্পর্শ করাইয়া মাটিতে ক্ষেপণ করিবেন। পরে কিঞ্চিৎ অন্নগ্রহণপূর্ব্বক নিম্নমন্ত্রে প্রাশন করাইবেন।

"ওঁ অন্নপতেহন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রদাতারন্তারিষ

* শূদ্রাদির পক্ষে বিনা মন্ত্রে অন্নপ্রাশন করাইতে হয়।

উর্জ্জয়ো ধেহি দ্বিপদেশ্চতুষ্পদে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা।" অন্নপ্রাশন হইলে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন, "ওঁ ইহস্ত"।

অতঃপর শান্তিকর্ম্ম, দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি যথানিয়মে সম্পন্ন করিবেন এবং আচার বশতঃ বালককে সুবর্ণ, ধান্য ও মৃত্তিকাদি প্রদান করত মাতৃ-অঙ্কে প্রদান করিবেন। দেয়দ্রব্যের মধ্যে যাহা বালক অগ্রে ধরিবে, তাহাই বালকের জীবনের প্রধান অবলম্বন জানিবেন।

অথ চূড়াকরণ।

পিতা, নিবন্ধোক্ত-কালে শুভ-দিবসে নিত্যকর্ম্ম-সমাপনপূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-সম্পাদন করিয়া তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণ শ্চূড়াকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো-ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং ভূয়্যোপায়িকমন্নমহমুৎসৃজে।" তদনন্তর যথাশক্তি তাম্বুলাদি দক্ষিণা দিবেন।

অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া উষ্ণজল, শীতলজল, নবনীত পিণ্ড, তিনটী শ্বেত-সেজাকর কাঁটা, নয়টা কুশগুচ্ছ (তিনটী কুশপত্র দ্বারা প্রত্যেকটী প্রস্তুত) তাম্র, ক্ষুর, নূতনসরাবে বৃষগোময় স্থাপন করিবেন। তৎপরে মাতা নূতনবস্ত্রপরিহিত-কুমারকে লইয়া অগ্নির উত্তরে উপবেশন করিবেন। পরে পূজা করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণান্ত কুশণ্ডিকা (৪৭১ পৃষ্ঠা দেখুন) করিবেন।

অতঃপরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া শীতলজলের সহিত উষ্ণজল মিশ্রিত করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহ্যদিতে কেশান্ বপ।"

পরে ঐ জলের মধ্যে পূর্ব্বাসাদিত নবনীত-পিণ্ড ফেলিয়া ঐ জল দ্বারা নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ শিরঃপার্শ্ব আর্দ্র করিবেন, মন্ত্র যথা,—"ওঁ সবিত্রা প্রসূতা দেব্য আপ উন্দন্ত তে তনুং দীর্ঘায়ুষ্টায় বর্চ্চসে।"

অনন্তর তিনটী সেজারু-কাঁটাদ্বারা কেশ-সংযম করিয়া পূর্ব্ব-গৃহীত-তিনটী কুশপত্র, নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া কেশে সংযোজিত করিবেন, মন্ত্র যথা,—

"ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" অতঃপর নিম্নমন্ত্রে তাম্রক্ষুর গ্রহণ করিয়া কুশ যুক্ত-কেশে সংস্থাপিত করিবেন। যথা,—

"ওঁ শিরো নামাসি স্বধিতেস্তে পিতা নমস্তেহস্ত মা মা-হিংসীঃ। ওঁ নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেহন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায়।"

তৎপরে লৌহক্ষুর দ্বারা নিম্নোক্ত-মন্ত্র পাঠ করত সকুশ-কেশ ছেদন করিয়া কুশসহ ঐ কেশ কুমারের উত্তরদিকে স্থাপিত-বৃষ-গোময়োপরি স্থাপন করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে বপামি ব্রহ্মণো বপতীদমাস্তায়ুষ্মাং জরদষ্টির্যথাসৎ।"

উক্ত-বিধানক্রমে মস্তকের কেশ জলদ্বারা স্রক্ষণ, কুশ সংযোজন ও তিনবার ছেদন করিয়া সরাবস্থ গোময়-পিণ্ডে রাখিবেন।

মস্তকের পশ্চিমদিকস্থিত সকুশ-কেশগুচ্ছ নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া ছেদন করিবেন।

যথা,—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ষম। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ষং। ওঁ তত্তেহস্তু ত্র্যায়ুষং।

মস্তকের উত্তরদিক্‌স্থিত সুকুশ-কেশগুচ্ছ নিম্নমন্ত্রে ছেদন করিবেন। যথা,—

"ওঁ যেন ভূরিশ্চরা দিবং জ্যোক্‌ পশ্চাদগ্নিমূর্য্যাং। তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।" পরে অমন্ত্রক দুইবার ছেদন করিতে হয়।

তৎপরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের উপর দক্ষিণাবর্ত্তে একবার এবং অমন্ত্রক দুইবার লৌহক্ষুর ভ্রমণ করাইবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মজ্জয়তা সুপেষসা বপ্তা বা বপতি কেশাংশ্ছিন্দি শিরো মাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।"

কেশ-সম্মুখে ক্ষুর ভ্রমণ করাইবার সময় উক্ত মন্ত্রস্থ "শিরো-মাস্যায়ুঃ" স্থলে "শিরোমুখমাস্যায়ুঃ" পাঠ করিবেন। পরে জলধারা সমস্ত মস্তক মার্জ্জন করিয়া "ওঁ অক্ষুণ্ণং পরিবপ।" বলিয়া, নাপিতের হস্তে ক্ষুর প্রদান করিবেন।

তৎপরে নাপিত মস্তক মুণ্ডন ও কর্ণবেধ করিবে। ঐ কেশাদি সমস্তই বৃষ গোময়-গর্ত্ত-সরাবে সংস্থাপন করিয়া মঙ্গলাচার সহকারে গোষ্ঠ, সরোবর কিম্বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর কুমারকে পুনরায় স্নান করাইয়া দিব্য-বস্ত্র পরিধাপনপূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করাইয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

অথ উপনয়ন।

গর্ভ হইতে অথবা জন্ম হইতে অষ্টম বর্ষে স্মৃতি জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত শুভদিনে পিতা, নিত্যক্রিয়াদি শেষ করিবেন। পরে গৌর্য্যাদি-

ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ * সমাপন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করত কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে অগ্নিস্থাপন করিবেন। তৎপরে কুমারকে মাল্যাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নির পশ্চিমে গুরুর নিকটে স্নান করাইয়া উপবেশন করাইবেন। তৎপরে গুরু, মাণবককে বলিবেন,—"ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামি।" মাণবক বলিবে,—"ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামি।" পুনর্ব্বার আচার্য্য বলিবেন,— "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানি।" মাণবক বলিবে,—"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানি।"

তৎপরে গুরু নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত পট্টবস্ত্র বা নববস্ত্র মাণবককে পরিধান করাইবেন। যথা,—

"ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্ব্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতম্। তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে।"

পরে প্রবরসংখ্যায় বিবেষ্টন-গ্রন্থিযুক্ত ত্রিগুণীকৃত মৌঞ্জীমেখলা লইয়া নিম্ন মন্ত্রে মাণবককে পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণা-প্রাণাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্।"

তৎপরে একটী ত্রিদণ্ডী-যজ্ঞসূত্র লইয়া মাণবকের গলে যজ্ঞোপবীত দিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।"

পরে অমন্ত্রক কৃষ্ণসার-চর্ম্মযুক্ত যজ্ঞোপবীত দিবেন। তৎপরে মাণবক নিম্নমন্ত্রে পলাশাদি-দণ্ড গ্রহণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

* একদিনে চূড়া উপনয়ন সমাবর্ত্তন করিতে হইলে একবার মাত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্ বৈহায়সোঽধিভূম্যাং তমহং পুনরাদদাম্যায়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়॥"

অনন্তর আচার্য্য ও মাণবক উভয়ে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া "ওঁ আপোহি ষ্ঠা ময়ো ভুব স্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে॥ ওঁ যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি ত্যাগ করতঃ আচার্য্য নিম্ন-মন্ত্র পাঠ করাইয়া কুমারকে সূর্য্য দেখাইবেন।

যথা,—"ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতং।"

পরে মাণবকের দক্ষিণ-স্কন্ধের উপরি দিয়া হস্ত দ্বারা মাণবকের হৃদয়দেশ স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন যথা,—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যম্।

পরে দক্ষিণ-হস্তদ্বারা মাণবককে স্পর্শ করিয়া আচার্য্য নাম জিজ্ঞাসা করিবেন—"ওঁ কো নামাসি?" মাণবক বলিবে-"শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ।" আচার্য্য পুনর্ব্বার বলিবেন, "কস্য ব্রহ্মচার্য্যাসি।" মাণবক বলিবে,—"ওঁ ভবতঃ।" পরে গুরু নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যাগ্নিরাচার্য্যস্তবাহমাচার্য্যস্তব শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" পরে আচার্য্য পাঠ করিবেন,—"ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি, দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি। অদ্ভ্যস্ত্বৌষধিভ্যস্ত্বা পরিদদামি। দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামি। বিশ্বেভ্য স্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ॥ সর্ব্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ॥"

অনন্তর মাণবক, অগ্নি প্রদক্ষিণ করতঃ আচার্য্যের উত্তরদিকে উপবিষ্ট হইলে—গুরু, অগ্নির দক্ষিণদেশে প্রাগগ্রকুশসহিত ব্রহ্মাসন আস্তৃত করিয়া—"ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্"। বলিয়া ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতাপ্রণয়ন করত একবার অচ্ছিন্ন-কুশদ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নিপরিস্তরণ করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনীয়দ্রব্য দক্ষিণাদি-ক্রমে স্থাপন করিবেন। যথা, -

পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, সম্মার্জ্জন-কুশত্রয়গাছ, উপযমনকুশ ত্রয়োদশ, সমিত্ত্রয়, স্রুব, ঘৃত, ব্রহ্মদক্ষিণার্থ-পূর্ণপাত্র ও তিনটী সমিধ্।

পরে পবিত্রচ্ছেদন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন, তদুপরি প্রণীতাজলদান, বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল গ্রহণ করতঃ প্রোক্ষণী-জলদ্বারা প্রোক্ষণীজল ও অন্যান্য পাত্রসমূহ প্রোক্ষণ করিয়া, প্রণীতার দক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। তদনন্তর সম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন করত তন্মধ্যে ঘৃত রাখিয়া প্রতপ্ত করতঃ প্রজ্বলিত-অগ্নি লইয়া আজ্যস্থালীকে তিনবার বেষ্টিত করিবেন, পরে সেই অগ্নি অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে স্রুব প্রতপ্ত করিয়া সম্মার্জ্জন-কুশদ্বারা মূল হইতে অগ্র এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন ও পুনঃ প্রতপ্ত করত স্রুব প্রোক্ষণীর উত্তরে স্থাপন করিবেন। পরে নিজের সম্মুখে আজ্যস্থালী অবতরণ করিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ পবিত্র গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ উত্তোলন-রূপ উৎপবন করিয়া আজ্য দর্শন করিবেন। তৎপরে বামহস্তদ্বারা প্রোক্ষণী জল ও উপযমনকুশ লইয়া উত্থিত হইয়া পূর্ব্বাসাদিত সমিধ তিনটী অগ্নিতে নিক্ষেপ

করিয়া উপবেশন করিবেন। পরে প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ পবিত্রসহ জল গ্রহণ করিবেন এবং সেই জলদ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবেন। পরে প্রণীতাপাত্রে পবিত্র স্থাপন করিয়া সংস্রবার্থ প্রোক্ষণীপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবেন।

অনন্তর অন্বারম্ভপূর্ব্বক স্রুব্ গ্রহণ করতঃ ঘৃতদ্বারা আঘার আজ্যভাগ হোম করিবেন। যথা,—

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ওঁ সোমায় স্বাহা—ইদং সোমায়।" প্রত্যাহুতির অন্তে স্রুবলগ্ন ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবেন। তদনন্তর অন্বারম্ভ ত্যাগ করিয়া সমুদ্ভব-নামক অগ্নির আবাহনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন, যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং স্বর্য্যায়।"

অতঃপর "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া "বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" বলিয়া আবাহন করতঃ "এতৎ পাদ্যং ওঁ বিধুনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ"—বলিয়া পূজা করিয়া সঙ্কল্প করতঃ পূর্ব্বোক্ত "অয়োহগ্নে (৪৭৪ পৃঃ দেখুন) ইত্যাদি—মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

তৎপরে "প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে।" বলিয়া হোম করিয়া স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিবেন, যথা,—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা"—ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে।"

তৎপরে সংস্রব-প্রাশন করিয়া আচমন পূর্ব্বক ব্রহ্মদক্ষিণা করত আচার্য্য মাণবককে বলিবেন,—"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি?" মাণবক বলিবে,—"ওঁ [illegible]" [illegible] আচার্য্য বলিবেন,—"ওঁ

আপোশানং কর্ম্ম কুরু।" পরে মাণবক—"ওঁ আপোঽশানি" বলিলে—আচার্য্য বলিবেন,—"ওঁ কর্ম্ম কুরু।" মাণবক বলিবে—"ওঁ করবাণি।" আচার্য্য—"ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ।" মাণবক—"ওঁ ন স্বপামি।" আচার্য্য—"ওঁ বাচং যচ্ছ।" মাণবক—"ওঁ যচ্ছামি।" আচার্য্য—ওঁ সমিধমাধেহি।" মাণবক—"ওঁ আদধামি।" অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তরে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলে—মাণবক, পশ্চিমমুখে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বামহস্তদ্বারা বাম চরণ ধারণান্তর প্রার্থনা করিলে—আচার্য্য নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে গায়ত্রী বলিবেন, যথা—প্রথমে প্রথম পাদ,—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং" পরে দ্বিতীয় পাদ—"ভর্গো দেবস্য ধীমহি।" পরে তৃতীয় পাদ;—"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

অনন্তর পাদার্দ্ধক্রমে পাঠ করাইবেন, যথা—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" ইতি প্রথম পাদার্দ্ধ। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি দ্বিতীয় পাদার্দ্ধ।

অনন্তর সমস্ত-গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইয়া—ওঙ্কারাদি ব্যাহৃতি সহিত সমস্ত গায়ত্রী একবার পাঠ করাইবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

পরে মাণবক, নিম্নমন্ত্রে সমিদাধান করিবে,—"ওঁ অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু যথাত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি। এবমগ্নে সুশ্রবঃ সৌশ্রবস্য মাং কুরু যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অসি। এবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসম্॥"

অতঃপর আচার্য্য জলদ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে

অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবেন। পরে মাণবক, উঠিয়া নিম্নমন্ত্রে অগ্নিতে একটী ঘৃতাক্ত-সমিধ দান করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অগ্নে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্যনিরাকরিষ্ণুর্যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভূয়াসমগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে।"

তৎপরে উক্ত—পরিসমূহনাদিক্রমে অপর সমিধদ্বয় আহুতি দিয়া হস্তদ্বয় অগ্নিতে প্রতপ্ত করত সেই হস্ত-দ্বয়-দ্বারা মাণবক নিজমুখ মার্জ্জনা করিবে। পুনরায় হস্তদ্বয় প্রতপ্ত করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করত সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ তনূপা অগ্নেহসি তন্বং মে পাহ্যায়ুর্দ্দা অসি অগ্নে আয়ুর্ম্মে দেহি বর্চ্চোদা দেবঃ সবিতা অগ্নেহসি বর্চ্চো মে দেহি অগ্নে অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ। ওঁ মেধাং মে আদধাতু মেধাং দেবী সরস্বতী মেধাং মে অশ্বিনৌ দেবা বা ধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।"

পুনরায় পূর্ব্ববৎ উভয়-হস্ত প্রতপ্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিবে। যথা,—"অঙ্গানি চ মে আপ্যায়ন্তাম্" (সর্ব্বাঙ্গ), "ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাম্" (মুখ) "ওঁ নাসিকা চ আপ্যায়তাম্" (নাসিকা), "ওঁ প্রাণশ্চ অপ্যায়তাম্" (হৃদয়), "ওঁ চক্ষুশ্চ মে আপ্যায়তাম্" (উভয়-চক্ষুঃ) "ওঁ শ্রোত্রঞ্চ অপ্যায়তাম্।" (উভয়-কর্ণ), "ওঁ যশো বলঞ্চ আপ্যায়তাম্" বলিয়া পুনঃ সর্ব্বাঙ্গ।

অনন্তর অনামিকা অঙ্গুলীযোগে ভস্মদ্বারা ললাটাদিতে তিলক করিবে। যথা,—ললাটে 'ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।" গ্রীবায়, 'ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্।" দক্ষিণাংশে "যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্।" হৃদয়ে "ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষম্।"

অতঃপর মাণবক, প্রথমতঃ মাতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। "ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" পরে এইরূপে ভগিনী ও মাতৃষসার নিকট প্রার্থনা করিয়া পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে—"ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।"

পরে আচার্য্য শান্তি, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

ব্রহ্মচারী মৌনী অসঙ্গ-পক্ষে নিয়তবাক্ হইয়া দিনশেষ অতিবাহিত করত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমিধাধান-পূর্ব্বক অক্ষারলবণ ভোজন করিবে।

অথ বেদারম্ভ।

ব্রহ্মচারী শুভদিনে গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ § করিয়া গুরুসমীপে গমন করিবে। গুরু, আত্ম-বামে ব্রহ্মচারীকে উপবেশন করাইয়া অগ্নি-স্থাপন করত আঘারাজ্যভাগ হোম করিয়া পরে সমুদ্ভব-নামক অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক বেদাহুতি-হোম করিবেন। ক্রমঃযথা,—

"অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া "সমুদ্ভবনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" বলিয়া আবাহন করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ সমুদ্ভবনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ" এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া হোম করিবেন।

যথা,—"ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা—ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। (ইতি ঋগ্বেদে)। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা—ইদমন্তরীক্ষায়।

* ভিক্ষালব্ধদ্রব্য আচার্য্যকে দিবার কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

§ একদিনে সমস্ত কার্য্য করিলে পৃথক্ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় না।

ওঁ বায়বে স্বাহা—ইদং বায়বে। (ইতি যজুর্ব্বেদে) ওঁ দিবে স্বাহা—ইদং দিবে। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা—ইদং সূর্য্যায়। (ইতি সামবেদে)। ওঁ দিগভ্যঃ স্বাহা—ইদং দিগ্ভ্যঃ। ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা—ইদং চন্দ্রমসে। (ইতি অথর্ব্ববেদে)। সর্ব্ববেদ-সাধারণ আহুতি যথা,—"ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা—ইদং ছন্দোভ্যঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা—ইদং দেবেভ্যঃ। ঋষিভ্যঃ স্বাহা—ইদং ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা—ইদং শ্রদ্ধায়ৈ। ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা—ইদং মেধায়ৈ। ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা—ইদং সদসস্পতয়ে। অনুমতয়ে স্বাহা—ইদং অনুমতয়ে।"

অনন্তর অন্বারম্ভপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি-হোম করিবেন, যথা,—"ওঁ ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা—ইদং স্বঃ॥"

পরে প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও প্রাজাপত্য-হোম করিবেন। অতঃপর ব্রহ্মদক্ষিণা করত আচার্য্য, পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী, পশ্চিমমুখে বসিয়া দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা আচার্য্যের দক্ষিণ-চরণ এবং বামহস্তদ্বারা আচার্য্যের বামচরণ ধারণপূর্ব্বক আচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। পরে আচার্য্য গায়ত্রী-পাঠ ক্রমে বেদাধ্যয়ন করাইবেন। যথা,—

"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥"

তদনন্তর দক্ষিণা, শান্তি, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

অথ সমাবর্ত্তন।

ব্রহ্মচারী, নিবন্ধোক্তকালে আচার্য্যকে দক্ষিণাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বলিবে—"গুরো স্নাস্যামি।" আচার্য্য বলিবেন,—"স্নাহি"। তৎপরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া—ব্রহ্মচারী ছায়ামণ্ডপে সমাসীন-আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উত্তরদিকে উপবেশন করিলে—আচর্য্য, পূর্ব্ববৎ "অগ্নেত্বং তেজোনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া হোম করিবেন। প্রথমে দ্রব্যাসাদন যথা,—পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাদিক্রমে জলপূর্ণ আম্রপল্লবমুখ সকুশ আটটী কলসী, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত-উড়ুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত দন্ত-কাষ্ঠ, পিষ্ট-তিল-পিণ্ড, অনুলেপনার্থ সুগন্ধিদ্রব্য, পরিধান ও উত্তরীয়ার্থ নূতন-বস্ত্রদ্বয়, উষ্ণীষার্থ নববস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, পুষ্প, সুবর্ণ-কুণ্ডলদ্বয়, অঞ্জন, দর্পণ, ছত্র, পাদুকাযুগল এবং বৈণদণ্ড প্রভৃতি। অনন্তর পূর্ব্ববৎ অন্বারম্ভপূর্ব্বক স্রুবদ্বারা আঘারাজ্য-ভাগ-হোম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বেদাহুতি হোম করতঃ সর্ব্ববেদ-সাধারণ-আহুতি দিবেন (৫৬১ পৃঃ বেদারম্ভ দেখুন)। তৎপরে অন্বারম্ভপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি-হোম করিবেন। যথা,—

"ওঁ ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা—ইদং স্বঃ"।

অতঃপর "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এই নামকরণ করিয়া "ওঁ ত্বন্নোহগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম ও প্রাজাপত্য-হোম এবং

বিহিত স্রুহোম প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক, সংস্রব-প্রাশন ও আচমন করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন।

তদনন্তর "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি প্রদান করিবেন। পরে "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্"—ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক-দান করিবেন।

পরে অগ্নির উত্তরে পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাদি হইতে পঙ্‌ক্তিক্রমে পূর্ব্বস্থাপিত জলপূর্ণ কলস-সমূহের একটী কলস হইতে পশ্চিমাদিক্রমে এক এক অঞ্জলি জল লইয়া আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে। যথা,—

"ওঁ যেঽপ্‌স্বন্তরগ্নয় প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্য ময়ূখো মনোহাঃ খলো৽ বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা তান্ বিজহামি যো রোচনস্তমিহ গৃহ্নামি।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পশ্চিমকলসী হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্নমন্ত্রে আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ তেন মামভিষিঞ্চামি শ্রিয়ৈ যশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়। যেন শ্রিয়মকৃণুতাং যেনাবমৃশতাং সুরাম্। যেনাক্ষাবভ্যসিঞ্চতাং তদশ্বিনৌ যশঃ।"

পরে পূর্ব্বস্থাপিত দ্বিতীয়কলস হইতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে জল লইয়া,—"ওঁ আপো হিষ্ঠা"—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে।

পরে তৃতীয় কলস হইতে ঐ মন্ত্রে জল লইয়া—"ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ"—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে চতুর্থ কলস হইতে জল লইয়া "ওঁ তস্মা অরংগমাব"—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পরে উক্ত মন্ত্রেই পঞ্চমাদি অবশিষ্ট কলস হইতে জল লইয়া অমন্ত্রক অভিষেক করিবে।

তৎপরে " ক-মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের উপর দিয়া মেখলা উন্মোচন করিবে। যথা,—

"ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথ বয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোহদিতয়ে স্যাম।" অতঃপর মেখলা ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক নূতন-শুক্ল-বস্ত্র পরিধান করত "ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ দিবাযাবভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বাথাবিদম্মাগমম্। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ংযাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বাথা বিদম্মাগমম্॥" এই মন্ত্রে আদিত্যোপস্থান করিতে হয়।

অনন্তর দধি ও তিল কেশে মাখাইয়া কেশ নখাদি কর্ত্তন করত পূর্ব্বাসাদিত-দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজাযমাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ।"

তৎপরে আচমন করিয়া সুগন্ধি-দ্রব্যদ্বারা হস্তদ্বয় লেপন করতঃ নাসিকা ও মুখে লেপন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ প্রাণাপানৌ মে তর্পয়, চক্ষুর্মে তর্পয়, শ্রোত্রং মে তর্পয়।"

তৎপরে সুগন্ধি লিপ্ত হস্তদ্বয়ে লাজাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ পিতরঃ শুন্ধধ্বম্।" বলিয়া পিতৃ-তীর্থদ্বারা দক্ষিণদিকে দিবে। তদনন্তর সর্ব্বগাত্রে সুগন্ধি অনুলেপন পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। যথা,—

"ওঁ সুচক্ষা অহমক্ষিভ্যাং ভূয়াসম্। সুবর্চ্চা মুখেন ভূয়াসম্। ওঁ সুশ্রুতঃ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্।" পরে বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রে নূতন বস্ত্র পরিধান করিবে, "ওঁ পরিধাস্যে যশোধাস্যে দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি শতঞ্চ জীবামি শরদঃ সুবর্চ্চা রায়স্পোষমভিসংব্যয়িষ্যে।" পরে— "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।

আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে উত্তরীয়বস্ত্র ধারণ করিবে,—"ওঁ যশসা মা দ্যাবাপৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী যশো ভগশ্চ মাবিদদ্‌যশো মা প্রতিপদ্যতাম্।" পরে নিম্ন মন্ত্র-পাঠ করিয়া পুষ্প-গ্রহণ করিবে। যথা,—

"ওঁ যা অহরদ্‌যমগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্ণামি যশসা চ ভগেন চ।" তৎপরে বক্ষ্যমাণ-মন্ত্র পাঠ করিয়া মালা ধারণ করিবে। যথা—"ওঁ যদ্ যশোঽপ্সরসা-মিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রথিতাং সুমনসা আবধ্নামি যশো ময়ি।" অনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া শুভ্র বস্ত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিবে, যথা—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উশ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। পরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করতঃ কর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল পরিধান করিবে,—"ওঁ অলঙ্করণমসি ভূয়ঃ অলঙ্করণং ভূয়াঃ।" পরে চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন দান করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ বৃত্রস্য কণিনিকাসি চক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি।" পরে দর্পণে আত্মমুখ দর্শন করিবে,—"ওঁ রোচিষ্ণুরসি।" পরে "ওঁ বৃহস্পতেশ্ছদিরসি পাপ্মানো মামন্তর্দ্ধেহি। তেজসো যশসো মামন্তর্দ্ধেহি।" এই মন্ত্রে ছত্র ধারণ করিবে। তৎপরে বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রে পদদ্বয়ে উপানহ (জুতা) ধারণ করিয়া পাঠ করিবে।—"ওঁ প্রতিষ্ঠে স্থো বিশ্বতো মা পাতম্।" পরে পরবর্ত্তি-মন্ত্রে বৈণবদণ্ড (বাঁশের দণ্ড) ধারণ করিবে—"ওঁ বিশ্বেভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যঃ পরিপাহি সর্ব্বতঃ।" অতঃপর পূর্ব্ব-গৃহীত বিল্বদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর আচার্য্য বিবাহ-পদ্ধতি ক্রমে বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য,

আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা শিষ্যের পূজা করিয়া শান্তি আশীর্বাদ ও অভিষেকাদি প্রদান করিবেন। তৎপরে মাণবক আচার্যানুসারে মাঙ্গলিক-কর্ম করিয়া বিবাহ প্রভৃতি-কালে নিয়মিত-ভোজন করিবে।

ঋগ্বেদীয় বিবাহ

কালেশিলাপণ্ডিতেন স্মৃতিস্থারার্থদর্শিনা।
ঋগ্বেদিনাং বিবেকাদৌ পদ্ধতিঃ ক্রিয়তে শুভা॥

বিবাহ কার্যের পূর্ব্বে ইন্দ্রাণীকর্ম করিতে হয়, তাহার প্রণালী যথা,—

প্রতিমুখে উপবেশন করিয়া উর্দ্ধদেশে চন্দ্রাতপ আচ্ছাদন করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রানুসারে কার্পাস-সূত্রদ্বারা প্রত্যেক-দিকে ত্রিবেষ্টন করিবে। মন্ত্র—"ওঁ ইন্দ্রাণী মাসুমাবাণ্ডী সুভগামাহমুব্রবং। নহস্তা অপরকনমরণা মরতে পতির্বিশ্বমাদিত্র উত্তরঃ। অতঃপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে কেশ-কলাপে উর্ণাসূত্র বন্ধন করিবেন। "ওঁ অগ্নে বিশেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদযোনিংকুলায়িনং, ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু।"

অনন্তর কন্যাদাতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া অর্হণার্থ বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, দধি, মধু এবং দুটি কাংস্যপাত্র ও একটি গো, এই দ্রব্য-গুলি স্থাপন করিবেন। তৎপরে কন্যাদাতা শুভক্ষণে আচমন করিয়া স্বস্ত্যর্ঘ্যদান ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গণেশাদি দেবতাগণকে গন্ধাদিদ্বারা অর্চনা করত, জামাতৃ বরণ করিবেন। কন্যাদাতা "ওঁ সাধুভবা-

নাচমনীয়ং", বর "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি", দাতা "ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং", বর "ওঁ অর্চ্চয়।" তৎপরে কন্যাদাতা বরকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, মাল্য, যজ্ঞোপবীত ও অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দান করিবেন। পরে বরের দক্ষিণ-জানু, আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বা-গ্রাম ধরিয়া বলিবেন, "বিষ্ণুরোঁ। অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং, অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং যথাবেদাধ্যয়নশালৈকদেশাধ্যায়িনং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং বরং। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" তৎপরে বর "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন। দাতা "ওঁ যথাবিহিতং শুভবিবাহ-কর্ম্ম কুরু"; বর "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি" বলিবেন। তৎপরে আচার-অনুসারে বর ও কন্যার মুখচন্দ্রিকা ও স্ত্রী-আচার সমাধা করাইবেন।

অনন্তর শুভাসনে বর পূর্ব্বমুখে বসিবেন ও দাতা উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক বিষ্টরাদি দ্বারা বরকে অর্চ্চনা করিবেন। যথা,—দাতা বিষ্টর গ্রহণ করিয়া "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্" এই বলিয়া বরকে বিষ্টর-দান করিলে—বর "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া বিষ্টরগ্রহণপূর্ব্বক নিম্নমন্ত্র পাঠ করত উত্তরাগ্র করিয়া উহাকে উপবেশন করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"অহং বর্ষ্ম" ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ "পরমেষ্ঠী দেবতা বিষ্টরাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহং বর্ষ্ম সজাতানামুদ্যতামিব সূর্য্য ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যোমা কশ্চাভিদাসতি।" কন্যাদাতা, পাদ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্" এই বলিয়া বরকে দিবেন। বর "ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে প্রথমে বামপাদ ও পরে দক্ষিণপাদ প্রক্ষালন করিবেন। সম্প্রদাতা অর্ঘ গ্রহণ করিয়া "ওঁ অর্ঘোঽর্ঘোঽর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাম্" এই বলিয়া বরকে দিবেন। বর "ওঁ অর্ঘঃ প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া স্বীয় মস্তকে দিবেন। দাতা, আচমনীয় গ্রহণ করিয়া "ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্" বলিয়া বরকে দিবেন। বর "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া গ্রহণ করত "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া আচমন করিবেন। দাতা, কাংস্যপাত্রে দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, অপর কাংস্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাম্" বলিয়া মধুপর্ক দিবেন। বর "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া গ্রহণ করত "মিত্রস্যত্বা ইত্যস্য" প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্ক-প্রেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে" এই বলিয়া দর্শন করিয়া "দেবস্য ত্বা ইতস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্ক গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্নামি" এই বলিয়া গ্রহণ করিয়া "মধুবাতেত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মধুপর্কালোড়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু

দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। এই বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা বারত্রয় আলোড়ন করিয়া "ওঁ বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু" বলিয়া অগ্রের দিকে কিয়দংশ নিক্ষেপ করিবেন। "ওঁ রুদ্রাস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু" বলিয়া দক্ষিণদিকে কিয়ৎ পরিমাণ নিক্ষেপ করিবেন। "ওঁ আদিত্যাস্ত্বা জাগতেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু" বলিয়া পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ নিক্ষেপ করিবেন। "ওঁ বিশ্বেদেবাস্ত্বা আনুষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু" এবং "ওঁ ভূতেভ্যস্ত্বামুৎক্ষিপামি" এই বলিয়া মধ্যস্থানে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবেন। "ওঁ বিরাজো দোহোঽসি" বলিয়া প্রথমতঃ আঘ্রাণ করিবেন, তৎপরে আচমন করিয়া "ওঁ বিরাজো দোহমসি" এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার আঘ্রাণ করিবেন। "ওঁ ময়ি দোহঃ পাদ্যায়ৈ বিরাজঃ" বলিয়া পুনশ্চ আঘ্রাণ করিবেন, তৎপরে আচমন করিয়া অবশিষ্টাংশ শিষ্যকে প্রদান করিবেন, তৎপরে আচমনপদ্ধতি-অনুসারে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া পুনর্ব্বার প্রথম আচমন করিয়া শৌচার্থ "ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাম্" এই বলিয়া দ্বিতীয়বার আচমন করিবেন। তৎপরে কর্ম্মাঙ্গ, আচমন করিবেন। অতঃপর, দাতা "ওঁ গৌঃ গৌঃ গৌঃ" বলিবেন। বর, নিম্নলিখিত-মন্ত্রে গোমোচন করিবেন। যথা,—

"ওঁ হতো মে পাপ্মা পাপ্মা মে হতঃ" মাতা রুদ্রাণাং ইত্যস্য বশিষ্ঠ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট" তৎপরে নাপিত (পরামাণিক) "বন্ধনাম্মুক্তোহস্তু গৌঃ" বলিবে।

অনন্তর কন্যা আনয়ন করত বরের মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণগণকে শান্তিবাচন করাইয়া বরকে নিম্ন মন্ত্র বলাইবেন ;—

"ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চাস্ত্ত শিবা আপঃ সন্তু অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু।"

সম্প্রদান।

কন্যাদাতা, "ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে তিনবার গন্ধপুষ্প দ্বারা কন্যাকে অর্চনা করিবেন। পরে "ওঁ এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ", "ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় বরায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবেন। তৎপরে কুশ ও তিল-জলাদি গ্রহণ করিয়া বাক্য করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় (ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বলায়নশাখৈকদেশাধ্যায়িনে) শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায়। অমুক-গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবী নাম্নীং কন্যাং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, এবং পৌত্রায়, পুত্রায়, বরায় অর্চ্চিতায় এবং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, এবং

পৌত্রীং, পুত্রীং, কন্যাং, এবং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, এবং পৌত্রায়, পুত্রায়, তুভ্যং, এবং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, এবং পৌত্রীং, পুত্রীং, কন্যাং সালঙ্কারাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং প্রজাপতিদেবতাকামহং সংপ্রদদে।" বর, "ওঁ স্বস্তি" বলিবেন। কন্যাদাতা বলিবেন "ওঁ ধর্ম্মেচার্থে চ কামে চ ন ব্যাভিচারিতব্যা ত্বয়েয়ম্।" বর "ওঁ বাঢ়ং" বলিবেন। অতঃপর বর, কন্যাকে অভিমর্ষণপূর্ব্বক এই কামস্তুতি পাঠ করিবেন। যথা;—

"ক ইদমিত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ কামো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যাগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্নামি কামৈতত্তে। ওঁ বৃষ্টিরসিদ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্নাতু। দক্ষিণাঃ পাস্ত বহুদেবত্বেনোহস্ত প্রজাপ্রতিঃ প্রীয়তাং ত্রিপিকরণং মুহূর্ত্তনক্ষত্রে গ্রহলগ্নসম্পদঃ সস্তু"। তৎপরে পুণ্যাহ, স্বস্তি, ঋদ্ধি, তিনবার পাঠ করিয়া জলপাত্রগ্রহণ করিয়া "ওঁ অনাধৃষ্টমনাধৃষ্টং দেবানামোজোহভিশস্তিপাঃ। অনভিশস্তমঞ্জসা সংসত্যমুপাগেষং স্বিতে মা ধাঃ। যৎ কু করামিত্যস্যৈরাঃ প্রজাপতিঋষিবিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎকুক্ষ রাম বর্চসং পুত্রোহঞ্জসা মনে, তেন সোঽস্য বিশ্বদেবাঃ শস্ত্রিয়ং সমঞ্জনম্।" এইরূপে অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎপুনানা যস্যানিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যঃ বজ্রী বৃষভোররাদ তা আপোদেবীরিহমামবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকস্তা আপো দেবীরিহমামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা

[illegible] বাজিনমিতি সত্যানুগ্রহ [illegible]। [illegible]
যঃ পুত্রকামা আপো দেবীরিহ মাবহত। ওঁ বায়ু বাতা [illegible]
বায়ু সোমো বিশ্বে দেবা বৃহস্পতি মবন্তি। বৈশ্বানরো [illegible]
প্রবিষ্টা আপো দেবীরিহ মাবহত।” কন্যাকে এই মন্ত্র দ্বারা
অভিষিক্ত করিবেন। “আ নঃ প্রজাং ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষি-
র্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ আপো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা অদুর্মঙ্গলীঃ
পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ অঘোর-
চক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দেবকামা
স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।” এই মন্ত্রে কন্যাকে
স্পর্শ করিবেন। তৎপরে সুবর্ণাদি দ্বারা দক্ষিণা করিবেন। তৎপরে
কন্যার অংশাবাস গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন। এইকালে
লোকাচারবিহিত কার্য্য করিবেন।

ঋগ্বেদীয়-বিবাহ-হোম।

“ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা” ইত্যাদি মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিয়া, ছায়ামণ্ডপে ষোড়শাঙ্গুলপরিমিত অরণী নির্ম্মাণ করিবেন এবং সেই অগ্নিদ্বারাই বিবাহ, চূড়া, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ঐরূপ অগ্নির অসম্ভবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ভবন হইতে অগ্নি আনয়ন-পূর্ব্বক তাহাতে উপলেপনাদি সংস্কার-[illegible] কর্ম্মসমূহ সমাধা করিয়া “ওঁ অগ্নে ত্বং যোজকনামাসি” বলিয়া, “যোজকনামাগ্নে ইহাগচ্ছ” এইরূপে আবাহন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যোজকনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ” ইত্যাদিরূপে অর্চ্চনা করিয়া

তদনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে শিল ও নোড়া রাখিয়া তদুপরি জলের কলসী স্থাপন করিবে। কন্যাকে স্পর্শ করিয়া বর অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবেন, "ওঁ অগ্ন আয়ূংষি ইতি তিসৃণাং মন্ত্রাণাং বৈখানসা ঋষয়োহগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জ্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং, দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। ওঁ স্বর্ভোবা ভবসি বৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্‌গুহ্যং বিভর্ষি। বৃঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দম্পতী সমনা কৃণোষি স্বাহা। ওঁ প্রজাপতেন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরিতা বভূব যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোহস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।"

তৎপরে পূর্ব্বমুখোপবিষ্টা কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ-হস্ত গ্রহণ করত পশ্চিমমুখ হইয়া পাঠ করিবেন। যথা,—

"গৃভ্নামি ইতি মন্ত্রস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যা দেবতা কন্যা-পাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গা-র্হপত্যায় দেবাঃ।"

অনন্তর বর বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রে জলপূর্ণ কুম্ভ এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে। যথা,—

"অমোহমস্মি ইতি মন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্বিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্যাপরিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোহং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং সামাহমৃক্ ত্বং

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পশ্চাৎ [illegible] শিলারোহণ করিবেন। শিলারোহণ মন্ত্র যথা,—

"ইমমশ্মানমিতি মন্ত্রস্য যোগাতিথিরৃষির্ঘিব্বির্দেবতা বিরাট্ ছন্দোঽশ্মারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহ অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। সহস্ব পৃতনায়তো অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতঃ।"

তৎপরে শিলা হইতে অবতরণ করিলে বধূর সহোদর বা তৎসদৃশ কেহ বধূর অঞ্জলিতে লাজ (খৈ) ও ঘৃতক্ষরণ দিবে। তৎকালে বর ও বধূ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিমধ্যে লাজাহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা,—

"অর্য্যমণমিতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা।" অনন্তর "ওঁ অমোহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে জলকুম্ভ ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করত "ওঁ ইমমশ্মানমারোহ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শিলারোহণ করিয়া অবতরণ করিবেন এবং পূর্ব্ববৎ "ওঁ বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা" বলিয়া লাজহোম করিবেন। পুনশ্চ পূর্ব্বকথিত মন্ত্রে অগ্নি ও জলকুম্ভ প্রদক্ষিণ, শিলারোহণ ও অবতরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ লাজাঞ্জলি-গ্রহণপূর্ব্বক আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা,—

"পূষণং নু দেবমিতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা।"

পুনরপি পূর্ব্ববৎ অগ্নি-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শূর্পকোণদ্বারা একবারে অবশিষ্ট লাজাহুতি দিবেন। অতঃপর বর, বধূর কেশ খুলিয়া মন্ত্র

পাঠ করিবেন; যথা,—"ওঁ এ সা মূকাৰ্দ্ধি বৰ্দ্ধত পাপালোৰ ঘাবয়াৎ-সবিতা সুশেষঃ। যতত-যোনৌ গুরুত্তর লোকেহস্মিন্‌ং ধা সহ পত্যা দধামি।"

পুনর্ব্বার ঐ কেশ আবদ্ধ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা,—"ওঁ প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ। সুবদ্ধামমুতস্করং, যথেয়মিন্দ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি"।

অথ সপ্তপদী-গমন।

বর নিম্নলিখিত-মন্ত্রে এক এক পাদ করিয়া বধূকে আলেপন-মণ্ডলে সপ্তপদী গমন করাইবেন। যথা,—

"ইষ একপদীত্যাদীনাং প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সপ্তপদী-গমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষ একপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। ওঁ ঊর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। ওঁ ঊর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। ওঁ রায়স্পোষায় ত্রিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। ওঁ মায়োভব্যায় চতুষ্পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। ওঁ প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। ওঁ ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ।"

অনন্তর উদক-কুম্ভ-দ্বারা বর বধূকে অভিষেক করিবেন। বধূ যে পর্য্যন্ত সপ্তর্ষি ও অরুন্ধতী দর্শন না করিবে, সেই পর্য্যন্ত নিরসন

স্বিষ্টকৃৎ, পঞ্চ বর্ম, স্বিষ্টকৃৎ ও প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন। তৎপরে বধূ, ধ্রুব দর্শন করিবে, মন্ত্র যথা,—

"ধ্রুবাদ্যাবিত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ পূষা দেবতা জগতীচ্ছন্দো ধ্রুব-দর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে। ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ধ্রুবো রাজাবিশামযং। ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ। ধ্রুবন্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবং।" পরে যানারোহণ করিবেন মন্ত্র যথা,—

"ওঁ পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা প্রবহা বহতাং রথেন। গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি।"

এইকালে স্ব-সমীপে হোমাগ্নি-আনয়ন করিবেন। অনন্তর কন্যা, নিম্নমন্ত্র সমূহ আবৃত্তি করিবে।

"মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী। সুগেভির্দুর্গমতিতামপ দ্রাংত্বরাতয়ঃ।" নিম্নমন্ত্রে বর বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন।—"ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। এনা পত্যা তন্বং সংসৃজ স্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ।"

পরে বৃষচর্ম্মে বধূর সহিত উপবেশন-পূর্ব্বক ব্রিহ্মহাগ্নিতে আজ্যাহুতি দিবেন। যথা—

"ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ ইমাং ত্বমীন্দ্রমীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু। দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি স্বাহা ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব, ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু স্বাহা।" পরে "ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি

নৌ। সংমাতরিশ্বা সংধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।" এই মন্ত্রে অবশিষ্ট ঘৃত-দ্বারা বধূর হৃদয়স্থান স্পর্শ করিবেন।

অথ চতুর্থীহোম।

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া "অগ্নে ত্বং শিখিনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করত "ওঁ শিখিনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহনপূর্ব্বক "এতৎ পাদ্যং ওঁ শিখিনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ" এই ক্রমে অর্চ্চনা করিয়া প্রথমে প্রজাপতির আবাহণ করিয়া তাহাতে আজ্যাহুতি দিয়া "ওঁ ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ ভুবো-বায়বে চান্তরীক্ষায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা।" বলিয়া আহুতি দিবেন।

পুত্র-নামকরণ।

পিতা, নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন করিয়া গৌর্য্যাদি-ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া শুভকালে পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইবেন। মাতা মঙ্গলাচার-সম্পন্ন বালককে নববস্ত্রে আচ্ছাদিত করত তাহার মস্তকে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল প্রদান করিয়া ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। পরে পিতা, স্বর্ণসংযুক্ত-কুশদ্বারা তাম্রপাত্রস্থ জল লইয়া বক্ষ্যমাণমন্ত্রে, কুমারকে অভিষিক্ত করিবেন,—"সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরাপোদেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভোররাদ তা

আপো দেবীরিহ মাময়ন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মাময়ন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাং। মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মাময়ন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মাময়ন্তু। আপো হিষ্ঠেতিত্র্যর্চস্য সিন্ধুদ্বীপঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। দেবস্য ত্বা সবিতুরিত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিঃ সবিতা প্রমুখাণে দৈবতাস্ত্রিষ্টুপ্-ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো-র্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অপ নঃ শোশুচদঘমিত্যষ্টর্চস্য কুৎস ঋষি শুচিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসুয়া চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘং। প্র যদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ প্র যত্তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ং। অপ নঃ শোশুচ-দঘং। ওঁ প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্। ওঁ ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্।"

অতঃপর "পার্থিব"-নামক অগ্নি স্থাপন করত উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি দিবেন। যথা,—

"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ১॥ ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়। ২॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে। ৩॥ ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা—ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ৪॥ ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে। ৫॥"

অতঃপর উত্তরশিরা বালককে নামকরণার্থ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মঙ্গল-বাদ্যধ্বনি সহকারে উহার দক্ষিণকর্ণে "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসি" এইরূপে নাম বলিয়া কুমারের মাতাকে বলিবেন,—"শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মায়ন্তে পুত্রঃ।" পরে মাতৃক্রোড়ে কুমারকে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্বিষ্টিকৃৎ হোম করত দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি করিবেন।

অথ অন্নপ্রাশন।

পিতা, নিত্যক্রিয়া-সম্পাদন করিয়া গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত নিম্ন-মন্ত্রসমূহে ব্রহ্মাদি-দেবগণের পূজা করিবেন। যথা,—

"ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা মৃতাৎ॥ ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ॥

ওঁ বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্। বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ॥ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সঙ্গথে। ওঁ সোমায় নমঃ॥ ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ॥ ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভির্ব্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ॥ ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ॥ ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ। ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ॥ ওঁ তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেড়মানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ তব বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত অবাংস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ॥ ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্ব্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশানায় নমঃ॥ ওঁ ব্রহ্ম যজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে হ সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ।

ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ দিগ্‌ভ্যো নমঃ॥"

পরে শুচি-নামক অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া দেবতাগণের উদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে একএক বার ঘৃত-আহুতি দিবেন, এবং "নমঃ" স্থলে "স্বাহা" উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে 'ব্যস্তমস্ত' মন্ত্রে নিম্ন দেবতাগণকে একএক বার ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা,—

"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা—ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে॥"

অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্বিষ্টকৃদ্ধোম সমাপন করিলে—মাতা, সুস্নাত-অলঙ্কৃত কুমারকে অঙ্কে লইয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। পরে সর্ব্বপ্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিয়া দিলে—পিতা, আচমন ও স্বস্তিবাচন-করতঃ নিম্ন-লিখিত মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক কুমারের মুখে দধিক্ষীরযুক্ত-অন্ন প্রদান করিবেন;—"অন্নপতে অন্নস্যেত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষির্ম্মন্দেবতা ত্রিষ্টুপছন্দোঽন্নপ্রাশনে বিনিযোগঃ। ওঁ অন্নপতে অন্নস্য নো ধেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রপ্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জন্নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।"

মাতাও অন্ন ব্যঞ্জনাদি কুমারের মুখে প্রদান করিয়া আচমন করাইয়া তাম্বুলাদি মুখে প্রদান করিবেন।

তৎপরে কুলাচারনিয়মানুসারে মাঙ্গল্য-কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া স্বর্ণ, মৃত্তিকা, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি দিয়া, কোন্ বস্তুটিতে বালকের আসক্তি তাহা দর্শন করিয়া জীবনের অবলম্বন বুঝিয়া লইবেন।

অনন্তর দক্ষিণাদিদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

অথ চূড়াকরণ।

প্রাতঃকালে পিতা, নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্ত-জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া ছায়ামণ্ডপে আলপনাদি-লিখিত-স্থানে সপল্লব-পূর্ণ-কুম্ভ স্থাপন করিবেন।

পরে মাতা, কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পুত্রের বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। হোতা "সভ্যনামক" অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক উপলেপনাদি-আজ্যভাগান্ত-কর্ম্ম করিয়া অগ্নির উত্তরে আস্তীর্ণ-কুশোপরি ব্রীহি, যব, মাষ ও তিলপূর্ণ শরাব চতুষ্টয় এবং বৃষগোময়, শমীপত্র, শীতোষ্ণজল ও নবনীত-পূর্ণ পঞ্চ শরাব, অগ্নির পশ্চিমে মাতার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবেন। মাতার দক্ষিণ-ভাগে পিতা, একবিংশতি কুশ-পিঞ্জলী স্থাপন করিবেন। পরে নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে চারিটী আহুতি দিবেন—
মন্ত্র যথা—"অগ্ন আয়ুংষীতি ত্র্যার্চস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জ্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়॥ ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়॥ ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং। দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়॥ প্রজাপতে ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে।"

অনন্তর তিনটি গোময়পিণ্ড কাটাধারা কুমারের কেশার্দ্ধ দক্ষিণ-কর্ণোপরি ও বামকর্ণোপরি স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণস্থ-ভাগদ্বারা ভাগ-চতুষ্টয় করিবেন; তৎপরে কুমারের পশ্চিমদিকে থাকিয়া হস্তে শীতোষ্ণজলপূর্ণ শরাবদ্বয় লইয়া যুগপৎ অন্য পাত্রে মিশ্রিত করিবেন,* মন্ত্র যথা,—"ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি।"

তৎপরে কিঞ্চিৎ মিশ্রিত জল ও নবনীত লইয়া কুমারের কেশভাগের উপরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার জল দিবেন।

মন্ত্র যথা,—"অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে।"

অনন্তর হোতা, তিনটি কুশপিঞ্জলি লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের কেশভাগে স্থাপন করিবেন,—"ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতি-র্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্।"

পরে তাম্রক্ষুর গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিবেন—"স্বধিতে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ॥" উক্ত মন্ত্রে পীড়ন করিবেন।

লৌহক্ষুর গ্রহণ করত পাঠ করিবেন, যথা—"ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যাতি সূর্য্যং তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দর্ভপিঞ্জলী-সহ কেশ ছেদনপূর্ব্বক শমীপত্রসহ কুমারের মাতার হস্তে প্রদান করিবেন, মাতা, গোময়-শরাবে নিক্ষেপ করিবেন।

নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হোতা, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি-যোগে ক্ষুরধার মার্জ্জনা করিবেন, যথা—"ক্ষুরেণেত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুরো

দেবতা ক্ষুরধার-মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মর্জ্জয়তা সুপেশসা বপ্তা বপসি কেশান্ ছিন্ধি শিরোমাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।"

নাপিতকে ক্ষুর প্রদান করিয়া হোতা বলিবেন,—"শীতোষ্ণাভিরদ্ভিরবার্থং কুর্ব্বাণোহক্ষুণ্বন্ কুমারং কুশলী কুরু।" নাপিত বলিবে,—"করবাণি।"

অতঃপর নাপিত, অগ্নি সমীপে কুমারের সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিবে।

তৎপরে পতি-পুত্রবতী নারীগণ, কুমারকে বেদীতে লইয়া মঙ্গলাচারসহকারে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে এবং কর্ণবেধ করাইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে দিবে।

তদনন্তর প্রায়শ্চিত্ত-হোম, স্বিষ্টিকৃদ্ধোম সমাপনপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

নাপিতকে ব্রীহি-প্রভৃতিপূর্ণ শরাবচতুষ্টয় দান করিতে হয়। কেশসমূহ বংশবিটপ্যাদিতে বা শুচিপ্রদেশে নিক্ষেপ করিবেন।

অথ উপনয়ন।

কৃতাহ্নিক-পিতা, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা, আয়ুষ্যসূক্ত জপ, এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া "সমুদ্ভব" নামক অগ্নি স্থাপন করতঃ উপলেপনাদি মেক্ষণ-সংস্কারান্ত কর্ম্ম করিয়া যথাবিধি চরু শ্রপণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি। ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি। ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। এবং—গায়ত্র্যৈ, ঋষিভ্যঃ, ব্রহ্মণে।" তৎপরে প্রস্ফোটনাদি-প্রাকান্ত কার্য্য যথাবিধি শেষ করিয়া চরু অবতারণ করিবেন।

তৎপরে অগ্নির বামকরণাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন। অতঃপর একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণপার্শ্বাবলম্বন-ভাবে কুমারের বামস্কন্ধে দিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।"

অনন্তর কৃষ্ণসারাজিনের উত্তরীয় নিয়মণে প্রদান করিবেন, যথা,—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কৃষ্ণাজিনং দেবতা কৃষ্ণাজিন-পরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বী স্থবিরং সমিদ্ধং। অনাহনস্য বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাজ্যজিনং দধেঽহং।"

অতঃপর আচমন করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত মেখলা গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন, যথা,—ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা নঃ সমন্তমনুপর্য্যেহি ভদ্রে ভর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম।" এই মন্ত্রে মেখলা দান করিয়া পাঠ করিবেন—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা।"

অতঃপর যথাশক্তি কুণ্ডলাদি-অলঙ্কারে মাণবককে অলঙ্কৃত করিবেন। মাণবক, অঞ্জলি বন্ধন করিয়া বলিবে,—"ওঁ উপনয়স্ব মাং যুস্মৎপাদাঃ।" গুরু বলিবেন—"ওঁ উপনেষ্যামি ভবন্তম্।" মাণবক বলিবে—"বাঢ়ম্।"

অনন্তর আচার্য্য, অগ্নির উত্তর-দেশে গমন করিয়া নিম্ন মন্ত্র-চতুষ্টয়ে অগ্নিতে চারিটি ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন, যথা,—"অগ্ন

আয়ূংষীতি আর্ষস্তু ঋক্‌ং বৈশ্বানস্য ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ১॥ ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ২॥ ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং। দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ৩॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রাজাপত্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ৪॥

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে দণ্ডায়মান হইলে,—সম্মুখে মাণবক ও প্রত্যঙ্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইবে। আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলি এবং অন্য ব্রাহ্মণ আচার্য্যের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল দিবেন। তৎপরে আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলি মিশ্রিত করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মাণবককে অভিষেক করিবেন। যথা,—

"তৎসোম্য আত্রেয় ঋষিঃ সবিতা দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দো। জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ সবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং। শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।"

তৎপরে আচার্য্য মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ-দক্ষিণ-হস্ত ধারণ করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ উপনয়নে মাণবক-দক্ষিণ-হস্ত-গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে-ঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ হস্তং তে গৃহ্ণামি।"

পুনর্ব্বার মাণবকের অঞ্জলি জল-পূরিত করিয়া করদ্বয়দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক—শ্যাবাশ্ব ঋষিঃ সবিতা দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দো জলাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ "তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং, শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভর্গস্য ধীমহি।"—উক্ত মন্ত্রে মাণবককে অভিষিঞ্চন করিবেন।

পুনরায় মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ-দক্ষিণ-হস্ত গ্রহণ করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন।—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতা তে হস্তমগ্রহীৎ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ হস্তং তে গৃহ্ণামি।"

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি, জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া হস্তদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক আচার্য্য পাঠ করিবেন,—"শ্যাবাশ্ব ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং। শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভর্গস্য ধীমহি" এই মন্ত্রে মাণবককে অভিষিঞ্চন করিবেন।

পরে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ-হস্ত ধারণ করিয়া আচার্য্য পাঠ করিবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়নে মাণবক-হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরাচার্য্যস্তবাসৌ হস্তং গৃহ্ণামি শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মন্।"

অনন্তর আচার্য্য নিম্নমন্ত্রে মাণবককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। যথা,—ওঁ দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী তং গোপায় সমামৃত ইতি।"

আচার্য্য মাণবককে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কিং নামাসি?" মাণবক তাহার নাম বলিবে,—"শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন,—"কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি?" মাণবক বলিবে—"প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি।" আচার্য্য—"কস্ত্বা উপনয়তে?

মাণবক—"কারষ্যা পরিদধামি।" আচার্য্য নিম্ন মন্ত্রে ব্রহ্মচারীকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবেন। যথা,—

"বিশ্বামিত্রঋষির্যূপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নিপ্রদক্ষিণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।"

অনন্তর আচার্য্য প্রাঙ্মুখ-মাণবকের পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া স্কন্ধোপরি হস্ত প্রদানপূর্ব্বক নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন। যথা,—

ওঁ তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।"

তৎপরে উত্তরে প্রাঙ্মুখ অগ্নি-সমীপে উপবেশন করিবেন। মাণবক তূষ্ণীম্ভাবে একটি সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া আর একটি সমিধ্ লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আগ্নতে দিবে। যথা,—

"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ।" ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে। তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে।"

অনন্তর মাণবক অগ্নি স্পর্শপূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মুখমার্জ্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ তেজসা মাং সমনজ্মি।"

তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া করপুটে নিম্ন মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া অগ্নির উপস্থান করিবে। যথা, -

"ময়িমেধামিতি মন্ত্রাং বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দ্দেবতানুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু। ১। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু। ২॥ ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু। ৩। ওঁ

যত্তেহগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম্। ৪॥ ওঁ যত্তেহগ্নে বর্চ্চস্তেনাহং বর্চ্চস্বী ভূয়াসম্। ৫॥ ওঁ যত্তেহগ্নে তপস্তেনাহং তপস্বী ভূয়াসম্। ৬॥

পরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে,—"কুৎস-ঋষীরুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্ম্মণি বিনিযোগঃ। ওঁ মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে। ওঁ ত্র্যায়ুষং যমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষম্। ওঁ স্বস্তি মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলম্। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন॥"

তদনন্তর ব্রহ্মচারী, ভূমিতলে জানুদ্বয় পাতিয়া দক্ষ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বামহস্তদ্বারা বামচরণ ধারণপূর্ব্বক বলিবে,—"শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ামি।" আচার্য্য বলিবেন,—"ওঁ আয়ুষ্মান ভব সৌম্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন" ব্রহ্মচারী করদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে, আচার্য্য বলিবেন, "অধীহি ভোঃ সাবিত্রীম্।" ব্রহ্মচারী বলিবে,—"ভো অনুব্রূহি।" আচার্য্য উভয়হস্তে ব্রহ্মচারীর উভয়হস্ত ধারণ করিয়া উত্তরীয়বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত নিম্ন-প্রকারে গায়ত্রী বলিতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ পাঠ করিবেন ;—

"শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌষেয়বসনা তথা। শ্বেতৈর্ব্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ শোভিতা॥ অক্ষমালা-ধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকগতা প্রিয়া॥ তত্রাবাহ্যোপাস্যা চ ইত্যাদ্যৈঃ ঋগ্ভির্ধ্যেয়া দেবতা সবিতা দেবতা মুখমগ্নি-রুপনিষৎ। বিশ্বামিত্রঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে॥ আয়াহি

বরদে দেবি জপ্যৌ মে সন্নিধৌ ভব। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা॥ এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দব্রহ্মময়ী শুভা। মহতা তপসা দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা॥ গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ৎ। বেদা একত্র সাঙ্গাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা॥ যোগভূতা তু বেদানাং গুহ্যোপনিষদাং তথা। তাভ্যাং সারস্থ গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা॥ গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দ্ধঞ্চ ঋচোঽর্দ্ধমৃচ এব চ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্বর্ণস্তেয়মেব চ। গুরুদারাগমশ্চৈব জপ্যেনৈবা পুনাতি বৈ॥ এতয়া জ্ঞাতয়া সর্ব্বং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেৎ। উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকম্॥ অন্যাস্থা চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণাদেব হীয়তে॥ গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী লোক-পাবনী। ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে॥ তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥"

অতঃপর ক্রমশঃ গায়ত্রী শুনিয়া গায়ত্রীদীক্ষা প্রদান করিবেন। যথা,—"ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।" মাণবক উহা পাঠ করিলে, আচার্য্য পুনরায় পাঠ করাইবেন,—"ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" মাণবক পাঠ করিলে, আচার্য্য পাঠ করাইবেন,—"ওঁ ভূঃ। ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ।"

তদনন্তর মাণবকের হৃদয়ে ঊর্দ্ধাঙ্গুল-দক্ষিণ-হস্ত দিয়া,—"পরাক-প্রাসর্ব্ববিহর্দ্দয়ং দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মাণবক-হৃদয়দেশালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।—" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত মাণবকের কটিদেশে মেখলা বন্ধন করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"বিশ্বামিত্রঋষির্মেখলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মৈখলাবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা নঃ সমন্তমনুপরেহি ভদ্রে ভর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম।"

পরে নিম্নমন্ত্রে মাণবককে পলাশদণ্ড (বা বিল্বদণ্ড) প্রদান করিবেন,—"আত্রেয়ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা।"

অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিয়া আদেশ করিবেন—"ব্রহ্মচার্য্যসি, অপোঽশান কর্ম্ম কুরু, মা দিবা স্বাপ্সীঃ। আচার্য্যাধীনো ভব, উদকসমিৎকুশাদ্যাহরণং কুরু। সায়ংপ্রাতঃ সমিধমাধেহি, সায়ংপ্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু।" ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্র বলিবে,—"ওঁ বাঢ়ম্।"

অনন্তর ব্রহ্মচারী জলস্পর্শপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন,—"ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাবিত্রিকং চরিষ্যামি।"

অতঃপর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী, প্রথমতঃ মাতার নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, যথা,—ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" পরে ঐ মন্ত্রে মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। তৎপরে পিতার নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে,—"ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।"

অনন্তর অপরাপর লোকের নিকট প্রার্থনা করিলে, তাহারাও যথাশক্তি ভিক্ষা দান করিবেন। ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ সমস্ত-দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান করিবেন। আচার্য্য "উপভুজ্যতাম্" বলিয়া

অনুজ্ঞা দিবে। দৈনিক সায়ংকালের ভোজনার্থ তাহা রাখিয়া দিবে। অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীসহ নিয়মমতে চরুহোম ও সমিদ্ধোম করিবেন। যথা,—মেধাতিথিঃ কাণ্ব ঋষিঃ সদসস্পতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়প্রবচনীয়-চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধামযাসিষং স্বাহা—ইদং সদসস্পতয়ে॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা—ইদং গায়ত্র্যৈ॥ ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা—ইদং ঋষিভ্যঃ।” অতঃপর সমিদ্ধোম,—“মেধাতিথিঃ কাণ্ব ঋষিঃ সদসস্পতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধামযাসিষং স্বাহা—ইদং সদসস্পতয়ে। গায়ত্র্যৈ ঋষিভ্যঃ।

ব্রহ্মচারী এই সময়ে সন্ধ্যা করিবে। পরে ব্রহ্মচারী একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিবে। মন্ত্র যথা,—

“প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে।”

অতঃপর ব্রহ্মচারী সমাগত-ব্রাহ্মণগণের নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,—“বেদ-সমাপ্তিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।” ব্রাহ্মণগণ বলিবেন,—“অবিঘ্নেন বেদসমাপ্তিরস্তু ভবতঃ।”

তদনন্তর মেধাজননকর্ম। যথা,—আচার্য্য কুশোদকদ্বারা অভিষিক্ত ব্রহ্মচারীকে নিম্নমন্ত্র পাঠ করাইবেন। মন্ত্র যথা,—

“ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বং সুশ্রবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মা সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপোহস্যেবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসম্।”

অথ বেদারম্ভ।

প্রথমতঃ গুরু সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুক-দেবশর্ম্মণো বেদারম্ভাঙ্গীভূতহোমমহং করিষ্যে।"—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঘৃত লইয়া তদ্দ্বারা হোম করিবেন। যথা,—

"ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা—ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা—ইদং ছন্দোভ্যঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা—ইদং ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা—ইদং শ্রদ্ধায়ৈ। ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা—ইদং মেধায়ৈ। ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা—ইদং সদসস্পতয়ে॥"

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্মুখে বসিবেন এবং শিষ্য প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিবে। শিষ্য দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ ধারণ করিয়া নিকটস্থ হইলে, গুরু তাহাকে ব্যাহৃত পাঠ করাইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করাইবেন।

যথা,—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ মধুচ্ছন্দাবৈশ্বামিত্রঋষিরগ্নি-র্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। * ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্। মধুচ্ছন্দাবৈশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজম্। মধুচ্ছন্দাবৈশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং

---

* "কোন কোন পুস্তকে প্রতি মন্ত্রের আদিতে একবারমাত্র ঋষিচ্ছন্দঃ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।"

মপাতয়ৎ । —ইতি ঋক্ । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ । যাজ্ঞবল্ক্যঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে । ইতি যজুঃ । ভরদ্বাজঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আ যাহি বীতয়ে । ভরদ্বাজঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে । ভরদ্বাজঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে । নি হোতা সৎসি বর্হিষি ।—ইতি অথর্ব্বঃ । সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে । সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে । সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ । ইতি সাম ।”

অথ সমাবর্ত্তন ।

ব্রহ্মচারী প্রণিপাত ও প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া কর্ণে ধারণ যোগ্য স্বর্ণাদি নির্ম্মিত কুণ্ডল, কণ্ঠে ধারণ-যোগ্য মণি এবং বস্ত্র, উপানদ্‌যুগল, বৈণবদণ্ড (বংশদণ্ড),

সর্ব্বৌষধি-গন্ধানুলেপন, উষ্ণীষ, ছত্র,—এই সমুদয় দ্রব্য আচার্য্য মাণবককে প্রদান করিবেন।

অতঃপর মাণবক সমস্ত সমিধ্ অগ্নিসমীপে স্থাপন করিয়া আচার্য্যকে ভোজ্য এবং গোদান করতঃ অন্য ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবে।

তৎপরে সঙ্কল্প করিয়া শ্মশ্রু প্রভৃতি সংস্কার করিবে। প্রথমতঃ চূড়াকরণবৎ হোম করিবে। পরে কুশাপঞ্জলী-স্থাপন ও তাম্র লৌহ-ক্ষুরশীতোদাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। চূড়াকরণেই ঐ সকলের মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে, তদনন্তর ব্রহ্মচারী শিখা ধারণপূর্ব্বক ক্ষৌর-কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিবে।

পরে বস্ত্রাদি গুরুকে দিয়া স্বয়ং নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান ও উষ্ণীষবন্ধন করিবে। মন্ত্র যথা—"দীর্ঘতমা ঔতথ্যঋষি-র্বিরাড় বৃহতৌ দেবতে জগতীচ্ছন্দঃ পরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবো হ সর্গাঃ। অবাতিরত-মনৃতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে।"

পরে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবে, মন্ত্র যথা—"পরমাত্মা ঋষিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং"—ইত্যাদি মন্ত্র।

নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া মেখলা ও কৃষ্ণাজিন যোজন করতঃ বৈণব দণ্ড অগ্রে স্থাপন করিবে,—"ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথা দিত্যবয়মা ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম।"

"ওঁ অগ্নিতেজোঽসি চক্ষুষী মে পাহি।" এই মন্ত্রে অঞ্জন গ্রহণ করিবে।

"ওঁ অন্নবর্চ্চোঽসি শ্রোত্রং মে পাহি।"—এই মন্ত্রে কর্ণে কুণ্ডলধারণ করিয়া হস্তে অনুলেপন প্রদান করিবে।

"ওঁ অনাবর্জ্জানাবর্জ্জো ভূয়াসম্।"—এই মন্ত্রে শিখায় মাল্য বন্ধন করিবে।

"ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ সর্ব্বতো মাং পাহি।" এই মন্ত্রে উপানহ পরিধান করিবে।

"ওঁ দিবস্ছদাংসি বানস্পত্যোঽসি সর্ব্বতো মাং পাহি।"—এই মন্ত্রে ছত্র গ্রহণ করিবে।

"ওঁ বেণুরসি বানস্পত্যোঽসি সর্ব্বতো মাং পাহি।" এই মন্ত্রে বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিবে। পলাশদণ্ড (বা বিল্বদণ্ড) এই সময়ে তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

"ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্বং জৈত্রায়াবিশতাদিমং" এই মন্ত্রে কণ্ঠে স্বর্ণ ধারণ করিবে।

অতঃপর মাণবক উষ্ণীষ লম্বমান করত উপানহ সম্মার্জন-পূর্ব্বক অগ্নির ঈশান দিকে দণ্ডায়মান হইয়া নিয়মন্ত্রে অগ্নিতে একটি স্রুবাক্ত সমিধ্ আহুতি দিবে,—"ওঁ স্মৃতঞ্চ মে অস্মৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে। নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে তন্ম উভয়-ব্রতঞ্চ মে। বিদ্যা চ মে অবিদ্যা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে। শ্রদ্ধা চ মে অশ্রদ্ধা চ মে তন্ম উভয়-ব্রতঞ্চ মে। প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে। ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয় ব্রতঞ্চ মে। দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে তন্ম উভয়-ব্রতঞ্চ মে। অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়-ব্রতঞ্চ মে। কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়-ব্রতঞ্চ মে। সত্যঞ্চ মে অসত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে। শ্রুতঞ্চ মে অশ্রুতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে। ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ

মে তস্য উত্তরত্রহ্ম নে। যমদগ্নেঃ সেন্দ্রস্য সপ্রজাপতিকস্য সপরি-ষদ্যস্য স ঋষিকস্য সঋষিরাজকস্য সপত্নীকস্য সপত্নীরাজকস্য সাকাশস্য সান্তিকাশস্য সপ্রতীকাশস্য সদেবমনুষ্যস্য সগন্ধর্ব্বা-প্সরোরক্ষসঃ সচারণৈঃ পশুভির্গ্রামৈশ্চ যম্য আত্মনি ব্রতং তন্মে সর্ব্বং ব্রতম্। ইদমহমগ্নে সর্ব্বতো ভবামি স্বাহা—ইদমগ্নয়ে।"

অনন্তর ব্রহ্মচারী উপবেশনপূর্ব্বক মণ্ডপ হইতে সমিধ আকর্ষণ করত নিম্নলিখিত একটি মন্ত্রে একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া দশটি সমিধ দ্বারা হোম করিবে; যথা,—

"দশানাম্ বিহব্যঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্, জগতী বিরাট্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মমাগ্নে বর্চ্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম। মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ১॥ ওঁ মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ। মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ২॥ ওঁ ময়ি দেবা দ্রবিণমা যজন্তাং ময্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ। দৈব্যা হোতারো বনুষন্ত পূর্ব্বেঽরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ৩॥ ওঁ মহ্যং যজন্তু মম যানি হব্যাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু। এনো মা নিগাং কতমচ্চনাহং বিশ্বেদেবাসো অধিবোচতা নঃ স্বাহা—ইদ-মগ্নয়ে। ৪॥ ওঁ দেবীঃ ষলুর্ব্বীরুরু নঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ বীরয়ধ্বং। মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ৫॥ ওঁ অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরি পাহি নস্ত্বং। প্রত্যঞ্চো যন্তু নিগুতঃ পুনস্তেঽমৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বিনেশৎ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ৬॥ ওঁ ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্য যস্পতির্দেবং ত্রাতারমভিমাতিষাহং। ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভ

বৃহস্পতির্দ্দেবাঃ" পান্তু যজমানং অর্থাৎ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ৭॥ ওঁ উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম্ম যংসদস্মিন্হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষুঃ। স নঃ প্রজায়ৈ হর্য্যশ্ব মৃড়য়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ৮॥ ওঁ যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্। বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশংমোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ৯॥ ওঁ অর্ব্বাঞ্চমিন্দ্রমমুতো হবামহে যোগোজিদ্ধনজিদশ্বজিৎ যঃ।" ইমং নো যজ্ঞং বিহবে জুষস্বাস্য কুর্ম্মো হরিবো মা দিনং ত্বা স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ১০॥

অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়।

তৎপরে আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি জানাইয়া দিবেন, যথা,—রাত্রিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না, নগ্ন স্ত্রী দর্শন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবে না।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে পাদশৌচ ও আচমনপূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিতে হয়। প্রথমে—"অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া আপোশান (এক গণ্ডুষ জলপান) করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অন্ন গ্রহণ করত "ওঁ প্রাণায় স্বাহা," অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা "ওঁ অপানায় স্বাহা," অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা "ওঁ ব্যানায় স্বাহা," অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা "ওঁ উদানায় স্বাহা" এবং সর্ব্বাঙ্গুলীযোগে "ওঁ সমানায় স্বাহা" বলিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে হয়। অনন্তর মৌনভাবে লঘু-স্বল্পাহারে ভোজন করিয়া "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা," বলিয়া আপোশানপূর্ব্বক আচমন করত পাদপ্রক্ষালন করিয়া কৃষ্ণাজিনশয্যায় শয়ন করিবে।

(বর্ত্তমানকালে) এই দিবস হইতে দ্বাদশ দিন; (কোথাও বা তিন দিন) অক্ষারলবণ-সেবনের ব্যবহার আছে। তদন্তর অশেষ ভোজন করিবে।

দীক্ষা-পদ্ধতি।

মন্ত্র-গ্রহণাভিলাষী শিষ্য পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাদি করিয়া পর দিন নিত্য ক্রিয়াদি সমাধানান্তে, ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাতকক্ষয় কামনায় এক হাজার আটবার গায়ত্রী জপ করিবে।

তদনন্তর আচমন করত নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প দান করিয়া স্বস্তিবাচন করত সঙ্কল্প করিবে। যথা,—ওমদ্যেত্যাদি অমুকে, মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরাত্মকমন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে।"

পরে সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ করিয়া গুরু বরণ করিবে। * অর্চ্চনান্তে গুরুর দক্ষিণ জানু ধরিয়া শিষ্য পাঠ করিবেন,—"অদ্যেত্যাদি—কৃতসঙ্কল্পিত অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরাত্মকমন্ত্রগ্রহণকর্ম্মণি গুরুকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" গুরু—"ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিলে শিষ্য—"ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু" বলিবে, গুরু—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি" বলিবেন।

---

* গুরুর অর্চ্চনা যথা,—শিষ্য যোড়হস্তে বলিবেন "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" গুরু—"সাধ্বহমাসে" শিষ্য—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" গুরু—"ওঁ অর্চ্চয়" পরে শিষ্য গন্ধ পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া "ওঁ এতানি গন্ধ পুষ্প বস্ত্রালঙ্করণানি শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া গুরুর হস্তে অর্পণ করিবে।

তদনন্তর গুরু তন্ত্রোক্ত ঘটস্থাপনক্রমে ঘটস্থাপন করিয়া সেই স্থাপিত ঘটে কিম্বা চন্দনাদি দ্বারা তাম্রপাত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ পদ্ধতিক্রমে আবাহনাদি করিয়া যথাশক্তি ইষ্ট দেবতার পূজা করত তান্ত্রিক-বিধানে হোম করিয়া যে মন্ত্র দেওয়া হইবে, সেই মন্ত্র স্বাহান্ত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার পূজিত দেবতায় হোম করিবেন।

তৎপরে শিষ্যকে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করাইয়া স্থাপিত ঘটের জলে বা কোশার জলে এক শত আটবার প্রদেয় মন্ত্র জপ করিয়া ঐ জল শিষ্যের মস্তকে কলস মুদ্রা দ্বারা প্রদান করিয়া অভিষেক করিবেন। তৎপরে—"ওঁ সহস্রারে হুং ফট্" মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া দিয়া মস্তকের উপর দেয় মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবেন। তৎপরে, শিষ্যের হাতে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া গুরু বলিবেন,—"ওঁ অমুকমন্ত্রং তেঽহং দদানি, আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু।" শিষ্য বলিবেন,—"দদস্ব।" গুরু পূর্ব্বমুখে বসিয়া প্রদেয় মন্ত্র প্রণব পুটিত করত সাতবার জপ করিবেন, তৎপরে কেবল মন্ত্রটি একশত আটবার জপ করিবেন, আবার ঐ মন্ত্র প্রণবপুটিত করিয়া সাতবার জপ করিবেন। তদনন্তর গুরু শিষ্যের দেহে ঋষ্যাদি ন্যাস করিলে শিষ্য মস্তক আচ্ছাদন করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া বসিয়া দুই হস্তে গুরুর দুই পদ ধারণ করিবে। তখন গুরু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ঋষিচ্ছন্দ আদি যুক্ত বীজমন্ত্র স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া তিনবার বলিয়া দিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের বামকর্ণে তিনবার কেবল শুদ্ধমন্ত্র শুনাইবেন।

গৃহীত-মন্ত্র-শিষ্য, তখন নিম্নমন্ত্র পাঠ করত ভূলুণ্ঠিত হইয়া গুরুর চরণে, প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—"নমস্তে নাথ ভগবন্

শিবায় গুরুরূপিণে। বিদ্যাবতারসংসিদ্ধৌ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ॥ নারায়ণস্বরূপায় পরমাত্মৈকমূর্ত্তয়ে। সর্ব্বজ্ঞান-তমো-ভেদ-ভানবে চিদ্ঘনায় তে॥ স্বতন্ত্রায় দয়াক্লৃপ্তবিগ্রহায় শিবাত্মনে। পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে॥ বিবেকানাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিনাম্॥ প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে॥ ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়া-মৃত্যু মহা-পাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥"

তখন গুরু, শিষ্যের হস্তধারণ করিয়া উত্তোলনপূর্ব্বক মঙ্গল কামনা করত পাঠ করিবেন,—"ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽস্মি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তি-শ্রীকান্তি-পুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥"

অনন্তর শিষ্য গুরু-দক্ষিণা দান * করিবেন, বাক্য যথা,—"অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎ অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরাত্মকামুক-মন্ত্রগ্রহণ-কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণমূল্যং রজতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে॥"

অতঃপর শিষ্য একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে। গুরুর সঞ্চারি শক্তি লাভার্থ তাঁহার নিকট তিন দিন অবস্থান করিবার বিধান আছে। গুরুও আত্মশক্তি রক্ষার্থ একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবেন।

দীক্ষার দিনে গুরু বা শিষ্য কাহাকেও উপবাসী থাকিতে নাই।

---

* গুরুকে সর্ব্বস্ব,—তদর্দ্ধ কিম্বা তদর্দ্ধ দক্ষিণা দিবে; নিতান্ত অসামর্থ্যেও তাঁহার যাহাতে সন্তোষ হয় এরূপ দক্ষিণা দিতে হয়, নচেৎ দীক্ষাতে ফল হয় না।

শাক্তাভিষেক-প্রয়োগ।

কৃতনিত্যক্রিয়শিষ্য গুরবাসনে উপবেশন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

"বিষ্ণুর্ন্মোহদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতায়া অমুক-মন্ত্রসিদ্ধি প্রতিবন্ধকাশেষদোষশান্তিপূর্ব্বকতত্তন্মন্ত্রসিদ্ধিকামঃ—যথোক্ত-ফলপ্রাপ্তিকামো বা শাক্তাভিষিকমহং করিষ্যে॥"

পরে সূক্তপাঠ করিয়া গুরুবরণ করিবেন,—"ওঁ সাধুবানাস্তাং" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে—গুরু—"ওঁ সাধ্বহমাসে" বলিবেন। পরে শিষ্য পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক-প্রার্থনা করিবেন, "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" গুরু—"ওঁ অর্চ্চয়" শিষ্য গন্ধ পুষ্প, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া গুরুর পূজা করিয়া দূর্ব্বা ও তণ্ডুল দ্বারা গুরুর দক্ষিণ জানু ধারণ করত—"ওঁ তৎসৎ অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিতশাক্তাভিষেককর্ম্মণি শাক্তাভিষেককর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং, গুরু, গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে॥" গুরু—"ওঁ বৃতোঽস্মি" শিষ্য—"ওঁ যথাবিহিতমভিষেককর্ম্ম কুরু" গুরু—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।"

পরে গুরু আচমনাদি করিয়া স্বর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় অথবা মৃন্ময় কুম্ভ গ্রহণ করিয়া তন্ত্রোক্তবিধানে ঘট স্থাপন করিবেন। পরে গুরু ঐ কুম্ভে ষোড়শোপচারে শিষ্যের ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া হোমাদি সম্পাদন করত উত্তর বস্ত্রে স্থাপিত কুম্ভ ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন। "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ। সর্ব্ব-

তীর্থাম্বুপূর্ণেন পূরয়াস্তু মনোরথং॥ "ওঁ হ স ক ল হ্রীং" মন্ত্রে ঘট চালনা করিয়া পঞ্চ পল্লব দ্বারা কুম্ভস্থ জল গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন।

অভিষেক-মন্ত্র।

অস্য শাক্তাভিষেকমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শক্তির্দ্দেবতা সর্ব্বসঙ্কল্প-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তির্ভৈরব রুদ্রভৈরবী। শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী॥ ত্রিপুরা ত্রিকূটা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী। ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরমালিকা। ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তথৈব ত্রিপুরাম্বিনী। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা।১॥ ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈকজটেশ্বরী। তারা চ জয়দুর্গা চ শূলিনী ভুবনেশ্বরী। ত্বরিতাখ্যা মহাদেবী তথা চ রক্তি ঘণ্টিকা। নিত্যা চ নিত্যরূপা চ বজ্রপ্রস্তারিণী তথা॥ এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্র পূতেন বারিণা॥২॥ অশ্বারূঢ়া মহাদেবী তথা মহিষমর্দ্দিনী। দুর্গা চ নবদুর্গা চ শ্রীদুর্গা জগন্মালিনী। তথা ভগনন্দী দেবী ভগক্লিন্না ভগেশ্বরী।, সর্ব্বচক্রেশ্বরী দেবী তথা নীলসরস্বতী। সর্ব্বসিদ্ধকরী দেবী সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতা। উগ্রতারা মহাদেবী তথা দক্ষিণকালিকা। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥৩॥ ক্ষেমঙ্করী মহাকালী চানিরুদ্ধা সরস্বতী। মাতঙ্গী চান্নপূর্ণা চ রাজরাজেশ্বরী তথা। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥৪॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতীচৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা। এতস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥৫॥ উগ্রদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা শুভদংষ্ট্রা কপালিনী। ভীষ-

নেত্রা বিশালাক্ষী মঙ্গলা বিজয়া জয়া। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৬ ॥ নন্দিনী নলিনী ভদ্রা লক্ষ্মীঃ কান্তিযশস্বিনী। পুষ্টির্মেধা শিবা সাধ্বী যশা শোভা জয়া ধৃতিঃ। আনন্দা চ সুনন্দা চ নন্দিনী নন্দ পূজিতা। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৭ ॥ বিজয়া মঙ্গলা ভদ্রা স্মৃতিঃ শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। সিদ্ধিস্তুষ্টিরুমা পুষ্টিঃ শ্রান্তিস্তুষ্টীরতিস্তথা। দীপ্তা কান্তির্যশা লক্ষ্মীরীশ্বরী বুদ্ধিরেব চ। চক্রী মায়াবতী ব্রাহ্মী জয়ন্তী চাপরাজিতা। অজিতা মালতী শ্বেতা দিতিশ্চ দিতিরেব চ। মায়াচৈব মহামায়া মোহিনী ক্ষোভিনী তথা। কমলা বিমলা গৌরী লাবণ্যাম্বুধিসুন্দরী। দুর্গা ক্রিয়াকলঙ্কী চ ঘণ্টাকর্ণা কপালিনী। রৌদ্রী কালী চ মায়ূরী ত্রিনেত্রা চাপরাজিতা। সুরূপা বহুরূপা চ তথৈব বিগ্রহাত্মিকা। চর্চ্চিকা চাপরা জাতা তথৈব সুরপূজিতা। বৈবস্বতী চ কৌমারী তথা মাহেশ্বরী পরা। বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কার্ত্তিকী কৌশিকী তথা। শিবদূতী চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালাবিভূষিতা। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রো বহ্নিশ্চৈব নৈঋতো বরুণস্তথা। পবনো ধনদেশানৌ ব্রহ্মানন্তো দিগীশ্বরাঃ। সম্বৎসরশ্চায়নে চ মাস পক্ষ দিনানি চ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৯ ॥ রবিঃ সোমঃ কুজঃ সৌম্যো গুরুঃ শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ। রাহুঃ কেতুশ্চ সততমভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ ॥ ১০ ॥ নক্ষত্রং করণং যোগোঽমৃতং সিদ্ধিস্ততঃ শিবং। দগ্ধং পাপং তথা ভদ্রা যোগকারকণাস্তথা। বারবেলা কালবেলা দণ্ডা স্বাণ্ডাদয়স্তথা। অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১১ ॥ অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্ত সংজ্ঞকঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারাদ্যৌ চ ভৈরবাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১২ ॥ ডাকিনীপুত্রকাশ্চৈব শাকিনীপুত্রকাস্তথা। লাকিনীপুত্রকশ্চান্যে

কাকিনীপুত্রকাস্তথা। শাকিনীপুত্রকা ভূয়ো হাকিনীপুত্রকাস্তথা। ততশ্চ যক্ষিণীপুত্রা দেবীপুত্রাস্ততঃ পরং। মাতৃকাণাং তথা পুত্রা উর্দ্ধমুখ্যাঃ স্বুতাশ্চ যে। অভিষিঞ্চন্তু তে সর্ব্বে মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৩॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরস্তু সদাশিবঃ। এতেত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৪॥ পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব বিকারাশ্চৈব ষোড়শ। আত্মা পরাত্মা জীবাত্মা জ্ঞানাত্মা পরমাত্মনঃ। অনাত্মনশ্চ মনশ্চ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ যে পরে। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৫॥ বেদাদিবীজং হুঁ বীজং স্ত্রীবীজং ত্রিকেতনং। শক্তিবীজং রমাবীজং মায়াবীজং গুণাকরং। চিন্তাকরং মহাবীজং নারসিংহঞ্চ শাঙ্করং। মার্ত্তণ্ডভৈরবং দৌর্গং বীজং শ্রীপুরুষোত্তমং। গাণপত্যঞ্চ বারাহং কালীবীজং ভয়াপহং। ত্বামেবমভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬॥ গঙ্গা গোদাবরী রেবা যমুনা চ সরস্বতী। আত্রেয়ী ভারতী চৈব সুরযুগণ্ডকী তথা। করতোয়া চন্দ্রভাগা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৭॥ ভৈরবো ভীমরূপশ্চ শোণো ঘর্ঘর এব চ। সিন্ধুশ্চৈব হ্রদাঃ পান্তু তথা পাতালসম্ভবাঃ। যানি কানি চ তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৮॥ যম্বূদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সাগরা লবণাদয়ঃ। অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সর্ব্বে যে তক্ষকাদয়ঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৯॥ বহ্নিশ্চ বহ্নিজায়া চ বষট্ কূর্চ্চমতঃ পরং। বৌষট্ কারস্তু কট্কারমভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা। মন্তুস্ত প্রেতকুষ্মাণ্ডা রাক্ষসা দানবাশ্চ যে। পিশাচা গুহ্যকা ভূতা অভিষেকেন তাড়িতাঃ॥ ২১॥ অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণীচ পাপানি মহদাদিচ। নশ্যন্তু চাভিষেকেন তারাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ২২॥

রোগং শোকঞ্চ দারিদ্র্যং দৌর্ব্বল্যং চিত্তবিক্রিয়াঃ। নশ্যন্তু চাভিষেকেন তারাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ২২ ॥ রোগং শোকঞ্চ দারিদ্র্যং দৌর্ব্বল্যং চিত্তবিক্রিয়াঃ। নশ্যন্তু চাভিষেকেন বাগ্বীজেনৈব তাড়িতাঃ॥ ২৩॥ শোকানুরাগত্যাগশ্চ দৌর্ভাগ্যমপি দুর্ষণঃ। নশ্যন্তু চাভিষেকেন মন্মথেন চ তাড়িতাঃ॥ ২৪॥ তেজোহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসঃ শক্তিহ্রাস স্তথৈব চ। নশ্যন্তু চাভিষেকেন শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ॥ ২৫॥ বিষাবিষ্টমহারোগা ডাকিন্যো মাতরস্তথা। ঘোরাভিচারাঃ ক্রূরাশ্চ গ্রহা নাগাস্তথৈব চ॥ ২৬॥ নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ। অভিষেকেণ শাক্তেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ ২৭॥

গুরু এইরূপে * অভিষেক শেষ করিয়া সেই ঘটে শিষ্য দ্বারা ইষ্টপূজা করাইবেন, পরে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। "অদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকঃ যথোক্ত ফলকামনয়া কৃতৈতৎশাক্তাভিষেকস্যাঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা তন্মূল্যং) অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে শ্রীগুরবে তুভ্যমহং দদে॥"

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

পুরশ্চরণ।

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন, এই পঞ্চাঙ্গ কর্ম্মাত্মক পুরশ্চরণ করিতে হয়। যেরূপ জীব-হীন দেহ সর্ব্বকার্য্যে অক্ষম, সেইরূপ পুরশ্চরণ-হীন মন্ত্র সিদ্ধি প্রদানে

* "কর্ম্মৌ সংখ্যা, চতুর্গুণঃ" এই শাস্ত্রানুসারে চারিবার অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিয়া অভিষেক করত অন্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

অক্ষম। সাধক স্বয়ং কিংবা গুরু দ্বারা পুরশ্চরণ করাইবে। অভাবে শাস্ত্রবেত্তা সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর্ত্তা, নানাগুণসম্পন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা কিংবা গুণশালিনী পুত্রবতী স্ত্রী-গুরু দ্বারা পুরশ্চরণ করাইবে।

পুরশ্চরণের পূর্ব্ব-কর্ত্তব্য।

পুরশ্চরণ করিবার পূর্ব্ব দিবস হবিষ্যাশী ব্রহ্মচারী হইবে এবং যে কয়দিন জপ করিতে হয়, সেই কয় দিবসই হবিষ্য করিতে হয়।

পুরশ্চরণকালে লবণ, ক্ষারদ্রব্য, মধু, মনের কুটিলতা, ক্ষৌর-কর্ম্ম, তৈলমর্দ্দন, অনিবেদিত-অন্ন ভোজন, অসঙ্কল্পিত কার্য্য এবং গাত্র-মার্জ্জনাদি পরিত্যাগ করিবে।

পঞ্চগব্য অথবা আমলকীরস দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্নান করিয়া যথোক্ত বিধানে আচমন ও দেবতার অর্চ্চনা করিয়া ত্রিসন্ধ্যা বা এক সন্ধ্যা মন্ত্র জপ করিবে। শক্ত হইলে তিনবার অশক্ত হইলে একবার স্নান করিবে।

জপের নিয়ম।

জপকালে অন্য শব্দ একবার উচ্চারণ করিলে, "ওঁ এই মন্ত্র পাঠ এবং বিজাতীয় শব্দ উচ্চারণ করিলে এক বার প্রাণায়াম করিয়া পুনরায় জপ করিবে। অনেক কথা বলিলে আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া পুনরায় জপ করিবে। মল-মূত্রের বেগধারণ করিয়া, মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া; কেশ ও মুখাদির দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া কদাচ জপ করিবে না। আলস্য, জৃম্ভণ, নিদ্রা, ক্ষুৎ (হাঁচি), থুৎকার, ভয়, নীচাঙ্গ স্পর্শন এবং ক্রোধ এই সমস্ত জপকালে পরিত্যাগ করিবে।

পুরশ্চরণ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন অনতি-বিলম্বিত, অনতিক্রুত

এবং নিয়মিত সংখ্যায় জপ করিবে। আরম্ভ-দিবসে যত সংখ্যা জপ করিবে, প্রতিদিন তত সংখ্যা জপ করিতে হয়, ন্যূনাধিক্যে সিদ্ধিলাভ ঘটে না। কলিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার চারিগুণ জপ করিতে হয়। মানস জপে কোন নিয়ম নাই।

সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ এবং গো-সন্নিধানে জপ প্রশস্ত।

গ্রামে জপ করিলে কূর্ম্মচক্রের বিচার করিতে হয়। কিন্তু পর্ব্বত, সমুদ্রতীর, পুণ্যারণ্য বা নদীতটে পুরশ্চরণ করিলে, কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হয় না।

কূর্ম্মচক্র করিয়া পূর্ব্বকথিত পর্ব্বত প্রভৃতি স্থান ব্যতীত স্থানে যদি পুরশ্চরণ করিতে হয়, তবে পুরশ্চরণ করিবার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিবসে ক্ষৌরাদি সম্পাদন করত যে স্থানে মন সন্তুষ্ট হয়, এমন স্থানকে কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিয়া "অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে মযেয়ং ভূমিগৃ্হ্যতে মন্ত্রো মে সিদ্ধ্যতাম্।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কূর্ম্মচক্রানুরূপ কুটীর মধ্যে বেদী প্রস্তুত করিবে। এই বেদীর চতুর্দ্দিকে দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান নিজ আহার-বিহারার্থ কল্পনা করিয়া রাখিবে এবং পুরশ্চরণ আরম্ভ করিয়া সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই কল্পিত স্থান অতিক্রম করিবে না। বেদীর পূর্ব্বদিকে হস্তিন-প্রমাণ ভূমি কুণ্ডবৎ ঈষৎ নিম্ন করিয়া রাখিবে।

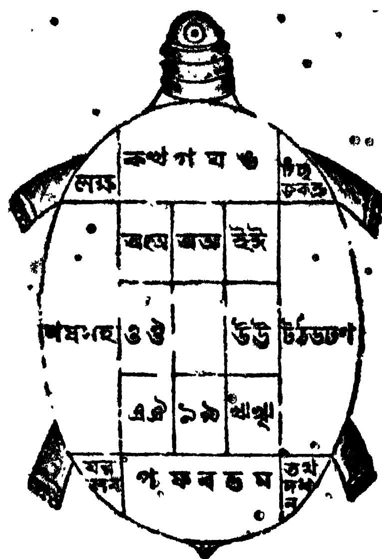
পরদিন প্রত্যূষে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর পাকুড় ও ক্ষীরিবৃক্ষ, ইহার যে কোন বৃক্ষের বিঘত প্রমাণ দশটি কাষ্ঠিকা গ্রহণপূর্ব্বক—"ওঁ নমঃ. সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দশ বার উচ্চারণ করিয়া দশ দিকে ঐ কাষ্ঠিকা পুতিবে।

দশ দিক্ যথা,—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, এই চারিদিক, অগ্নি, বায়ু, নৈঋত ও ঈশান, এই চারি কোণ এবং পূর্ব্বদিক্ ও অগ্নি কোণের মধ্যে একটি ও পশ্চিম এবং বায়ুকোণ ইহার মধ্যে একটি এই দশটি পুঁতিবে। তৎপরে পাঠ করিবে,—"ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভূমি দিব্যান্তরীক্ষগাঃ। বিঘ্নীভূতাশ্চ যে চাত্রে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে॥ ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য ব্রিয়ন্তঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নির্ব্বিঘ্না সিদ্ধিরস্তু মে॥" পরে আসনানুরূপ কূর্ম্মচক্র অঙ্কিত করিবে।

কূর্ম্ম-চক্র-বিচার।

দীপ স্থানে কর্ম্ম করিলে, তাহা শুভফলপ্রদ হয়। যে স্থানে পুরুষ দীপ্তিমান্ হয়, তাহাকেই দীপস্থান বলে। জপাদির জন্য যথাবিধি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থানে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। অনন্তর ঐ চতুরস্রকে নয় কোষ্ঠায় বিভক্ত করিয়া একটি কূর্ম্মচক্র নির্ম্মাণ করিবে। এই চক্রে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তকোষ্ঠায় সপ্তবর্গ এবং ঈশানকোণে ল ক্ষ এই দুই বর্ণ লিখিবে। চতুরস্রের মধ্যস্থিত নবকোষ্ঠের মধ্যে অষ্ট কোষ্ঠাতে এইরূপ পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটি করিয়া ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিতে হইবে। এই চক্রের যে স্থানে ক্ষেত্র— অর্থাৎ গ্রামের আদ্যক্ষর দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানেই কূর্ম্মের মুখ নিশ্চয় করিবে। মুখের উভয় পার্শ্বে যে দুই কোষ্ঠা তাহা দুই হস্ত, হস্তদ্বয়ের নিম্নে যে দুই কোষ্ঠা তাহা কূর্ম্মের কুক্ষি এবং সর্ব্বনিম্নে যে তিনটি কোষ্ঠা দেখা যাইবে, তাহার দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠা দুই পদ ও অবশিষ্ট কোষ্ঠা কূর্ম্মের পুচ্ছস্বরূপ জানিতে হইবে।

বগাদ্য নবকোষ্ঠকেও এইরূপে মুখ ও হস্তাদিতে বিভক্ত করিতে হইবে।



এই প্রকারে কূর্ম্মের অঙ্গ বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। জপ-পূজাদিমণ্ডপে উক্তরূপে কূর্ম্মচক্র অঙ্কিত করিয়া উপবেশন-স্থান স্থির করিয়া লইবে। মণ্ডপের যে ভাগে কূর্ম্মের মুখ, সেই ভাগে বসিয়া জপাদি কার্য্য করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং করের উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে সাধক অল্পজীবী, কুক্ষির উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে উদাসীন, পদের উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে দুঃখী, পুচ্ছের উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা পীড়িত হয়।

এইরূপে কূর্ম্মচক্র করিয়া উহার মুখে বা পৃষ্ঠে উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করত আচমনাদি করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ও সুদর্শনায়

অন্তায় ফট্। ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপাল ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহনপূর্ব্বক পূর্ব্বাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে—"লাং ইন্দ্রায় লোকপালায় নমঃ।" এই ক্রমে,—"রাং অগ্নয়ে, যাং যমায়, ক্ষাং নৈর্ঋতায়, বাং বরুণায়, যাং বায়বে, সাং কুবেরায়, হাং ঈশানায়" নৈর্ঋত ও পশ্চিম কোণের মধ্যে—"হ্রীং অনন্তায়" পূর্ব্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে—"ওঁ আং ব্রহ্মণে।" বেদী-মধ্যস্থলে "ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" পাদ্যাদি-দ্বারা পূজা করত মাষভক্ত বলি নিবেদন করিয়া দিবে,—"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তীশায় নমঃ।"

অনন্তর "অদ্যেত্যাদি—মৎকর্ত্তব্যামুক দেবতায়া অমুকমন্ত্র পুরশ্চরণকর্ম্মণি বিঘ্নবিনাশার্থং, গণেশপূজামহং করিষ্যে," এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ধ্যান পাঠপূর্ব্বক—দশোপচারে গণেশের পূজা করিবে। পরে—"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রাদিদিক্পালেভ্যো নমঃ। ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। মাতরোহপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে॥ বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ।

এইরূপে মাষভক্তবলি দিয়া অষ্টোত্তরসহস্র বার সাবিত্রী ও স্ত্রী শূদ্রেরা দেবতাদের গায়ত্রী জপ করিবে। সংকল্প যথা—"অদ্যেত্যাদি—অমুকদেবশর্ম্মা জ্ঞাতাজ্ঞাতসর্ব্বপাপক্ষয়কামোঽষ্টোত্তর-সহস্রসংখ্যক-সাবিত্রীজপমহং করিষ্যে।" এই দিনে গুরু এবং ব্রাহ্মণকে বস্ত্রাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে ও একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং স্বয়ং হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে কিম্বা উপবাস করিবে।

[illegible] আচমনপূর্বক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিবে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিবেন,—"[illegible] [illegible] [illegible] নিরীক্ষ্য ভবতু।" [illegible] উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে অনুজ্ঞা লইবেন। তৎপরে প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার উপর প্রথমে আসনে উপবেশনানন্তর আচমনপূর্বক স্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প করিবেন—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে [illegible] অমুকে পক্ষে 'অমুকতিথৌ' অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীঅমুকদেবতায়া [illegible] [illegible] ইহ— [illegible] [illegible] পূজনমহং করিষ্যে।" পরে [illegible] পাঠ করিয়া [illegible] "স্বস্ত্যয়নদ্ভো নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজাস্থে [illegible] শোধনাদি করিবেন।

যথা,—হুঁ মন্ত্রে বীক্ষণ, ফট্ মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ওঁ মন্ত্রে তাড়ন, হুঁ মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া, [illegible] ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন। পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

জপসমাপনান্তে 'গুহ্যাতি' মন্ত্র পাঠ করিয়া, "অর্ঘ্য" কুশ কিম্বা পুষ্পযুক্ত জল লইয়া, তেজোময় জপফল পুরুষদেবতার দক্ষিণ হস্তে ও শক্তিদেবতার বামহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক জপ সফল মনে করিবেন। তৎপরে পুনশ্চ সেতু ও অশৌচভঙ্গ মন্ত্র পাঠ এবং প্রাণায়াম করিয়া দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিবেন।

এইরূপে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট জপান্তে অথবা সর্ব্ব সম্পূর্ণ হইলে, শেষদিনে বা তৎপরদিনে জপের দশাংশ দশাংশ সংখ্যানুসারে হোমাদি করিবেন, যথা—তান্ত্রিক মন্ত্রে অথবা তান্ত্রিক বিধানে বহ্নিস্থাপনাদি করিয়া, দেবতাবিশেষে বিহিত সমিধ্ দ্বারা জপের দশাংশসংখ্যক হোম করিবেন।

পুরশ্চরণ-তর্পণ।

নদী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া তীরে বসিয়া, দেবতাকে ধ্যান করতঃ, পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে, মূল উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকদেবতামহং তর্পয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে হোমের দশাংশসংখ্যক তর্পণ করিবেন।

পুরশ্চরণ-অভিষেক।

স্বীয় মস্তকে দেবতাকে মানসিক পূজা করিয়া মূল উচ্চারণপূর্ব্বক "অমুক-দেবতামহমভিষিঞ্চামি নমঃ" এই মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা জল লইয়া তর্পণের দশাংশসংখ্যক স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিবেন।

তৎপরে অভিষেক-দশাংশসংখ্যক ন্যূনকল্পে বেদজ্ঞ দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানপূর্ব্বক ক্ষীরাদি উপকরণযুক্ত অন্নাদি ভোজন করাইবেন। ব্রাহ্মণভোজন দ্বারাই সর্ব্বকার্য্যের অঙ্গবৈকল্য খণ্ডন হয়। তৎপরে নানাপ্রকার উপচারদ্বারা দেবতাকে কুমারীরূপে পূজা করিয়া কুমারীকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন।

এইরূপে সমর্থ হইলে, প্রতিদিন জপান্তে হোমাদি কুমারী-পূজান্ত কার্য্য করিবেন, অসমর্থ পক্ষে সর্ব্বশেষে হোমাদি করিয়া, গুরুকে বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি দ্বারা তুষ্টিজনক পূজাপূর্ব্বক যথাশক্তি দক্ষিণা দিবেন।

যথা—"অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শ্রীমদমুক-দেবতামন্ত্রপুরশ্চরণ-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে শ্রীগুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" পরে, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

পুরশ্চরণাভিলাষী ব্যক্তি বিঘ্ননিবৃত্তি জন্য প্রতিদিন সায়ংসময়ে অপরাজিতা স্তোত্র পাঠ করিবেন। অপরাজিতা স্তোত্র স্তবকবচ-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

সামবেদীয়-সাংবৎসরিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বদিনে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিবস দেব-পূজান্তে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক কুশহস্তে উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করতঃ তিলতৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা,—ভোজ্য পীঠ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণভোজ্যায় নমঃ" বলিয়া তিনবার ভোজ্য অর্চ্চনা করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধি-পতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করতঃ দক্ষিণহস্তে কুশত্রয় সহিত জল গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে ভোজ্য স্পর্শ করতঃ নিম্নলিখিতরূপ বাক্য কহিবে।

"ওমদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধে অমুক-গোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সোপকরণভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

অতঃপর "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসোপকরণভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" এইরূপে দক্ষিণা করিবে। অতঃপর "ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া পাত্রাদি দ্বারা বাস্তুপূজা করিয়া অন্নাদিদান করতঃ "ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্য বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোহস্তু তে।" বলিয়া প্রণাম করিবে। পরে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর স্মরণ করতঃ "ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুর পূজা করিয়া—"এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসযুক্তোপকরণায়ং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শ্রাদ্ধাগ্রভাগ দান করিয়া ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায়" ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। অতঃপর "ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া যথারীতি পূজাদি সম্পাদন করতঃ "ওঁ সপ্তপাতকহন্ত্রী" ইত্যাদি বলিয়া প্রণাম করিবে। পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে তৎস্বামীকে মূল্য অথবা "এতৎ সোপকরণান্নং এতদ্ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া অন্নদান করিবে।

অতঃপর উপবীতী হইয়া,—"ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশব্রাহ্মণকে স্নান করাইয়া "ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করতঃ দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী পাতিত-বামজানু হইয়া তিল কুশ যুক্ত দক্ষিণাগ্র আসনে ব্রাহ্মণকে বসাইয়া একগণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া "ওমদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ

অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ সাংবৎসরিকৈকোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধং তন্ত্রশ্রাদ্ধাঙ্গসংকল্পং করিষ্যে।" পুরোহিত—"ওঁ কুরুষ্ব"।

পরে দশবারাহুতি গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক,—"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি॥" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ করিয়া কুশজলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। অর্ঘার্থ ব্রাহ্মণের শিরঃস্থানে পাত্রান্তরে জল রাখিবে। পরে ব্রাহ্মণকে এক গণ্ডূষ জল দিয়া—"ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা" বলিয়া আসন উৎসর্গ করতঃ ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে মোটক প্রদান করিবে। অনন্তর "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের আসনে তিল নিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে একটী কুশপত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তদুপরি পাত্রস্থাপন করতঃ "ওঁ পবিত্রেস্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে একটি একদল প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ নখব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া—"ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতেস্থ" এই মন্ত্রে জল দ্বারা প্রোক্ষণ করতঃ—ঐ কুশপত্র-নির্ম্মিত পবিত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে" ইত্যনেন মন্ত্রে পাত্রস্থ পবিত্রে কিঞ্চিৎ জল দিবে। পরে "ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো, গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহ॥" এই মন্ত্রে পাত্রে তিল প্রদান করিয়া অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী ও আতপ তণ্ডুল প্রদান করিবে। পরে একগাছি কুশ দ্বারা পাত্র আচ্ছাদিত করিয়া—"ওঁ অচ্ছিদ্রমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিয়া প্রশ্ন করিলে পুরোহিত "ওঁ অস্তু" এই প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে ব্রাহ্মণের

হস্তে অর্ঘ্যপাত্রস্থ পবিত্র প্রদান করিয়া জলান্তর ও পুষ্পান্তর ব্রাহ্মণকে দিবে। অনন্তর পুষ্পান্তর দ্বারা "এতে গন্ধপুষ্পে ও শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া বামহস্তে পবিত্রপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা-অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়া-স্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু।" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে অর্ঘ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দান করিবে। পরে সেই পাত্র ত্যাগ করিয়া পাত্রান্তরে বস্ত্র তুলসীযুক্ত চন্দন পুষ্প ধূপ দীপ ও যজ্ঞোপবীত রাখিয়া ঐ পাত্র বামহস্তে ধারণ করতঃ দক্ষিণহস্তে তিলকুশযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-যজ্ঞোপবীতা-চ্ছাদনানি স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করতঃ "এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতত্তে যজ্ঞোপবীতং এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। পরে করযোড়ে "ওঁ গন্ধাদিদানমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবেন পুরোহিত "ওঁ অস্তু"—

অতঃপর ব্রাহ্মণের নিকটস্থ কুশাদি সরাইয়া জলধারা দ্বারা নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র জলধারা দ্বারা বামাবর্ত্ত ক্রমে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করতঃ তদুপরি অন্নপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি অথবা পক্কান্ন পরিবেশন করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে। ইদং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো রক্ষস্বেদং রক্ষস্ব" এই মন্ত্রে অন্নে তিল প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে অঙ্গুষ্ঠ জল দিয়া গায়ত্রী

পাঠ করতঃ অন্নোপরি মধু, তদভাবে গুড় দিয়া,—"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ ওঁ মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অন্নপাত্র ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কুশতুলসীযুক্ত জল লইয়া—"ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্নেতত্তেহন্নং সোপকরণং সতিলোদকং স্বধা" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

পরে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া "ইদমন্নং ইমা আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্যতঃ স্বদ" বলিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী, "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

গায়ত্রী ও মধুবাতা ইত্যাদি পাঠ করিয়া ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ মৃত্তিকায় কতকগুলি কুশ ছড়াইয়া তিল-তুলসী-মোটক ও দধিমধুঘৃতযুক্ত একটী পিণ্ড এবং বামহস্তে কুশতে করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সকলপিণ্ড পিতৃতীর্থ-ক্রমে ঐ কুশোপরি প্রদান করিবে। পরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত আচমনপূর্ব্বক—হরিস্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল প্রদান করত পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া [illegible]

"ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং" জিজ্ঞাসা করিবে। পুরোহিত—"ওঁ ইষ্টৈর্ভুজ্যতাং" পরে "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" বলিয়া প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত, "ওঁ কুরুষ্ব"।

পরে ব্রাহ্মণের অন্নপাত্রের সম্মুখের স্থান পরিষ্কার করিয়া—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম-ক্রমে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশপত্রদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক রেখা-মধ্যস্থলে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" ও "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণাগ্র একটী রেখা অঙ্কিত করত উত্তর দিকে কুশপত্রদ্বয় নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর মণ্ডলের উপরি কতকগুলি সমূলাগ্র কুশ আস্তৃত করিয়া,—"ওঁ এহি পিতঃ সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভিঃ। দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ।" এইরূপে আবাহন করত আস্তীর্ণ কুশের উপরি তিল প্রদান করিয়া সতিল-কুশযুক্ত জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বামহস্তে আস্তীর্ণ কুশ ধারণ করত "অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" এই বাক্য বলিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিবে।

অতঃপর গায়ত্রী ও "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্র ও "ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী। যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, ঘৃত ও মধু তিল-তুলসী যোটকযুক্ত পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করত জলার্দ্র বামহস্তে কুশীতে করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইয়া—"ওঁ অমুক-গোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে সতিলোদকপিণ্ডং স্বধা।

এইরূপ পাঠ করিয়া আস্তীর্ণ কুশের উপরি পিতৃতীর্থক্রমে পিণ্ডদান করত পিণ্ডোপরি জল দিবে। পরে অবশিষ্ট অন্ন গুলি পিণ্ডের উপরি ছড়াইয়া কুশমূল দ্বারা অন্নযুক্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া আচমন করত সেই জল গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ" অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" এই বাক্যে অবনেজন জল পিণ্ডের উপরি দিবে।

পরে "ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব" এই মন্ত্র জপ করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া যাবৎ পর্য্যন্ত গ্লানি না জন্মে তাবৎ পর্য্যন্ত শ্বাস রুদ্ধ করিয়া পিতৃদিগের তেজোময় মূর্ত্তি চিন্তা করত দক্ষিণমুখ হইয়া "ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট" ইহা জপ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতর্নমস্তে" এই মন্ত্র জপ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গৃহিণীকে দর্শন করিবে,—"ওঁ গৃহান্নঃ পিতর্দ্দেহি।" পরে "ওঁ সদস্তে পিতর্দ্দেষ্ম" এই বলিয়া পিণ্ড দর্শন করিবে।

অতঃপর নূতন বা পুরাতন শুক্লবস্ত্রের একটু সূত্র লইয়া—তাহা দ্বিগুণীকৃতভাবে কুশে জড়াইয়া—'ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ' বলিয়া পিণ্ডের উপরি দিয়া তাহা অবাবৃত বামহস্তদ্বারা ধরিয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

পরে ভক্তিভাবে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞকর্তবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।" ওঁ ষড়্‌ভ্যো ঋতুভ্যো নমঃ। পরে "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" ব্রাহ্মণের অগ্রভূমিতে জলপ্রোক্ষণ করিবে। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণহস্তে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া জল দিবে। পুরোহিত—"ওঁ সন্তু।"

পরে "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" বলিয়া পুষ্প, "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া দূর্ব্বা তণ্ডুল দিবে, সর্ব্বত্র পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে তিল, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত জল লইয়া "অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতন্ শ্রাদ্ধে দত্তৈতদন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। পুরোহিত "ওঁ উপতিষ্ঠতাম্।" পরে "ওঁ অঘোরঃ পিতাস্তু" পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবে। "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্"। পুরোহিত—"ওঁ বর্দ্ধতাম্" তৎপরে পিণ্ডের উপরি সপবিত্র পুষ্প দিয়া "ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতরং" এই মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জল সেচন করিবে। অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবে। যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" অতঃপর "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিবে পুরোহিত "ওঁ অস্তু" অনন্তর পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং" বলিবে। পুরোহিত "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" বলিবে। পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দক্ষিণ-দিক দর্শনপূর্ব্বক—"ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং" ইত্যাদি অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদিত্যাদি, অঙ্গং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যমিত্যাদি "এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। পুরোহিত "ওঁ সন্তু", তৎপরে "পিতৃগণপ্রসাদোঽস্তু" বলিলে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন।

পরে "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিসর্জ্জন করিবে। "ওঁ

"অভিরতোঽস্মি" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যা দেবে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরামাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ।" এই মন্ত্রে জল দ্বারা বাম ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়া "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" "ওঁ পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥" বলিয়া পিতৃপ্রণাম করিবে। তৎপর অন্নপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া 'যত্র শ্রাদ্ধং কৃতং তস্য অক্ষয্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ত্বয়ি জলে (গঙ্গাজলে) পাত্রীয়মন্নাদিকং সমর্পিতং" বলিয়া ঐ অন্ন জলে দিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণের গ্রন্থিমোচনপূর্ব্বক মহাবাম-দেব্য' ইত্যাদি (১১২ পৃঃ ১৪ পং দেখ) শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তি করতঃ পিণ্ড ব্রাহ্মণ, অজ, অগ্নি ও বা গরুকে দিবে, অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। পরে দীপ আচ্ছাদন ও সূর্য্য নমস্কার করিবে। অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিয়া, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদিনাং সাম্বৎসরিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

তত্র পূর্ব্বদিনে কর্ত্তা ক্ষৌরাদিকং বিধায় হবিষ্যমেকবারং ভুক্ত্বা পরদিনে উত্থায় প্রাতঃকৃত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য স্নানাদিকং সন্ধ্যাং তর্পণং দেবার্চ্চনঞ্চ কৃত্বা মধ্যাহ্নে যথাবিধি অন্নব্যঞ্জনাদিকং পরমান্নং বা পক্ত্বা যথাশক্তি দানাদিকং সংকল্পয়েৎ। কুতপে ভোজ্যোৎসর্গং কুর্য্যাৎ। তত্র এবাক্রমাৎ। কর্ত্তা পূর্ব্বাভিমুখো ভূত্বা বামকরে

উত্তরীয়ং দত্ত্বা কুশহস্ত আচম্য পাতিতদক্ষিণজানুঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ কুরুক্ষেত্রমিত্যাদি পঠিত্বা মণ্ডলং নির্ম্মায় জোড়োৎসর্গং অন্নোৎসর্গং বা কুর্য্যাৎ যথা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সবস্ত্রোপকরণান্নায় নমঃ। ইতি ত্রিঃ। এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ এতৎসম্প্রদান-ব্রাহ্মণায় নমঃ। ততঃ কুশবারিণা সংপ্রোক্ষ্য দক্ষিণহস্তেনালভ্য বামহস্তেন ধৃত্বা সজলত্রিপত্রং গৃহীত্বা বিষ্ণুঃ ওঁম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরেঽমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেব-শর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সবস্ত্রোপকরণান্নং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। ইত্যন্নোপরি দত্ত্বা দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুং ওম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুক-দেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্রোপকরণান্নদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবেত্যাদি। অচ্ছোহচ্ছিদ্রং কুর্য্যাৎ। ততো দক্ষিণাভিমুখো ভবন্ দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয়ং দত্ত্বা পাতিতবামজানুঃসর্ব্বং কুর্য্যাৎ। ততঃ পুনঃ কুরুক্ষেত্রমিত্যাদি পঠিত্বা একস্যাং প্রোক্ষণ্যাং দক্ষিণাগ্রং কুশ-ব্রাহ্মণমেকং স্থাপয়িত্বা ওঁ সহস্রশীর্ষেত্যাদিনা স্থাপয়িত্বা দক্ষিণা-গ্রাসনে কুশোপরি দক্ষিণাগ্রং ব্রাহ্মণং স্থাপয়েৎ। তত এতৎ পাদ্যং ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ। ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাভিমুখো যজ্ঞেশ্বরার্চ্চনং কুর্য্যাৎ। এতৎ পাদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ইত্যাদি। এতদন্নং। এতৎপ্রোক্তীয়দ্রব্যাগ্রভাগ সম্ভোপকরণমামান্নৈবেদ্যং ইত্যাদি। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নি-ধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ অন্নোঽমমত্বা

সচরাচরা ধরা, বিষাণকোট্যাখিলবিশ্বমূর্ত্তিনা। সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা, স মে স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ প্রসীদতু। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য ইত্যাদিনা প্রণমেৎ। ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্যভোক্তা ... অত্রাধিষ্ঠানং কুরু যাবৎ শ্রাদ্ধং করোম্যহং। ততো বাস্তুপূজা—এতৎ পাদ্যং ওঁ বাস্তু-পুরুষায় নমঃ। ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। পরকীয়ভূমৌ চেৎ ওঁ এতৎভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততো নিমন্ত্রণং। বিষ্ণুঃ ওম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিকং, সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে। ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নোঽস্মি ইতি ব্রাহ্মণো বদেৎ। ততঃ ওঁ অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ। ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥ ইতি কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ততো দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজানুঃ দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয়ং দত্ত্বা ওঁ স্বাগতং ভবতা ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সুস্বাগতমিতি ব্রাহ্মণঃ। পুনঃ পাদ্যং। তত আসনং ধৃত্বা সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাং। ইতি পঠেৎ। ততো ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডূষং দত্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি ত্রিঃ পঠেৎ। তত আসনং ধৃত্বা গায়ত্রীং জপেৎ। ততো ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডূষং দত্ত্বা তুলসীপত্রমালায় মোটকং গৃহীত্বা অনুজ্ঞাং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুঃ ওম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্ট-বিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণ সহিতেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে। ইত্যাসনে দদ্যাৎ। ওঁ কুরুষ ইতি ব্রাহ্মণঃ। ততো মোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুঃ ওম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতদ্দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা। ইত্যাসনে দত্ত্বা কুশ-ব্রাহ্মণস্য পাদয়োরধঃ কুশান্দত্ত্বা মৃজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ভূমিঞ্চ

প্রোক্ষয়েৎ। রক্ষর্থামুদকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ। তত আবাহনং। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ ইতি পিতৃতীর্থেন তিলান্ বিকীরেৎ। ততোহর্ঘদ্যানং। ব্রাহ্মণাগ্রভূমৌ দক্ষিণাগ্রং কুশপত্রমেকং পাতয়িত্বা তদুপরি দক্ষিণাগ্রাসনে একাং দ্রোণীং স্থাপয়েৎ। ততঃ সাগ্রং কুশপত্রমেকং পবিত্রার্থং গৃহীত্বা ওঁ পবিত্রমসি বৈষ্ণবীতি মন্ত্রেণ প্রাদেশপ্রমাণং নখব্যতিরেকেণ ছিত্ত্বা বামহস্তেন গৃহীত্বা দক্ষিণহস্তেন ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসীতি স্থাপয়িত্বা তস্যাং দ্রোণ্যাং দক্ষিণাগ্রং স্থাপয়েৎ। তত ওঁ শন্নো দেবীরিতি মন্ত্রত্রয়ং পঠিত্বা জলগণ্ডূষত্রয়ং দত্ত্বা ওঁ তিলোহসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা॥ ইতি মন্ত্রেণ তিলান্ বিকীর্য্য তুষ্ণীং গন্ধপুষ্পে দত্ত্বা কুশান্তরেণাচ্ছাদনং কুর্য্যাৎ, ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু। ইতি পঠেৎ। ওঁ অস্তু ইতি ব্রাহ্মণঃ। ততঃ উদ্ঘাটনং ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রদানং জলান্তরং পুষ্পান্তরঞ্চ দদ্যাৎ। ওঁ শিরঃপাণ্যাদিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ। ইত্যর্ঘপাত্রস্থপুষ্পং দদ্যাৎ। ততোহর্ঘপাত্রস্থজলং বামহস্তে কৃত্বা দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সেত্যাদি মন্ত্রং পঠিত্বা সতিলমোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষোহর্ঘস্তুভ্যং স্বধা। ততো গন্ধাদিদানং। গন্ধপুষ্পধূপদীপবাসাংসি দত্ত্বা মোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীতবাসাংসি তুভ্যং স্বধা। ইত্যাসনে দদ্যাৎ। ততঃ প্রত্যেকং দ্রব্যং দর্শয়েৎ। এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ এষ তে দীপঃ, এতত্তে যজ্ঞোপবীতং, এতত্তে বস্ত্রং এতত্তে সোপকরণং, তাম্বুলং। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ

অস্তু ইতি ব্রাহ্মণঃ। ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে। ওঁ পাতয় ইতি ব্রাহ্মণঃ। ততো ব্রাহ্মণাগ্রতো নৈর্ঋতাদিক্রমেণ দক্ষিণাগ্রং চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা তদুপরি ভোজনপাত্রং পাতয়িত্বা সর্ব্বমন্ন-ব্যঞ্জনাদিকং পরিবেশয়েৎ। কিন্তু কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকুনিষেধঃ। ব্রাহ্মণদক্ষিণে সিদ্ধান্নব্যঞ্জনং জলঞ্চ দদ্যাৎ। ততঃ পাত্রং বামহস্তেন ধৃত্বা দক্ষিণহস্তেন ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব ইতি জলাভ্যুক্ষণং। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে। ইত্যঙ্গুষ্ঠনিবেশনং। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ ইতি তিলান্ বিকীর্য্য ওঁ আপোশানমিতি জলগণ্ডূষং দত্ত্বা অন্নোপরি গায়ত্রীং জপেৎ। ততঃ সতিলযোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতৎ সন্নোপকরণ-সিদ্ধান্নব্যঞ্জনং তুভ্যং স্বধা ইত্যুৎসৃজ্য প্রত্যেকং দ্রব্যং দর্শয়েৎ। ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি। ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ। ইতি ব্রাহ্মণায় পুনর্জ্জলগণ্ডূষং দত্ত্বা মধুদানং কুর্য্যাৎ। ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ইতি পঠিত্বা মধুমধুমধ্বিতি জপেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ সিদ্ধান্নদানমধুদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ অস্তু ইতি ব্রাহ্মণঃ। ততো রুচিস্তবাদিকং পঠেৎ। ততঃ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োহব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। মন্বত্রি-বিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো

বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিরস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো-ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥ ততঃ দক্ষিণে ভূমৌ কুশানাস্তীর্য্য মোটকেন সহ জলমন্নং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥ ইত্যনেন কুশোপরি দদ্যাৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ। ততো ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডূষং দত্বা ওঁ স্বদিতমিতি বদেৎ। ওঁ সুস্বদিতমিতি ব্রাহ্মণঃ। ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তীতি বদেৎ। ওঁ ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতামিতি ব্রাহ্মণঃ। ততো ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডূষং দত্বা ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ইতি কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ কুরুষ ইতি ব্রাহ্মণঃ। তত আত্মসম্মুখে ওঁ নিহন্মি সর্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥ ইতি মন্ত্রেণ নৈঋতাদিক্রমেণ দক্ষিণাগ্রং চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা ওঁ অপহতানিহন্মিভ্যাং কুশমূলেন দক্ষিণাগ্রাং রেখাং কৃত্বা রেখামভ্যুক্ষ্য বামে মোটকেন নীবীবন্ধনং কৃত্বা বামহস্তেন পিণ্ডস্থালীং ধৃত্বা দক্ষিণহস্তেন সতিল-মোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম-অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা। ইতি পিণ্ডস্থানে দদ্যাৎ। ততস্তুলসীং চূর্ণীকৃত্য

কুশাস্তরণং কৃত্বা ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ ইতি তিলান্ বিকীর্য্য ওঁ মধুবাতেতি পঠিত্বা পিণ্ডে ঘৃততিলান্দত্ত্বা সতিলমোটকেন সহ পিণ্ডং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা। ইত্যঙ্গুষ্ঠসংলগ্নং কুশোপরি পিতৃতীর্থেন দদ্যাৎ। যদি গঙ্গোদকং সম্ভবতি তদা সতিলগঙ্গোদকমিতি বিশেষঃ। ততঃ পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষং বিকীরেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব। ততো বামাবর্ত্তেনোদঙ্মুখঃ। ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ স্বধা। হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥ ইতি ত্রিঃ পঠেৎ। ওঁ ষড়্ভ্যশ্চ-তুভ্যো নমঃ। ইতি শ্বাসং মুঞ্চেৎ। ততো দক্ষিণাভিমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট। ইতি পঠেৎ। ততঃ পিণ্ডপাত্রে হস্তং প্রক্ষাল্য তজ্জলং সতিলমোটকেন গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা। ইতি পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততো নীবীমোটকং ত্যজেৎ। ততো হস্তদ্বয়েন পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলিমন্ত্রং পঠেৎ ওঁ নমস্তে পিতা রসায় ওঁ নমস্তে—পিতঃ শোষায়। ওঁ নমস্তে পিতর্জীবায়। ওঁ নমস্তে পিতঃ স্বধায়ৈ। ওঁ নমস্তে পিতর্ঘোরায়। ওঁ নমস্তে পিতর্মন্যবে। ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতর্নমস্তে। ওঁ গৃহান্নঃ পিতর্দেহি। ইতি গৃহিণীং পশ্যেৎ। ওঁ সদস্তে পিতর্দেষ্ম। ইতি পিণ্ডং পশ্যেৎ॥ ততো নবমনবদ্ধা বাসঃসূত্রং মোটকেন সহ গৃহীত্বা। ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ। ইতি পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততঃ সতিলমোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুক-দেবশর্ম্মন্নেতদ্বাসস্তুভ্যং স্বধা। ইত্যুৎসৃজ্য দদ্যাৎ। ততঃ পিণ্ডোপরি ঊর্জ্জধারাং দদ্যাৎ ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ

কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতরং। ততো গঙ্কাদিনা ত্রুষ্ণীং পিণ্ডং ভাস্করমূর্ত্তিং ধ্যায়ন্ পূজয়েৎ। যাবৎ প্রদীপস্তিষ্ঠতি তাবন্নারায়ণনামানুকীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ। ততো দীপে নির্ব্বাপিতে আসনে ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডূষং দত্ত্বা ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সুসম্পন্নমিতি ব্রাহ্মণঃ। ওঁ পিণ্ড গয়াং গচ্ছ ইতি সঞ্চাল্য ধৃত্বা পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ। ততস্তরণকুশান্ ভাগদ্বয়ং কৃত্বা ওঁ স্বধাপ্রোক্ষিতমস্ত ইতি স্তরণকুশোপরি জলগণ্ডূষং দত্ত্বাৎ। ওঁ অস্ত ইতি ব্রাহ্মণঃ। ওঁ শিবা আপঃ সন্ত ইত্যাসনে জলং দত্ত্বাৎ। ওঁ সন্ত ইতি ব্রাহ্মণঃ। ওঁ সৌমনস্যমস্ত ইতি পুষ্পং দত্ত্বাৎ। ওঁ অস্ত ব্রাহ্মণঃ। ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত ইত্যক্ষতান্ দত্ত্বাৎ। ওঁ অস্ত ব্রাহ্মণঃ। ততোঽক্ষয্যং কুর্য্যাৎ। সতিল মোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুঃ ওম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্ট-বিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধে দত্তৈতদন্নপানাদিকমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং।— ইত্যাসনে দত্ত্বাৎ। ওঁ অস্ত ব্রাহ্মণঃ। ওঁ সমং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং ইতি পুনর্জ্জলগণ্ডূষং দত্ত্বাৎ। ওঁ অঘোরঃ পিতা অস্ত ইতি বদেৎ। ওঁ অস্ত ব্রাহ্মণঃ। ওঁ গোত্রন্নো বর্দ্ধতামিতি বদেৎ। ওঁ বর্দ্ধতা-মিতি ব্রাহ্মণঃ। ওঁ আশিষো মে দীয়ন্তাং ইতি বদেৎ। ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তামিতি ব্রাহ্মণঃ। ততঃ ওঁ দাতারো নোঽভি-বর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচি-তারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যেতাঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্ত। এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু। পিতৃবরপ্রসাদোঽস্ত। ইতি পঠিত্বা আসনে পুষ্পং দত্ত্বা আসনাৎ পুষ্পান্তরমানীয় ভূমিং স্পর্শয়িত্বা

শিরসি দত্ত্বাৎ। ততো দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ। সতিলমোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুঃ ওম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা-মিদং রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। ইত্যাসনে দত্ত্বাৎ। ওঁ অনয়া দক্ষিণয়া সদক্ষিণমস্তু। ওঁ রজতং রজতমিতি তর্জ্জনীং দর্শয়েৎ। পুনর্জ্জল-গণ্ডূষং দত্ত্বাৎ। ওঁ অস্তু ব্রাহ্মণঃ। ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা জলেন বেষ্টয়েৎ। ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব ইত্যাসনং চালয়েৎ। ওঁ অভিরতোস্মি ইতি ব্রাহ্মণঃ। ততো জলপুষ্পং দত্ত্বা ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যা দেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাৎ। ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমা-পন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ। ইতি পঠিত্বা প্রণমেৎ। ততঃ পাত্রসমর্পণং। ওঁ ভবতাহং কৃতার্থীকৃত ইতি বদেৎ। কৃতার্থো ভব ইতি ব্রাহ্মণঃ। ততঃ উদঙ্মুখায় ব্রাহ্মণায় পাত্রাদীনি দত্ত্বা স্বয়ং প্রাঙ্মুখো ভূত্বা বিজর্ম্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং গৃহীত্বা ওঁ যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয়তৃপ্তয়েঽস্মিন্ ব্রাহ্মণে সোপকরণমন্নাদিপাত্রং সমর্পিতং। ইতি দ্বিজহস্তে দত্ত্বাৎ। ওঁ স্বস্তীতি সংগৃহ্য গায়ত্রীং জপেৎ কামন্তত্রিকং পঠেৎ। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুঃ ওম্ তৎসদদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মা-চ্ছিদ্রমস্তু। ততো বিষ্ণুস্মরণং। বিষ্ণুঃ ওম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় দশধা শ্রীবিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে। ইতি দশধা বিষ্ণুস্মরণং কুর্য্যাৎ। ওঁ

অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাদিত্যাদি। ওঁ মন্ত্রেত্যাদি ময়া এতৎ কৃতং কর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুচরণে সমর্পিতং। ওঁ ন্যূনাতিরিক্তানি ইত্যাদি। ততঃ পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ অগ্নৌ জলে বা ক্ষিপেৎ। কুশান্ ত্যক্ত্বা হস্তপাদৌ প্রক্ষাল্যাচম্য সূর্য্যনমস্কারং কৃত্বা দীপচ্ছাদনং কুর্য্যাৎ। ততঃ শান্ত্যাশীর্ব্বাদং কুর্য্যাৎ।

ইত্যেকোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধপ্রয়োগ সমাপ্তঃ।

ঋগ্বেদিনাং সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ।

তিলতৈলেন দীপং প্রজ্বাল্য প্রথমং ভোজ্যমুৎসৃজেৎ। ততো বাস্তুপুরুষায় নমঃ ইত্যনেন বাস্তুং সম্পূজ্য ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা যজ্ঞেশ্বরং পূজয়েৎ। যথা,—এতৎপাদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এবমর্ঘ্যাচমনীয়াদীনি দদ্যাৎ। পিতৃতীর্থেন ইদমন্নমেতদ্‌ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ। ততঃ পূর্ব্বমুখেন স্থাপয়িত্বা দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী দর্ভবটুং স্থাপয়েৎ। ততো বাক্যং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্যামুকে মাসমুখে পক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে। ওঁ কুরুষ্বেতি ব্রাহ্মণঃ। উপবীতী গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিঃ পুণ্ডরীকাক্ষং স্মৃত্বা মৃজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়-দ্রব্যপ্রোক্ষণং কর্ত্তব্যং রক্ষার্থমুদকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ। ততস্তিলহস্তঃ ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পশ্যতি তে মহীং। অসুরাণাং যথার্থায় ভূয়ো সংস্থাপিতো ময়া। অনাদিনিধনজ্ঞাননিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ। ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ইতি রক্ষোমন্ত্রং জপেৎ। প্রাচীনাবীতী। বিষ্ণুঃ অমুকগোত্র পিত-

অমুকদেবশর্ম্মণস্তত্তে দর্ভাসনং স্বধা নমঃ। ইতি দর্ভাসনং ব্রাহ্মণ-দক্ষিণপার্শ্বে দদ্যাৎ। ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমাসিচ্য কুশানাস্তীর্য্য তেষু স্থণ্ডিলপাত্রমুত্তানীকৃত্য ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবীত্যনখচ্ছিন্নং ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসীতি জলসংসর্গং কৃত্বা দ্রোণ্যুপরি পবিত্রং স্থাপয়েৎ। ততো জলেন ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযো-রভিস্রবন্তু নঃ। ইতি স্থাপয়েৎ। ততস্তিলান্ গৃহীত্বা ওঁ তিলোহসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা। ইতি বিকীর্য্য তুষ্ণীং গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা কুশান্তরেণাচ্ছাদ্য ওঁ পিতৃপাত্রং সম্পন্নমিত্যভিমৃশ্য উপবীতী দক্ষিণামুখঃ—ওঁ স্বধা অর্ঘ্যাঃ। ইতি ব্রাহ্মণেহর্ঘ্যাংনিবেদ্য অন্যা অপো দত্ত্বা বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নিদন্তেহর্ঘ্যাং স্বধা নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য বামহস্ততলে দ্রোণীং নিধায় দক্ষিণ-হস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ যা দিব্যাঃ পয়সা আপঃ (পৃথিবীং) সংবভূবুর্য্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্যোনা সুহবা ভবন্তু। ততঃ ওঁ পিত্রে স্থানমসীত্যনেন বামে ন্যুব্জং কুর্য্যাৎ। ততো দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয়ং দত্ত্বা দ্রোণ্যাং গন্ধাদীন্নাদায় ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা গন্ধাদীনি স্বসজ্জীকৃত্য বাক্যং কুর্য্যাৎ। ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপ-যজ্ঞোপবীতাচ্ছাদনানি স্বধা নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য প্রত্যেকং দ্রব্যং দর্শয়েৎ। ওঁ এষ তে গন্ধঃ। ওঁ এতত্তে পুষ্পং। ওঁ এষ তে ধূপঃ এষতে দীপঃ। ওঁ এতত্তে যজ্ঞোপবীতং। ওঁ এতত্তে আচ্ছাদনং। তত ওঁ পিত্রর্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতং ইতি প্রার্থয়েৎ। ওঁ সম্পূর্ণং জাতমিতি ব্রাহ্মণঃ। ততো ব্রাহ্মণাগ্রতো নৈঋত্যাদিক্রমেণ দক্ষিণাগ্রং চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা তদুপরি ভোজনপাত্রং দত্ত্বা ব্রাহ্মণদক্ষিণে

ত্রোপর্য্যং জলং সংস্থাপ্য তত্র জুহুয়াৎ। ওঁ অমুকগোত্রায় পিত্রে-ঽমুকায় স্বাহা। ইতি হুত্বা সর্ব্বমন্নব্যঞ্জনাদিকং পরিবেশয়েৎ। ব্রাহ্মণদক্ষিণে জলমণ্ড-বামভাগে দদ্যাৎ। তত উত্তানহস্তাভ্যাং পাত্রং স্পৃষ্ট্বা ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃপিধানং ব্রাহ্মণস্য ত্বা মুখে অমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাংত্বা বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োর্জ্জুহোম্যক্ষিতমসি মাবে ক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে। ইত্যনেনাঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ। ততো বামহস্তেন পাত্রং স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণহস্তেন ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব ইতি জলেনান্নমভ্যুক্ষ্য ওঁ অপহতেতি তিলান্ বিকীর্য্য বিষ্ণুরোমমুক-গোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নিদমন্নং সোপকরণং সজলং স্বধা নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য বামস্কন্ধে উত্তরীয়ং দত্ত্বা গায়ত্রীং জপ্ত্বা দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয়ং দত্ত্বা ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং-অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধ্বিতি জপেৎ। ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু। ইতি পঠিত্বাঞ্জলিং বদ্ধা ওঁ ইদমন্নং ইমা আপ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি। ইতি দ্রব্যং দর্শয়িত্বা ওঁ ভবান্ প্রাশয়তু ইতি ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডূষং দদ্যাৎ। ওঁ যথাসুখং জুষস্ব ইতি ব্রাহ্মণো বদেৎ। ততঃ পুনর্গায়ত্রীং মধুবাতেতি চ ত্রিঃ পঠেৎ। প্রাগুক্তরক্ষোঘ্নসূক্তঞ্চ। রুচিশুবাদিকমপি। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে

মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ ওঁ ঈশানবিষ্ণুকমলাসনকার্ত্তিকেয়,— বহ্নিত্রয়ার্কযজনীশধনেশ্বরাণাং। ক্রৌঞ্চামরেন্দ্রকলসোদ্ভবকাশ্যপানাং, পাদান্নমামি সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্॥ ইতি পঠিত্বা, ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ ইতি ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুষং দদ্যাৎ। ওঁ তৃপ্তাঃ স্মঃ ইতি ব্রাহ্মণো বদেৎ। ওঁ সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সুসম্পন্নমিতি ব্রাহ্মণঃ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতহুতশেষাণাং পিণ্ডার্থং প্রচুরমাসাদ্য স্বল্পং বিকিরণার্থং পৃথক্ স্থাপয়েৎ। ততঃ ওঁ শেষমন্নং ক্ব দেয়মিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিভজ্যতামিতি ব্রাহ্মণঃ। ততো ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুষং দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্বেতি ব্রাহ্মণো বদেৎ। ততো বামস্কন্ধে উত্তরীয়ং দত্ত্বা প্রাঙ্মুখো গায়ত্রীং জপিত্বা ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চেতি ত্রির্জপেৎ। ততো দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয়ং দত্ত্বা দক্ষিণামুখ ঈশানকোণাদারভ্য দক্ষিণাদিক্রমেণ চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা ওঁ অপহতেতি রেখাং জলৈরভ্যুক্ষ্য তদুপরি কুশানাস্তীর্য্য ওঁ শুন্ধন্তাং পিতর ইতি তিলজলে কুশোপরি দদ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতহুতাবশেষান্নমিশ্রান্নৈঃ ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত ইত্যাদি ওঁ মধুবাতেতি চ মন্ত্রেণ সুবর্ত্তুলং বিল্বোপমং (অষ্টতোলকং) পিণ্ডং নির্ম্মায় (পিণ্ডনির্ম্মাণে মন্ত্রস্তু ন সূত্রকারসম্মতঃ)। তিলজলদ্বিগুণভুগ্নকুশপত্রসহিতং পিণ্ডং গৃহীত্বা পিতৃতীর্থেন ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেব তে পিণ্ডো যে চাত্রত্বামনুতেভ্যশ্চ স্বধা নমঃ। ইতি তিলাম্বুসিক্তে দেশে দর্ভোপরি দদ্যাৎ। ততো-হমন্ত্রকং করং দর্ভমূলে নির্ঘৃষ্য জলং স্পৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব ইতি পিণ্ডমনুমন্ত্র্য উদঙ্মুখো ভূত্বা যথাশক্তি প্রাণান্

সংযম্য পরাবৃত্য ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগ মা বৃষায়িষ্ট। ইত্যনেন শ্বাসং ত্যজেৎ। উপবীতী পিণ্ডশেষমাঘ্রায় হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজানুঃ ওঁ সুক্ষন্তাং পিতর ইতি পিণ্ডোপরি তিলাম্বু দদ্যাৎ। ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক-দেবশর্ম্মন্নভ্যঙ্‌ক্ষ্ব ইতি পিণ্ডোপরি ঘৃতং দদ্যাৎ। ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নঙ্‌ক্ষ্ব। ইত্যঞ্জনং পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততো নবমনবস্থ শুক্লবস্ত্রদশাভবং সূত্রং বামহস্তাদক্ষিণহস্তেন সংগৃহ্য ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসো মানতো হস্তং পিতরো যুঙ্‌ক্ষ্বমিতি পঠিত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা নমঃ। ইতি পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততো গন্ধাদিনা পিণ্ডং পূজয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ নমস্তে পিতৃরিষে। নমস্তে পিতরূর্জ্জে। নমস্তে পিতঃ শুষ্মায়। নমস্তে পিতর্ঘোরায়। নমস্তে পিতর্জীবায়। নমস্তে পিতারসায়। ওঁ স্বধা তে পিতর্নমস্তে পিতর্নমঃ এতা স্তে পিতরিমা অস্মাকং জীবা তে জীবন্ত ইহ সন্তস্যাম। ওঁ মনো ন্বা হ্বামহে নারাশংসেন সোমেন। পিতৃণাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃপুন ইতি ওঁ পুনর্নঃ পিতর ইতি। ততঃ পিণ্ডমুপতিষ্ঠেৎ। তত ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীতি পিণ্ডোপরি জলধারাং দদ্যাৎ। ওঁ পরেহি নঃ পিতঃ সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃপূর্ব্বিণেভিঃ। দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ॥ ইত্যনেন পিণ্ডমাঘ্রেয়ীং দিশং চালয়েৎ। ততঃ পিণ্ডং গোহজবিপ্রেভ্যো জলে বা দদ্যাৎ। অনাচারেঽপি পিণ্ডদানপক্ষে ব্রাহ্মণানাচাময়েৎ। ততো বিকিরদানং। ব্রাহ্মণাগ্রতঃ প্রোক্ষিতায়াং ভুবি দক্ষিণাগ্রান্ দর্ভানাস্তীর্য্য তত্র তিলান্ বিকীর্য্য পূর্ব্বস্থাপিতমন্নং জলপ্লাবিতং গৃহীত্বা ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধাঃ মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।

তেভিঃ স্বরাড়্ স্বনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব। ইত্যন্নং ভুবি বিকীর্য্য ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা নাগ্নিদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধিন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ। ইতি সতিলজলং দদ্যাৎ। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্য উপবীতী হরিং স্মৃত্বা প্রাচীনাবীতী ওঁ সুসম্প্রোক্ষিত-মস্তু ইতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমাসিঞ্চেৎ অস্ত্বিতি প্রতিবচনং। ওঁ শিবা আপঃ সন্ত্বিতি ব্রাহ্মণায় জলং দদ্যাৎ সন্ত্বিতি প্রতিবচনং। ওঁ সৌমনস্যমস্ত্বিতি পুষ্পং অস্ত্বিতি প্রতিবচনং। ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চা-স্ত্বিত্যক্ষতং অস্ত্বিতি প্রতিবচনং। ততস্তিলাজ্যমধুযুক্তজলং গৃহীত্বা ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাং। ইতি ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। তত উপতিষ্ঠতামিতি প্রতিবচনং। ওঁ অঘোরঃ পিতা অস্তু ওঁ অস্ত্বিতি প্রতিবচনং। ওঁ গোত্রন্নো বর্দ্ধতামিতি বদেৎ। বর্দ্ধতামিতি প্রতি-বচনং। ততো স্বাদ্বপক্ষে স্বাদ্বমুত্থাপয়েৎ। ততো ব্রাহ্মণায় তাম্বূলং দত্ত্বা উপবীতী ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেব-শর্ম্মণঃ কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা ব্রাহ্মণায়াহং দদানীতি দদ্যাৎ। ততঃ প্রিয়োক্তিভির্ব্রাহ্মণং পরিতোষ্য ওঁ শ্রাদ্ধমিদং সংপূর্ণং জাতং ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সংপূর্ণং জাতমিতি প্রতিবচনং। ওঁ অভিরম্য-তামিতি ব্রাহ্মণং বিসর্জ্জয়েৎ। ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তামিতি পঠেৎ। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জপেৎ। ততঃ শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা দীপমাচ্ছাদ্যা-চ্ছিদ্রাবধারণং কৃত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদং কুর্য্যাৎ।

অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

অথ সাপিণ্ড্যাদিবিচারঃ।—

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং॥

পিতা হইতে গণনা করিয়া পিণ্ডভাগী তিন পুরুষ, পরে লেপভুক তিন পুরুষ ও আপনি, এই সাত পুরুষ সপিণ্ড।

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে।
সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্তেতাচতুর্দ্দশাৎ॥ ইতি মনুসংহিতা।

সপিণ্ডের পর তিন পুরুষ সকুল্য, আর এই বংশে অমুক নামে এক ব্যক্তি জন্মিয়াছিল, ইত্যাদি নাম স্মরণ পর্য্যন্ত সমানোদক, তাহার পর গোত্রজ এই সম্বন্ধ থাকে।

সপিণ্ডতা তু বিজ্ঞেয়া অপ্রত্তানাং ত্রিপৌরুষী।

স্ত্রীলোকের ভর্তৃসপিণ্ডই সপিণ্ড, আর অবিবাহিতা কন্যার পিতৃবংশে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডত্ব থাকে, ইহা অশৌচবিষয়ে।

অপ্রত্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং।
প্রত্তানাং ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ॥ ইতি রত্নাকরঃ

অনূঢ়া কন্যার সপিণ্ডত্ব সাত পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে। এইটী বিবাহ বিষয়ে, বিবাহের পর ভর্ত্তৃকুলে সপিণ্ডতা হয়।

দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে।
ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ॥ ইতি বৃহস্পতিঃ

সপিণ্ড ব্যক্তি দশ দিনে, সকুল্য তিন দিনে এবং গোত্রজ স্নান মাত্রেই শুদ্ধ হয়, এই ব্যবস্থা জন্মাশৌচ ও মৃতাশৌচ উভয়স্থলে।

অবাগ্দত্তায়াঃ কন্যায়াঃ একাহেন দশপিণ্ডানাং।
দানাদ্বয়োশ্চ একাহাশৌচং নিবন্ধৃভিঃ কল্প্যতে। ইতি স্মার্তাঃ।
বাগ্দত্তাভিন্ন অবিবাহিতা কন্যার পিত্রাদি সপিণ্ডমরণে একাহাশৌচ স্মার্তসম্মত।

অথ চাতুর্ব্বর্ণ্যাশৌচকথনং।

শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥　ইতি মনুঃ।

ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্য পঞ্চদশদিনে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অশৌচপাত হয়, তবে পূর্ব্বদিন হইতে গণনা করিতে হইবে। বিশেষরূপে অশৌচের দিন স্থির না হইলে অশৌচ গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

বিগতন্তু বিদেশস্থং শৃণুয়াদ্ যোহ্যনির্দ্দশম্।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ॥　ইতি মনুঃ।

যদি বিদেশস্থ ব্যক্তির মরণ অশৌচের মধ্যে শ্রবণ করে, তবে যে কয়েক দিন অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ যে দিনে শ্রবণ করিয়াছে, সেই দিবস হইতে অশৌচান্তদিন পর্য্যন্ত যে কয়েকদিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয়েকদিনমাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে।

অন্যদেশমৃতং জ্ঞাতিং শ্রুত্বা বা পুত্রজন্ম চ। অনির্গতে দশাহে তু শেষাহোভির্বিশুধ্যতি।

অন্য দেশ হইতে জ্ঞাতির মৃতাশৌচ কিম্বা জননাশৌচ যদি দশদিনের অভ্যন্তরে শ্রবণ করে, তবে শেষ যে কয়দিন থাকে, তাহাতেই শুদ্ধ হয়।

অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
সম্বৎসরব্যতীতে তু সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।

যদি অশৌচের কাল ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারদিন, বৈশ্যের পনেরদিন এবং শূদ্রের একমাস অতীত হয়, তাহার পর যদি একবৎসরের মধ্যে মরণ শ্রবণ করে, তবে পুত্রাদি সপিণ্ডবর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সম্বৎসরের পর শ্রবণ করিলে, সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ স্নানমাত্রে শুদ্ধি হয়, ইহা মাত্র সপিণ্ডের পক্ষে। মহাগুরু-নিপাতে অর্থাৎ পিতা মাতা কিম্বা স্বামীর মৃত্যু সম্বৎসরের পর শ্রবণ করিলে একরাত্র অশৌচ হইবে।

অথ বালকাদিমরণে অশৌচব্যবস্থা।

জাতমাত্রস্য বালস্য যদি স্যাম্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাৎ পিতা ত্বস্পৃশ্য এব চ॥
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং সোদরস্য চ।
ঊর্দ্ধং দশাহাদেকাহং সোদরো যদি নির্গুণঃ। ইতি কূর্ম্মপুরাণং।

যদি প্রকৃত প্রসবকালে বালকের জন্ম হয়, অর্থাৎ নবম কিম্বা দশম মাসে বালক জন্ম গ্রহণ করে, তবে সপিণ্ডবর্গের সম্পূর্ণ জননা-শৌচ; আর যদি জননাশৌচকালের মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়, তবে পিতামাতার অস্পৃশ্যত্বযুক্ত স্বজাত্যুক্ত জননাশৌচ সপিণ্ডবর্গের সদ্যঃ শৌচ ইহা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সমান। আর অশৌচের পর সেই বালকের মৃত্যু হইলে, শূদ্র ভিন্ন সোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে।

দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ।
শবাশৌচং ন কর্ত্তব্যং সূত্যাশৌচং বিধীয়তে॥
ইতি মিতাক্ষরায়াং বৃহন্মনুঃ।

যদি দশাহাভ্যন্তরে, অর্থাৎ—স্বজাত্যুক্ত জননাশৌচের মধ্যে জাতবালকের মৃত্যু হয়, তবে তাহার পিতা মাতা শবাশৌচ (মৃতা-শৌচ) গ্রহণ না করিয়া জননাশৌচ গ্রহণ করিবে, এই বচনে বান্ধব-পদে পিতা ও মাতা বুঝিতে হইবে।

গর্ভে যদি বিপত্তি স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ। ইতি মিতাক্ষরা॥

যদি গর্ভে মৃত পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসূত হয়, তবে সপিণ্ডবর্গের দশাহ অর্থাৎ স্বজাত্যুক্ত জননাশৌচ হইবে।

জননাশৌচের পর যদি অজাতদন্ত বালক মরে, তবে পিতা ও মাতার একরাত্র আর দন্ত জন্মিয়া মরিলে তিন দিন অশৌচ হইবে।

প্রমাণং যথা—

অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিষ্যতে।
জাতে দন্তে ত্রিরাত্রং স্যাদ্ যদি স্যাতাং তু নির্গুণৌ॥
ইতি কূর্ম্মপুরাণম্।

অত্র বিষয়ে সপিণ্ডানাং ব্যবস্থা।—

আদন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকং।
ত্রিরাত্রমোপনয়নাৎ সপিণ্ডানামুদাহৃতং॥

অশৌচকালের পর ছয়মাসের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডের সদ্যঃশৌচ, ছয় মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে মরণ হইলে একাহ, দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর তিন মাস মধ্যে মরণ হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। প্রমাণং যথা—

অথোর্দ্ধং দন্তজননাৎ সপিণ্ডানামশৌচকং।
একাহং নির্গুণানান্তু চৌড়াদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রকং॥ ইতি কূর্ম্মঃ।

নির্গুণ সপিণ্ডের পক্ষে দন্তজননান্তর মরণে একাহ ও চূড়াকরণানন্তর ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যদি ব্রাহ্মণসন্তানের অপূর্ণ দুই বৎসরের মধ্যে চূড়াকরণ হইয়া থাকে এবং তাহার পর সেই বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সকলেরই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

প্রমাণং যথা—নিবৃত্তচূড়কে বিপ্রে ত্রিরাত্রাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে।
ইতি অঙ্গিরাঃ।

দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর তিনমাস মধ্যে বালক মরিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। কিন্তু যদি পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন হয়, তবে সকলেরই দশরাত্র অর্থাৎ পূর্ণাশৌচ হইবে।

শূদ্র সম্বন্ধীয় অশৌচব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে যথা—

"ত্রিরাত্রস্তু ভবেচ্ছূদ্রে ষণ্মাসোনশিশৌ মৃতে। ইতি মৎস্যপুরাণং।

জননাশৌচের পর ছয় মাসের উন অর্থাৎ—অপূর্ণ ছয়মাসে শূদ্র বালক মরিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ইহা পিতা মাতা সোদর ও সপিণ্ডবর্গ সকলেরই সমান।

শূদ্রে ত্রিবর্ষান্যূনে তু মৃতে শুদ্ধস্তু পঞ্চভিঃ।
অত ঊর্দ্ধং মৃতে শূদ্রে দ্বাদশাহো বিধীয়তে।
ষড়্‌বর্ষাণ্যমতীতো যঃ শূদ্রঃ সংম্রিয়তে যদি।
মাসিকন্তু ভবেচ্ছৌচমিত্যাঙ্গিরসভাষিতং॥ ইতি অঙ্গিরাঃ।

ছয়মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে শূদ্র বালক মরিলে ৫ দিন অশৌচ। তাহার পর ছয় বৎসর মধ্যে মরিলে ১২ দিন। ছয় বৎসর অতীত হইয়া মরিলে ১ মাস, কিন্তু ছয় বৎসরের মধ্যে যদি বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১ মাস অশৌচ হইবে। যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে "পঞ্চম বৎসর বয়সে উপনীত ব্রাহ্মণবালকের মৃত্যু হইলে পূর্ণাশৌচ" এস্থলেও সেইরূপ। শূদ্রের বিবাহই প্রধান সংস্কার—বর্ণসঙ্করদিগের পক্ষে অশৌচ-ব্যবস্থা শূদ্রতুল্য।

পুত্র জন্মিলে মাতার দশদিন পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যত্ব ও পিতার স্নানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যত্ব থাকে।

পুত্র কন্যা জন্মিলে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার দশদিন, শূদ্রার ত্রয়োদশদিন পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যত্ব থাকে। প্রমাণং যথা—আদিপুরাণে

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ।
ষড্ভিঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ॥
সূতিকাং পুত্রবতীং বিংশতিরাত্রেণ স্নাতাং।
সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ মাসেন স্ত্রীজননীমিতি পৈঠীনসিঃ॥

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, পুত্র প্রসব করিলে বিংশতিরাত্রিতে স্নান করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম করণের যোগ্য হয়, আর কন্যা প্রসব করিলে ১ মাস অশৌচ থাকে। পূর্ব্ববচনে দশদিন ব্রাহ্মণীর পক্ষে এবং এখানে একমাস ও বিংশতি দিন কথিত হইল, ইহার মীমাংসা এই যে, পূর্ব্ববচন অস্পৃশ্যত্ববিষয়ক, এই বচন অশৌচবিষয়ক, আর শূদ্রার পুত্র ও কন্যা উভয় স্থলেই জাতাশৌচ একমাস ও অস্পৃশ্যত্ব ত্রয়োদশ দিন। অতঃপর কন্যাসম্বন্ধে বলিতেছেন।

আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে।
সদ্যঃশৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ॥

জন্ম হইতে চূড়াকরণসময়পর্য্যন্তকালের মধ্যে অর্থাৎ দুই বর্ষ মধ্যে কন্যার মৃত্যু হইলে সকলেরই সদ্যঃশৌচ হইবে। ইহা সকল বর্ণের পক্ষে সমান। যাহার বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সেইরূপ বালিকার মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে।

দুই বৎসরের পর বাগ্দান পর্য্যন্ত একদিন অশৌচ হইবে।

বাক্প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহং।
পিতুর্ব্বরস্য চ ততো দত্তানাং ভর্ত্তুরেব হি॥

বাগ্দানের পর বিবাহ নিষ্পন্ন না হইয়া মরিলে পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলেই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। বাগ্দানের কাল বিবাহের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত। বিবাহের পর ভর্ত্তৃকুলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়।

অত্র স্থলে সোদরস্যাশৌচং।

আদন্তাৎ সোদরে সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকং।

আপ্রদানাৎ ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরং॥ ইতি কূর্ম্মঃ।

কন্যার জন্ম হইতে দন্তজননকাল পর্য্যন্ত সোদর ভ্রাতার সদ্যঃশৌচ হইবে। পরে চূড়াকরণ কাল পর্য্যন্ত একরাত্র, তাহার পর বাগ্দান কাল পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। পরে ভ্রাতার আর অশৌচ নাই। কিন্তু এখানে (দশরাত্রমতঃপরং) এই বাক্যের অর্থ এই যে, বিবাহ সম্পন্ন হইলে ভর্তৃকুলে স্বজাত্যুক্ত অশৌচ হইবে।

দত্তানারী পক্ষে তু।—দত্তা নারী পিতুর্গেহে সূয়তে ম্রিয়তেঽথবা।

স্বমশৌচং চরেৎ সম্যক্ পৃথক্স্থানব্যবস্থিতা।

তদ্বন্ধুবর্গস্ত্বেকেন শুধ্যেত্তু জনকস্ত্রিভিঃ॥

বিবাহিতা কন্যার যদি পিতৃগৃহে প্রসব হয়, কিম্বা তাহার মৃত্যু হয়, তবে পৃথক্ স্থানব্যবস্থিতত্বহেতু অর্থাৎ তাহার সহিত ভোজনাদি সংসর্গ না থাকিলে পিতামাতার তিন দিন ও বন্ধুবর্গ অর্থাৎ সেই কন্যার ভ্রাত্রাদির একদিন অশৌচ হইবে।

গর্ভস্রাবাশৌচং।

গর্ভস্রাবের কাল প্রথম মাসাবধি অষ্টম মাস পর্য্যন্ত, ইহার ঊর্দ্ধে প্রসবকাল। যদি ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হয়, তাহার অশৌচ ব্যবস্থা। কূর্ম্মপুরাণে।—

অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাদ্ গর্ভসংস্রবঃ

তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।

যদি ছয় মাসের মধ্যে স্ত্রীর গর্ভস্রাব হয়, তবে যত মাস গর্ভ হইয়াছিল, ততদিন অশৌচ হইবে। কিন্তু এই অশৌচ কেবল সেই স্ত্রীর পক্ষে, অন্য কাহারও পক্ষে নহে।

অত ঊর্দ্ধন্তু পতনে স্ত্রীণাং স্যাদ্দশরাত্রকং।
সন্তঃ শৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ।
গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেহত্যন্তনির্গুণে।
যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ॥

তাহার পর যদি ৮ মাস কালের মধ্যে গর্ভস্রাব হয়, তবে স্ত্রীর স্বজাত্যুক্ত অশৌচ, সগুণ সপিণ্ডবর্গের সদ্যঃশৌচ, নির্গুণ সপিণ্ডের একাহ ও যথেষ্টাচারিজ্ঞাতির ত্রিরাত্র।

দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমষষ্ঠমাসেষপি ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং যথাক্রমং মাসসমসংখ্যকদিনাতিরিক্তমেকরাত্রং, দ্বিরাত্রং ত্রিরাত্রং, ষড়্রাত্রঞ্চ, দৈবপৈত্রকর্ম্মানধিকারঃ॥

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসে যদি গর্ভস্রাব হয়, তবে স্ত্রীর মাসসমসংখ্যক দিন অশৌচের পর ব্রাহ্মণীর একদিন, ক্ষত্রিয়ার দুইদিন, বৈশ্যার ৩ দিন, শূদ্রার ৬ দিন পর্য্যন্ত দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকার থাকে না। আর লৌকিক কর্ম্ম মাসসমসংখ্যক দিনের পর করিতে পারিবে। ইতি স্মার্ত্তসম্মতব্যবস্থা।

অথ অশৌচসঙ্করবিচারঃ।

অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবৎ তৎ স্যাদনির্দ্দশং॥ ইতি মনুঃ

স্ব স্ব জাত্যুক্ত জননাশৌচ বা মৃতশৌচের মধ্যে যদি অপর কোন জননাশৌচ বা মৃতাশৌচ পতিত হয়, তবে পূর্ব্বাশৌচান্ত দিনেই দ্বিতীয়াশৌচ সমাপ্ত হইবে।

সমানাশৌচং প্রথমং প্রথমেন সমাপয়েৎ।
অসমানং দ্বিতীয়েন ধর্ম্মরাজবচো যথা॥

অশৌচের গুরুতা তিন প্রকার। প্রথমতঃ জননাশৌচ হইতে

মৃতাশৌচ গুরু। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞাতির পুত্রকন্যাজননাশৌচ হইতে স্বীয়পুত্রকন্যাজননাশৌচ গুরু। তৃতীয়তঃ সপিণ্ডের মৃতাশৌচ হইতে স্বীয় পিতা মাতা ও স্বামীর মৃতাশৌচ গুরু। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সপিণ্ডের জনন বা মৃতাশৌচের মধ্যে যদি স্বীয় পুত্র জনন বা মহাগুরু নিপাত হয়, তবে উক্ত সপিণ্ডাশৌচ, গুরু-অশৌচান্ত দিনেই শেষ হইবে। কিন্তু যদি স্ব স্ব জাত্যুক্ত অশৌচের প্রথমার্দ্ধে উক্ত দ্বিতীয় গুরু-অশৌচ পতিত হয়, অর্থাৎ সপিণ্ডজননাশৌচের প্রথমার্দ্ধে স্বপুত্র জনন হয়, কিম্বা সপিণ্ডমরণাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে পিতৃমাতৃভর্তৃমরণ হয়, তবে পূর্ব্বাশৌচেই শুদ্ধ হইবে। আর শেষার্দ্ধে পতিত হইলে পরাশৌচে শুদ্ধ হইবে। আর যদি প্রথমে এক গুরু-অশৌচ হইয়াছে আর প্রথমার্দ্ধেই হউক আর শেষার্দ্ধেই হউক দ্বিতীয় গুরু-অশৌচ পতিত হয়—তবে দুয়েরই সমতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বাশৌচান্তকালেই দ্বিতীয় অশৌচ শেষ হইবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় অশৌচ পূর্ব্বাশৌচের দশম দিনে, অর্থাৎ অশৌচান্তদিনে পতিত হয়, তবে দুই দিন, এবং রাত্রিশেষে পতিত হইলে তিনদিন বৃদ্ধি হইবে।

যদি জননাশৌচের মধ্যে শূদ্রাদির প্রসূতা স্ত্রীর স্বামীর মৃত্যু হয়, তথাপি তাহার দীর্ঘকালীন জননাশৌচান্ত দিনেই ঐ মৃতাশৌচের শেষ হইবে। আর যদি সপিণ্ডমরণাশৌচান্তদিনে পিতৃমরণ হয়—তবে সপিণ্ডাশৌচ, পিতৃমরণজন্য—অশৌচান্তদিনে শেষ হইবে. কারণ মহাগুরুনিপাতাশৌচেরই গুরুত্ব। আর যদি পিতৃমরণাশৌচ মধ্যে মাতার মৃত্যু হয়, তবে পূর্ব্বাশৌচান্তদিনেই পরাশৌচ শেষ হইবে, কারণ দুইই তুল্যাশৌচ।

আপনার পুত্র কিম্বা কন্যা জন্মিলে সেই অশৌচের মধ্যে যদি

সপিণ্ডের পুত্র কিম্বা কন্যা জন্মে, তাহা হইলে আপনার পুত্রকন্যা-জননাশৌচান্তদিনেই শুদ্ধি হইবে।

যদি এক দিবসে দুই সপিণ্ডের মৃত্যু হইয়া পরে মাতা পিতা কিম্বা স্বামীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচান্তদিনেই সকলের অশৌচ শেষ হইবে।

যদি জাতাশৌচের মধ্যে অপর কোন জাতাশৌচ পতিত হয় এবং পূর্ব্বজাত সন্তানের উক্ত অশৌচ মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে পিতা-মাতার ও সপিণ্ডবর্গের জাতাশৌচ স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয়। আর যদি পরজাত বালক অশৌচের মধ্যে মরে, তবে সকলেরই জাতা-শৌচ সমভাবে থাকিবে, যদি সপিণ্ডের জননাশৌচের প্রথমার্দ্ধে স্বীয় পুত্রের জন্ম হয়, তবে সপিণ্ডাশৌচের শুদ্ধিদিনে শুদ্ধি, পরার্দ্ধে পতিত হইলে স্বীয় অশৌচে শুদ্ধি।

অথ খণ্ডাশৌচং।

মাতৃস্বস্মাতুলয়োঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্গুরৌ।

ঋত্বিজি বৈ চোপরতে ত্রিরাত্রমিতি শিষ্যকে।

মাতৃস্বসা অর্থাৎ মাসী, মাতুল, শ্বশুর, শাশুড়ী, আচার্য্যরূপ গুরু, পুরোহিত ও শিষ্য যদি আপনার গৃহে বা নিকটে মরে তবে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

শ্বশুরয়োর্ভগিন্যাশ্চ মাতুলান্যাশ্চ মাতুলে।

পিত্রোঃ স্বসরি তদ্বচ্চ পক্ষিণীং ক্ষপয়েন্নিশাং।

ইতি মিতাক্ষরারত্নাকরয়োর্ব্বৃহন্মনুবচনং।

শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিতা ও মাতার ভগিনী যদি মরে, তবে পক্ষিণী অশৌচ হইবে।

আগামী ও বর্ত্তমানদিন এবং তন্মধ্যরাত্রি, ইহার নাম পক্ষিণী।

গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, শিক্ষাগুরু, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, মাতুল, শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালক, ভিন্নস্থানে মরিলে—একাহ, একগ্রামে—পক্ষিণী ও স্বগৃহে মরিলে - ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। প্রমাণং যথা—

আচার্য্যপত্নীপুত্রোপাধ্যায়মাতুলশ্বশুরশ্বাশুর্য্যসহাধ্যায়ি-
শিষ্যেষেকরাত্রেণ। ইতি হারলতাপ্রভৃতয়ঃ।
সংস্থিতে পক্ষিণীং রাত্রিং দৌহিত্রে ভগিনীসুতে।
সংস্কৃতে তু ত্রিরাত্রং স্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥
পিত্রোরুপরমে স্ত্রীণামূঢ়ানাস্তু কথং ভবেৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ।

দৌহিত্র ও ভাগিনেয় মরিলে পক্ষিণী ও দাহাদি করিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। আর যদি পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়, তবে বিবাহিতা কন্যা দাহাদি না করিলেও তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। পরন্তু অবিবাহিতা কন্যার পিত্রাদিসপিণ্ডমরণে একাহাশৌচ স্মার্ত্তসম্মত। শবদহনাশৌচমাহ।

অসম্বন্ধিনো দহিত্বা বহিত্বা সদ্যঃ শৌচং। সম্বন্ধে তু ত্রিরাত্রমিতি
ঊঢ়কন্যানাস্তু দাহাদিকং বিনাপি। অন্যথা তদ্বোঢ়ুরশৌচং,
ন তস্যা ইতি মহদ্বৈষম্যং স্যাদিতি স্মার্ত্তাঃ।

অসম্বন্ধীয় অর্থাৎ যাহার সহিত কোন অশৌচ সম্পর্ক নাই, তাহার দাহাদি করিলে সদ্যঃশৌচ, আর যাহার সহিত অশৌচ সম্পর্ক আছে, তাহার দাহাদি করিলে ত্রিরাত্র। আর বিবাহিতাকন্যা পক্ষে সকলস্থলে অর্থাৎ দাহাদি না করিলেও মাতৃপিতৃমরণে ত্রিরাত্র।

মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ। ইতি মনুঃ।

মাতুল, শিষ্য, পুরোহিত ও স্ববান্ধব, ইহাদের দাহাদি না করিলে পক্ষিণী, দাহাদি করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

আত্মমাতুঃ স্বসুঃ পুত্রা আত্মমাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ॥ ইতি মিতাক্ষরাঃ
সমানোদকানাং ত্র্যহং গোত্রজানামহঃ স্মৃতং।
মাতৃবন্ধৌ গুরৌ মিত্রে মণ্ডলাধিপতৌ তথা॥ ইতি জাবালিঃ।

সকুল্য মরিলে তিন দিন, গোত্রজ মরিলে একাহ। মাতৃবন্ধু, গুরু, মিত্র ও মণ্ডলাধিপতি অর্থাৎ রাজা মরিলে একরাত্র অশৌচ হইবে। যে স্থলে সপিণ্ডবর্গের সম্পূর্ণাশৌচ হয়, সেই স্থলে উক্ত ত্রিরাত্রাদি অশৌচ হইবে।

মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ পুত্রা মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥ ইতি মিতাক্ষরায়াং॥

অথ মৃত্যুবিশেষাশৌচকথনম্।

অনশনমৃতানামশনিহতানামগ্নিজলপ্রবিষ্টানাং,
ভৃগুসংগ্রামদেশান্তরমৃতানাং জাতদন্তানাং—ত্রিরাত্রম্॥

অনশনে, বিদ্যুদগ্নিতে, জলে ও অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া ও উচ্চদেশ হইতে পতিত হইয়া সংগ্রামে এবং দেশান্তরে ও জাতদন্ত হইয়া মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে।

ব্রহ্মদণ্ডহতা যে চ যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতাঃ।
মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থি সঞ্চয়ঃ।
ন চাশ্রুপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং ক্বচিৎ॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণ

ব্রাহ্মণ কর্তৃক শাপগ্রস্ত বা ব্রাহ্মণের পীড়াকারী হইয়া মরিলে পতিত হয়, পতিত দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, উদকাদিদান, অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদি নাই। যদি কেহ ইহাদের অশৌচগ্রহণ, দাহাদিকার্য্য ও

ও শ্রাদ্ধাদি করে, তবে তাহার পিণ্ডের শুদ্ধির জন্য, তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ব্রত করিতে হয় বা তদনুকল্প ২২৷৷০ কাহন বরাটক দান করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিতে হয়। দহনবহনমাত্র করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত করিবে, তাহার অনুকল্প ১১৷০ এগার কাহন চারিপণ বরাটক।

ব্যবস্থা পত্রং।—পতিতানাং শবদহনবহনজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা

তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতাত্যাশক্তৌ ব্রাহ্মণাদিচাতুর্ব্বর্ণ্যেন

যৎকিঞ্চিদ্দাক্ষিণকসপাদৈকাদশকার্ষাপণী—

দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং কুষ্ঠাদিরোগবতাং মরণে তদ্দহনবহনয়োঃ—"অদাহ্যদহনবহনজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা যতিচান্দ্রায়ণব্রতাত্যশক্তাবিতি" প্রয়োজ্যম।

ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু তস্যাশৌচং ভবেদ্দ্বিধা।

আসপ্তাহাত্ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরং॥ ইতি ব্যাসঃ॥

রোগাদি ব্যতীত ক্ষতগ্রস্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অশৌচ দুই প্রকার। সপ্তাহের মধ্যে মরিলে ত্রিরাত্র এবং সপ্তাহের পরে স্ব স্ব জাত্যুক্ত অশৌচ।

অথ ব্রাহ্মণস্য শবানুগমনাশৌচং।

প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো যোঽনুগচ্ছতি কামতঃ।

স্নাত্বা সচেলঃ স্পৃষ্টাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি।

একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্বৈশ্যে চ স্যাদ্দ্ব্যহেন তু।

শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়ামশতং পুনঃ॥ ইতি কূর্ম্মপুরাণম্।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণশবের অনুগমন করিলে বস্ত্রের সহিত স্নানপূর্ব্বক ঘৃতভোজন করিয়া বিশুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়শবের অনুগমন করিলে একাহা-

শৌচান্তে পূর্ব্বোক্ত স্নান ও ঘৃতভোজন করিয়া শুদ্ধ হয়, বৈশ্যশবের অনুগমন করিলে দ্বিরাত্রাশৌচান্তে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্নান ও ঘৃতভোজন করিয়া শুদ্ধ হয়। শূদ্রশবের অনুগমন করিলে ত্রিরাত্রাশৌচান্তে ঘৃত ভোজন, স্নান ও একশত প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হয়।

প্রেত কার্য্যের অধিকারীগণ।

পুরুষের পক্ষে। (১) জ্যেষ্ঠপুত্র, (২) কনিষ্ঠপুত্র, (৩) পৌত্র, (৪) প্রপৌত্র, (৫) অপুত্রা বা কর্ম্মসমর্থপুত্রযুক্তাপত্নী, (৬) কন্যা, (৭) বাগ্‌দত্তা কন্যা, (৮) দত্তা কন্যা, (৯) দৌহিত্র, (১০) কনিষ্ঠসহোদর, (১১) জ্যেষ্ঠসহোদর, (১২) কনিষ্ঠবৈমাত্রেয়, (১৩) জ্যেষ্ঠবৈমাত্রেয়, (১৪) কনিষ্ঠসহোদরপুত্র, (১৫) জ্যেষ্ঠসহোদরপুত্র, (১৬) কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় পুত্র, (১৭) জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় পুত্র, (১৮) পিতা, (১৯) মাতা, (২০) পুত্রবধূ, (২১) পৌত্রী, (২২) দত্তা পৌত্রী, (২৩) পৌত্রবধূ, (২৪) প্রপৌত্রী, (২৫) দত্তা প্রপৌত্রী, (২৬) প্রপৌত্রবধূ, (২৭) পিতামহ, (২৮) পিতামহী, (২৯) সপিণ্ড পিতৃব্যাদি, (৩০) সমানোদক, (৩১) সগোত্র, (৩২) মাতামহ, (৩৩) মাতুল, (৩৪) ভাগিনেয়, (৩৫) মাতৃপক্ষসপিণ্ড, (৩৬) মাতৃপক্ষসমানোদক অসবর্ণ (৩৭) ভার্য্যা, (৩৮) অপরিণীতা স্ত্রী, (৩৯) শ্বশুর, (৪০) জামাতা, (৪১) পিতামহীভ্রাতা, (৪২) শিষ্য, (৪৩) ঋত্বিক্, (৪৪) আচার্য্য (৪৫) মিত্র, (৪৬) পিতৃমিত্র, (৪৭) একগ্রামবাসী স্বজাতীয়, (৪৮) গৃহীতবেতন স্বজাতীয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে। (১) জ্যেষ্ঠপুত্র, (২) কনিষ্ঠপুত্র, (৩) পৌত্র, (৪) প্রপৌত্র, (৫) কন্যা, (৬) বাগ্‌দত্তা কন্যা

(৭) দত্তা কন্যা, (৮) দৌহিত্র, (৯) সপত্নীপুত্র, (১০) পতি, (১১) পুত্রবধূ, (১২) সপিণ্ড, (১৩) সমানোদক, (১৪) সগোত্র, (১৫) পিতা, (১৬) ভ্রাতা, (১৭) ভগিনীপুত্র, (১৮) ভর্ত্তৃভাগিনেয় (১৯) ভ্রাতৃপুত্র, (২০) জামাতা, (২১) ভর্ত্তৃমাতুল, (২২) ভর্ত্তৃশিষ্য, (২৩) পিতৃসমানোদক, (২৪) পিতৃব্য (২৫) মাতৃসমানোদক, (২৬) মাতৃবংশ, (২৭) দ্বিজোত্তম।

অথ প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা।

অথ কালভেদে ব্যবস্থা—কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনান্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥

সত্যযুগে ব্রত, ত্রেতায় ধেনুদান, দ্বাপরে ও কলিতে ধেনুমূল্য প্রদান।

অথ বালাদি ভেদে প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা।

অত্রোনষোড়শবর্ষীয়স্যার্দ্ধং। ইতি স্মার্ত্তঃ।

যাহার বয়স ষোল বৎসরের ন্যূন, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইলে অর্দ্ধেক করিবে।

অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ॥

যাহার অশীতি বৎসর বয়স, এইরূপ বৃদ্ধ এবং যাহার একাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত বয়স, এইরূপ বালক এবং স্ত্রী ও রোগী ইহাদের অর্দ্ধেক ব্যবস্থা।

অত্র শ্রীধরস্বামিধৃতবচনং—কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।

কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃ পরং ॥
দশবর্ষাভ্যন্তরীয়বালস্য পাদবিধানাৎ--
নাস্যানুগ্রহস্তরামিতি প্রাগেবোক্তং ॥ ইতি স্মার্ত্তাঃ।

অথ প্রায়শ্চিত্তস্য পূর্ব্বাহকৃত্যং।

বাপ্য কেশান্ নখান্ পূর্ব্বং ঘৃতং প্রাশ্য বহির্নিশি।
প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাদিশেৎ॥
প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনো বাগ্যতস্ত্রিসবনং স্পৃশেৎ॥ ইতি শঙ্খঃ।

প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বদিনে কেশ ও নখাদি বপন করাইয়া ত্রিসন্ধ্যা-স্নান করিয়া আকাশে নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে ঘৃত ভোজন করত মৌনব্রত অবলম্বন করিবে।

অথ মুণ্ডন ব্যবস্থা।—রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ
কেশানাং বপনং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।

রাজা, রাজপুত্র, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণ, ইহারাও প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বদিনে কেশ নখাদিচ্ছেদন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

কেশনখাদি বপনবিষয়ে বিশেষবিধিঃ।

বিদ্বদ্বিপ্রনৃপস্ত্রীণাং নেষ্যতে কেশবাপনম্।
ঋতে মহাপাতকিনো গাং হন্তুশ্চাবকীর্ণিনঃ॥ ইতি মিতাক্ষরায়াং।

বিদ্বান্ বিপ্র; রাজা ও সধবা স্ত্রীর মহাপাতক, গোহত্যা ও অবকীর্ণিত্ব ব্যতিরেকে মুণ্ডন নাই।

স্ত্রীণাং বিশেষাহ।—বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যা জপাদিকং।
ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ বধ্যাদ্গবাজিনং॥

সর্ব্বা কেশান্ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ং।
সর্ব্বত্রৈবং হি নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতং।

সধবা স্ত্রীলোকের কোন প্রকার পাপেই মুণ্ডন নাই, যদি গো-হত্যা করে, তবে তাহাদিগের গোষ্ঠে বাস, গোচর্ম্ম পরিধান ও গো'র পশ্চাদ্গমন এবং গোমতীজপ ইত্যাদি কিছুই নাই। মুণ্ডনের মধ্যে কেবল কেশের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমিত ছেদন করিবে।

বিধবাপক্ষে তু।—বিধবাকবরীবন্ধো ভর্তৃবন্ধায় কেবলং।
শিরসো মুণ্ডনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা॥

বিধবার কেশবন্ধনে স্বর্গস্থপতির বন্ধন হয়, এইজন্য মুণ্ডন বিধবার নিত্য কর্ত্তব্য।

কেশধারণবিষয়ে বিশেষবিধিঃ।

কেশানাং ধারণার্থন্তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ।

কেশ ধারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা হইলে, দ্বিগুণ ব্রত ও দ্বিগুণ দক্ষিণা দিবে।

প্রায়শ্চিত্তস্য কালব্যবস্থা।—নাষ্টম্যাং ন চতুর্দ্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্ত-পরীক্ষণে।

অষ্টমী চতুর্দ্দশী ব্যতীত সকল দিবসেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অথ প্রায়শ্চিত্তস্য কালাতিক্রমে ব্যবস্থা।

কালাতিরেকে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ। ইতি স্মৃতি সাগরে দেবলঃ। এক বৎসর অতীত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।

প্রায়শ্চিত্তাকরণে দোষশ্রুতিঃ।

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্যান্তি দারুণান্॥
ইতি যাজ্ঞবল্ক্য॥

যে ব্যক্তি পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করে সে ব্যক্তি ইহলোকে ঘৃণিত পরলোকে দুষ্পরিহর ঘোরনরকে পতিত হইয়া তত্তৎপাপের ফলভোগ করে।

অথ জ্ঞানকৃতবিপ্রস্বামিকগবীবধপ্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা।

জ্ঞানকৃতবিপ্রস্বামিকগবীবধজন্যপাপক্ষয়াথিনা ব্রাহ্মণেন একাশক্তৌ পঞ্চদশকার্ষাপণী দক্ষিণকৈকপঞ্চাশৎকার্ষাপণীকপর্দ্দকদান রূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যস্থলে ইহার সমান এবং স্ত্রী, শূদ্র, বালক, বৃদ্ধ, রোগী ও একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশবর্ষীয়বালক-পক্ষে ইহার অর্দ্ধেক। এই নিয়ম সর্ব্বত্র জানিবেন।

অজ্ঞানকৃতের ব্যবস্থা।

অজ্ঞানকৃতবিপ্রস্বামিগবীকবধজন্যপাপক্ষয়াথিনা ব্রাহ্মণেন ব্রতাশক্তৌ সার্দ্ধসপ্তকার্ষাপণীদক্ষিণকসার্দ্ধপঞ্চবিংশতিকার্ষাপণীকপর্দ্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং॥

অথৈকহায়নাদিগোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

একবর্ষে গবি হতে কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে। অবুদ্ধিপূর্ব্বং, পুংসঃ স্যাৎ দ্বিপাদস্তু দ্বিহায়নে। গর্ভিহরণে ত্রিপাদঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যমতঃপরং॥ ইতি বৃদ্ধপ্রচেতাঃ।

অবুদ্ধিপূর্ব্বক এক বৎসরের বৎসবধে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের এক-

পাদ, দুই বৎসরের দুই পাদ, তিন বৎসরের তিন পাদ, তিন বৎসরের অধিকবয়স্ক গোবধে প্রাজাপত্য ॥

ইহা অধমশূদ্রস্বামিকবিষয়ে। বিপ্রাদিস্বামিকস্থলে তত্তৎ প্রায়শ্চিত্তের পাদাদি হইবে।

বাল্যাদিবিষয়ে প্রমাণং যথা।—

বর্ষমাত্রা তু বাল্য স্যাদতিবাল্যা দ্বিবার্ষিকী।
অতঃ পরন্তু সা গৌঃপাত্তকর্ণী দন্ত জন্মনি।

এক বৎসরের বৎস বালা, দুই বৎসরের বৎস অতিবালা, ইহাদিগকে বধ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, আর দন্ত জন্মিলে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বিপ্রস্বামিকায়া গোরপালননিমিত্তকবধে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ॥

ব্রাহ্মণস্বামিকগব্যপালননিমিত্তকবধজনিতপাপক্ষয়কামিনা ব্রাহ্মণেন যথোক্তব্রতাচরণাশক্তৌ ষট্কার্ষাপণীদক্ষিণকষট্কার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদ্বাং মতং।

স্ত্রী, শূদ্র, বালক, বৃদ্ধ ইহাদের অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন কাহন প্রায়শ্চিত্ত, দক্ষিণা তিন কাহন, উভয়ত্ব ঘটিলে পাদ অর্থাৎ ১৷৷০ কাহন দান, দক্ষিণা ১৷৷০ কাহন।

প্রায়শ্চিত্তানন্তরপাপনাশজ্ঞানম্।

স্বশিরসা যবসমাদায় গোভ্যো দত্বাৎ, যদি তাঃ প্রমুদিতা গৃহ্লীয়ুস্তদৈনং প্রবর্ত্তয়েয়ুঃ।

প্রায়শ্চিত্তের পর আপনার মস্তকে নবীন তৃণগুচ্ছ লইয়া গো সকলকে প্রদান করিবে, যদি তাহাঁরা আনন্দিত হইয়া ভক্ষণ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে, নচেৎ পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।

অথাতিপাতকপ্রায়শ্চিত্তম্।

অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপাত্তবন্তি হি ॥
অন্যে চ বহবো রোগা জায়ন্তে রোগশঙ্করাঃ ॥
ইতি শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকঃ।

অত্র ব্যবস্থা।—অর্শোরোগসংসূচিতজন্মান্তরীয়াতিপাতকশেষ-পাপক্ষয়ার্থিনা পরাকব্রতদ্বয়ানুষ্ঠানাশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণাকত্রিংশৎ-কার্ষাপণীলভ্যরজতখণ্ডদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদ্বাংসস্তু ॥

অথ মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তম্।—কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাসা অতীসারভগন্দরৌ। দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং। ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবা মতাঃ ॥

কুষ্ঠব্যাধি, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, বহুমূত্র, অশ্মরী, কাস, অতীসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গলগণ্ড, চক্ষুনাশ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ পূর্ব্বজন্মকৃত মহাপাপের ফল।

অত্র ব্যবস্থা।—যক্ষ্মারোগসংসূচিতজন্মান্তরীয়মহাপাতকশেষ-পাপক্ষয়ার্থিনা। পরাকত্রয়ানুষ্ঠানাশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকপর্দ্দশ-কার্ষাপণীকপর্দ্দকলভ্যরজতখণ্ডদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাংসস্তু।

অথ উপপাতকপ্রায়শ্চিত্তম্। জলোদরযকৃৎপ্লীহশূলরোগব্রণানি চ। শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ। রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ।

অত্র ব্যবস্থা। জলোদররোগসংসূচিতজন্মান্তরীয়োপপাতকশেষ-পাপক্ষয়ার্থিনা পরাকত্রয়ানুষ্ঠানাশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকসার্দ্ধসপ্ত-

কার্পাসীকপর্দ্দকলভ্যরজস্বর্ণদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাদিতং।

শবদাহ ব্যবস্থা।

স্ব জাতি ভিন্ন অন্যের শব স্পর্শ করিতে নাই এবং 'বাসী' করিয়া ফেলিয়া রাখাও নিষিদ্ধ। একমাত্র পুত্র ব্যতীত অন্য অধিকার চূড়াকরণ না হইলে প্রেতকার্য্যে অধিকারী হয় না। যে বালক বালিকার বয়স দুই বৎসরের কম, তাহাদের দাহাদি নাই, কেবল শ্মশানে তাহাদিগকে পুতিয়া ফেলিতে হয়।

গর্ভিণীর গর্ভভেদ করিয়া সন্তান বাহির ও ত্যাগ না করাইয়া দাহ করা নিষিদ্ধ।

শবকে শ্মশানে লইয়া গিয়া অগ্নিকর্ত্তা, স্নান করিয়া অন্নপাক করিবে ও শবকে ধৌত করত পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভূমিতে কুশের উপর দক্ষিণ-শিরায় শয়ন করাইবে এবং ঘৃত মাখাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবে,—"ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ। কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং। কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং। ভদ্রাবকাশাং, সরযুং গণ্ডকীং পনসং তথা। বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা কৃতস্নানং শবামুষং॥" পরে নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় (ব্রাহ্মণ হইলে যজ্ঞোপবীত) পরাইয়া মালা চন্দনাদি এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও মুখের সপ্তচ্ছিদ্রে সপ্তখণ্ড স্বর্ণ (অভাবে কাংস্যাদি ধাতুর সাতখণ্ড) দিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ অগ্র হইতে অর্দ্ধেক ফেলিয়া দিয়া অপরার্দ্ধে শিশু দিবে। পরিষ্কৃত ভূমিতে গোময় লেপন করিয়া তাহার

উপর বাম জানু পাতিয়া এবং বিপরীত উত্তরীয় হইয়া "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে একটী দক্ষিণাগ্র রেখা দিয়া তদুপরি কুশত্রয় বিস্তৃত করিয়া "ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ" এই মন্ত্রে আবাহন করিবে. পরে জলস্পর্শ করিয়া "পিতৃলোকে অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব" এই মন্ত্রে আস্তৃত কুশের উপর জলে ছিটা দিবে, তুলসী ও তিলাদিমিশ্রিত পিণ্ড লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব শর্ম্মন্ এতত্তে পিণ্ডং স্বধা" বলিয়া কুশের উপর দিবে। তাহার পর অবনেজনোদকজল "ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে। মুখাগ্নিকারী পুনরায় স্নান করিয়া পরিষ্কৃত ভূমিতে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ করিয়া চিতা কাষ্ঠ সাজাইবে এবং তাহার উপর মৃত ব্যক্তিকে দক্ষিণশিরস্ক (সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে উত্তরশিরস্ক করিয়া পুরুষ হইলে অধোমুখে এবং স্ত্রীলোককে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে, পরে "দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু" এই মন্ত্রে পবিত্র অগ্নি গ্রহণ করিয়া "ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতং। দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।" এই মন্ত্রে শব প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া শবমুখে অগ্নি প্রদান করিবে। তাহার পর শবদাহ সমাধা হইবার সময়ে ৭টা কাঠের কুচা লইয়া শবের চিতা প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রতিবারে এক একটী কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, তারপরে কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া মৃৎপিণ্ডের ভিতর করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। দাহকারিগণ অবশেষে সাত কিম্বা তিন কলসীজল দিয়া চিতা নির্ব্বাণ করিবে। অনন্তর

অগ্নি দেওয়া হইয়া গেলে, ঐ জলপূর্ণ কুম্ভটী চিতার উপর রাখিয়া ঐ কলসীর উপরে সরাতে ৮কড়া কড়ি রাখিতে হয়, পরে পশ্চাৎ ফিরিয়া লোষ্ট্রাদি দ্বারা কলসীটি ভাঙ্গিয়া আর চিতা না দেখিয়া স্নান করিতে হয়। দিবসে দাহ হইলে রাত্রিতে এবং রাত্রে দাহ হইলে দিবসে গৃহে ফিরিতে হয়। ব্রাহ্মণাজ্ঞায় অন্যথা করা যায়। দাহকারিগণ একবস্ত্রে একবার মাত্র মার্জ্জন করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিবর্ত্তনে তিল জলাঞ্জলি লইয়া (সামবেদী ও ঋগ্বেদী বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং এতৎ সতিলোদকং তর্পয়ামি; যজুর্ব্বেদী—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব। এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন।

ফর্দ্দমালা।

বৈতরণী। সবৎসা কৃষ্ণা গো বা মূল্য ৩ কাহন কড়ি বা ৮/০ অভাবে গো-মূল্য ১কাহন কড়ি বা ।৴০ আনা, গামছা ১, ভোজ্য, দক্ষিণা।

পূরকপিণ্ডদান। দুগ্ধ ৴।০ পোয়া, সরা ৪, তিল যব, কাঁঠালিকলা ৪, মেষলোম বা ছিন্ন কম্বল, মৃৎপাত্র ৫৫, আতপ ॥০ সের, পেঁকাটী, প্রদীপ, তুলসী।

চতুর্দ্ধাশান্তি ও অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত। কলাপেটো ৫, সুপারি ৫, ঘৃত, পেকাটী, আতপতণ্ডুল, প্রদীপ, কুলথকলাই, সরা। স্বর্ণখণ্ড, গামছা ১, দক্ষিণা।

সূর্য্যপূজা। কোশা বা কুশি ১, জবাপুষ্প ১, নৈবেদ্য ১ বস্ত্র ১, রক্তচন্দন, দক্ষিণা।

তিলকাঞ্চন। তাম্রটাট ১, তিল ৴১০ পোয়া, স্বর্ণ ১ খণ্ড, গামছা ১, দক্ষিণা।

সমাপ্ত।